বাংলাদেশ
জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা স্ট্যান্ডার্ড
(এনএইচএসস)

জনুয়ারী ২০২৫

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (এমওএইচএফডব্লিউ)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শব্দ সংক্ষেপণ

এআরআই	হঠাৎ শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ
সিবিসি	কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট
সিসি	কমিউনিটি ক্লিনিক
সিসিটিভি	ক্লোজড-সার্কিট টেলিভিশন
সিসিইউ	হৃদরোগ পরিচর্যা কেন্দ্র
সিডি	সংক্রামক রোগ
সিজি	কমিউনিটি গ্রুপ
সিএইচসিপি	কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার
সিওপিডি	ফুসফুসের দীর্ঘমেয়াদি রোগ
সিএসজি	কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ
সিপিআর	কার্ডিওপালমোনারি রিসাসিটেশন
সিভিডি	হৃদরোগ
ডিসিআর	ডেক্রিয়োসিস্টোরহিনোস্টোমি
ডিজিএইচএস	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ডিজিএফপি	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
ডিজিএনএম	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর
ডিএইচ	জেলা হাসপাতাল
ডিএইচআইএস ২	ডিস্ট্রিক্ট হেলথ ইনফরমেশন সিস্টেম সফটওয়্যার সংস্করণ ২
ডিএম	ডায়াবেটিস
ডিএমপিএ	ডিপো মেড্রক্সিপ্রজেস্টেরন অ্যাসিটেট
ডিএনএস	নাকের বাঁকা হাড়
ডটস	প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শর্ট কোর্স চিকিৎসা
ইসিজি	ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম
ইটিটি	এক্সারসাইজ টলারেন্স টেস্ট
ইএনটি	নাক, কান, গলা
ইপিআই	সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি
ইএসপি	এসেনশিয়াল হেলথ সার্ভিস প্যাকেজ
এফপি	পরিবার পরিকল্পনা
এফডব্লিউএ	পরিবার কল্যাণ সহকারী
জিবিভি	লিঙ্গা ভিত্তিক সহিংসতা

জিএইচ	জেনারেল হাসপাতাল
জিওবি	বাংলাদেশ সরকার
এইচএ	স্বাস্থ্য সহকারী
এইচবি	হিমোগ্লোবিন
এইচসিভি	হেপাটাইটিস-সি ভাইরাস
এইচএসডি	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
আইএফএ	আয়রন, ফলিক এসিড
আইপিডি	অন্তবিভাগ
আইইউডি	ইন্ট্রাইউটেরাইন ডিভাইস
এলজিডি	স্থানীয় সরকার বিভাগ
এইচবিএসএজি	হেপাটাইটিস-বি সারফেস অ্যান্টিজেন
এইচডিসি	পাহাড়ি জেলা পরিষদ
এইচএমআইএস	হেলথ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম
এইচপিভি	হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস
এইচআর	মানব সম্পদ
এইচএসএম	হসপিটাল সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট
আইসিইউ	নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র
আইইসি	তথ্য, শিক্ষা যোগাযোগ
আইএমসিআই	অসুস্থ শিশুর সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা
আইওয়াইসিএফ	নবজাতক ও শিশুর খাদ্য
কেএমসি	ক্যাঙ্গারুদের মতো মায়ের যত্ন
ল্যান	লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক
এলএমআইসি	নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশ
এমসিএইচ	মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
এমসিএইচটিএ	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
এমসিডব্লিউসি	মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র
এমওএইচএফডব্লিউ	স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
এমওএলজিআরডি&সি	স্থানীয় সরকার, গ্রামীণ উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
ইএমআর	ইলেকট্রনিক মেডিকেল রেকর্ড
এমআরআই	ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স ইমেজিং
এমএসআর	মেডিকেল ও সার্জিকাল আইটেম

এনসিডি	অসংক্রামক রোগ
এনজিও	বেসরকারি সংস্থা
এনএইচএসএস	জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা স্ট্যান্ডার্ড
এনএসআই	নিডল-স্টিক এবং শার্প ইঞ্জুরিস
ওজিএসবি	অবস্টেট্রিক্যাল অ্যান্ড গাইনোকোলজিক্যাল সোসাইটি অব বাংলাদেশ
ওআরআইএফ	ওপেন রিডাকশন অ্যান্ড ইন্টার্নাল ফিক্সেশন
ওপিডি	বহিঃবিভাগ
ওপিএম	অক্সফোর্ড পলিসি ম্যানেজমেন্ট
ওআরএস	ওরাল রিহাইড্রেশন সল্ট
ওটি	অপারেশন থিয়েটার
পিসিভি	নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন
পিএইচসি	প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা
পিআইডি	পেশেন্ট আইডি নম্বর
পিপিএইচ	পোস্ট পার্টাম হেমোরেজ
পিপিই	ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম
কিউআইএস	কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট সেকরেটারিয়েট
আরসিটি	রুট ক্যানেল চিকিৎসা
আরডি	রুরাল ডিসপেনসারি
আরডিটি	র‍্যাপিড ডায়াগনস্টিক টেস্ট
আরএমও	আবাসিক মেডিকেল অফিসার
আরপিআর	র‍্যাপিড প্লাজমা রিএজিন
আরপি	আবাসিক ডাক্তার
আরএস	আবাসিক সার্জন
স্যাকমো	উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার
এসডিজি	টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা
এসইএআরও	বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া আঞ্চলিক কার্যালয়
এসজিপিটি	সিরাম গ্লুটামিক পাইরুভিক ট্রান্সঅ্যামিনেজ টেস্ট
এসজিওটি	সিরাম গ্লুটামিক-অক্সালোএসিটিক ট্রান্সঅ্যামিনেজ টেস্ট
এসএইচআর	শেয়ার্ড হেলথ রেকর্ড
এসওএসবি	সোসাইটি অফ সার্জনস বাংলাদেশ
এসটিআই	যৌনবাহিত সংক্রমণ

ট্যাক	টেকনিক্যাল এডভাইজরি কমিটি
টিবি	যক্ষা
ইউনিসেফ	জাতিসংঘের শিশু তহবিল
ইউএইচসি	সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা
ইউএইচসিসি	আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টার
ইউএইচএফডব্লিউসি	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র
ইউএইচএফপিও	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার
ইউএনও	উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ইউএসসি	ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র
ভায়া	জরায়ুমুখ ক্যান্সার সনাক্তকরণ
ভিডিআরএল	ভেনেরাল ডিজিস রিসার্চ ল্যাবরেটরী
ডব্লিউসি	ওয়ার্কিং কমিটি
ডব্লিউএইচও	বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

সূচিপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার 1

১ ভূমিকা 11

১.১ বাংলাদেশের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি 11

১.২ জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়নের যৌক্তিকতা 16

১.৩ রূপকল্প 16

১.৪ লক্ষ্য 16

১.৫ উদ্দেশ্য 16

১.৬ পরিধি ও সীমাবদ্ধতা 16

১.৭ নির্দেশক নীতিমালা 17

২ জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন পদ্ধতি 18

২.১ এনএইচএসএস- এর সেবাখাতসমূহ 20

৩ বাংলাদেশ জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা স্ট্যান্ডার্ড 21

ভলিউম ১এ: কমিউনিটি ক্লিনিক এর জন্য এনএইচএসএস 23

ভলিউম ১বি: ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র(ইউএসসি)/ রুরাল ডিস্পেন্সারি(আরডি)/ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (ইউএইচ&এফডব্লিউসি) এর জন্য এনএইচএসএস 45

ভলিউম ১সি: আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টার (বর্তমান গভর্নমেন্ট আউটডোর ডিসপেনসারির প্রস্তাবিত নাম) 4

ভলিউম ২: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স 26

ভলিউম ৩: জেলা/ জেনারেল হাসপাতাল 58

ভলিউম ৪: মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল 99

৪ তথ্যসূত্র 145

পরিশিষ্ট 148

পরিশিষ্ট ১: টেকনিক্যাল অ্যাডভাইসরি কমিটির সদস্যদের তালিকা 149

পরিশিষ্ট ২: ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের তালিকা 150

পরিশিষ্ট ৩: এনএইচএসএস প্রণয়নে বিভিন্ন অংশীজনদের সাথে কনসালট্যাশনের সময়কার কিছু স্থির চিত্র 151

টেবিলের তালিকা

টেবিল ১: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর অধীনে বিভিন্ন স্তরের ফ্যাসিলিটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ 14
টেবিল ২: পরামর্শ কর্মশালার জন্য প্রস্তাবিত টাইমলাইন এবং উদ্দেশ্য 18
টেবিল ৩: এনএইচএসএস- এ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সেবাখাতসমূহ 20
টেবিল ৪: কমিউনিটি ক্লিনিকের সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রতিরোধমূলক সেবা 24
টেবিল ৫: কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রাপ্ত নিরাময়মূলক সেবাসমূহ 27
টেবিল ৬: কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রাপ্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা সেবার তালিকা 28
টেবিল ৭: কমিউনিটি ক্লিনিকের ফার্মেসি সেবা 29
টেবিল ৮: **কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে রেফার করা রোগীসমূহ** 30
টেবিল ৯: কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য স্বাস্থ্যসেবার মানব সম্পদ 33
টেবিল ১০: কমিউনিটি ক্লিনিকের ঔষধের তালিকা 34
টেবিল ১১: কমিউনিটি ক্লিনিকের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির তালিকা 35
টেবিল ১২: কমিউনিটি ক্লিনিকের অন্যান্য সরঞ্জামাদির তালিকা 36
টেবিল ১৩: কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য ভৌত অবকাঠামো স্টান্ডার্ড 38
টেবিল ১৪: কমিউনিটি ক্লিনিকে সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা 40
টেবিল ১৫: চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রোটোকল 41
টেবিল ১৬: কমিউনিটি ক্লিনিকের ব্যবস্থাপনা 42
টেবিল ১৭: কমিউনিটি ক্লিনিকের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রয়োজনীয়তা 43
টেবিল ১৮: ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিউসিতে প্রাপ্ত সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রতিরোধমূলক সেবা 46
টেবিল ১৯: ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসিতে প্রাপ্ত নিরাময়মূলক সেবাসমূহ 49
টেবিল ২০: ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসিতে বিদ্যমান পরীক্ষা নিরীক্ষা সেবাসমূহের তালিকা 51
টেবিল ২১: ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসিতে ফার্মেসি সেবা 52
টেবিল ২২: ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসি থেকে রোগীদের রেফারালের কারণসমূহ 53
টেবিল ২৩: ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসির জন্য স্বাস্থ্যসেবার মানব সম্পদ 55
টেবিল ২৪: ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসিতে প্রাপ্ত ঔষধসমূহের তালিকা 56
টেবিল ২৫: ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসির জন্য যন্ত্রপাতি 58
টেবিল ২৬: ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসির জন্য অন্যান্য সরঞ্জামাদির তালিকা 59
টেবিল ২৭: ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসি-এর অবকাঠামোগত স্ট্যান্ডার্ডস 61
টেবিল ২৮: ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসিতে সংক্রমণ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা 63
টেব্বিল ২৯: ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসিতে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রোটোকল 64
টেবিল ৩০: ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসি-এর ব্যবস্থাপনা 65
টেবিল ৩১: ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসি এ স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা 66
টেবিল ৩২: আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টারে সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রতিরোধমূলক সেবা 5
টেবিল ৩৩: আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টারে প্রাপ্ত নিরাময়মূলক সেবাসমূহ 8

টেবিল ৩৪: পরীক্ষা নিরীক্ষা সেবাসমূহের তালিকা 10
টেবিল ৩৫: আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টারে ফার্মেসি সেবাসমূহ 11
টেবিল ৩৬: আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টার থেকে রোগীদের রেফারালের কারণসমূহ 12
টেবিল ৩৭: আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টারের জন্য মানব সম্পদের তালিকা (২ শিফটে) 14
টেবিল ৩৮: আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টারের ঔষধের তালিকা 15
টেবিল ৩৯: আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টারের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির তালিকা 16
টেবিল ৪০: আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টারের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির তালিকা 17
টেবিল ৪১: আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টারের জন্য ভৌত অবকাঠামো স্ট্যান্ডার্ড 19
টেবিল ৪২: আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টারে সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা 21
টেবিল ৪৩: আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টারে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রোটোকল 22
টেবিল ৪৪: আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টার ব্যবস্থাপনা 23
টেবিল ৪৫: আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টারে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা 24
টেবিল ৪৬: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সচেতনতাবৃদ্ধি এবং প্রতিরোধমূলক সেবা 27
টেবিল ৪৭: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিরাময়মূলক সেবা 31
টেবিল ৪৮: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সেবার তালিকা 37
টেবিল ৪৯: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ফার্মেসি সেবা 38
টেবিল ৫০: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে রোগী রেফারের কারণসমূহ 40
টেবিল ৫১: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্যসেবার মানব সম্পদ 41
টেবিল ৫২: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ঔষধের তালিকা 45
টেবিল ৫৩: উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সের যন্ত্রপাতির তালিকা 47
টেবিল ৫৪: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির তালিকা 49
টেবিল ৫৫: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জন্য ভৌত অবকাঠামো স্টান্ডার্ড 51
টেবিল ৫৬: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা 53
টেবিল ৫৭: চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রোটোকল 54
টেবিল ৫৮: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ব্যবস্থাপনা 55
টেবিল ৫৯: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রয়োজনীয়তা 56
টেবিল ৬০: জেলা হাসপাতালে প্রাপ্য বিষদ স্বাস্থ্যসেবার তালিকা 58
টেবিল ৬১: ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা/ জেনারেল হাসপাতালে শয্যা বণ্টন 58
টেবিল ৬২: জেলা/জেনারেল হাসপাতালে সচেতনতাবৃদ্ধি ও প্রতিরোধমূলক সেবা 60
টেবিল ৬৩: জেলা/জেনারেল হাসপাতালে নিরাময়মূলক সেবা 63
টেবিল ৬৪: জেলা/জেনারেল হাসপাতালে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সেবা 68
টেবিল ৬৫: জেলা/জেনারেল হাসপাতালে ফার্মেসি সেবা 70
টেবিল ৬৬: জেলা/জেনারেল হাসপাতালে স্বাস্থ্যসেবার জন্য মানব সম্পদের তালিকা 73
টেবিল ৬৭: জেলা/জেনারেল হাসপাতালের ঔষধের তালিকা 84

টেবিল ৬৮: জেলা/জেনারেল হাসপাতালের যন্ত্রপাতির তালিকা 87
টেবিল ৬৯: জেলা/জেনারেল হাসপাতালে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির তালিকা 90
টেবিল ৭০: জেলা/জেনারেল হাসপাতালের জন্য ভৌত অবকাঠামো স্ট্যান্ডার্ড 92
টেবিল ৭১: সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা 94
টেবিল ৭২: চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রোটোকল 95
টেবিল ৭৩: জেলা/জেনারেল হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা 96
টেবিল ৭৪: জেলা/জেনারেল হাসপাতালের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রয়োজনীয়তা 97
টেবিল ৭৫: অন্তবিভাগে শয্যা বন্টন 100
টেবিল ৭৬: মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সেবা 102
টেবিল ৭৭: মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ফার্মেসি সেবা 103
টেবিল ৭৮: একটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিভাগ/ইউনিটের কর্মীদের তালিকা 106
টেবিল ৭৯: মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ঔষধের তালিকা 125
টেবিল ৮০: মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের যন্ত্রপাতির তালিকা 128
টেবিল ৮১: মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অন্যান্য সরঞ্জামাদির তালিকা 131
টেবিল ৮২: মেডিকেল হাসপাতালের জন্য ভৌত অবকাঠামো স্ট্যান্ডার্ড 133
টেবিল ৮৩: মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা 138
টেবিল ৮৪: মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রোটোকল 140
টেবিল ৮৫: মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা 141
টেবিল ৮৬: মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রয়োজনীয়তা 142
টেবিল ৮৭: টেকনিক্যাল অ্যাডভাইসরি কমিটির সদস্যগণ 149
টেবিল ৮৮: ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য 150

চিত্রের তালিকা

চিত্র ১: বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের সাংগঠনিক কাঠামো........ 14
চিত্র ২: পদ্ধতি: পরামর্শমূলক ও অংশগ্রহণমূলক........ 18
চিত্র ৩: **কমিউনিটি ক্লিনিকের রেফারেল পাথওয়ে**........ 30
চিত্র ৪: ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসি-এর রেফারেল পাথওয়ে........ 53
চিত্র ৫: **আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টার থেকে রেফারালের পাথওয়ে**........ 12
চিত্র ৬: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জন্য রেফারালের নির্দেশনাসমূহ........ 39
চিত্র ৭: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সাংগঠনিক কাঠামোর সারসংক্ষেপ........ 41
চিত্র ৮: জেলা/জেনারেল হাসপাতালের জন্য রেফারালের নির্দেশনাসমূহ........ 72
চিত্র ৯: জেলা/জেনারেল হাসপাতালের সাংগঠনিক কাঠামোর একটি সারসংক্ষেপ........ 73
চিত্র ১০: মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জন্য রেফারালের নির্দেশনাসমূহ........ 105
চিত্র ১১: মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের (১০০ শয্যাবিশিষ্ট) সাংগঠনিক কাঠামোর একটি সারসংক্ষেপ........ 106

১ ভূমিকা

১.১ বাংলাদেশের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি

বাংলাদেশে ১৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটারের ভূখণ্ডে আনুমানিক ১৬৫ মিলিয়ন মানুষ বাস করে, যা বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে একটি (বিবিএস, ২০২২)। ১৯৯০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর হার দুই-তৃতীয়াংশ কমিয়ে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৪ (এমডিজি-৪)-এ পৌঁছিয়ে এবং মাতৃমৃত্যুর হার, ইমিউনাইজেশন কভারেজ এবং ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, ও ডায়রিয়ার মতো রোগগুলো থেকে বেঁচে যাওয়ার হারের মতো সকল গুরুত্বপূর্ণ সূচকে উন্নতির মাধ্যমে বাংলাদেশ জনস্বাস্থ্যে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। (ডব্লিওএইচও, ২০১৫)।

এধরণের অগ্রগতি সত্ত্বেও বাংলাদেশ এখনও সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি, যার কারণ বিদ্যমান ব্যবস্থাগত ত্রুটি। এপিডেমিওলজিকাল ও জনসংখ্যা বিষয়ক পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ সংক্রামক ও অসংক্রামক (এনসিডি) রোগ ও সাথে অন্যান্য রোগের আবির্ভাব ও পুনঃআবির্ভাব এর দরুণ দ্বিগুণ বোঝার সম্মুখীন হচ্ছে, যা একটি আপাত-অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর বাড়তি চাহিদা সৃষ্টি করছে (ডব্লিওএইচও, ২০১৫)। দেশব্যাপী পরিকাঠামো, বিস্তৃত সেবা পরিধি এবং সাশ্রয়ী হস্তক্ষেপ থাকার কারণে এনসিডির ক্রমবর্ধমান প্রকোপ কমাতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (কবির ও অন্যান্য, ২০২৩)। দেশের জনসংখ্যার আনুমানিক ৭০% চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যপরিষেবার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। এছাড়াও, অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, বন্যা, জলাবদ্ধতা, তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং দেশের চিরাচরিত ঋতুতে অস্বাভাবিক পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের জলবায়ু ডেঙ্গু এবং চিকুনগুনিয়া ভাইরাস ও ম্যালেরিয়ার মতো অন্যান্য ভেক্টর-বাহিত রোগের বিস্তারের জন্য ক্রমবর্ধমানভাবে সহায়ক হয়ে উঠছে (ডব্লিওএইচও, ২০২৩)।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কাঠামো ও পরিচালনা

স্বাধীনতার পরে ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে, বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা একাধিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে এবং সময়ের সাথে সাথে একটি সম্প্রসারিত বহুমুখী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে, যেখানে চারটি প্রধান অংশীদার এই ব্যবস্থার কাঠামো এবং কার্যকারিতা নির্ধারণ করেঃ সরকারি খাত, বেসরকারী খাত, বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) এবং দাতা সংস্থা।

সরকার, বা পাবলিক সেক্টর স্বাস্থ্য সেবার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার এবং সাংবিধানিকভাবে বিভিন্ন নীতি ও আইন প্রণয়ন করা এবং চিকিৎসা কর্মীদের তহবিল ও নিয়োগসহ সকল স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের দায়িত্বে রয়েছে। সরকারের মধ্যে দুটি প্রধান মন্ত্রণালয় এবং তাদের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের দায়িত্বে রয়েছে। সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীভূত স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (এমওএইচএফডব্লিও) দেশব্যাপী স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি কার্যক্রম তদারকি, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে রয়েছে, যেখানে স্থানীয় স্তরে কর্তৃত্ব সীমিত । এটি স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়ন, কৌশল নির্ধারণ, গুণগত মান প্রতিষ্ঠা, মান নিয়ন্ত্রণ, নিয়মকানুন প্রয়োগের পাশাপাশি ভ্যাকসিন, পরিবার পরিকল্পনার (এফপি) গর্ভনিরোধক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্য সংগ্রহ ও বিতরণের দায়িত্বে রয়েছে।

এমওএইচএফডব্লিও এর অধীনে দুটি অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (ডিজিএইচএস) এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর (ডিজিএফপি), তাদের বিস্তৃত সেবা ও জনবলের পরিধি এবং পৃথক ও অনন্য রিপোর্টিং সিস্টেমের মাধ্যমে একটি দ্বৈত ব্যবস্থায় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা পরিচালনা করে। পরিবার পরিকল্পনা সেবা ডিজিএইচএস এর সেবা থেকে পৃথকভাবে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সকল স্তরে ভিন্ন জনবল এবং সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়।

এমওএইচএফডব্লিও গ্রামীণ এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা সমূহ (পিএইচসি) সরাসরি পরিচালনা করলেও, শহরাঞ্চলে স্থানীয় সরকার, গ্রামীণ উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (এমওএলজিআরডি&সি) প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের দায়িত্বে রয়েছে। মন্ত্রণালয়টি স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি) এবং গ্রামীণ উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ (আরডিসি) নিয়ে গঠিত। স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ অনুসারে, শহরের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দায়িত্ব সিটি কর্পোরেশনের, অন্যদিকে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) অধ্যাদেশ ২০১০-এ বলা হয়েছে, পৌরসভা্ এলাকার স্বাস্থ্যব্যবস্থার জন্য পৌরসভাই দায়িত্বপ্রাপ্ত। সমস্ত সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা স্থানীয় সরকার, গ্রামীণ উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের (এমওএলজিআরডি&সি) সাথে সংযুক্ত (অধীনে নয়)। যেহেতু স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি) সকল আরবান লোকাল বডিস (ইউএলবি)কে তত্ত্বাবধান করে, যারা আইনগত এবং প্রশাসনিক ভাবে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানসহ বিভিন্ন জনকল্যাণে দায়িত্বপ্রাপ্ত; এমওএলজিআরডি&সি, এলজিডি-র মাধ্যমে ইউএলবি-গুলোকে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রয়োজনীয় বাজেট ও ব্যবস্থাপনা সহায়তা প্রদান করে।

দেশের গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলে একটি কার্যকর সরকারি প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার অভাব রয়েছে, দ্রুত নগরায়নের সাথে সাথে যেটা আরও কঠিন হয়েছে। সরকার এবং আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলো গত দুই দশক ধরে নগর স্থানীয় সরকার (ইউএলবি) এবং বেসরকারী সংস্থার (এনজিও) অংশগ্রহণে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সমন্বিত বিধানগুলোতে শহরাঞ্চলে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে গুরুত্ব দেওয়া শুরু করেছে।

স্বাস্থ্যসেবা খাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (এমসিএইচটিএ) স্বল্প পরিচিত হলেও এটি পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের সাথে সরাসরি জড়িত। বান্দরবান/খাগড়াছড়ি/রাঙ্গামাটি পাহাড়ি জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ অনুযায়ী, পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বাস্থ্য বিভাগসমূহকে সংশ্লিষ্ট পাহাড়ি জেলা পরিষদে (এইচডিসি) স্থানান্তর করা হয়েছে। সুতরাং, উক্ত জেলাগুলোর অধিবাসীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা সংশ্লিষ্ট এইচডিসি-র দায়িত্ব । এই তিনটি এইচডিসি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত।

স্বাস্থ্যসেবাসমূহকে দেশব্যাপী বিস্তৃত করতে সরকারের সীমিত সক্ষমতা এবং সম্পদের পাশাপাশি সম্পূরকভাবে বেসরকারী খাত দেশজুড়ে স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্রের প্রাতিষ্ঠানিক এবং **অপ্রাতিষ্ঠানিক** একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। শহর এলাকায় কেন্দ্রীভূত প্রাতিষ্ঠানিক খাতটি মূলত হাসপাতাল, ক্লিনিক, ল্যাবরেটরি এবং ড্রাগ স্টোর থেকে অ্যালোপ্যাথিক এবং অল্টারনেটিভ (ইউনানি ও আয়ুর্বেদিক) উভয় ধরণের সেবা প্রদান করে থাকে; অন্যদিকে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতটি গ্রামীণ এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে, যার মধ্যে বেশিরভাগই অ্যালোপ্যাথিক , হোমিওপ্যাথিক এবং অল্টারনেটিভ (কবিরাজ) চিকিৎসাবিদ্যার অপ্রশিক্ষিত সেবা প্রদানকারী (ডব্লিওএইচও, ২০১৫)। বাংলাদেশের বেসরকারি স্বাস্থ্য খাতের মধ্যে রয়েছে বড় ও ছোট বাণিজ্যিক কোম্পানি, পেশাদার গ্রুপ (যেমন, ডাক্তার এবং ব্যক্তিগত সেবা প্রদানকারী) এবং অপেশাদার সেবা প্রদানকারীরা। হাসপাতাল, ডাক্তার, নার্স, মিডওয়াইফ ও প্যারামেডিকেল কর্মী দ্বারা পরিচালিত ক্লিনিক; ডায়াগনোস্টিক সেন্টার (যেমন, ল্যাবরেটরী ও রেডিওলোজি ইউনিট); এবং ফার্মেসীতে ঔষধ বিক্রি, পাশাপাশি অনুমোদনহীন দোকানদার এবং ভ্রাম্যমাণ ঔষধ বিক্রেতাগণ ইত্যাদি সবকিছুই বেসরকারি খাতে অন্তর্ভুক্ত। (নিপোর্ট, ২০২০)।

স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে 'তৃতীয়' খাত হিসেবে বিবেচিত **এনজিও সেক্টর**, মূলতঃ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিস্তার লাভ করেছে। দাতা সংস্থাগুলো এনজিওগুলোকে উল্লেখযোগ্য এবং ক্রমবর্ধমান পরিমাণে অর্থ সরবরাহ করার কারণে স্বাস্থ্যখাতে তাদের প্রভাব বাড়ছে, ফলে সরকার এবং এনজিওগুলোর মধ্যে স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়ন, পরিকল্পনা, সেবা প্রদান, সক্ষমতা বৃদ্ধি, এবং মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষনের ক্ষেত্রে অনেক অংশীদারিত্ব তৈরি হয়েছে এবং স্বাস্থ্য খাতে কিছু লক্ষ্য অর্জন সম্ভব করেছে (ডব্লিওএইচও, ২০১৫)। বাংলাদেশ সরকার (জিওবি) দেশের স্বাস্থ্যসেবার চ্যালেঞ্জসমুহ মোকাবেলার জন্য এনজিওগুলোকে এই খাতে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করছে। প্রায় ৪০০০ এরও বেশি এনজিও, যার মধ্যে আন্তর্জাতিক সংস্থা (যেমন, কেয়ার, সেভ দ্য চিলড্রেন এবং ওয়ার্ল্ড ভিশন), বৃহৎ জাতীয় এনজিও (যেমনঃ ব্র্যাক এবং গ্রামীণ কল্যাণ স্বাস্থ্য প্রোগ্রাম), এবং শত শত ছোট, স্থানীয় এনজিওসমূহ স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রে সক্রিয় রয়েছে। এনজিওগুলো তাদের দেশব্যাপী বিস্তৃত স্থায়ী ক্লিনিক, স্যাটেলাইট ক্লিনিক এবং কমিউনিটি সেবা প্রদানকারীদের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে যাচ্ছে। (নিপোর্ট, ২০২০)।

স্বাস্থ্য তথ্য পরিকাঠামো

২০০৮ সালে, বাংলাদেশ সরকার "ভিশন ২০২১" এর মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যম-আয়ের দেশে রূপান্তর করার লক্ষ্য নির্ধারণ করে। এর মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্যসেবার সর্বজনীন প্রবেশাধিকার এবং **'ডিজিটাল বাংলাদেশ ২০২১'** এর প্রেরণাদায়ক ধারণা 'স্বাস্থ্যসেবা সহ সমাজের সকল ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির মূলধারাকরণ এর মাধ্যমে দেশকে আধুনিকায়ন করা।

বাংলাদেশের সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলি থেকে রুটিন স্বাস্থ্য-ডেটা সংগ্রহ, যাচাই, বিশ্লেষণ এবং উপস্থাপনের জন্য ওয়েব-ভিত্তিক সফটওয়্যার, ডিস্ট্রিক্ট হেলথ ইনফরমেশন সিস্টেম (ডিএইচআইএস, সংস্করণ ২) এর কার্যক্রম ২০১১ সালে শুরু হয়, এবং বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বে ডিএইচআইএস২ এর সর্ববৃহৎ ব্যবহারকারী, যার গড় রিপোর্টিং হার ৯৮% (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ২০২৩)। রুটিন স্বাস্থ্য তথ্য এখন সময়মতো, সবার জন্য প্রবেশযোগ্য ফরম্যাটে প্রস্তুত থাকে (ইউনিসেফ, ২০১৫)। সিস্টেমটিতে এখন কেন্দ্রীয়, বিভাগীয় এবং জেলা পর্যায়সহ উপ-জেলা স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র এবং ১৩,০০০ এরও বেশি কমিউনিটি ক্লিনিক সংযুক্ত রয়েছে, যেখানে এটি মাসিকভাবে একত্রিত সারসংক্ষেপ ডেটা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে। অধিকন্ত, ডেটা সিস্টেম উন্নয়নসহ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সামগ্রিক শক্তিশালীকরণের অন্যান্য ক্ষেত্রে ডিএইচআইএস২ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

২০১৫ সালে, বিদ্যমান স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সাথে সংযোগ স্থাপন করে জাতীয় টেলিহেলথ সেবা, স্বাস্থ্য বাতায়ন, চালু করা হয়, যা মানুষের তাৎক্ষনিক প্রয়োজনমতো স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা মেটায় (পদমানাবান & উদয়সংকরণ, ২০২১) । এই প্ল্যাটফর্মটির অন্যান্য পরিষেবার মধ্যে রয়েছে এ্যাম্বুলেন্স, স্বাস্থ্যসেবা তথ্য, সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণ ও সমাধান করা এবং জরুরি স্বাস্থ্যসেবা সমন্বয় করা।

একইসাথে, দেশটি রোগীদের চিকিৎসা রেকর্ডে যেকোনো সময়, যেকোনো স্থান থেকে প্রবেশ করার জন্য ন্যাশনাল ইলেকট্রনিক আর্কাইভ তৈরি করার উদ্দেশ্যে একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী শেয়ার্ড হেলথ রেকর্ড (এসএইচআর) প্রণয়ন ও পরীক্ষামূলকভাবে চালু করছে। এখানে ডিএইচআইএস২ এর মতোই, ওপেন-সোর্স ইলেকট্রনিক মেডিকেল রেকর্ড (ইএমআর) সমাধান, ওপেনএমআরএস, বেছে নেয়া হয়েছে। শেয়ার্ড হেলথ রেকর্ড (এসএইচআর) সিস্টেমের অধীনে, রোগীরা ইউনিক ডিজিটাল পরিচয়পত্র পাবেন, যা রোগীর রোগের ইতিহাস, ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট, চিকিৎসা -এর তথ্য সংরক্ষণে ব্যবহৃত হবে, এবং রেকর্ডগুলি সকল হাসপাতাল জুড়ে শেয়ার করা হবে (সাইফ & তাজমিম, ২০২৩)। রোগীদের জন্য একটি অনলাইন অ্যাপয়েন্টমেন্ট সিস্টেমও চালু করা হবে এবং টেলিমেডিসিন কার্যক্রম জোরদার করা হবে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা শেয়ার্ড হেলথ রেকর্ড (এসএইচআর) সিস্টেমে বেসরকারি হাসপাতালগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দেন। সিস্টেমটিকে বাংলাদেশ তার 'জাতীয় পরিচয়পত্র' সিস্টেমের সাথে একীভূত করতে পারে।

অনেক বছর ধরে, ডিএইচআইএস২ বিভিন্ন স্বাস্থ্য তথ্য-সিস্টেম উদ্যোগ থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম হিসাবে গড়ে উঠেছে এবং যা উৎপাদনকারী এবং ব্যবহারকারী উভয়েরই জন্যই প্রবেশযোগ্য। ডিএইচআইএস২ এর সাথে সকল ডেটা সিস্টেমের একটি পারস্পরিক

যোগাযোগ কাঠামোর মাধ্যমে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যাতে করে এটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয় (এমএইচএফডব্লিউ) এবং তার সহযোগীদের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় ও সহযোগিতা সহজতর করে। স্বাস্থ্য রেকর্ড এবং তথ্যের সঠিক ট্র্যাকিং এবং বিশ্লেষণ রোগীর রেফারেল সেবাকে উন্নত করবে ।

রেফারেল পদ্ধতি

বর্তমানে দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় কোনো কাঠামোগত রেফারেল সিস্টেম নেই যেটি বিভিন্ন স্তরের হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলিকে সংযুক্ত করে । প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় রেফারেল সিস্টেম থাকলে তা সেবার মান নিশ্চিত করবে, খরচ কমাবে, এবং সংকটপূর্ণ এবং জরুরি রোগীদের চিকিৎসা করার জন্য তৃতীয় স্তরের হাসপাতালে রোগীর চাপ কমাবে এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের বার্নআউট হ্রাস পাবে। ২০৩০ সালের মধ্যে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা (ইউএইচসি) অর্জন করতে বাংলাদেশের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা (পিএইচসি) জোরদার করা প্রয়োজন।

প্রশাসনিক ইউনিট

বাংলাদেশ একটি সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। রাষ্টের প্রধান হলেন রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী রাষ্টের সরকারপ্রধান। প্রশাসনিক পরিচালনার জন্য দেশটি আটটি প্রশাসনিক বিভাগে বিভক্ত। বিভাগুলো মোট ৬৪টি জেলায় বিভক্ত। প্রতিটি জেলাকে উপজেলায় বিভক্ত করা হয়েছে, মোট উপজেলা সংখ্যা ৪৯৫টি। এরপর উপজেলাগুলো ইউনিয়নে বিভক্ত, মোট ইউনিয়ন সংখ্যা ৪,৬৭১টি (কয়েকটি ওয়ার্ড মিলে একটি ইউনিয়ন হয়) এবং ওয়ার্ড ৪০,৯৭৭টি (কয়েকটি গ্রাম মিলে একটি ওয়ার্ড হয়), এবং গ্রাম ৮৭,৩১০টি (এ২আই, ২০২৩) (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ২০২২) (কবির ও অন্যান্য., ২০২১)। ইউনিয়ন হচ্ছে স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন প্রশাসনিক ইউনিট। সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাগুলোকে শহর এলাকা হিসেবে গণ্য করা হয়, দেশজুড়ে ১২টি সিটি কর্পোরেশন এবং ৩২৪টি পৌরসভা রয়েছে (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ২০২২)।

স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের সাংগঠনিক কাঠামো

সরকারি স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায়, স্বাস্থ্য সেবা একটি বহুস্তরবিশিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে প্রদান করা হয়: জাতীয় পর্যায়ে স্পেশালাইজড ইনস্টিটিউট হাসপাতালগুলির মাধ্যমে, যেখানে বিস্তৃত পরিসরের বিশেষায়িত এবং উচ্চমানের পরীক্ষাগার সুবিধা রয়েছে; টারশিয়ারি পর্যায়ে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালগুলির মাধ্যমে; সেকেন্ডারি পর্যায়ে জেলা হাসপাতালগুলির মাধ্যমে; এবং প্রাইমারি স্বাস্থ্য সেবা একটি তিন-স্তরবিশিষ্ট পিএইচসি সিস্টেমের মাধ্যমে (উপজেলা, ইউনিয়ন, এবং ওয়ার্ড পর্যায়ে) প্রদান করা হয়, যা প্রধানত গ্রামীণ জনসংখ্যাকে সেবা দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠিত, এবং শহরের জনসংখ্যাকে প্রাথমিক সেবা দেওয়ার জন্য সীমিত সংখ্যক সরকারি বহির্বিভাগ ডিসপেনসারি রয়েছে।

প্রাথমিক এবং বহির্বিভাগ সেবা কমিউনিটি ক্লিনিকসহ বিভিন্ন সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক বেসরকারি সেবা প্রদানকারী এবং এনজিও এর মাধ্যমে প্রদান করা হয়। শহরাঞ্চলে, রোগীরা বহির্বিভাগ স্বাস্থ্যসেবা সাধারণত শহরের প্রধান হাসপাতালের বহির্বিভাগ ইউনিট থেকে নিয়ে থাকে।

- কমিউনিটি ক্লিনিক (সিসি) হল সর্বনিম্ন স্তরের স্থায়ী সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র যা ওয়ার্ড পর্যায়ে বহির্বিভাগের রোগীদের প্রচারণামূলক, এবং প্রতিরোধমূলক যত্ন প্রদান করে।
- সরকারি আউটডোর ডিসপেনসারি শহরাঞ্চলে অবস্থিত সর্বনিম্ন স্তরের স্থায়ী সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে ইউনিয়ন স্তরে 'ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (ইউএইচএফডব্লিউসি)', 'গ্রামীণ ডিসপেনসারি (আরডি)' এবং 'ইউনিয়ন উপ- স্বাস্থ্যকেন্দ্র' রয়েছে, যা বহির্বিভাগে সচেতনতাবৃদ্ধি ও প্রতিরোধমূলক সেবা প্রদান করে।
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অধীনে ইউনিয়ন পর্যায়ের স্বাস্থ্যকেন্দ্রর মধ্যে রয়েছে মা ও শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র (এমসিডব্লিউসি) এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (ইউএইচএফডব্লিউসি)।
- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স (ইউএইচসি) সাধারণত উপজেলা সদরে অবস্থিত প্রথম স্তরের সরকারি হাসপাতাল, যা বহির্বিভাগ ও অন্তবিভাগ রোগীদের সচেতনতাবৃদ্ধি, প্রতিরোধমূলক, নিরাময়মূলক এবং পুনর্বাসনমূলক সেবা প্রদান করে।
- উপজেলা পর্যায়ে বেসরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো (লাভজনক উদ্যোগ) মূলত নিরাময়মূলক সেবা প্রদান করে; অন্যদিকে এনজিও স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো (অলাভজনক উদ্যোগ) প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে অগ্রাধিকার দেয় (কবির ও অন্যান্য., ২০২১) ।

সেকেন্ডারি ও টারশিয়ারি পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলি ওয়ার্ড, ইউনিয়ন এবং উপজেলা পর্যায়ের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের চেয়ে উন্নত বা বিশেষায়িত সেবা প্রদান করে থাকে। জেলা হাসপাতালগুলিকে সাধারণত সেকেন্ডারি পর্যায়ের হাসপাতাল বলা হয়, কারণ এতে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের তুলনায় বিশেষায়িত সেবার সুবিধা কম থাকে। ঢাকা বিভাগে সেকান্ডারি ও টারশিয়ারি পর্যায়ের হাসপাতালের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি (৪৮টি), এরপরে রয়েছ২০২৩) ।গ্রাম, খুলনা এবং রাজশাহী বিভাগ। অনেক মানুষ নিম্ন পর্যায়ের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে বাইপাস করে জেলা হাসপাতাল

থেকে প্রাথমিক সেবা নিতে পছন্দ করে, যেখানে তাদের একজন মেডিকেল ডাক্তারের সেবা পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি এবং ওষুধ ও সরঞ্জামাদি সহজলভ্য থাকে (এমওএইচএফডব্লিউ, ২০২৩)।

চিত্র ১: বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের সাংগঠনিক কাঠামো

উৎস: ওপিএম কনসালট্যান্ট

টেবিল ১: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর অধীনে বিভিন্ন স্তরের ফ্যাসিলিটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ
প্রাথমিক স্তরঃ ওয়ার্ড পর্যায়
গ্রামীণ এলাকাঃ কমিউনিটি ক্লিনিক
একটি নির্দিষ্ট কমিউনিটি ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র থেকে গ্রামীণ জনগোষ্ঠিকে সার্বজনীন প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে কমিউনিটি ক্লিনিক কর্মসূচি শুরু হয়। প্রতিটি পুরাতন ওয়ার্ডে (সাব-ইউনিয়ন স্তর) প্রায় ৬,০০০-৮,০০০ গ্রামীণ মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করা হয়। কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো ঐ এলাকার ব্যক্তিদের সম্প্রদানকৃত জমিতে নির্মাণ করা হয়, যেখানে ফ্যাসিলিটি নির্মাণ, ঔষধ ক্রয়, লজিস্টিক এবং কর্মচারীর বেতনের ব্যবস্থা সরকারী তহবিল থেকে পূরণ করা হয়। বর্তমানে সারাদেশে ১৪,১২৯টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু রয়েছে (এমএইচএফডব্লিউ, ২০২৩)। কমিউনিটি ক্লিনিকগুলি শুধুমাত্র বহির্বিভাগ সেবা প্রদান করে, যার মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সম্পর্কিত পরামর্শ এবং বিনামূল্যে নির্দিষ্ট ঔষধ প্রদান। এই স্বাস্থ্যসেবা মূলতঃ গর্ভবতী মহিলাদের জন্য বিষদ প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, যার মধ্যে রয়েছে প্রসবপূর্ববর্তী, প্রসবকালীন এবং প্রসবোত্তর সেবা, পাশাপাশি লক্ষণ-ভিত্তিক প্রাথমিক চিকিৎসা (ক্ষত, জ্বর ইত্যাদি) এবং সীমিতভাবে নিরাময়মূলক সেবা।
প্রাথমিক স্তরঃ সিটি কর্পোরেশন পর্যায়
নগর এলাকাঃ গভর্নমেন্ট আউটডোর ডিসপেনসারি
গভর্নমেন্ট আউটডোর ডিসপেনসারি বা নগর ডিসপেনসারি হলো নগর স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র যেগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিভাগীয় শহরগুলোতে অবস্থিত। বর্তমানে ৩৫টি সরকারি বহির্বিভাগ ডিসপেনসারি রয়েছে – যার মধ্যে ১৭টি ঢাকা (উত্তর ও দক্ষিণ) সিটি কর্পোরেশনে, ৯টি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে, ৩টি রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনে, ৩টি খুলনা সিটি কর্পোরেশনে, এবং সিলেট সিটি কর্পোরেশন, দিনাজপুর ও নীলফামারি পৌরসভায় প্রতিটিতে ১টি করে। ৫ম স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি ২০২৪-২০২৯- তে সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে সকল সিটি কর্পোরেশন এবং জেলা পৌরসভায় বিভিন্ন পদ্ধতিতে এ ধরনের

টেবিল ১: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর অধীনে বিভিন্ন স্তরের ফ্যাসিলিটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সুবিধা আরও চালু করার। বর্তমান নাম অনুসারে এই সেবাকেন্দ্রগুলো শুধুমাত্র বহির্বিভাগ সেবা প্রদান করে। সরকার এই সেবাকেন্দ্রগুলো দুই শিফটে পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এই সেবাকেন্দ্রগুলো শহরের বাসিন্দাদের স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা মেটাতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, মৌলিক চিকিৎসাসেবা, প্রতিরোধমূলক সেবা এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান করে। সরকারি বহির্বিভাগ ডিসপেনসারিগুলো বৃহত্তর নগর স্বাস্থ্য কাঠামোর অংশ এবং বাংলাদেশের জাতীয় নগর স্বাস্থ্য কৌশলপত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রাথমিক স্তরঃ ইউনয়ন পর্যায়

ইউনিয়ন পর্যায়ঃ ইউনিয়ন সাব সেন্টার (ইউএসসি)/ গ্রামীণ ডিসপেনসারি (আরডি)/ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (ইউএইচ&এফডব্লিউসি)

ইউনিয়ন সাব সেন্টার (ইউএসসি)/ গ্রামীণ ডিসপেনসারি (আরডি)/ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (ইউএইচ&এফডব্লিউসি) হলো স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনস্থ ইউনিয়ন পর্যায়ের ফ্যাসিলিটি। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অন্তর্গত ১৩১২টি ইউএসসি/আরডি এবং ৮৭টি ইউএইচ&এফডব্লিউসি রয়েছে (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ২০২২)। এই স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলো বহির্বিভাগ সেবা প্রদান করে। গ্রামীণ এলাকার অনেকের জন্য এই কেন্দ্রগুলো প্রায়শই স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির প্রথম দাঁড় হিসেবে কাজ করে । পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর (ডিজিএফপি) এরও ইউনিয়ন পর্যায়ে ৩,২৯০টি ইউএইচ&এফডব্লিউসি এবং ২১২টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র (এমসিডব্লিউসি) রয়েছে। এনএইচএসএস শুধুমাত্র স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অন্তর্ভুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোর জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

উপজেলা স্তর

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স

ইউএইচসি বহির্বিভাগ সুবিধা, অন্তবিভাগ সুবিধা, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা, জরুরি বিভাগ সেবা এবং বিভিন্ন রোগ ও স্বাস্থ্যের অবস্থার জন্য চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন এবং সকল মানুষের, বিশেষ করে অবহেলিত ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্যসেবার সমান সুযোগ নিশ্চিত করার প্রচেষ্টার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ । বিদ্যমান ৪২৪টি ইউএইচসি এর মধ্যে ১১টি ১০ শয্যার, ৬৫টি ৩১ শয্যার, ৩৪৫টি ৫০ শয্যার এবং ৩টি ১০০ শয্যার হাসপাতাল রয়েছে (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ২০২২)।

জেলা পর্যায়

জেলা ও জেনারেল হাসপাতাল

জেলা হাসপাতালগুলো বহির্বিভাগ, অন্তবিভাগ এবং জরুরি বিভাগের মাধ্যমে প্রাথমিক ও সেকেন্ডারি স্তরের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে। দেশজুড়ে ৬২টি জেলা হাসপাতাল রয়েছে; রাজশাহী, রংপুর এবং ঢাকা (যেখানে কোনো জেলা হাসপাতাল নেই) ব্যতীত প্রতিটি জেলায় কমপক্ষে একটি করে এমন হাসপাতাল রয়েছে (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ২০২২) । কিছু জেলায় হাসপাতালগুলোকে 'জেনারেল হাসপাতাল' বা '২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল' বলা হয়। জেলা হাসপাতাল বা জেনারেল হাসপাতালগুলো প্রাথমিক পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোর রেফারেল সেন্টার হিসাবে কাজ করে এবং সেকেন্ডারি পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে, যার মধ্যে রয়েছে অসংক্রামক রোগের চিকিৎসা এবং আরও অনেক বিশেষায়িত সেবা (যেমন হৃদরোগ, নিউরোসায়েন্স এবং অর্থোপেডিক সেবা) ।

মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলো তাদের নিজ নিজ মেডিকেল কলেজের সাথে সংযুক্ত এবং ভবিষ্যত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের প্রশিক্ষণ এবং রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। বাংলাদেশে মোট ১৬টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল রয়েছে (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ২০২২) । মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলোর শয্যা সংখ্যায় ভিন্নতা রয়েছে: একটিতে ২৬০০ শয্যা, একটিতে ১৩১৩ শয্যা, একটিতে ১২০০ শয্যা, তিনটি ১০০০ শয্যাবিশিষ্ট, দুটিতে ৯০০ শয্যা, একটিতে ৮৫০ শয্যা এবং সাতটি ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট। এই মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলো আঞ্চলিক পর্যায়ে কয়েকটি জেলার জন্য একটি করে অবস্থিত, এবং বিভিন্ন বিভাগে বিশেষ সেবা প্রদান করে। এই হাসপাতালগুলোকে টারশিয়ারি স্তরের হাসপাতাল বলা হয়।

জাতীয় পর্যায়

বিশেষায়িত হাসপাতাল

জাতীয় বা কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সুপার-স্পেশালিটি হাসপাতাল যেগুলো নির্দিষ্ট বিষয়ে উচ্চমানের চিকিৎসা সেবা প্রদান করে, সেগুলোও টারশিয়ারি স্তরের হাসপাতাল হিসেবে বিবেচিত। দেশের ১৭টি সরকারি বিশেষায়িত হাসপাতাল এর মধ্যে পাবনা মানসিক হাসপাতাল ব্যতীত সবগুলোই ঢাকায় অবস্থিত (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ২০২৩) ।

১.২ জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়নের যৌক্তিকতা

সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা (ইউএইচসি) এর প্রতি বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতির ভিত্তি হল সরকার প্রণীত এসেনসিয়াল সার্ভিস প্যাকেজ (ইএসপি) যা রোগ প্রতিরোধ, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অসুস্থতা ব্যবস্থাপনার জন্য অত্যাবশ্যকীয় এবং এর বাস্তবায়ন নিশ্চিতের জন্য বুনিয়াদ হচ্ছে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা (পিএইচসি) ব্যবস্থা। বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা (পিএইচসি) ব্যবস্থা নিশ্চিতের জন্য প্রধান অংশীদারদের একটি, অন্যগুলো হলো বেসরকারি খাত, বেসরকারি সংস্থা (এনজিও বা অলাভজনক বেসরকারি সংস্থা) এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা। এই সীমাবদ্ধভাবে নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য খাতে, বাংলাদেশের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা (পিএইচসি) ব্যবস্থা তার ব্যবস্থাপনা কাঠামো, সাংগঠনিক শ্রেণিবিন্যাস, সম্পদের বরাদ্দ এবং জনবল মোতায়েনের ক্ষেত্রে অনেকটাই কেন্দ্রীভূত যা দেশের জনগণের স্বাস্থ্যসেবা অনুসন্ধান আচরণ এবং জনসংখ্যার সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। (কবির এবং অন্যান্য., ২০২১)।

২০১৬ সালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের অধীন কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট সেকরেটারিয়েট (কিউআইএস) প্রাথমিক, সেকেন্ডারি ও টারশিয়ারি পর্যায়ের হাসপাতালের জন্য "ন্যাশনাল হেলথ কেয়ার স্ট্যান্ডার্ডস" প্রণয়ন করে। এই স্ট্যান্ডার্ড পাঁচটি প্রধান বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে যার মধ্যে রয়েছে ব্যবস্থাপনা; সার্ভিস ডেলিভারি; ল্যাবরেটরি, রেডিওলজি ও ফার্মেসি সার্ভিসের মত সহায়ক সেবা; সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা; এবং নিরাপত্তা। ন্যাশনাল হেলথ কেয়ার স্ট্যান্ডার্ডস প্রণয়ন স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট (এইচইইউ) এর কার্যপরিধির আওতায় না হওয়ায় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর দলিলটি অনুমোদন না করায়, সেটির বাস্তবায়ন ছিল খুবই সীমিত। একারণে, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা স্ট্যান্ডার্ড (এনএইচএসএস) প্রণয়নের জন্য একটি নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যা কিউআইএস প্রণীত ন্যাশনাল হেলথ কেয়ার স্ট্যান্ডার্ডসের চেয়ে বিষদ পরিসরের।

বর্তমানে, বাংলাদেশের সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোর জন্য স্বাস্থ্যসেবার কোন বিশদ জাতীয় স্ট্যান্ডার্ড নেই এবং সরকারি বা বেসরকারি স্বাস্থ্য খাতে কোন পূর্ণাঙ্গ ও মানসম্মত, সরকার-নির্দেশিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ম্যানুয়াল নেই। অতএব, সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোর স্বাস্থ্যসেবা প্রদান কার্যকরভাবে নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্যসেবার একটি মানদন্ড জরুরি। প্রথমবার প্রণয়নের পরে মানদন্ডগুলো নিয়মিতভাবে পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন, যাতে সেগুলো স্বাস্থ্য কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা পূরণে প্রাসঙ্গিক থাকে।

১.৩ রূপকল্প

সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (এসডিজি) ৩.৮, যার প্রতি বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা উদ্যোগের মাধ্যমে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, অর্জনে জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা স্ট্যান্ডার্ড (এনএইচএসএস) প্রয়োজনীয় ভিত্তি প্রদান করবে।

১.৪ লক্ষ্য

সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৩.৮ অর্জনের লক্ষ্যে এনএইচএসএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধিনস্ত বিভিন্ন স্তরের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে সর্বোচ্চ পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করবে।

১.৫ উদ্দেশ্য

১. স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন স্তরের সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে জন্য প্রদানকৃত যথাযথ স্বাস্থ্য সেবাসমূহ নির্ধারণ ও সুনির্দিষ্টকরণ

২. চৌদ্দটি সেবাখাতের জন্য স্ট্যান্ডার্ড প্রদান করা, যার মধ্যে রয়েছে: সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রতিরোধমূলক সেবা, নিরাময়মূলক সেবা, পরীক্ষা নিরীক্ষা সেবা, ফার্মেসি সেবা, রেফারেল সেবা, স্বাস্থসেবার মানবসম্পদ, মেডিসিন, যন্ত্রপাতি , অন্যান্য সরঞ্জামাদি, ডিজিটালাইজেশন/তথ্য প্রযুক্তি, ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধা, সংক্রমণ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ব্যবস্থাপনা, এবং স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা।

১.৬ পরিধি ও সীমাবদ্ধতা

এনএইচএসএস বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য নির্দিষ্ট সেবার তালিকা সুপারিশ করেছে, যদিও বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রশাসনিক কাঠামোর বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত। সেকারণে কার্যকরী স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বোত্তম সেবার মান অর্জনে কিছু সময় লাগতে পারে।

এনএইচএসএস শুধুমাত্র স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন স্তরের স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামোর উপরই মনযোগ প্রদান করবে, যেমন ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, উপজেলা এবং জেলা, কারণ এগুলোই মূলত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে। এনএইচএসএস-এ অন্তর্ভুক্ত নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলো হচ্ছে:

- এনএইচএসএস খন্ড ১এ: কমিউনিটি ক্লিনিক
- এনএইচএসএস খন্ড ১বি: আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টার (গভর্নমেন্ট আউটডোর ডিসপেনসারি)
- এনএইচএসএস খন্ড ১সি: ইউনিয়ন উপ-কেন্দ্র (ইউএসসি)/রুরাল ডিসপেনসারি (আরডি)/ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (ইউএইচ&এফডব্লিউসি)
- এনএইচএসএস খন্ড ২: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
- এনএইচএসএস খন্ড ৩: জেলা বা জেনারেল হাসপাতাল
- এনএইচএসএস খন্ড ৪: মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

সুতরাং, এনএইচএসএস-এ ডিজিএফপি, বেসরকারি খাত এবং এনজিও দ্বারা পরিচালিত স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য সেবার স্ট্যান্ডার্ড অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

বর্তমানে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীন একই স্তরের স্বাস্থকেন্দ্র বা হাসপাতালগুলোতে ভিন্ন শয্যাসংখ্যা বিশিষ্ট অন্তবিভাগ রয়েছে, তাই এনএইচএসএস প্রতিটির জন্য একটি স্ট্যান্ডার্ড প্রস্তাব করেছে।

এনএইচএসএস-এ টেলিমেডিসিন অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি কারণ এটি কার্যের পরিধির বাইরে ছিল।

১.৭ নির্দেশক নীতিমালা

১. এনএইচএসএস-এ উল্লিখিত স্ট্যান্ডার্ডসমূহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সাথে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার প্রণয়ন করা হয়েছে। সুতরাং, সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্টেন্ডার্ডসমূহের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

২. নতুন স্বাস্থকেন্দ্র বা বিদ্যমান স্বাস্থকেন্দ্রের উন্নয়নের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এনএইচএসএস অনুসারে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেওয়া জরুরি।

২ জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন পদ্ধতি

বাংলাদেশ সরকারের নেতৃত্বে এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিওএইচও) এর কারিগরি তত্ত্বাবধানে একটি অংশগ্রহণমূলক আলোচনা ও পরামর্শ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা স্ট্যান্ডার্ড (এনএইচএসএস) প্রণয়ন করা হয়েছে (চিত্র ২)। এনএইচএসএস প্রণয়নে স্বাস্থ্য সেবার আন্তর্জাতিক অনুসরণীয় অনুশীলনসমূহের উপস্থাপনের পাশাপাশি দেশের বাস্তবতায় প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ এবং বিদ্যমান নীতি পরিবেশও বিবেচনা করা হয়েছে। এটি জাতীয় স্বাস্থ্য সেবার স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণ এবং কার্যকর জবাবদিহিতা কাঠামো উভয় ক্ষেত্রেই বিদ্যমান বিশ্লেষণ এবং শিক্ষাকে কাজে লাগিয়েছে।

চিত্র ২: পদ্ধতি: পরামর্শমূলক ও অংশগ্রহণমূলক

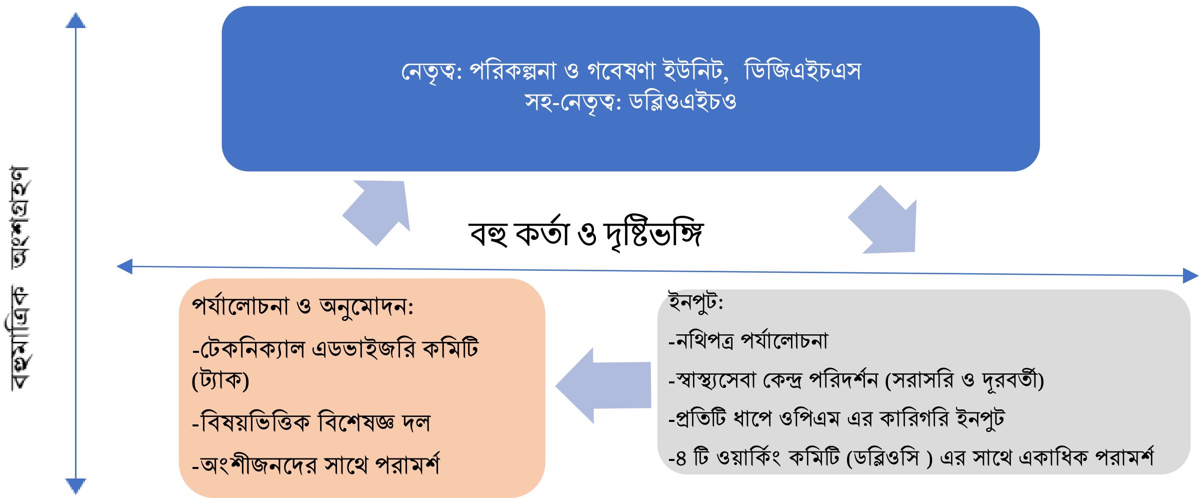

এনএইচএসএস প্রণয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি ও সংশ্লিষ্ট সহিত্য, বৈশ্বিক শ্রেষ্ঠ অনুশীলন ও স্বাস্থ্য সেবা স্টান্ডার্ডসমূহ (দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের উপর বিশেষ দৃষ্টি নিয়ে) পর্যালোচনা, এবং ঢাকা ও খুলনা বিভাগের বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র পরিদর্শন অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এনএইচএসএস-এর প্রাসঙ্গিকতা নিশ্চিত করার জন্য, প্রয়োজনীয় দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করতে এবং চূড়ান্ত স্ট্যান্ডার্ডগুলো যাতে মাঠপর্যায়ের অনুশীলনকে প্রতিফলিত করে এবং যেন ব্যবহারযোগ্য, কার্যকর ও বাস্তবায়নযোগ্য হয় তা নিশ্চিত করতে প্রধান অংশীজনদের সাথে একাধিক আলোচনাসভা আয়োজন করা হয়েছিল। অংশীজনদের মধ্যে ডিজিএইচএস, ডব্লিওএইচও, টেকনিক্যাল এডভাইজরি কমিটি (ট্যাক), প্রাথমিক, সম্প্রসারিত প্রাথমিক, সেকেন্ডারি এবং টারশিয়ারি স্তরের সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য ওয়ার্কিং কমিটি (ডব্লিউসি) এবং বিভিন্ন পেশাদারি সংস্থার সদস্যরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। টেবিল ২-এ প্রতিটি আলোচনা ও পরামর্শ সভার সময়রেখা ও উদ্দেশ্য বিস্তারিতভাবে প্রদান করা হয়েছে।

টেবিল ২: পরামর্শ কর্মশালার জন্য প্রস্তাবিত টাইমলাইন এবং উদ্দেশ্য

পর্যায়	উদ্দেশ্য
পর্যায় ১ – প্রাথমিক পর্যায়	
ট্যাক এর সাথে মূল্যায়ন সভা	এই সভায় ডিজিএইচএস, ডব্লিওএইচও এবং টেকনিক্যাল এডভাইজরি কমিটি (ট্যাক) এর সদস্যগণ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য এবং বাস্তবায়ন কাঠামো সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং মতামত জানান। এতে এনএইচএসএস-এর অধীনে চৌদ্দটি সেবাখাত/কম্পোনেন্টকে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
ওয়ার্কিং কমিটির সাথে ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা	এই কর্মশালায় ডিজিএইচএস, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, এবং ওয়ার্কিং কমিটির অংশগ্রহণকারীরা কার্যভারের উদ্দেশ্য, পদ্ধতি এবং ফলাফল বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা এনএইচএসএস প্রণয়নে বিদ্যমান পরিস্থিতির একটি গঠনমূলক পর্যালোচনা প্রদান করে। কর্মশালার শেষে, এনএইচএসএস-এর পরিধির অন্তর্ভুক্ত চারটি স্বাস্থ্য সেবা স্তর, যথা- প্রাথমিক, সম্প্রসারিত প্রাথমিক, সেকেন্ডারি এবং টারশিয়ারি, এর জন্য চারটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়।

স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র পরিদর্শন	ওয়ার্কিং কমিটি, ডিজিএইচএস, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং ওপিএম এর বিশেষজ্ঞদের একটি দল স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে বিদ্যমান স্ট্যান্ডার্ডসমূহ পর্যালোচনা উদ্দেশ্যে এবং এসেনসিয়াল হেলথ সার্ভিস প্যাকেজ (ইএসপি) অনুসারে শক্তিশালী স্বাস্থ্য সেবা স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা শনাক্ত করতে ঢাকা ও খুলনা বিভাগের ৪ স্তরের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র পরিদর্শন করে।
পর্যায় ২ – স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন	
পর্যালোচনা ও উন্নয়ন কর্মশালা	এই পর্যায়ে প্রতিটি কমিটির সাথে ৩টি একদিনের কর্মশালা সম্পাদনের মাধ্যমে ৪ সপ্তাহে মোট ১২টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালাগুলো পর্যালোচনার জন্য নির্দিষ্ট এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদী চিহ্নিত করে এবং এনএইচএসএস এর প্রতিটি সেবাখাতের বিষয়বস্তু কী হবে তা স্থির করার, মতামত দেওয়ার এবং নিশ্চিত করার জন্য আলোচনার সুযোগ করে দেয়। মনিটরিং কাঠামোও এই কর্মশালাসমূহের মধ্য দিয়ে প্রণয়ন করা হয়।
আবাসিক কর্মশালা	প্রস্তাবিত এনএইচএসএস এর উপর একটি সামগ্রিক আলোচনা এবং সম্মতির জন্য পর্যালোচনা ও উন্নয়ন কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত খসড়া এনএইচএসএস একটি তিন দিনের আবাসিক কর্মশালায় সকল ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সামনে উপস্থাপন করা হয়। আলোচনা ও সম্মতি অনুসারে খসড়া এনএইচএসএস-কে আরও উন্নত করা হয়।
বিভাগীয় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পর্যালোচনা	প্রাপ্ত খসড়া এনএইচএসএস বিভিন্ন বিষয়ের (মেডিসিন, সার্জারি, গাইনী ইত্যাদি/ সংশ্লিষ্ট পেশাদার সংগঠন যেমন মেডিসিন সোসাইটি, সোসাইটি অব সার্জনস, অবস্টেট্রিক্যাল অ্যান্ড গাইনিকোলজিক্যাল সোসাইটি অব বাংলাদেশ, পেডিয়াট্রিক এসোসিয়েশন) বিশেষজ্ঞদের সাথেকাছে তাদের গভীর পর্যালোচনা ও মতামতের জন্য প্রদান করা হয়েছিলো। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে খসড়া এনএইচএসএস এর পর্যালোচনা দেশের প্রেক্ষাপটে নির্ভরযোগ্যতা এবং বিষদ স্বাস্থ্য সেবা স্ট্যান্ডার্ড নিশ্চিত করে।
পর্যায় ৩ – স্ট্যান্ডার্ড পর্যালোচনা	
পেশাদার সমিতি ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র ব্যবস্থাপকদের সাথে বৈধকরণ কর্মশালা	এই কর্মশালা কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারদের সাথে আলোচনার উদ্দেশ্যে আয়োজন করা হয় যারা সক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কারণে ওয়ার্কিং কমিটি বা ট্যাক এর সদস্য ছিলেন না কিন্তু স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থাপনা ও/বা প্রদানে ব্যাপকভাবে জড়িত। এই আলোচনা আরও ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার সুযোগ দেয়। সংগৃহীত মতামতগুলো একটি বিশদ এনএইচএসএস প্রণয়নে ব্যবহার করা হয়।
ট্যাক-এর সাথে সভা	বিশদ স্বাস্থ্যসেবা স্ট্যান্ডার্ড এ পর্যায়ে মতামত এবং অনুমোদনের জন্য ট্যাক-এর কাছে উপস্থাপন করা হয়। এটি এনএইচএসএস এর বৈধতা এবং প্রাসঙ্গিকতা প্রদানের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ ছিল।
অংশীজনদের সাথে পরামর্শমূলক কর্মশালা	ওয়ার্কিং কমিটি বা ট্যাক-এর সদস্যসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশজনদের সাথে একদিনের পরামর্শমূলক কর্মশালাটি আরও ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় এবং এনএইচএসএস আরও একধাপে যাচাই করার সুযোগ প্রদান করে। আলোচনাযা সম্মত হওয়া সকল প্রাসঙ্গিক মতামতগুলোকে এনএইচএসএস-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২.১ এনএইচএসএস- এর সেবাখাতসমূহ

জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা মান (এনএইচএসএস) প্রাথমিক পর্যায়ে ট্যাক এর সাথে প্রথম সভায় চূড়ান্ত করা চৌদ্দটি উপাদান সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করার জন্য ডিজাইন করা হয়। টেবিল ৩ এ দেওয়া প্রথম ৫ টি উপাদান সেবা প্রদানের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত, অন্যদিকে পরবর্তী নয়টি উপাদান স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সেবা প্রদানে সহায়তাকারী সার্ভিস। একত্রে, সমস্ত উপাদান স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি সামগ্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করে।

টেবিল ৩: এনএইচএসএস- এ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সেবাখাতসমূহ		
প্রদান স্বাস্থ্য	১.	**সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রতিরোধমূলক সেবা** সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রতিরোধমূলক সেবা সুস্থ জীবনযাত্রার উপর জোর দিয়ে সুস্থতা বৃদ্ধি করে, অন্যদিকে প্রতিরোধমূলক সেবা সুস্থ থাকার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয় এবং প্রাথমিকভাবে সনাক্তকরণ ও হস্তক্ষেপের লক্ষ্যে কাজ করে।
	২.	**নিরাময়মূলক সেবা** এটি বিদ্যমান অসুস্থতা বা অবস্থার চিকিৎসা (নিরাময়) করে, চিকিৎসা হস্তক্ষেপ এবং থেরাপির মাধ্যমে স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে এবং উপসর্গগুলি হ্রাস করার লক্ষ্যে কাজ করে।
	৩.	**পরীক্ষা-নিরীক্ষা সেবা** এটি রোগ শনাক্ত করতে বিভিন্ন পরীক্ষা ও পদ্ধতির তালিকা প্রদান করে, যা সঠিক রোগ নির্ণয়ের মাধ্যমে চিকিৎসা পদ্ধতি পরিকল্পনায় সহায়তা করে।
	৪.	**ফার্মেসি সেবা** ফার্মাসি সেবা প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো, ওষুধ বিতরণ প্রোটোকল এবং রোগীর সুস্থতা বৃদ্ধির জন্য নিরাপদ ওষুধ ব্যবহার নিশ্চিত করে।
	৫.	**রেফারেল সেবা** রেফারেল সেবা চিকিৎসা সেবা প্রার্থীদের প্রয়োজন অনুসারে উচ্চতর বা নিম্নতর স্তরে চিকিৎসা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেয়।
সেবা ক্রয় সহা	৬.	**স্বাস্থ্যসেবার মানব সম্পদ** দক্ষ কর্মীগণ যেন কার্যকর ও মানসম্পন্নভাবে রোগীকে সেবা প্রদান করে তা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের তালিকা প্রদান করে।
	৭.	**মেডিসিন** প্রতিটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে যে ধরণের সেবা প্রদান করা হয় সেই চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ঔষধের তালিকা তৈরি করে।
	৮.	**যন্ত্রপাতি** স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও সামগ্রীর তালিকা প্রদান করে
	৯.	**অন্যান্য সরঞ্জামাদি** স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, মেডিকেল বর্জ্য নিষ্কাশনে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি এবং অন্যান্য যৌথপাত্রের তালিকা।
	১০.	**ডিজিটালাইজেশন/তথ্য প্রযুক্তি** কার্যকরী ব্যবস্থাপনা, রোগীর যত্ন, ডেটা বিশ্লেষণ এবং যোগাযোগের জন্য ডিজিটাল সরঞ্জাম ও সিস্টেমের সংহতকরণ, যা সামগ্রিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান উন্নত করে।
	১১.	**ভৌত/অবকাঠামোগত সেবা** এর মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের জন্য বরাদ্দকৃত স্থান, ল্যাবরেটরী, সেবা প্রদানের জায়গা ও অপারেশন সেন্টার অন্তর্ভুক্ত।
	১২.	**সংক্রমণ প্রতিরোধ ও মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা** এতে রোগের বিস্তার রোধে সংক্রামক পদার্থের সঠিক নিষ্কাশন, এবং রোগী, কর্মচারী এবং দর্শকদের মধ্যে সংক্রমণের ঝুঁকি কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটোকল, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন অন্তর্ভুক্ত।
	১৩.	**ব্যবস্থাপনা** কার্যকরী স্বাস্থ্যসেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য কর্মী, সম্পদ এবং সেবা সমন্বয় সাধন। এটি কৌশলগত পরিকল্পনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, মান নিশ্চিতকরণ এবং কমিউনিটির স্বাস্থ্যসেবা চাহিদা কার্যকরভাবে পূরণের জন্য সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলা অন্তর্ভুক্ত করে।
	১৪.	**স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা** কর্মচারী, রোগী এবং দর্শকদের সুরক্ষার জন্য প্রোটোকল। এটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মধ্যে সকলের সুস্থতা নিশ্চিত করার জন্য সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, পেশাগত নিরাপত্তা অনুশীলন এবং নিরাপদ পরিবেশ বজায় রাখাকে অন্তর্ভুক্ত করে।

৩ বাংলাদেশ জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা স্ট্যান্ডার্ড

বাংলাদেশ জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা স্ট্যান্ডার্ড

ভলিউম ১এঃ
কমিউনিটি ক্লিনিক

এসেনশিয়াল হেলথ সার্ভিস প্যাকেজ (ইএসপি)-এর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণঃ বাংলাদেশে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা (পিএইচসি) উদ্যোগের মাধ্যমে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা (ইউএইচসি) অর্জনের লক্ষ্যে

ভলিউম ১এ: কমিউনিটি ক্লিনিক এর জন্য এনএইচএসএস

কমিউনিটি ক্লিনিক দেশের গ্রামীণ এলাকায় সবচেয়ে নিম্নস্তরের স্থায়ী স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্র, যা স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্থাপিত এবং পরিচালিত। গ্রামীণ এলাকার বেশিরভাগ মানুষের জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক হলো স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির প্রথম স্থান।

কমিউনিটি ক্লিনিক স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের দান করা জমিতে নির্মিত। স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণ, জনবল নিয়োগ, এবং ঔষধ, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদির সরবরাহ ইত্যাদি সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়। প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে একটি কমিউনিটি গ্রুপ এবং তিনটি কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ থাকে। প্রতিটি গ্রুপ ১৩-১৭ জন সদস্য নিয়ে গঠিত, যার মধ্যে নারী, কিশোরী এবং প্রতিবন্ধীদের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। বর্তমানে ১৪,১২৯টি কমিউনিটি ক্লিনিকের (স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ২০২৩) কার্যক্রম চালু রয়েছে, যার প্রতিটি প্রায় ৬,০০০ থেকে ৮,০০০ গ্রামীণ জনগণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে।

এই অংশে কমিউনিটি ক্লিনিকের স্বাস্থ্যসেবা এবং সহায়ক পরিষেবাগুলোর জন্য স্ট্যান্ডার্ড আলোচনা করা হয়েছে।

সেবাখাত ১: সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রতিরোধমূলক সেবা

সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য সেবার মধ্যে রোগ প্রতিরোধ এবং রোগের বিকাশ নিয়ন্ত্রণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে নিয়মিত তথ্য প্রদান, নিয়মিত স্ক্রিনিং এবং সুস্থ জীবনযাপনের উপর পরামর্শ প্রদান, পাশাপাশি টিকাদান এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ সেবা প্রদান।

টেবিল ৪: কমিউনিটি ক্লিনিকের সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রতিরোধমূলক সেবা		
১. গর্ভকালীন সেবা (এএনসি)	ক.	চিকিৎসা, গর্ভকালীন ও অন্যান্য ইতিহাস (ক্লিনিকাল হিস্ট্রি)
	খ.	গর্ভাবস্থা শনাক্তকরণ/নির্ণয়
	গ.	গর্ভাবস্থা ও ভ্রূণ পর্যবেক্ষণ[1]
	ঘ.	পুষ্টি, গর্ভাবস্থার জটিলতা, প্রসবপরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক তথ্য ও পরামর্শ।
	ঙ.	পরীক্ষাসমূহ (স্ট্রিপ পদ্ধতি) • হিমোগ্লোবিন • ব্লাড গ্রুপিং • ব্লাড সুগার
	চ.	আয়রন, ফলিক অ্যাসিড, জিংক ও অন্যান্য মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সরবরাহ।
	ছ.	জন্মদান প্রস্তুতি পরিকল্পনা[2] • রেফারেল হাসপাতাল নির্ধারণ • পরিবহন ব্যবস্থা নির্ধারণ • অর্থ সঞ্চয় (সাপ্তাহিক) • রক্তদাতা নির্ধারণ
	জ.	মাঝারি মাত্রার রক্তস্বল্পতা সনাক্তকরণ ও ব্যবস্থাপনা।
২. প্রসব পরবর্তী নবজাতকের যত্ন	ক.	ব্রেস্টফিডিং, পুষ্টি, টিকাদান ইত্যাদি সম্পর্কিত কাউন্সেলিং
	খ.	জন্ম নিবন্ধন
	গ.	ওজন ও তাপমাত্রা নির্ণয় ও যথাযথ ব্যবস্থাপনা, নাড়ীর যত্ন
৩. প্রসব পরবর্তী সেবা (পিএনসি)	ক.	চিকিৎসা/গর্ভকালীন ও অন্যান্য ইতিহাস (ব্যথা, জ্বর, রক্তক্ষরণ, খিঁচুনি ইত্যাদি)
	খ.	প্রসবপরবর্তী যত্ন, ব্রেস্টফিডিং, পুষ্টি, টিকাদান ইত্যাদি সম্পর্কিত কাউন্সেলিং
	গ.	আয়রন, ফলিক অ্যাসিড, জিঙ্ক ও অন্যান্য মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সরবরাহ
	ঘ.	প্রসব পরবর্তী ভিটামিন-এ সরবরাহ
	ঙ.	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কে কাউন্সেলিং ও সরবরাহ
৪. সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)	ক.	নবজাতককে টিকাদানের প্রয়োজনীয়তা এবং টিকাদান পরবর্তী প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পিতা-মাতাকে পরামর্শ প্রদান
	খ.	অনুপস্থিত টিকা গ্রহণকারীদের সাথে যোগাযোগ
	গ.	টিকাদানের স্থান
	ঘ.	শিশু টিকাদান
	ঙ.	কিশোরী ও গর্ভবতী মহিলাদের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) জন্য টিটেনাস টক্সয়েড এবং হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস টিকা
৫. পরিবার পরিকল্পনা	ক.	জন্মবিরতি, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কাউন্সেলিং
	খ.	নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রচার ও সচেতনতা বৃদ্ধি • প্রসবপরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা • মাসিক নিয়ন্ত্রিতকরণ পরিবার পরিকল্পনা • গর্ভপাত পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা
	গ.	গর্ভনিরোধক ব্যবহারের জন্য সঠিক গর্ভনিরোধক পদ্ধতি নির্ধারণের নিয়ামকগুলো পরীক্ষা করা (মেডিকেল এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া) অনুযায়ী পরীক্ষা করা: • পুরুষ কনডম • জন্মনিরোধক খাবার বড়ি

[1] গর্ভকালীন মায়ের ওজন; রক্তচাপ পরিমাপন; ফুলে যাওয়া; ফানডাল হাইট; গর্ভস্থ শিশুর হৃদস্পন্দন

[2] সুস্থ ও নিরাপদ প্রসবের জন্যই জন্মদান প্রস্তুতি পরিকল্পনা করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব/সিজারিয়ান সেকশনের (যদি প্রয়োজন হয়) জন্য হাসপাতাল বাছাই করা; প্রয়োজনে রাতের বেলায় যাতায়াতের জন্য পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করে রাখা; প্রাতিষ্ঠানিক (স্বাস্থ্যকেন্দ্র/হাসপাতালে) প্রসবের জন্য আর্থিক খরচের প্রয়োজন হয় বিধায় গর্ভাবস্থায় সাপ্তাহিকভাবে কিছু টাকা মজুদ রাখলে খরচ মেটানো সহজ হয়; এবং সিজারিয়ান সেকশনে রক্তের প্রয়োজন হতে পারে, তাই একই রক্তের গ্রুপের সম্ভাব্য রক্তদাতা (দের) খুজে বের করা এবং তাদের প্রসবকেন্দ্রে গর্ভবতীর সাথে যেতে উৎসাহিত করা যা প্রয়োজন হলে সহজেই রক্ত পাওয়া নিশ্চিত করবে।

টেবিল ৪: কমিউনিটি ক্লিনিকের সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রতিরোধমূলক সেবা		
		• ইঞ্জেক্টেবল ব্যবহার চালিয়ে যাওয়া
৬. অপুষ্টির ব্যবস্থাপনা	ক.	বৃদ্ধি পরিবীক্ষণ ও উন্নয়ন
	খ.	অপুষ্টি (পুষ্টিহীনতা ও অতিপুষ্টি) স্ক্রিনিং
	গ.	ব্রেস্টফিডিং এবং এর কার্যকর পদ্ধতি সম্পর্কে পিতা মাতাকে কাউন্সেলিং
	ঘ.	পিতা-মাতাকে বিপজ্জনক লক্ষণ (আইএমসিআই সম্পর্কিত), অসুস্থ শিশুর পুষ্টি ইত্যাদি সম্পর্কিত কাউন্সেলিং
	ঙ.	আয়রন, ফলিক অ্যাসিড, জিঙ্ক ও অন্যান্য মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সরবরাহ।
	চ.	নবজাতক ও শিশুর খাদ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি: • জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো • ৬ মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ানো • ২৩ মাস বয়স পর্যন্ত নিয়মিত বুকের দুধ খাওয়ানো • উপযুক্ত পরিপূরক খাবার
৭. কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য	ক.	কাউন্সেলিংঃ • পিউবার্টি • নিরাপদ যৌন আচরণ • বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ • এইচআইভি/এইডস • মাদকদ্রব্যের ব্যবহার • পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান • মানসিক স্বাস্থ্য ইত্যাদি
	খ.	পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান
	গ.	কিশোর কিশোরীদের পুষ্টি • মূল্যায়ণ • আয়রন, ফলিক অ্যাসিড এবং জিঙ্ক সরবরাহ
৮. অসংক্রামক রোগ	ক.	ঝুঁকিপূর্ণ লক্ষণসমূহের ক্লিনিক্যাল স্ক্রিনিং ও কাউন্সেলিংঃ • হৃদরোগ / ডায়াবেটিস/ কিডনি রোগের পারিবারিক ইতিহাস • উচ্চ রক্তচাপ • উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরল • রক্তে উচ্চমাত্রার সুগার • তামাকজাত দ্রব্য সেবন • অতিরিক্ত ওজন
	খ.	ক্যান্সার: • জরায়ুমুখ ও স্তন ক্যান্সারের স্ক্রিনিং সম্পর্কিত কাউন্সেলিং • নিজে স্তন পরীক্ষার প্রশিক্ষণ
	গ.	মানসিক স্বাস্থ্যঃ • মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা শনাক্তকরণ ও সহায়তা সম্পর্কিত কাউন্সেলিং, কুসংস্কার দুরীকরণ বিষয়ক পরামর্শ এবং অন্যান্য
৯. সংক্রামক রোগ	ক.	সংক্রামক রোগ[3] প্রতিরোধ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি
	খ.	এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ বিষয়ক কাউন্সেলিং
	গ.	যৌনবাহিত সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং শনাক্তকরণে কাউন্সেলিং
১০. পানিবাহিত রোগ	ক.	নিরাপদ পানি (জীবাণুমুক্ত এবং আর্সেনিকের মতো অন্যান্য পদার্থমুক্ত) পান বিষয়ক পরামর্শ প্রদান
	খ.	আর্সেনিকযুক্ত পানি পান ঘটিত আর্সেনিকোসিস রোগ শনাক্তকরণ এবং লক্ষণমূলক চিকিৎসা।
১১. খাদ্যবাহিত রোগ	ক.	তাজা খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কিত পরামর্শ প্রদান - ভেজাল, বাসি, মাছি ও ধুলোর সংস্পর্শে আসা খাবার এড়িয়ে চলা।
	খ.	জাঙ্ক ফুড এবং কোমল পানীয় গ্রহণ এড়িয়ে চলার পরামর্শ প্রদান

[3] ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, যক্ষ্মা, কোভিড ১৯, ডায়রিয়া, হেপাটাইটিস ইত্যাদি

টেবিল ৪: কমিউনিটি ক্লিনিকের সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রতিরোধমূলক সেবা		
১২. সামাজিক ও আচরণগত পরিবর্তন যোগাযোগ	ক.	স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা এবং পুষ্টি, শিশুর সুস্থতা (চাইল্ড সারভাইভাল) ও নিরাপদ মাতৃত্বের সচেতনতা বৃদ্ধি
	খ.	নবজাতকের অত্যাবশ্যকীয় পরিচর্যা এবং দ্রুত সেবা গ্রহণের জন্য বিপজ্জনক লক্ষণসমূহ শনাক্তকরণের সচেতনতা বৃদ্ধি
	গ.	যক্ষ্মা (টিবি) এবং অন্যান্য সংক্রামক রোগের কারণ, প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি
	ঘ.	উচ্চ রক্তচাপ এবং অন্যান্য অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের সচেতনতা বৃদ্ধি
	ঙ.	মুখের স্বাস্থ্যবিধির সচেতনতা বৃদ্ধি
	চ.	শিশুর আঘাত এবং ডুবে যাওয়া প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি
	ছ.	প্রতিবন্ধীতা এবং পুনর্বাসন সম্পর্কিত স্বাস্থ্য শিক্ষা – প্রতিবন্ধী ব্যক্তি শনাক্তকরণ এবং তাদের পরিবারিক যত্নের প্রচারনা. প্রচারণা
	জ.	লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার কারণ এবং পরিণতি শনাক্ত করা, জানা এবং সমাধান করা
	ঝ.	লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা সম্পর্কিত স্বাস্থ্য সেবা এবং জিবিভি সারভাইভার ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রেফারেল বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি

সেবাখাত ২: নিরাময়মূলক সেবা

নিরামযয়মূলক সেবার লক্ষ্য হল অসুস্থতা এবং/বা আঘাত নিরাময়ের জন্য চিকিৎসা প্রদান। কমিউনিটি ক্লিনিক সাধারণ অসুস্থতার জন্য সীমিত আকারে নিরাময়মূলক সেবা প্রদান করে এবং জরুরি ও জটিল ক্ষেত্রে উচ্চতর পর্যায়ের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রেফার করে।

বর্তমান রোগের মহামারী প্রবণতার প্রতিক্রিয়া হিসাবে, কমিউনিটি ক্লিনিক অ-সংক্রামক রোগের (উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, অটিজম এবং ক্লাব ফুট ইত্যাদি) স্ক্রীনিং পরিচালনা করে এবং সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য জরুরী এবং জটিল রোগীদের উচ্চতর পর্যায়ের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রেফার করে।

টেবিল ৫: কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রাপ্ত নিরাময়মূলক সেবাসমূহ		
১.	**অসুস্থ শিশুর সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা (আইএমসিআই)**	ক. মধ্যম মাত্রায় ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণ[4]
		খ. মধ্যম মাত্রায় হঠাৎ শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ (এআরআই) ব্যবস্থাপনা[5]
		গ. বিপজ্জনক লক্ষণসমূহ[6] সনাক্তকরণ এবং রেফারেল
২.	**সীমিত নিরাময়মূলক সেবা**	ক. চোখের যত্ন ● হঠাৎ চোখ ওঠার চিকিৎসা
		খ. ত্বকের যত্ন ● ত্বকের সাধারণ রোগের[7] চিকিৎসা
৩.	**সংক্রামক রোগ ব্যবস্থাপনা**	ক. যক্ষ্মা (টিবি) ● ডটস ব্যবস্থার প্রোটোকল অনুসারে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শর্ট কোর্স চিকিৎসা প্রদান
		খ. ম্যালেরিয়া (শুধুমাত্র এন্ডেমিক এলাকায়) ● দ্রুত শনাক্তকরণ ও চিকিৎসা ● জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল ও এডিসবাহিত রোগ কর্মসূচী অনুযায়ী অজটিল ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা (প্রথম লাইন)
৪.	**জ্বর**	ক. উপসর্গমূলক ব্যবস্থাপনা
৫.	**জরুরি সেবা ব্যবস্থাপনা**	ক. ছোট আঘাতের প্রাথমিক চিকিৎসা
		খ. এলার্জিক প্রতিক্রিয়া[8]
		গ. কার্ডিওপালমোনারি রিসাসিটেশন (সিপিআর)

[4] দিনে একাধিকবার পাতলা পায়খানা হওয়া
[5] ঠান্ডা, কাশি, শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত জটিলতা
[6] দুধ বা কোনো কিছু খেতে না পারা, সবকিছু বমি করে দেওয়া, খিঁচুনি, অতি দূর্বলতা বা অজ্ঞান হয়ে পড়া
[7] স্ক্যাবিস, দাদ
[8] মৌমাছির হূল, খাবারে অ্যালার্জি, ধুলোর অ্যালার্জি ইত্যাদি

সেবাখাত ৩: পরীক্ষা নিরীক্ষা সেবা

পরীক্ষা নিরীক্ষা সেবাসমূহের লক্ষ্য হল রোগীর রোগ নির্ণয় প্রক্রিয়ায় সাহায্য করা এবং উপযুক্ত চিকিৎসার প্রয়োগকে ত্বরান্বিত করা। কমিউনিটি ক্লিনিকের পরীক্ষণ সমূহ কিটভিত্তিক, যা টেবিল ৬ এ উল্লেখিত হল।

টেবিল ৬: কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রাপ্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা সেবার তালিকা	
১.	ইউরিন প্রেগনেন্সি টেস্ট
২.	ইউরিন স্ট্রিপ টেস্ট প্রোটিন গ্লুকোজ
৩.	র‍্যাপিড ডায়াগনস্টিক টেস্ট (আরডিটি) ম্যালেরিয়া (এন্ডেমিক এলাকায়) ডেঙ্গু- এনএস ১ (নন-স্ট্রাকচারাল প্রোটিন) কালাজ্বর (এন্ডেমিক এলাকায়)- আরকে ৩৯ গ্লুকোমিটার দ্বারা ব্লাড গ্লুকোজ টেস্ট
৪.	ব্লাড গ্রুপিং
৫.	হিমোগ্লোবিন (এইচবি) এস্টিমেশন

সেবাখাত ৪: ফার্মেসি সেবা

ফার্মেসি সেবার লক্ষ্য হল যথাযথ সংরক্ষণ এবং বিতরণের মাধ্যমে ঔষধের সর্বোত্তম ব্যবহার করা।

টেবিল ৭: কমিউনিটি ক্লিনিকের ফার্মেসি সেবা			
১.	**চাহিদা দাখিল (রিকুইজিশন)**	ক.	চাহিদা দাখিলের ক্ষেত্রে ঔষধের দৈনিক চাহিদা এবং চাহিদা দাখিল ও ঔষধ প্রাপ্তির মধ্যবর্তী প্রয়োজনীয় সময় বিবেচনা করা।
২.	**অবকাঠামো**	ক.	ঔষধসমূহ নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসহ তাকে সংরক্ষন করা হবে • আলোর, স্যাঁতস্যাঁতে স্থান ও অত্যধিক তাপমাত্রার বিরূপ প্রভাব থেকে সুরক্ষিত থাকবে • ইঁদুর ও পোকামাকড় থেকে দূরে রাখা • বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা
		খ.	স্টোর রুমে শুধুমাত্র অনুমোদিত ব্যক্তিদের প্রবেশাধিকার থাকবে
		গ.	ঔষধসমূহ মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ বিবেচনা করে বর্ণানুক্রমিক বা ফার্মাকোলজিক্যাল ক্রমানুসারে তাকে সাজানো থাকবে।
৩.	**মজুদ নিয়ন্ত্রণ ও রেকর্ডে রাখা**	ক.	রোগীদের চাহিদা মিটাতে ঔষধের ক্রমাগত প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা
		খ.	ঔষধের মজুদ রেজিস্টার নিয়মিত হালনাগাদ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা, অর্থাৎ, ঔষধের সরবরাহ গ্রহণের সময় নাম, পরিমাণ, প্রাপ্তির তারিখ মজুদ রেজিস্টারে নথিভুক্ত করা। • আইটেমের বিবরণ • আইটেমের একক (মিলিগ্রাম, মিলিলিটার ইত্যাদি) • সরবরাহ প্রদানের তারিখ এবং মজুদ লিপিবদ্ধ করা
		গ.	ফার্মেসির বাইরে বিদ্যমান ঔষধের তালিকা প্রদর্শন
৪.	**মজুদের কার্যকরী প্রাপ্তি ও বিতরণ ব্যবস্থা এবং মেয়াদ পর্যবেক্ষণ**	ক.	ঔষধ প্রাপ্তির সময় মেয়াদ লক্ষ্য করা এবং মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ মজুদ রেকর্ড রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা
		খ.	যদি মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ব্যবহার করা না যায় সেক্ষেত্রে মেয়াদোত্তীর্ণের কাছাকাছি স্টক গ্রহণ না করা
		গ.	ঔষধের মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা উচিত এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ অবিলম্বে আলাদা করে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রোটোকল অনুযায়ী অপসারণ করা উচিত।
		ঘ.	প্রতি মাসে মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়া ঔষধের রেকর্ড (তারিখ, ঔষধের নাম, পরিমাণ ইত্যাদি) রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা
		ঙ.	কম চাহিদার এবং পরবর্তী ৩ মাসের মধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ হবে এমন ঔষধগুলো চিহ্নিত করা- তালিকা তৈরি এবং আইটেম ও সরবরাহের উৎস অনুসারে পৃথক করা।
		চ.	মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার কাছাকাছি এমন ঔষধগুলোর ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা।
৫.	**যথাযথ ফার্মেসি সেবার অনুশীলন (জিপিপি) নিশ্চিত করা।**	ক.	চাহিদা দাখিলপত্র, রেজিস্টার ও মজুত বজায় রাখা এবং বিতরণের সাথে কাউন্সেলিং নিশ্চিত করা
		খ.	ঔষধ হস্তান্তরের পূর্বে রোগী/ক্লায়েন্টের যাচাইকরণ
		গ.	ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রের সাথে ঔষধ, ব্যবহারের সময় ও ডোজের পরিমাণ পুনঃনিশ্চিত করা

সেবাখাত ৫: রেফারেল

একটি কাঠামোগত রেফারালের উদ্দেশ্য হলো একটি কার্যকরী উর্ধ্বমুখী ও নিম্নগামী রেফারেল প্রক্রিয়া চালু করা, যাতে কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবা ও সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং উচ্চ পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের উপর রোগীর চাপ কমানো যায়। রোগীদের প্রয়োজন অনুসারে উচ্চমানের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন স্তরের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোকে যুক্ত করে একটি স্বাস্থ্যসেবা রেফারেল প্রক্রিয়া সুপারিশ করা হয়েছে।

সবুজ রঙের তীরচিহ্নিত রোগীদের উর্ধ্বগামী রেফারেল কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসি এবং উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সের দিকে নির্দেশ করে। অন্যদিকে, কমলা রঙের তীর চিহ্নিত পথে কমিউনিটি ক্লিনিক উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স ও ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসি কেন্দ্র থেকে রোগী গ্রহণ করলে তা নিম্নগামী রেফারেল হিসেবে বিবেচিত হবে।

চিত্র ৩: কমিউনিটি ক্লিনিকের রেফারেল পাথওয়ে

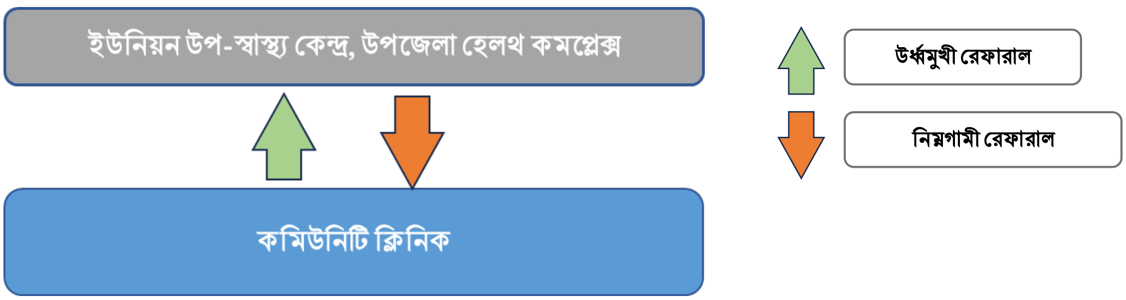

কার্যকর রেফারালের জন্য রোগীর সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করতে রেফারেল স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সাথে স্পষ্ট যোগাযোগ প্রয়োজন। স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর দায়িত্ব হচ্ছে রেফারেল রেজিস্টার হালনাগাদ করা এবং সকল প্রয়োজনীয় তথ্যসহ রোগীর রেফারেল ফর্মটি পূরণ করা। সকল রেফারেল রোগী রেফারেল স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অগ্রাধিকার পাবেন। নিম্নগামী রেফারেলগুলোকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোর রেফারেল রিসিভিং এবং ট্র্যাকিং প্রক্রিয়া রেফার্ড রোগী/ক্লায়েন্টদের জন্য অগ্রাধিকারমূলক চিকিৎসা এবং প্রয়োজনীয় সুবিধা নিশ্চিত করবে। রোগী এবং সেবা প্রদানকারীদের জন্য রেফারেল প্রক্রিয়া সহজ ও কার্যকরী করতে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে। কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে রেফারালের কারণসমূহ নিম্নবর্ণিত টেবিলে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

টেবিল ৮: কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে রেফার করা রোগীসমূহ	
গর্ভকালীন সেবা	• আলট্রাসনোগ্রাম (১ম ও ৪র্থ গর্ভকালীন চেকআপের জন্য) • পূর্ববর্তী গর্ভধারণে কোন জটিলতা • প্রসবপূর্ববর্তী খিঁচুনী রোগ/খিঁচুনী রোগ • প্রসবপূর্ব রক্তক্ষরণ • পেটে ব্যথা • সময়ের আগে পানি ভাঙ্গা • উচ্চরক্তচাপ • ডায়াবেটিস • যৌনবাহিত সংক্রামণ • এইচআইভি/এইডস (কাউন্সেলিং ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা) • গর্ভস্থ শিশুর হৃদস্পন্দন অনুপস্থিতি • ম্যালেরিয়া ও মূত্রনালীর সংক্রমণের মতো গর্ভাবস্থার জটিলতা

টেবিল ৮: কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে রেফার করা রোগীসমূহ	
প্রসবপরবর্তী সেবা	প্রসবপরবর্তী জটিলতা • অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ • রক্তস্বল্পতা • প্রসবপরবর্তী মানসিক সমস্যা • প্রসবপরবর্তী সংক্রমণ প্রসূতি জটিলতা • রক্তক্ষরণ • প্রসবপরবর্তী সংক্রমণ/সেপসিস • প্রসবজনিত ফিস্টুলা জেনিটাল প্রোল্যাপ্স
শিশু স্বাস্থ্য	• যেকোন জন্মগত ত্রুটি • নবজাতকের জন্ডিস • মাঝারি/তীব্র নিউমোনিয়া • মাঝারি/তীব্র ডায়রিয়া • বিপজ্জনক লক্ষণসহ অসুস্থ শিশুর সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা
পুষ্টি	• হঠাৎ মারাত্মক অপুষ্টি (জটিল এবং অজটিল)
অসংক্রামক রোগ (এনসিডি)	• উপসর্গমূলক (সাসপেক্টেড) উচ্চরক্তচাপ[9] • উপসর্গমূলক (সাসপেক্টেড) টাইপ ২ ডায়াবেটিস[10] • আর্সেনিকোসিস • ফুসফুসের দীর্ঘমেয়াদি রোগ (সিওপিডি) • উপসর্গমূলক (সাসপেক্টেড) ড্রাগ আসক্তি
চক্ষু সেবা	• দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা • চোখের ছানি • চোখের আঘাত[11]
নাক, কান, গলা (ইএনটি) সম্পর্কিত সমস্যা ব্যবস্থাপনা	• কানের সমস্যা[12] • টনসিলের প্রদাহ
অন্যান্য	• বিষক্রিয়া • জীব জন্তুর কামড় (সাপের কামড়, কুকুরের কামড়, শিয়ালের কামড়) • উপসর্গমূলক যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, কুষ্ঠ, (গোদ রোগ), কালাজ্বর • টিকা পরবর্তী পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া • প্রাথমিক ব্যবস্থাপনার পরে পোড়া রোগীদের রেফারেল • পানিতে ডোবা রোগী • বজ্রপাত

[9] রোগ নির্ণয় নিশ্চিতকরণ এবং চিকিৎসা শুরু করার জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রেফার করা হবে; ঔষধের সরবরাহ পূর্বের মতো কমিউনিটি ক্লিনিক থেকেই দেওয়া হবে।

[10] রোগ নির্ণয় নিশ্চিতকরণ এবং চিকিৎসা শুরু করার জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রেফার করা হবে; ঔষধের সরবরাহ পূর্বের মতো কমিউনিটি ক্লিনিক থেকেই দেওয়া হবে।

[11] যেমন আঘাতপ্রাপ্ত কর্ণিয়া

[12] যেমন ফরেন ফডি, ওয়াক্স জমে যাওয়া, সংক্রমণ, জখম

টেবিল ৮: কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে রেফার করা রোগীসমূহ
নিম্নবর্ণিত কারণে কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে রোগীদের ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এবং/অথবা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রেফার করা হবে: ● উপরে উল্লেখিত যেকোনো অবস্থার জন্য। ● যদি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রদত্ত চিকিৎসায় রোগীর অবস্থার উন্নতি না হয়। অন্যান্য যেকোনো অবস্থা যাতে রোগ নির্ণয়ের জন্য আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং উন্নত ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন

সেবাখাত ৬: স্বাস্থ্যসেবার মানব সম্পদ

কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (সিএইচসিপি, পুরুষ বা মহিলা) বর্তমানে কমিউনিটি ক্লিনিকের মূল স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী এবং পূর্ণকালীন কর্মী। একজন স্বাস্থ্য সহকারী (এইচএ, পুরুষ/মহিলা) এবং একজন পরিবার কল্যাণ সহকারী (এফডব্লিওএ, মহিলা) সপ্তাহের কিছু নির্দিষ্ট দিনে কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবা প্রদান করেন। এই স্ট্যান্ডার্ডে কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য বর্তমানে সেবা প্রদানকারীদের পাশাপাশি একজন স্বীকৃত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী এবং একজন সহায়ক কর্মীর পদ প্রস্তাব করা হয়েছে।

টেবিল ৯: কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য স্বাস্থ্যসেবার মানব সম্পদ

		বর্তমান	প্রস্তাবিত	মোট
১.	স্বীকৃত স্বাস্থ্য কর্মকর্তা- পূর্ণকালীন		১	১
২.	কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (সিএইচসিপি)- পূর্ণকালীন	১		১
৩.	স্বাস্থ্য সহকারী (এইচএ)- খন্ডকালীন	১		১
৪.	পরিবার কল্যাণ সহকারী- খন্ডকালীন	১		১
৫.	সহায়ক স্টাফ- পূর্ণকালীন		১	১
	মোট	**৩**	**২**	**৫**

সেবাখাত ৭: মেডিসিন

কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য ওষুধের তালিকাটি এসেনশিয়াল সার্ভিস প্যাকেজ (ইএসপি) ২০১৬ অনুসারে প্রস্তাব করা হয়েছে যেখান থেকে বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিক বাদ দেওয়া হয়েছে এবং অসংক্রামক রোগের ঔষধসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

টেবিল ১০: কমিউনিটি ক্লিনিকের ঔষধের তালিকা

ব্যথানাশক (অ্যানালজেকিক্স), জ্বরনাশক (অ্যান্টিপাইরেটিক্স), নন-স্টেরয়েডাল, প্রদাহ নিরোধক (অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি)	**জীবাণুনাশক**
প্যারাসিটামল	সেট্রিমাইড সহ বা শুধুমাত্র ক্লোরহেক্সিডিন
হায়োসিন বিউটাইল ব্রোমাইড	নাড়ীতে ব্যবহারের জন্য ক্লোরহেক্সিডিন ৭.১%
এলার্জিরোধক ও এনাফাইল্যাক্সিসের ঔষধ	**পরিপাকতন্ত্রের ঔষধ**
ক্লোরফেনিরামিন ম্যালেট	ম্যাগনেসিয়াম ট্রাইসিলিকেট সহ বা শুধুমাত্র অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড
সংক্রমণরোধক ঔষধ	এন্টাসিড
আলবেনডাজল	**হরমোন, অন্যান্য অন্তঃক্ষরা সম্পর্কিত ঔষধ এবং গর্ভনিরোধক**
ক্লোরামফেনিকল চোখের ড্রপ	মেটফরমিন হাইড্রোক্লোরাইড
হৃদরোগের ঔষধ	**শ্বাসনালীর ঔষধ**
অ্যামলোডিপিন	শ্বাসনালীর উপর কার্যকর সালবুটামল এস
চর্মরোগের ঔষধ (সাময়িক)	**শরীরে পানি ও ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্যহীনতার চিকিৎসায় ব্যবহৃত সলিউশনস**
জেনিটাল ভায়োলেট	ওরাল রিহাইড্রেশন সল্টস (ওআরএস)
ব্যাসিট্রাসিন সহ নিওমাইসিন সালফেট	**ভিটামিন ও মিনারেলস**
স্যালিসাইলিক এসিড+বেনজোয়িক এসিড	এসকরবিক এসিড
বেনজাইল বেনজোয়েট	ভিটামিন এ
গর্ভনিরোধক	ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স
পুরুষ কনডম	ভিটামিন কে
মুখে খাওয়ার গর্ভনিরোধক পিল	ক্যালসিয়াম
ডিএমপিএ ইঞ্জেক্টেবলের ধারাবাহিক ব্যবহার	ফলিক এসিড সহ বা শুধুমাত্র ফেরাস সালফেট/ফিউমারেট
	ফলিক এসিড
	জিংক

সেবাখাত ৮: সরঞ্জামাদি

কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির তালিকা টেবিল ১১ এ প্রদান করা হল।

টেবিল ১১: কমিউনিটি ক্লিনিকের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির তালিকা	
স্টেথোস্কোপ	টিস্যু ফরসেপ
ব্লাড প্রেশার মেজারিং ইন্সট্রুমেন্ট	সুঁচ ধারক
থার্মোমিটার	বাঁকানো সুঁচ
ভিশন টেস্টিং চার্ট (স্নেইল চার্ট)	সিল্কের সুতা
টাইমার	সাধারণ কাঁচি
টর্চ	টাং ডিপ্রেসর
কাঁচি	হাত/পায়ের কাঠের স্প্লিন্ট
মাঝারি সাইজের আর্টারি ফরসেপ	কিডনী ট্রে
ড্রেসিং সেট	নিরাপত্তা গ্লাভস
ওজন পরিমাপক যন্ত্র	অটো ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ ও সুঁচ
ঝুলন্ত ওজন মাপার স্কেল	তুলা
এমইউএসি টেপ	গজ
আম্বো ব্যাগ	হিমোগ্লোবিন এস্টিমেশন কিট
স্ট্রিপসহ গ্লুকোমিটার	ব্লাড গ্রুপিং কিট
লিউকোপ্লাস্ট টেপ/মাইক্রোপোর ব্যান্ডেজ	

সেবাখাত ৯: অন্যান্য সরঞ্জামাদি

কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য অন্যান্য সরঞ্জামাদির তালিকা টেবিল ১২ এ প্রদান করা হল।

টেবিল ১২: কমিউনিটি ক্লিনিকের অন্যান্য সরঞ্জামাদির তালিকা	
আসবাবপত্র ও ফিক্সচার	সংক্রমণ প্রতিরোধ
এক্সামিনেশন টেবিল	অ্যালুমিনিয়াম সসপ্যান- ২ লিটার
হাইট মেজারিং বোর্ড	প্লাস্টিকের বালতি ও মগ
আলমারি	জীবাণুনাশক
৪-৫ জনের জন্য হেলান দেওয়ার সুবিধাসম্পন্ন বেঞ্চ	গুঁড়া সাবান
ড্রয়ারসহ টেবিল	ফেস মাস্ক
চেয়ার	নিরাপত্তা গ্লাভস
একাধিক রেজিস্টার	
গ্রোথ মনিটরিং চার্ট	
চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	নিরাপত্তা ব্যবস্থা
বর্জ্যের বিন	অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র
বর্জ্যের ব্যাগ	ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা

সেবাখাত ১০: ডিজিটালাইজেশন/তথ্য প্রযুক্তি

কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালনা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ এবং প্রতিবেদন প্রেরণ সম্পূর্ণরূপে ডিজিটাল হতে হবে। ডিজিটালকরণ প্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে, স্বাস্থ্য পরিষেবা নিতে আসা প্রত্যেক রোগী/ক্লায়েন্টকে একটি স্থায়ী পেশেন্ট আইডি নম্বর (পিআইডি) দেয়া হবে। এই পিআইডি-নম্বর রোগী বা ক্লায়েন্টের বয়সের ভিত্তিতে জন্ম নিবন্ধন নম্বর[13] অথবা জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (এনআইডি)[14] থেকে গৃহীত হবে। পিআইডি-নম্বর রোগী/ক্লায়েন্টের ইউনিয়ন সাব সেন্টারে আসার পূর্বের রেকর্ড পর্যবেক্ষণে ব্যবহার করা হবে, যা সেবা প্রদানকারীদের রোগীর চিকিৎসার ইতিহাস নিরীক্ষায় সহায়তা করবে । একইভাবে, পিআইডি-নম্বর অন্যান্য সকল সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতেও কার্যকর হবে। রোগী/ক্লায়েন্টের তথ্য নিয়মিত স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বর্তমান প্ল্যাটফর্মে প্রেরিত হবে। সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোর মধ্যে এবং ফার্মেসিগুলোতে ইলেকট্রনিক ড্রাগ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমের মাধ্যমে রোগীর রেফারেল প্রক্রিয়াতেও ডিজিটালাইজেশন অন্তর্ভুক্ত হবে।

ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত সরঞ্জামাদি এবং ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন:

১. ল্যাপটপ/ কম্পিউটার
২. প্রিন্টার
৩. ইন্টারনেট সংযোগ-মডেম, সিম কার্ড
৪. রোগী নিবন্ধন এবং ইলেকট্রনিক মেডিক্যাল রেকর্ডের জন্য ওয়েব-ভিত্তিক অ্যাপ।

[13] ১৮ বছরের নিচে
[14] ১৮ বছর ও তার উর্ধে

সেবাখাত ১১: ভৌত অবকাঠামো

১৯৯৮ সালের পরপরই কমিউনিটির একজন ব্যক্তির দানকৃত ৫ শতাংশ জমির উপর ৫৩৬ বর্গফুট আয়তনের একতলা ভবন নির্মাণের মাধ্যমে কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার যাত্রা শুরু হয়। ২০১২ সালের পরে কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণে প্রয়োজনীয় জমিড় পরিমাণ ৮ শতাংশে উন্নীত করা হয় একইসাথে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের লে-আউট ৭৬৫ বর্গফুটের একতলা ভবনের জন্য পুনঃডিজাইন করা হয়।

এনএইচএসএস-এ প্রস্তাবিত একজন স্বীকৃত স্বাস্থ্যকর্মীর জন্য কমিউনিটি ক্লিনিকে অতিরিক্ত জায়গার প্রয়োজন হবে। সেজন্য, এই স্ট্যান্ডার্ডস নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয়তাগুলো অন্তর্ভুক্ত করতে কমিউনিটি ক্লিনিক পুনঃডিজাইনের পরামর্শ দেয়:

টেবিল ১৩: কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য ভৌত অবকাঠামো স্টান্ডার্ড		
১. প্রদর্শন ও নির্দেশক	ক.	স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রবেশদ্বার(গুলো)তে বাংলায় সেবা প্রদানের সময়সূচি এবং সাইনবোর্ড প্রদর্শিত হবে।
	খ.	স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রধান এবং সংযোগকারী সড়কগুলোতে পর্যাপ্ত এবং স্পষ্ট নির্দেশক প্রদর্শন করা থাকবে।
	গ.	কমিউনিটি ক্লিনিকের প্রবেশদ্বারে বাংলায় সিটিজেন চার্টার প্রদর্শিত থাকবে।
	ঘ.	এভেইলেবল ঔষধের তালিকা প্রদর্শিত থাকবে এবং প্রতিদিন হালনাগাদ করা হবে।
	ঙ.	নিরাপত্তা, ঝুঁকি এবং সতর্কতার নির্দেশকগুলো প্রাসঙ্গিক স্থানে স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করা থাকবে।
	চ.	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যেমন যোগাযোগের নম্বর (যেমন, ফায়ার সার্ভিস, পুলিশ, এ্যাম্বুলেন্স এবং রেফারেল সেন্টার) স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত থাকবে।
	ছ.	প্রদত্ত সেবা, পরিচ্ছন্নতার সময়সূচী, মাসিক কর্মকৃতি চার্ট এবং প্রাসঙ্গিক আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ (বিসিসি) বার্তাসমূহ কক্ষগুলোতে স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করতে হবে।
২. রক্ষণাবেক্ষণ	ক.	স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রাঙ্গণ উত্তমভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে এবং ● আবর্জনা ● বাণিজ্যিক ব্যানার, পোস্টার, এবং পেইন্টিং ● অ-কার্যকর সরঞ্জাম এবং ● অননুমোদিত স্থাপনা ইত্যাদি মুক্ত থাকবে
	খ.	স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভবন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে। কর্মচারীরা নিম্নবর্ণিত কাজের ক্ষেত্রে লিখিত নীতিমালা, পদ্ধতি এবং সময়সূচী অনুসরণ করবে: ● সকল সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, মেঝে, দেয়াল, সংরক্ষণাগার এবং অন্যান্য সারফেস ও এলাকা জীবাণুমুক্ত ও পরিষ্কারকরণ।
৩. উপযোগিতা	ক.	কমিউনিটি ক্লিনিকটি প্রতিবন্ধীসহ সকলের জন্য ব্যবহারবান্ধব হতে হবে, ● বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য চলাচলবান্ধব (যেমন হইলচেয়ারের ব্যবহার) করতে প্রয়োজনীয় স্থানে র‍্যাম্পের ব্যবস্থা।
	খ.	কমিউনিটি ক্লিনিক পর্যাপ্ত আলো-বাতাসপূর্ণ হবে।
	গ.	প্রবেশপথ এবং বহির্গমন সর্বদা প্রতিবন্ধকতাহীন থাকবে।
	ঘ.	মেঝের পৃষ্ঠ অ্যান্টি-স্কিড এবং অ-পিচ্ছিল হবে।
৪. কক্ষসমূহ	ক.	বন্যা ও জলাবদ্ধতা থেকে রক্ষার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো উঁচু জমিতে নির্মাণ করা হবে।
	খ.	কমিউনিটি ক্লিনিক সহজেই পৌঁছানো যায় এমন ভালোমানের রাস্তার সাথে অবস্থিত হবে।
	গ.	ক্লায়েন্ট/রোগী এবং এটেন্ডান্টদের জন্য ওয়েটিং এলাকা
	●	পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়েটিং এলাকা।
	ঘ.	৩টি পরামর্শ কক্ষ: ● স্বীকৃত স্বাস্থ্যকর্মীর জন্য একটি কক্ষ ● সিএইচসিপির জন্য একটি কক্ষ ● একটি কক্ষ স্বাস্থ্য সহকারী (এইচএ) ও পরিবার কল্যাণ কর্মী (এফডব্লিওএ) এর যৌথ ব্যবহারের জন্য।
	ঙ.	স্টোর ও ঔষধ কক্ষ
	চ.	পুরুষ ও মহিলাদের জন্য দুটি পৃথক ওয়েটিং এরিয়া যেখানে পর্যাপ্ত বসার ব্যবস্থা এবং ব্যাকরেস্টসম্পন্ন বেঞ্চের সুবিধা থাকবে।
	ছ.	পাইপলাইনে পানি সরবরাহ বাবস্থাসহ পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য দুটি পৃথক টয়লেট

টেবিল ১৩: কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য ভৌত অবকাঠামো স্ট্যান্ডার্ড		
	জ.	পাইপলাইনের পানি, তরল সাবান এবং/অথবা স্যানিটাইজার সুবিধাসহ দুটো হাত ধোয়ার স্থান থাকবে। যার একটি পরিষেবা প্রদানকারীদের জন্য পরামর্শ কক্ষের ভিতরে এবং অন্যটি পরিষেবা গ্রহণকারীদের জন্য ওয়েটিং এরিয়াতে থাকবে।
	ঝ.	বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য চলাচলবান্ধব (যেমন হুইলচেয়ারের ব্যবহার) করতে প্রয়োজনীয় স্থানে র‍্যাম্পের ব্যবস্থা।
৫. **ইউটিলিটি সুবিধাসমূহ**	ক.	বিদ্যুৎ: জেনারেটর/সোলারের মাধ্যমে ব্যাক-আপ পাওয়ারসহ বিদ্যুৎ সরবরাহ সংযোগ।
	খ.	পানি: নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা
	গ.	স্যানিটেশন: নিষ্কাশন ব্যবস্থা পরিষ্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে।
	ঘ.	অগ্নিনিরোধক ব্যবস্থা: গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় দৃশ্যমান এবং অ্যাক্সেসযোগ্য অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র এবং ফায়ার হোজ থাকবে।

সেবাখাত ১২: সংক্রমণ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

রোগী ও স্বাস্থসেবা প্রদানকারী উভয়কেই রোগবালাই থেকে সুরক্ষিত রাখতে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে সংক্রমণ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি রোগী এবং স্বাস্থ্যকর্মী উভয়কেই রোগ থেকে রক্ষা করে। সংক্রমণের বিস্তার নিয়ন্ত্রণ না করা হলে হাসপাতালে চলাচল, পরিদর্শন এবং পরিচালনা অনিরাপদ হয়ে উঠবে।

টেবিল ১৪: কমিউনিটি ক্লিনিকে সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা		
সংক্রমণ প্রতিরোধ		
১. পরিচ্ছন্নতা	ক.	রোগী/ক্লায়েন্ট, পরিদর্শক/এটেন্ডেন্স এবং কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সরঞ্জামাদি এবং সাপ্লাইস পরিষ্কার ও নিরাপদ রাখতে হবে।
	খ.	স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রাঙ্গণ ময়লা-আবর্জনা মুক্ত থাকবে।
	গ.	সরঞ্জামাদি, মেঝে এবং দেয়াল শরীরের বডি-ফ্লুইড, থুতু এবং ধুলোবালি মুক্ত থাকবে। ● মেঝে এবং দেয়াল পরিষ্কার করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক এবং ডিটারজেন্ট ব্যবহার করতে হবে। ● জীবাণুনাশক দিয়ে ধুয়েমুছে সর্বদা পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে । ● শৌচাগারগুলো জীবাণুনাশক এবং ডিটারজেন্ট ব্যবহার করে পরিষ্কার করতে হবে।
২. হাইজিন	ক.	পাইপ্ লাইনের পানি, সাবান, অ্যালকোহলযুক্ত জীবাণুনাশকের সরবরাহ
	খ.	সাবান এবং অথবা স্যানিটাইজার দিয়ে নিয়মিত হাত ধোয়া
৩. নির্দেশনাবলী	ক.	যথাযথ হাত ধোয়া এবং সংক্রমণ প্রতিরোধ পদ্ধতির নির্দেশনাবলী প্রদর্শিত থাকবে।
৪. সুরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি	ক.	মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস এর যথাযথ সরবরাহ
	খ.	সেবা প্রদানকারীদের মাস্ক এবং হ্যান্ড গ্লাভস নিয়মিত ব্যবহার।
৫. অপসারণ	ক.	চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী চিকিৎসা বর্জ্যের নিরাপদ চূড়ান্ত অপসারন
	খ.	অটো ডিসপোজ্যাবলসিরিঞ্জ ও সূচের ব্যবহার এবং চিকিৎসা বর্জ্যের সাথে যথাযথভাবে নিষ্কাশন।
চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা		
১. নির্দেশনাবলী	**ক.**	কমিউনিটি ক্লিনিকে একটি নথিভুক্ত বর্জ্য অপসারন কৌশল থাকতে হবে, যাতে প্রোটোকল, দায়িত্বাবলী, বর্জ্য সংগ্রহের সময়সূচী এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির তালিকা (যেমন, বিন এবং ব্যাগ) অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
	খ.	চিকিৎসা বর্জ্য উৎপন্ন হয় এমন সকল জায়গায় বর্জ্য পৃথকীকরণ এবং সংরক্ষণের স্প্টভাবে দৃশ্যমান থাকবে ● নির্দেশিকায় বর্জ্য পৃথকীকরণ জন্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ অনুসারে কালার কোডেড বিনের ব্যাপারে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে। ● চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যাপারে সচেতনতামূলক প্রচারণায় ব্যাবহৃত আইইসি উপকরণগুলো সেবা প্রদানকারী এবং গ্রহণকারী উভয়ের জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিভিন্ন জায়গায় প্রদর্শিত থাকবে।
২. সক্ষমতা বৃদ্ধি	ক.	সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে সংক্রামক বর্জ্য ব্যাবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মীচারীদের বর্জ্যের ঝুঁকি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রয়োজন।
৩. রক্ষনাবেক্ষন ও লজিস্টিক	ক.	সকল বর্জ্য অবশ্যই চুরি, ভাঙচুর এবং জীবজন্তুর সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখতে হবে
	খ.	বর্জ্যকে উৎসেই পৃথকীকরণ করতে হবে।
	গ.	পর্যাপ্ত সংখ্যায় বিভিন্ন কালার-কোডেড বিন থাকবে।
	ঘ.	চিকিৎসা বর্জ্য টেবিল ১২ তে উল্লেখিত প্রোটোকল অনুসারে যথাযথভাবে এবং সঠিকভাবে অপসারণ করতে হবে ।

টেবিল ১৫: চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রোটোকল		
উৎসে বর্জ্য পৃথকীকরণ	**কালার-কোডেড বিনঃ**	**অপসারণ পদ্ধতি**
১. অ-বিপজ্জনক, অ-সংক্রামক, সাধারণ বর্জ্য	কালো	পোড়ানো এবং/অথবা পুঁতে ফেলা (সংক্রামক ও বিপদজনক বর্জ্যের থেকে পৃথক গর্তে[15])
২. পুনঃব্যবহারযোগ্য অ-বিপজ্জনক বর্জ্য	সবুজ	পুনঃব্যবহার করা
৩. বিপজ্জনক, সংক্রামক বর্জ্য	হলুদ	পোড়ানো এবং/অথবা পুঁতে ফেলা (পূর্ব-প্রস্তুতকৃত গর্তে[16])
৪. বিপজ্জনক, সংক্রামক তরল বর্জ্য	নীল	জীবাণুনাশক যোগ করে ৩০ মিনিট রেখে ড্রেনে ফেলা

[15] বর্জ্যের গর্তের তল কংক্রিট বা অন্য কোন উপায়ে ঢাকা যাবে না
[16] বর্জ্যের গর্তের তল কংক্রিট বা অন্য কোন উপায়ে ঢাকা যাবে না

সেবাখাত ১৩: ব্যবস্থাপনা

প্রাথমিকভাবে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে চালু করা হয়েছিল। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ সরকার কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করে। কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৫ সদস্যের একটি পূর্ণাঙ্গ ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়। এই আইন ট্রাস্টকে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সহায়তার পাশাপাশী অন্য উপায়ে তহবিল সংগ্রহের অনুমতি দেয়।

কমিউনিটি ক্লিনিক সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (পিপিপি) একটি অনন্য উদাহরণ, কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো স্থানীয়দের দান করা জমিতে নির্মিত হয়েছে এবং অন্যান্য সকল সহায়তা যেমনঃ ক্লিনিক নির্মাণ, ঔষধ সরবরাহ, সেবা প্রদানকারীদের ব্যাবস্থা করা এবং লজিস্টিক সরকার কতৃক প্রদান করা হয়। কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যাবস্থাপনা, কমিনিউনিটি গ্রুপ (সিজি) এর মাধ্যমে স্থানীয়দের ও বাংলাদেশ সরকার উভয়ের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং পাশাপাশি তিনটি কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ সহায়তা প্রদান করে। এটির উন্নয়নে স্থানীয়রা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

কমিউনিটির ক্লিনিকের কার্যক্রমে সহায়তা করার জন্য স্থানীয়দের সমন্বয়ে কমিউনিটি গ্রুপ গঠন করা হয়। এই গ্রুপে ১৩ থেকে ১৭ জন সদস্য থাকতে পারে, যার মধ্যে কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ মহিলা সদস্য থাকতে হবে। একজন নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য গ্রুপের সভাপতি হবেন এবং যার সহায়তার জন্য দুজন সহ-সভাপতি থাকবেন। সভাপতি এবং সহ-সভাপতিদের মধ্যে কমপক্ষে একজন মহিলা হতে হবে। জমি দাতা বা তার প্রতিনিধি এই গ্রুপের আজীবন সদস্য হবেন এবং কমিউনিটি ক্লিনিকের সিনিয়র সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। সিএইচসিপি, ভোটাধিকার ছাড়াই সদস্য সচিব হবেন ।

কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ (সিএসজি) সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিদের (মহিলা, পুরুষ, কিশোর-কিশোরী, তরুণী , গরীব এবং প্রতিবন্ধী) একটি দল, যারা কমিউনিটি ক্লিনিকের সঠিক কার্যক্রম নিশ্চিত করতে এবং স্বাস্থ্য সেবা সরবরাহের জন্য স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কমিউনিটি গ্রুপের (সিজি) সাথে কাজ করবেন। সিএসজি গুলো সিজিকে কমিউনিটি ক্লিনিকে বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে জনসাধারনকে অবহিত করা এবং সাধারণ স্বাস্থ্য বার্তা পৌছে দিতে সহায়তা করে। প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য ১৩ থেকে ১৭ সদস্যের ৩টি সিএসজি থাকবে, যার মধ্যে কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ মহিলা সদস্য থাকতে হবে (জাতিসংঘ, ২০২৩)।

টেবিল ১৬: কমিউনিটি ক্লিনিকের ব্যবস্থাপনা	
১.	কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো কমিউনিটি ক্লিনিক হেলথ সাপোর্ট ট্রাস্টের অধীনে পরিচালিত।
২.	আর্থিক সহায়তা বাংলাদেশ সরকার (বর্তমানে ডেভেলপমেন্ট বাজেট) থেকে প্রদান করে হয়
৩.	সিএইচসিপি এবং এইচএ সহকারি স্বাস্থ্য পরিদর্শকের তত্বাবধানে থাকে ।
৪.	এফডব্লিওএ পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শকের অধীনে থাকে।
৫.	প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকের একটি কমিউনিটি গ্রুপ এবং তিনটি কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ থাকবে।
৬.	ক্লায়েন্ট/রোগীর রেজিস্টার ও অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষন।
৭.	অভিযোগ নিষ্পত্তির[17] ব্যবস্থা।
৮.	সেবাপ্রদানের কর্মঘন্টা এবং দিন সম্বলিত নির্দেশক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের, বিশেষ করে এইচএ এবং এফডব্লিওএ উপস্থিতি সম্পর্কিত তথ্য প্রদর্শিত থাকবে ।
৯.	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হালনাগাদকৃত দায়িত্বের বিবরণ

[17] অভিযোগ নিষ্পত্তি হলো ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত একটি প্রতিক্রিয়া লুপ কৌশল। রোগী, ক্লায়েন্ট, সহায়তাকারী, দর্শনার্থী যারা বিভিন্ন প্রয়োজনে হাসপাতালে এসেছেন, তারা সেবাপ্রদানকারী এবং অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে আন্তক্রিয়ার পটভূমিতে অভিযোগ করতে পারেন। প্রতিকারের জন্য তারা কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানাতে পারেন। একটি জনপ্রিয় অভিযোগ নিষ্পত্তি পদ্ধতি হলো হাসপাতালের উল্লেখযোগ্য স্থানে অভিযোগ বাক্স রাখা, যেখানে অভিযোগ করার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি থাকবে। নিয়মিতভাবে (সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক) কর্তৃপক্ষ বাক্সটি খুলবে, অভিযোগগুলো পর্যাচলনা করবে, সম্ভব হলে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং কর্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়া ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা সম্বলিত একটি তালিকা বোর্ডে প্রদর্শন করবে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কল সেন্টার ১৬২৬৩ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধিনস্থ সকল স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালের জন্য অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে।

সেবাখাত ১৪: স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা

এই কম্পোনেন্টটি ক্লায়েন্ট/রোগী, কর্মী এবং দর্শকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এবং সেবা প্রদানকে নিরাপদ, সহজলভ্য এবং ক্লায়েনন্ট/রোগীদের গোপনীয়তার চাহিদা সম্মান করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

টেবিল ১৭: কমিউনিটি ক্লিনিকের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রয়োজনীয়তা		
১. **নীতিমালা**	ক.	স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতি, পদ্ধতি এবং আদর্শ প্রোটোকলগুলো প্রদর্শিত থাকবে এবং কর্মচারি-কর্মকর্তারা তা অনুসরণ করবে, যা: ● চিকিৎসা বর্জ্য সম্পর্কিত দূষণ প্রতিরোধ করবে। ● নিডল-স্টিক ইঞ্জুরিস রিপোর্টিং সিস্টেম অনুসরণ এর পাশাপাশি ধারালো বস্তু সঠিকভাবে পৃথকীকরণ এবং অপসারন করবে। ● ব্যাসিক লাইফ-সার্পোট প্রদান করবে
২. **অগ্নি নিরাপত্তা**	ক.	অগ্নিনির্বাপণ সরঞ্জামাদির (অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র এবং অগ্নি নিরোধক কম্বল) প্রতুলতা
	খ.	প্রশিক্ষিত কর্মী যারা নিয়মিত মক ড্রিল পরিচালনা করবে
৩. **স্টোরেজ**	ক.	রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধ এবং সরঞ্জামাদি প্রোটোকল অনুসারে নিরাপদে সংরক্ষণ করতে হবে।
৪. **সুরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি**	ক.	বিপজ্জনক দ্রব্য নিরাপদ ব্যবস্থাপনার জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গ্লাভস, এপ্রোন, মাস্ক ইত্যাদি সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম সরবরাহ এবং ব্যবহার নিশ্চিত করা।
৫. **সার্ভেইলেন্স ক্যামেরা (সিসিটিভি) সিস্টেম**	ক.	স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভিতরে এবং বাহিরে সার্ভেইলেন্স ক্যামেরা (সিসিটিভি) সিস্টেমস স্থাপন করা, যা ● পরিষেবা প্রদানকারী এবং রোগীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করবে ● ঔষধ ও সরঞ্জামাদি চুরি প্রতিরোধ করবে
	খ.	কমপক্ষে এক বছরের জন্য রেকর্ডিংয়ের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

বাংলাদেশ জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা স্ট্যান্ডার্ড

ভলিউম ১খ:

ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ইউএসসি)/ রুরাল ডিসপেনসারি (আরডি)/ ইউনিয়ন হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সেন্টার (ইউএইচ&এফডব্লিওসি)

এসেনশিয়াল হেলথ সার্ভিস প্যাকেজ (ইএসপি)-এর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণঃ বাংলাদেশে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা (পিএইচসি) উদ্যোগের মাধ্যমে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা (ইউএইচসি) অর্জনের লক্ষ্যে

ভলিউম ১বি: ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র(ইউএসসি)/ রুরাল ডিস্পেন্সারি(আরডি)/ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (ইউএইচ&এফডব্লিউসি) এর জন্য এনএইচএসএস

ইউনিয়ন লেভেলের স্বাস্থ্য কেন্দ্র হিসেবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের (ডিজিএইচএস) এর অধীনে ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিউসি গঠিত হয়। ইউনিয়ন হচ্ছে বাংলাদেশের সর্বনিম্ন প্রশাসনিক ইউনিট। ২০২০ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট ৪,৬৭১টি ইউনিয়ন রয়েছে, তবে ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিউসির সংখ্যা যথাক্রমে ১৩১২ এবং ৮৭। এই স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলো বহির্বিভাগ সেবা প্রদান করে থাকে। গ্রামীণ এলাকার অনেক মানুষের জন্য এটি চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তির প্রথম স্থান।

সেবাখাত ১: সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রতিরোধমূলক সেবা

সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য সেবার মধ্যে রোগ প্রতিরোধ এবং রোগের বিকাশ নিয়ন্ত্রণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে নিয়মিত তথ্য প্রদান, নিয়মিত স্ক্রিনিং এবং সুস্থ জীবনযাপনের উপর পরামর্শ প্রদান, পাশাপাশি টিকাদান এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ সেবা প্রদান।

টেবিল ১৮: ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিউসিতে প্রাপ্ত সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রতিরোধমূলক সেবা		
১. গর্ভকালীন সেবা (এএনসি)	ক.	চিকিৎসা, গর্ভকালীন ও অন্যান্য ইতিহাস (ক্লিনিকাল হিস্ট্রি)
	খ.	গর্ভাবস্থা সনাক্তকরণ/নির্ণয়
	গ.	গর্ভাবস্থা ও ভ্রূণ পর্যবেক্ষণ[18]
	ঘ.	পুষ্টি, গর্ভাবস্থায় জটিলতা, প্রসবপরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক তথ্য ও কাউন্সেলিং।
	ঙ.	পরীক্ষাসমূহ (স্ট্রিপ পদ্ধতি) • হিমোগ্লোবিন • ব্লাড গ্রুপিং এবং রেসাস টাইপিং • প্রেগনেন্সি টেস্ট • ব্লাড সুগার • আল্ট্রাসনোগ্রাম
	চ.	আয়রন, ফলিক অ্যাসিড, জিংক ও অন্যান্য মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সরবরাহ।
	ছ.	জন্মদান প্রস্তুতি পরিকল্পনা[19]: • রেফারেল হাসপাতাল নির্ধারণ • পরিবহন ব্যবস্থা নির্ধারণ • অর্থ সঞ্চয় (সাপ্তাহিক) • রক্তদাতা নির্ধারণ
	জ.	মাঝারি মাত্রার রক্তস্বল্পতা সনাক্তকরণ ও ব্যবস্থাপনা।
২. নবজাতকের যত্ন	ক.	নবজাতকের প্রয়োজনীয় যত্নের পদ্ধতি এবং দ্রুত পদক্ষেপের জন্য বিপজ্জনক লক্ষণসমূহের প্রচারণা
	খ.	ব্রেস্টফিডিং, পুষ্টি, টিকাদান ইত্যাদি সম্পর্কিত কাউন্সেলিং
	গ.	জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে মায়ের দুধ পান করানো
	ঘ.	নবজাতকের চোখ ওঠা প্রতিরোধ
৩. প্রসব পরবর্তী সেবা (পিএনসি)	ক.	চিকিৎসা/গর্ভকালীন ও অন্যান্য ইতিহাস (ব্যথা, জ্বর, রক্তক্ষরণ, খিঁচুনি ইত্যাদি)
	খ.	প্রসব পরবর্তী যত্ন, ব্রেস্টফিডিং, পুষ্টি, টিকাদান ইত্যাদি সম্পর্কিত কাউন্সেলিং
	গ.	প্রসব পরবর্তী খিঁচুনী রোগের কাউন্সেলিং
	ঘ.	প্রসব পরবর্তী জটিলতা সম্পর্কিত ব্যবস্থাপনা: • রক্তস্বল্পতা • প্রসবপরবর্তী মানসিক সমস্যা
	ঙ.	আয়রন, ফলিক অ্যাসিড, জিঙ্ক ও অন্যান্য মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সরবরাহ
	চ.	প্রসব পরবর্তী ভিটামিন-এ সরবরাহ
	ছ.	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কে কাউন্সেলিং ও সরবরাহ
৪. সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)	ক.	নবজাতককে টিকাদানের প্রয়োজনীয়তা এবং টিকাদান পরবর্তী প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পিতা-মাতাকে পরামর্শ প্রদান
	খ.	অনুপস্থিত টিকা গ্রহণকারীদের সাথে যোগাযোগ
	গ.	শিশু টিকাদান
	ঘ.	কিশোরী ও গর্ভবতী মহিলাদের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) জন্য টিটেনাস টক্সয়েড এবং হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস টিকা
	ঙ.	টিকা দ্বারা প্রতিরোধযোগ্য রোগের পর্যবেক্ষণ
৫. পরিবার পরিকল্পনা	ক.	পরিবার পরিকল্পনা কাউন্সেলিংঃ • নবদম্পতি

[18] গর্ভকালীন মায়ের ওজন; রক্তচাপ পরিমাপন; ফুলে যাওয়া; ফানডাল হাইট; গর্ভস্থ শিশুর হৃদস্পন্দন

[19] সুস্থ ও নিরাপদ প্রসবের জন্যই জন্মদান প্রস্তুতি পরিকল্পনা করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব/সিজারিয়ান সেকশনের (যদি প্রয়োজন হয়) জন্য হাসপাতাল বাছাই করা; প্রয়োজনে রাতের বেলায় যাতায়াতের জন্য পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করে রাখা; প্রাতিষ্ঠানিক (স্বাস্থ্যকেন্দ্র/হাসপাতালে) প্রসবের জন্য আর্থিক খরচের প্রয়োজন হয় বিধায় গর্ভাবস্থায় সাপ্তাহিকভাবে কিছু টাকা মজুদ রাখলে খরচ মেটানো সহজ হয়; এবং সিজারিয়ান সেকশনে রক্তের প্রয়োজন হতে পারে, তাই একই রক্তের গ্রুপের সম্ভাব্য রক্তদাতা (দের) খুজে বের করা এবং তাদের প্রসবকেন্দ্রে গর্ভবতীর সাথে যেতে উৎসাহিত করা যা প্রয়োজন হলে সহজেই রক্ত পাওয়া নিশ্চিত করবে।

টেবিল ১৮: ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিউসিতে প্রাপ্ত সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রতিরোধমূলক সেবা		
		• জন্মবিরতি, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া
	খ.	নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রচার ও সচেতনতা বৃদ্ধি • প্রসবপরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা • মাসিক নিয়ন্ত্রিতকরণ পরিবার পরিকল্পনা • গর্ভপাত পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা
	গ.	গর্ভনিরোধক ব্যবহারের জন্য সঠিক গর্ভনিরোধক পদ্ধতি নির্ধারণের নিয়ামকগুলো পরীক্ষা করা (মেডিকেল এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া) অনুযায়ী পরীক্ষা করা: • গর্ভধারণ-পুর্ববর্তী পরিকল্পনা • পুরুষ কনডম • জন্মনিরোধক খাবার বড়ি • ইনজেক্টেবল ব্যবহার শুরু করা • ইনজেক্টেবল ব্যবহার চালিয়ে যাওয়া • আইইউডি • প্রসব পরবর্তী আইইউডি প্রবেশ • ইমপ্লান্ট • প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা • মাসিক নিয়মিতকরণ পরিবার পরিকল্পনা • গর্ভপাত পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা
	ঘ.	গর্ভনিরোধক ব্যবহারের জটিলতা ব্যবস্থাপনা
৬. **পুষ্টিহীনতার ব্যবস্থাপনা**	ক.	বৃদ্ধি পরিবীক্ষণ ও উন্নয়ন
	খ.	অপুষ্টি (পুষ্টিহীনতা ও অতিপুষ্টি) স্ক্রিনিং
	গ.	ব্রেস্টফিডিং এবং এর কার্যকর পদ্ধতি সম্পর্কে পিতা মাতাকে কাউন্সেলিং
	ঘ.	আয়রন, ফলিক অ্যাসিড, জিঙ্ক ও অন্যান্য মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সরবরাহ।
	ঙ.	নবজাতক ও শিশুর খাদ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি: • জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো • ৬ মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ানো • ২৩ মাস বয়স পর্যন্ত নিয়মিত বুকের দুধ খাওয়ানো • উপযুক্ত পরিপূরক খাবার
৭. **অসুস্থ শিশুর সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থা (আইএমসিআই)**	ক.	পিতা-মাতাকে শিশুর অসুস্থতার বিপজ্জনক লক্ষণ, পুষ্টি ইত্যাদি সম্পর্কিত কাউন্সেলিং।
	খ.	বিপজ্জনক লক্ষণ সনাক্তকরণ এবং রেফারেল[20]
৮. **কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য**	ক.	কাউন্সেলিংঃ • পিউবার্টি • নিরাপদ যৌন আচরণ • বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ • এইচআইভি/এইডস • মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার • পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান • মানসিক স্বাস্থ্য ইত্যাদি
	খ.	পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান
	গ.	কিশোর কিশোরীদের পুষ্টি • মূল্যায়ন • আয়রন, ফলিক অ্যাসিড এবং জিঙ্ক সরবরাহ
	ঘ.	যৌনবাহিত সংক্রমন সনাক্তকরণ
	ঙ.	কিশোর কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য
	চ.	ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান।
৯. **অসংক্রামক রোগ**	ক.	ঝুঁকিপূর্ণ লক্ষণসমূহের ক্লিনিক্যাল স্ক্রিনিং ও কাউন্সেলিংঃ

[20] দুধ বা কোনো কিছু খেতে না পারা, সবকিছু বমি করে দেওয়া, খিঁচুনি, অতি দুর্বলতা বা অজ্ঞান হয়ে পড়া

টেবিল ১৮: ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিউসিতে প্রাপ্ত সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রতিরোধমূলক সেবা		
		• হৃদরোগ / ডায়াবেটিস/ কিডনি রোগের পারিবারিক ইতিহাস • উচ্চ রক্তচাপ • উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরল • রক্তে উচ্চমাত্রার সুগার • তামাক সেবন • অতিরিক্ত ওজন
	খ.	ক্যান্সার: • জরায়ুমুখ, স্তন ও প্রোস্টেট ক্যান্সারের স্ক্রিনিং সম্পর্কিত কাউন্সেলিং • নিজে স্তন পরীক্ষার প্রশিক্ষণ • স্তনের ক্লিনিকাল পরীক্ষণ
	গ.	মানসিক স্বাস্থ্যঃ • মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা শনাক্তকরণ ও সহায়তা সম্পর্কিত কাউন্সেলিং, কুসংস্কার দুরীকরণ বিষয়ক পরামর্শ এবং অন্যান্য
১০. সংক্রামক রোগ	ক.	সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি
	খ.	এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ বিষয়ক কাউন্সেলিং
	গ.	যৌনবাহিত সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং শনাক্তকরণে কাউন্সেলিং
১১. পানিবাহিত রোগ	ক.	নিরাপদ পানি (জীবাণুমুক্ত এবং আর্সেনিকের মতো অন্যান্য পদার্থমুক্ত) পান বিষয়ক পরামর্শ প্রদান
	খ.	আর্সেনিকযুক্ত পানি পান ঘটিত আর্সেনিকোসিস রোগ শনাক্তকরণ এবং লক্ষণমূলক চিকিৎসা
১২. খাদ্যবাহিত রোগ	ক.	তাজা খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কিত পরামর্শ প্রদান - ভেজাল, বাসি, মাছি ও ধুলোর সংস্পর্শে আসা খাবার এড়িয়ে চলা।
	খ.	জাঙ্ক ফুড এবং কোমল পানীয় গ্রহণ এড়িয়ে চলার পরামর্শ প্রদান
১৩. সামাজিক ও আচরণগত পরিবর্তন যোগাযোগ	ক.	স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা এবং পুষ্টি, শিশুর সুস্থতা (চাইল্ড সারভাইভাল) ও নিরাপদ মাতৃত্বের সচেতনতা বৃদ্ধি
	খ.	নবজাতকের অত্যাবশ্যকীয় পরিচর্যা এবং দ্রুত সেবা গ্রহণের জন্য বিপজ্জনক লক্ষণসমূহ শনাক্তকরণের সচেতনতা বৃদ্ধি
	গ.	যক্ষ্মা (টিবি) এবং অন্যান্য সংক্রামক রোগের কারণ, প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি
	ঘ.	উচ্চ রক্তচাপ এবং অন্যান্য অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের সচেতনতা বৃদ্ধি
	ঙ.	আর্সেনিক দূষণ ও নিরাপদ পানি পান সম্পর্কিত পরামর্শ প্রদান
	চ.	মুখের স্বাস্থ্যবিধির সচেতনতা বৃদ্ধি
	ছ.	শিশুর জখম এবং ডুবে যাওয়া প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি
	জ.	লিঙ্গা-ভিত্তিক সহিংসতার কারণ এবং পরিণতি শনাক্ত করা, জানা এবং সমাধান করা
	ঝ.	লিঙ্গা ভিত্তিক সহিংসতা সম্পর্কিত স্বাস্থ্য সেবা এবং জিবিভি সারভাইভার ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রেফারেল বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি

সেবাখাত ২: নিরাময়মূলক সেবা

নিরাময়মূলক সেবার লক্ষ্য হল অসুস্থতা এবং/বা আঘাত নিরাময়ের জন্য চিকিৎসা প্রদান করে, জরুরি এবং জটিল ক্ষেত্রে উচ্চ পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্রগুলোতে রেফার করে যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য।

টেবিল ১৯: ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসিতে প্রাপ্ত নিরাময়মূলক সেবাসমূহ			
১.	**অসুস্থ শিশুর সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা (আইএমসিআই)**	ক.	মধ্যম মাত্রায় ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণ[21]
		খ.	মধ্যম মাত্রায় হঠাৎ শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ (এআরআই)[22] ব্যবস্থাপনা
		গ.	বিপজ্জনক লক্ষণসমূহ[23] সনাক্তকরণ এবং রেফারেল
২.	**সীমিত নিরাময়মূলক সেবা**	ক.	চোখের যত্ন • চোখ ওঠার চিকিৎসা
		খ.	ত্বকের যত্ন • ত্বকের সাধারণ রোগের[24] চিকিৎসা
৩.	**নাক, কান ও গলা (ইএনটি) সমস্যার ব্যবস্থাপনা**	ক.	কানের যত্ন • ওয়াক্স এবং ফরেন বডির অপসারণ • কানের সংক্রমণ (হঠাৎ ও দীর্ঘমেয়াদী) • মাস্টয়েডিটিস • হঠাৎ সুপারেটিভ অটিটিস মিডিয়া ব্যবস্থাপনা
		খ.	গলার যত্ন • টনসিলের প্রদাহ • গলার প্রদাহ (ফ্যারিঞ্জাইটিস)
৪.	**জ্বর এবং জ্বরজনিত রোগের ব্যবস্থাপনা**		
৫.	**সংক্রামক রোগ ব্যবস্থাপনা**	ক.	যক্ষ্মা (টিবি) • ডটস ব্যবস্থার প্রোটোকল অনুসারে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শর্ট কোর্স চিকিৎসা প্রদান
		খ.	ম্যালেরিয়া (শুধুমাত্র এন্ডেমিক এলাকায়) • দ্রুত শনাক্তকরণ ও চিকিৎসা • জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল ও এডিসবাহিত রোগ কর্মসূচী অনুযায়ী অজটিল ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা (প্রথম লাইন)
		গ.	ডেঙ্গু • বহির্বিভাগে ব্যবস্থাপনা
৬.	**অসংক্রামক রোগ ব্যবস্থাপনা**	ক.	টাইপ ২ ডায়াবেটিস
		খ.	উচ্চরক্তচাপ
		গ.	শ্বাসতন্ত্রের রোগ • অ্যাজমা (হঠাৎ)
৭.	**প্রসূতিসেবা ব্যবস্থাপনা**	ক.	ব্যক্তিগত ও গর্ভকালীন ইতিহাস
		খ.	পরীক্ষা • গর্ভস্থ শিশুর অবস্থান • গর্ভস্থ শিশুর হৃদস্পন্দন
		গ.	প্রসবের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ: পার্টোগ্রাফ
		ঘ.	প্রসব শুরু করা
		ঙ.	স্বাভাবিক প্রসব
		চ.	নিয়ন্ত্রিতভাবে নাড়ি টানা
		ছ.	যোনীমুখের পাশ কাটা (এপিসিওটমি)
		জ.	মৃদু ও মাঝারি রক্তস্বল্পতা
৮.	**নবজাতকের সেবার ব্যবস্থাপনা**	ক.	সময়ের আগে নবজাতক শিশুর যত্ন

[21] নিম্নবর্ণিত লক্ষণসমূহ থেকে কমপক্ষে তিনটি থাকলেঃ (১) অস্থিরতা, অস্বস্তি; (২) চোখ বসে যাওয়া; (৩) অতিরিক্ত পিপাসা; এবং (৪) ত্বকে চিমটি কাটলে তা ধীরে ধীরে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে
[22] ঠান্ডা, কাশি, মৃদু নিউমোনিয়া
[23] দুধ বা কোনো কিছু খেতে না পারা, সবকিছু বমি করে দেওয়া, খিঁচুনি, অতি দুর্বলতা বা অজ্ঞান হয়ে পড়া
[24] স্ক্যাবিস; দাদ; ইম্পেটিগো; ত্বকের প্রদাহ; একজিমা

	খ. নবজাতকের জন্মপরবর্তী তাৎক্ষণিক যত্ন • নাড়ি পরিষ্কার করে কাটা ও বাঁধা • ক্লোরহেক্সিডিন ৭.১% প্রয়োগে একবার নাড়ি ধৌতকরণ • তাপমাত্রা কমে যাওয়া প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা ✓ শুষ্ক করে কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে দেওয়া ✓ ত্বক থেকে ত্বকের সংস্পর্শে রাখা ✓ গোসল করানো (৭২ ঘন্টা পরে) • শ্বাসকষ্টের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও ব্যবস্থাপনা (ডিজিটাল স্টিমুলেশন, ব্যাগ ও মাস্কের ব্যবহার ইত্যাদি)
	গ. নবজাতকের প্রসবপরবর্তী যত্ন • ওজন ও তাপমাত্রা নির্ণয় ও যথাযথ ব্যবস্থাপনা এবং নাড়ির যত্ন • সেপসিস চিহ্নিতকরণ ও ব্যবস্থাপনা • ওম্ফালাইটিস চিহ্নিতকরণ ও ব্যবস্থাপনা • জন্মগত ত্রুটি শনাক্তকরণ
৯. কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য	ক. যৌনবাহিত সংক্রমন এর উপসর্গ অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা
	খ. আয়রন, ফলিক অ্যাসিড এবং অন্যান্য মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সরবরাহ
১০. পুষ্টিহীনতার ব্যবস্থাপনা	ক. মধ্যম মাত্রার হঠাৎ অপুষ্টির ব্যবস্থাপনা
	খ. অজটিল মারাত্মক হঠাৎ অপুষ্টির ব্যবস্থাপনা
১১. যৌন ও লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা	ক. রোগী সনাক্তকরণ
	খ. প্রাথমিক পরামর্শ
	গ. জরুরি গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা
	ঘ. ছোট জখমের চিকিৎসা
	ঙ. যৌনবাহিত সংক্রমনের প্রতিরোধ
	চ. মানসিক সহায়তা
	ছ. মেডিকো-আইনি পরীক্ষা
১২. জরুরি সেবা ব্যবস্থাপনা	ক. ছোট জখমের প্রাথমিক চিকিৎসা
	খ. এলার্জিক[25] প্রতিক্রিয়া
	গ. কার্ডিওপালমোনারি রিসাসিটেশন (সিপিআর)
	ঘ. জীবজন্তুর (কুকুর, শিয়াল ইত্যাদি) কামড়ানো চিহ্নিতকরণ

[25] মৌমাছির হুল, খাবারে অ্যালার্জি, ধুলোর অ্যালার্জি ইত্যাদি

সেবাখাত ৩: পরীক্ষা নিরীক্ষা সেবা

পরীক্ষা নিরীক্ষা সেবাগুলো স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের উপযুক্ত চিকিৎসা প্রদানে সহায়তা করে। নিম্নলিখিত পরীক্ষা নিরীক্ষা সেবাসমূহ ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসিতে বিদ্যমান থাকবে।

টেবিল ২০: ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসিতে বিদ্যমান পরীক্ষা নিরীক্ষা সেবাসমূহের তালিকা

ল্যাবরেটরী	ইমেজিং ও অন্যান্য
ইউরিন প্রেগনেন্সি টেস্ট	আল্ট্রাসাউন্ড
ইউরিন টেস্ট স্ট্রিপ – প্রোটিন ও গ্লুকোজ	ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম (ইসিজি)
র‍্যাপিড ডায়াগনস্টিক টেস্ট (আরডিটি) ● ম্যালেরিয়া (এন্ডেমিক এলাকায়) ● ডেঙ্গু - এনএস ১ (নন স্ট্রাকচারাল প্রোটিন) ● কালাজ্বর (এন্ডেমিক এলাকায়)– আরকে ৩৯ ● গ্লুকোমিটার ব্যবহার করে ব্লাড গ্লুকোজ নির্ণয়	
হিমোগ্লোবিন এস্টিমেশন	
ব্লাড গ্রুপিং	
কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট (সিবিসি)	
সিরাম ক্রিয়েটিনিন	
কোলেস্টেরল	

সেবাখাত ৪: ফার্মেসি সেবা

ফার্মেসি সেবার লক্ষ্য হল ঔষধের অপব্যবহার রোধ করা এবং ঔষধগুলোকে ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসিতে নিরাপদে সংরক্ষণ করা।

টেবিল ২১: ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসিতে ফার্মেসি সেবা		
১. **চাহিদা দাখিল (রিকুইজিশন)**	ক.	চাহিদা দাখিলের ক্ষেত্রে ঔষধের দৈনিক চাহিদা এবং চাহিদা দাখিল ও ঔষধ প্রাপ্তির মধ্যবর্তী প্রয়োজনীয় সময় বিবেচনা করা।
২. **অবকাঠামো**	ক.	ঔষধসমূহ নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসহ তাকে সংরক্ষন করা হবে ● আলোর, স্যাঁতস্যাঁতে স্থান ও অত্যধিক তাপমাত্রার বিরূপ প্রভাব থেকে সুরক্ষিত থাকবে ● ইঁদুর ও পোকামাকড় থেকে দূরে রাখা ● বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা
	খ.	স্টোর রুমে শুধুমাত্র অনুমোদিত ব্যক্তিদের প্রবেশাধিকার থাকবে
	গ.	ঔষধসমূহ মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ বিবেচনা করে বর্ণানুক্রমিক বা ফার্মাকোলজিক্যাল ক্রমানুসারে তাকে সাজানো থাকবে।
৩. **মজুদ নিয়ন্ত্রণ ও রেকর্ডে রাখা**	ক.	রোগীদের চাহিদা মিটাতে ঔষধের ক্রমাগত প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা
	খ.	ঔষধের মজুদ রেজিস্টার নিয়মিত হালনাগাদ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা, অর্থাৎ, ঔষধের সরবরাহ গ্রহণের সময় নাম, পরিমাণ, প্রাপ্তির তারিখ মজুদ রেজিস্টারে নথিভুক্ত করা। ● আইটেমের বিবরণ ● আইটেমের একক (মিলিগ্রাম, মিলিলিটার ইত্যাদি) ● সরবরাহ প্রদানের তারিখ এবং মজুদ লিপিবদ্ধ করা
	গ.	ফার্মেসির বাইরে বিদ্যমান ঔষধের তালিকা প্রদর্শন
৪. **মজুদের কার্যকরী প্রাপ্তি ও বিতরণ ব্যবস্থা এবং মেয়াদ পর্যবেক্ষণ**	ক.	ঔষধ প্রাপ্তির সময় মেয়াদ লক্ষ্য করা এবং মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ মজুদ রেকর্ড রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা
	খ.	যদি মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ব্যবহার করা না যায় সেক্ষেত্রে মেয়াদোত্তীর্ণের কাছাকাছি স্টক গ্রহণ না করা
	গ.	ঔষধের মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা উচিত এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ অবিলম্বে আলাদা করে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রোটোকল অনুযায়ী অপসারণ করা উচিত।
	ঘ.	প্রতি মাসে মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়া ঔষধের রেকর্ড (তারিখ, ঔষধের নাম, পরিমাণ ইত্যাদি) রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা
	ঙ.	কম চাহিদার এবং পরবর্তী ৩ মাসের মধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ হবে এমন ঔষধগুলো চিহ্নিত করা- তালিকা তৈরি এবং আইটেম ও সরবরাহের উৎস অনুসারে পৃথক করা।
	চ.	মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার কাছাকাছি এমন ঔষধগুলোর ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা।
৫. **যথাযথ ফার্মেসি সেবার অনুশীলন (জিপিপি) নিশ্চিত করা**	ক.	চাহিদা দাখিলপত্র, রেজিস্টার ও মজুত বজায় রাখা এবং বিতরণের সাথে কাউন্সেলিং নিশ্চিত করা
	খ.	ঔষধ হস্তান্তরের পূর্বে রোগী/ক্লায়েন্টের যাচাইকরণ
	গ.	ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রের সাথে ঔষধ, ব্যবহারের সময় ও ডোজের পরিমাণ পুনঃনিশ্চিত করা

সেবাখাত ৫: রেফারেল

একটি কাঠামোগত রেফারালের উদ্দেশ্য হলো একটি কার্যকরী উর্ধ্বমুখী ও নিম্নগামী রেফারেল প্রক্রিয়া চালু করা, যাতে ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসি-এর সেবা ও সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং উচ্চ পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের উপর রোগীর চাপ কমানো যায়। চিত্র-৪ এ রোগীদের প্রয়োজন অনুসারে উচ্চমানের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন স্তরের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোকে যুক্ত করে একটি স্বাস্থ্যসেবা রেফারেল প্রক্রিয়া সুপারিশ করা হয়েছে।

সবুজ রঙের তীর চিহ্নিত পথ দুটি রোগীদের উর্ধ্বমুখী রেফারালের দিক নির্দেশ করেঃ (১) কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসিতে এবং (২) ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসি থেকে উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে। অন্যদিকে রোগীদের জন্য নিম্নগামী রেফারেল কমলা রঙের তীর চিহ্নিত দুটি পথের দিকে নির্দেশিত: (১) উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স থেকে ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসিতে এবং (২) ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসি থেকে কমিউনিটি ক্লিনিকে।

চিত্র ৪: ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসি-এর রেফারেল পাথওয়ে

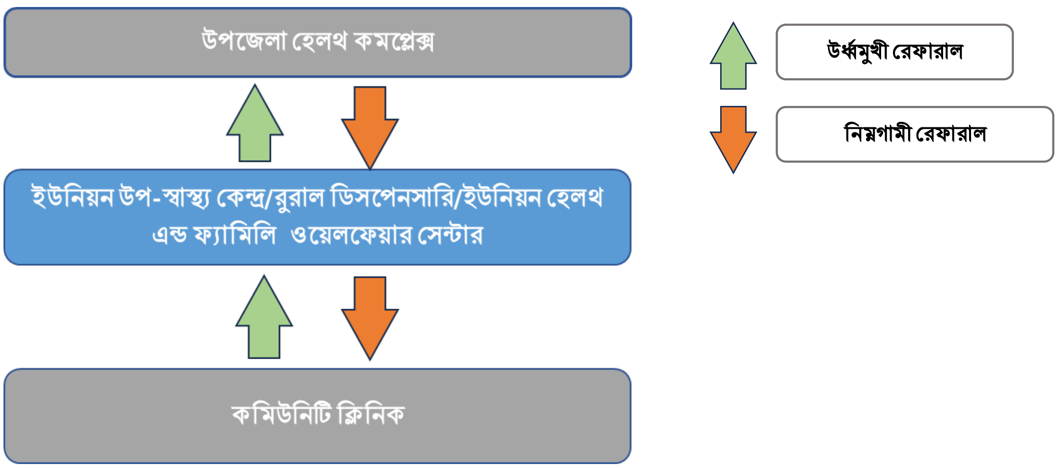

কার্যকর রেফারালের জন্য রোগীর সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করতে রেফারেল স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সাথে স্পষ্ট যোগাযোগ প্রয়োজন। স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর দায়িত্ব হচ্ছে রেফারেল রেজিস্টার হালনাগাদ করা এবং সকল প্রয়োজনীয় তথ্যসহ রোগীর রেফারেল ফর্মটি পূরণ করা। সকল রেফারেল রোগী রেফারেল স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অগ্রাধিকার পাবেন। নিম্নগামী রেফারেলগুলোকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোর রেফারেল রিসিভিং এবং ট্র্যাকিং প্রক্রিয়া রেফার্ড রোগী/ক্লায়েন্টদের জন্য অগ্রাধিকারমূলক চিকিৎসা এবং প্রয়োজনীয় সুবিধা নিশ্চিত করবে। রোগী এবং সেবা প্রদানকারীদের জন্য রেফারেল প্রক্রিয়া সহজ ও কার্যকরী করতে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে। ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসি থেকে রেফারালের কারণসমূহ টেবিল ৫ এ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

টেবিল ২২: ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসি থেকে রোগীদের রেফারালের কারণসমূহ	
গর্ভকালীন সেবা	গর্ভকালীন জটিলতা ✓ উচ্চরক্তচাপ ✓ ডায়াবেটিস গর্ভকালীন জটিলতা এবং সম্পর্কিত সংক্রমণ সনাক্তকরণ ও ব্যবস্থাপনা রক্তস্বল্পতা ম্যালেরিয়া (এন্ডেমিক এলাকায়) তীব্র মূত্রনালীর সংক্রমণ যৌনবাহিত সংক্রমণ প্রসব পূর্ববর্তী খিঁচুনী রোগ/খিঁচুনী রোগের সনাক্তকরণ, স্থিতিশীলকরণ, এবং রেফারেল গর্ভকালীন রক্তক্ষরণ গর্ভকালীন পেটে ব্যথা অকালে পানি ভাঙ্গা

টেবিল ২২: ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসি থেকে রোগীদের রেফারালের কারণসমূহ	
	প্রসব বাধা নাড়ীর/হাতের স্থানচ্যুতি হাত দ্বারা গর্ভফুল অপসারণ
প্রসব পরবর্তী সেবা	প্রসব পরবর্তী জটিলতা ● অতিরিক্ত ব্লিডিং ● রক্তস্বল্পতা ● প্রসব পরবর্তী সেপসিস ● প্রসব পরবর্তী মানসিক সমস্যা প্রসূতি জটিলতাসমূহ শনাক্তকরণ ও ব্যবপস্থাপনা ● রক্তক্ষরণ ● প্রসব পরবর্তী সংক্রমণ/সেপসিস ● প্রসূতি ফিস্টুলা ● জেনিটাল প্রোল্যাপস
শিশু স্বাস্থ্য	ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার সহ সময়ের আগে জন্মানো বা কম ওজনের নবজাতকের বিশেষ যত্ন কম ওজনের শিশুর ব্যবস্থাপনা নবজাতকের জন্ডিসের ব্যবস্থাপনা ব্রেস্টফিডিং সম্পর্কিত সমস্যার ব্যবস্থাপনা বিপজ্জনক লক্ষণ (আইএমসিআই) ✓ দুধ বা কোন কিছু খেতে না পারা ✓ সবকিছু বমি করে দেওয়া ✓ খিঁচুনী হওয়া/হওয়ার ইতিহাস থাকা ✓ অতি দূর্বল বা অজ্ঞান হয়ে যাওয়া
পুষ্টি	জটিলতাসহ মারাত্মক তীব্র অপুষ্টি
অসংক্রামক রোগ	মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা উচ্চরক্তচাপ ব্যবস্থাপনা
সংক্রামক রোগ	উপসর্গমূলক (সাস্পেক্টেড) এইচআইভি/এইডস রোগী শনাক্তকরণ
অন্যান্য	● বিষক্রিয়া ● সাপের কামড় ● কুকুরের কামড় ● শিয়ালের কামড়

নিম্নোক্ত কারণে রোগীদের ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসি থেকে উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে রেফার করা হবে:

- উপরে উল্লেখিত যেকোনো অবস্থা
- যদি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রদত্ত চিকিৎসায় রোগীর অবস্থার উন্নতি না হয়।

অন্যান্য যেকোনো অবস্থা যাতে রোগ নির্ণয়ের জন্য আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং উন্নত ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন।

সেবাখাত ৬: স্বাস্থ্যসেবার মানব সম্পদ

ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসির বর্তমান কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পাশাপাশি এনএইচএসএস এ একজন মেডিকেল টেকনোলজিস্টের পোস্ট প্রস্তাবিত হয়েছে।

টেবিল ২৩: ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসির জন্য স্বাস্থ্যসেবার মানব সম্পদ

স্টাফ ক্যাটাগরি	বিদ্যমান	প্রস্তাবিত	মোট
মেডিকেল অফিসার	১		১
উপ সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (স্যাকমো)	১		১
মিডওয়াইফ	১		১
ফার্মাসিস্ট	১		১
মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ল্যাব		১	১
সহায়ক স্টাফ	১		১
ক্লিনার	১		১
মোট	**৬**	**১**	**৭**

সেবাখাত ৭: মেডিসিন

টেবিল ২৪-এ ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসিতে প্রাপ্ত ঔষধসমূহের তালিকা নিম্নে প্রদান করা হল।

টেবিল ২৪: ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসিতে প্রাপ্ত ঔষধসমূহের তালিকা	
চেতনানাশক (এনেস্থেটিক্স) এবং অপারেশন পূর্ববর্তী ঔষধ প্রয়োগ	**জীবাণুনাশক**
২% লিগনোকেন, অ্যাড্রেনালিন সহ বা ছাড়া	ক্লোরহেক্সিডিন, সেট্রিমাইড সহ বা ছাড়া
ব্যথানাশক (অ্যানালজেকিক্স), জ্বরনাশক (অ্যান্টিপাইরেটিক্স), নন-স্টেরয়েডাল, প্রদাহ নিরোধক (অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি)	নাড়ীতে ব্যবহারের জন্য ক্লোরহেক্সিডিন ৭.১%
অ্যাসপিরিন	**পরিপাকতন্ত্রের ঔষধ**
প্যারাসিটামল	অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড জেল, ম্যাগনেসিয়াম ট্রাইসিলিকেট সহ বা ছাড়া
আইবুপ্রোফেন	ফ্যামোটিডিন
এলার্জিরোধক ও এনাফাইল্যাক্সিসের ঔষধ	প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর (পিপিআই)
ক্লোরফেনিরামিন ম্যালেট	ওমেপ্রাজল
খিঁচুনীরোধক/অ্যান্টিএপিলেপ্টিক্স	মেটোক্লোপ্রামাইড
	হাইড্রোক্লোরাইড
ফেনোবারবিটোন	**হরমোন, অন্যান্য অন্তঃক্ষরা সম্পর্কিত ঔষধ এবং গর্ভনিরোধক**
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ৫০%	গ্লিক্লাজাইড
সংক্রমণরোধক ঔষধ	এথিনিলেস্ট্রাডিওল+লেভোনোরজেস্ট্রেল
মেবেনডাজল	এথিনিলেস্ট্রাডিওল + লিনেস্ট্রেনল
আলবেনডাজল	ডেসোজেস্টেরল+এথিনিলেস্ট্রাডিওল
অ্যামোক্সিসিলিন	লেভোনোরজেস্ট্রেল
ফেনোক্সিমিথাইল পেনিসিলিন	ডিপো মেড্রক্সিপ্রোজেস্টেরন
বেনজাথাইন পেনিসিলিন	কপার কন্টেইনিং আইইউডি ডিভাইস
প্রোকেইন পেনিসিলিন	পুরুষ কনডম
সেফালেক্সিন	লেভোনোরজেস্ট্রেল রিলিজিং ইমপ্লান্ট
অ্যামোক্সিক্ল্যাভ	মেটফরমিন হাইড্রোক্লোরাইড
এরিথ্রোমাইসিন	**ইমিউনোলজিকাল**
ডক্সিসাইক্লিন	টিটেনাস টক্সয়েড
কো-ট্রাইমোক্সাজল	বিসিজি ভ্যাক্সিন
মেট্রোনিডাজল	পেন্টাভ্যালেন্ট ভ্যাক্সিন (ডিপিটি, হেপাটাইটিস বি, হিব)
রিফ্যাম্পিসিন, আইসোনিয়াজিড সহ বা ছাড়া	নিউমোকক্কাল ভ্যাক্সিন (পিসিভি)
রিফ্যাম্পিসিন+আইসোনিয়াজিড+পাইরাজিনামাইড (ইথামবুটল)	পোলিওমাইলাইটিস ভ্যাক্সিন (ওপিভি ও আইপিভি)
রিফ্যাম্পিসিন+ আইসোনিয়াজিড+ইথামবুটল	এমআর ভ্যাক্সিন (মিজলস ও রুবেলা)
ক্লোট্রিমাজল	মিজলস ভ্যাক্সিন
নিস্ট্যাটিন	হেপাটাইটিস বি ভ্যাক্সিন
লুমেফেনট্রিন সহ আর্টিমিথার	**অপথ্যালমোলজিকাল প্রিপারেশন**
প্রাইমাকুইন	জেন্টামাইসিন
ক্লোরোকুইন	টেট্রাকেইন/এমেথোকেইন
ফ্লুক্লক্সাসিলিন	**অক্সিটোসিক এবং প্রসূতিসংক্রান্ত ঔষধ**
এজিথ্রোমাইসিন	অক্সিটোসিন
মাইগ্রেনরোধক ঔষধ	মিসোপ্রোস্টল
এসিটাইলস্যালিসাইলিক এসিড	মিফেপ্রিস্টোন
হৃদরোগের ঔষধ	**মানসিক ও আচরণ সংক্রান্ত সমস্যার ঔষধ**
হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড	ডায়াজেপাম
অ্যামলোডিপিন	**শ্বাসনালীর ঔষধ**
লোসারটান পটাসিয়াম	সালবুটামল
এটোরভাস্টাটিন	ইনহেলার
চর্মরোগের ঔষধ (সাময়িক)	থিওফিলিন
মাইকোনাজল	**শরীরে পানি, ইলেকট্রোলাইট, অম্ল-ক্ষার ইত্যাদির ভারসাম্যহীনতার চিকিৎসায় ব্যবহৃত সলিউশনস**
পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট	ওরাল রিহাইড্রেশন সল্টস (ওআরএস)
সিলভার সালফাডায়াজিন	হার্টম্যান সল্যুশন
জেনিটাল ভায়োলেট	ডিএনএস ৫%

টেবিল ২৪: ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসিতে প্রাপ্ত ঔষধসমূহের তালিকা	
ব্যাসিট্রাসিন সহ নিওমাইসিন সালফেট	গ্লুকোজ
স্যালিসাইলিক এসিড+বেনজোয়িক এসিড	সোডিয়াম ক্লোরাইড সহ গ্লুকোজ
বেনজাইল বেনজোয়েট	০.৯% সোডিয়াম ক্লোরাইড (সাধারণ স্যালাইন)
শিশুদের নাক, কান, গলার চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধ	**ভিটামিন এবং মিনারেলস**
সিপ্রোফ্লক্সাসিন	এসকরবিক এসিড/ভিটামিন সি
	ভিটামিন এ
	ভিটামিন বি কমপ্লেক্স
	ভিটামিন কে
	ক্যালসিয়াম
	ফেরাস সালফেট/ফিউমারেট, ফলিক এসিড সহ বা ছাড়া
	ফলিক এসিড
	জিংক

সেবাখাত ৮: সরঞ্জামাদি

ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির তালিকা টেবিল ২৫ এ প্রদান করা হল।

টেবিল ২৫: ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসির জন্য যন্ত্রপাতি	
স্টেথোস্কোপ	গজ
ব্লাড প্রেশার মেজারিং ইন্সট্রুমেন্ট	মাস্ক
অটোস্কোপ	সাকার মেশিন
থার্মোমিটার	গ্লুকোমিটার
দৃষ্টি পরীক্ষণ চার্ট	পোর্টেবল স্পটলাইট
এআরটি টাইমার	নাকের স্পেকুলা
টর্চ	নরমাল ডেলিভারি সেট (চাদর, এপ্রোন, ব্লেড, সুতা)
ওজন পরিমাপক স্কেল	নবজাতকের জন্য রিসাসিটেশন ট্রলি (আম্বো ব্যাগ সাথে বেবি মাস্ক)
ঝুলন্ত ওজন মাপার স্কেল	ক্যানোলা (১৮জি, ২০জি, ২২জি, ২৪জি)
পরিমাপক টেপ	স্যালাইন সেট
গ্রোথ মনিটরিং চার্ট	মাইক্রোপোর ব্যান্ডেজ
নেবুলাইজার	সিরিঞ্জ (৩সিসি, ৫সিসি, ১০সিসি)
স্ট্রিপ বক্স সহ গ্লুকোমিটার	গ্লাভস (স্টেরাইল ও নন-স্টেরাইল)
কাঁচি	অটোক্লেভ মেশিন
ফরসেপ (টিস্যু, আর্টারি, টুথ, প্লেন)	সুঁচ
হেড ব্যান্ড সহ হেড মিরর	সুঁচ ধারক
কানের স্পেকুলা	সুচারের জন্য সরঞ্জামাদি
কানের সিরিঞ্জ	গজ
ফিটাল স্টেথোস্কোপ (পিনার্ড হর্ন)	বয়লিং মেশিন
স্যালাইনের জন্য ড্রিপ স্ট্যান্ড	রেফ্রিজারেটর
ম্যানুয়াল ভ্যাকিউম অ্যাস্পিরেশন সেট	অটো অ্যানালাইজার
অক্সিজেন সিলিন্ডার	পাঠযোগ্য ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম (ইসিজি) মেশিন
অক্সিজেন রেগুলেটর	আল্ট্রাসাউন্ড

খাত/কম্পোনেন্ট ৯: অন্যান্য সরঞ্জামাদি

ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসির জন্য অন্যান্য সরঞ্জামাদির তালিকা টেবিল ৯ এ প্রদান করা হল।

টেবিল ২৬: ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসির জন্য অন্যান্য সরঞ্জামাদির তালিকা

আসবাবপত্র ও ফিক্সচার	**সংক্রমণ প্রতিরোধ**
পেশেন্ট এক্সামিনেশন টেবিল	গুঁড়া সাবান
রোগীর বিছানা	সাবান/স্যানিটাইজার
স্টীলের আলমারি	বালতি, গামলা, মগ, ব্রাশ ইত্যাদি
হেলান দেওয়ার সুবিধাসম্পন্ন বেঞ্চ	জীবাণুনাশক (ব্লিচিং পাউডার)
সেবা গ্রহণকারীর জন্য ম্যাট/কুশন বেড	টয়লেট ক্লিনার
ড্রয়ারসহ টেবিল	ছোট অটোক্লেভ
তাকসহ ল্যাবরেটরী টেবিল	ফেস মাস্ক অ ক্যাপ
বিতরণ টেবিল	হ্যান্ড গ্লাভস
চেয়ার	সুরক্ষা চশমা
লেবর টেবিল	এপ্রোন
ঔষধের তাক	ফিনাইল
হাইট মেজারিং বোর্ড	স্প্রে
চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	**নিরাপত্তা ব্যবস্থা**
কালার-কোডেড বর্জ্য বিন	অগ্নি নির্বাপন সরঞ্জামাদি (নির্বাপক যন্ত্র, নিরোধক কম্বল ইত্যাদি)
বায়োহ্যাজার্ড ব্যাগ	ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা
বর্জ্যের ব্যাগ	
বর্জ্য পরিবহনের ট্রলি	
নিরাপত্তা গ্লাভস	

সেবাখাত ১০: ডিজিটালাইজেশন/তথ্য প্রযুক্তি

ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসি পরিচালনা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ এবং প্রতিবেদন প্রেরণ সম্পূর্ণরূপে ডিজিটাল হতে হবে। ডিজিটালকরণ প্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে, স্বাস্থ্য পরিষেবা নিতে আসা প্রত্যেক রোগী/ক্লায়েন্টকে একটি স্থায়ী পেশেন্ট আইডি নম্বর (পিআইডি) দেয়া হবে। এই পিআইডি-নম্বর রোগী বা ক্লায়েন্টের বয়সের ভিত্তিতে জন্ম নিবন্ধন নম্বর[26] অথবা জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (এনআইডি)[27] থেকে গৃহীত হবে। পিআইডি-নম্বর রোগী/ক্লায়েন্টের ইউনিয়ন সাব সেন্টারে আসার পূর্বের রেকর্ড পর্যবেক্ষণে ব্যবহার করা হবে, যা সেবা প্রদানকারীদের রোগীর চিকিৎসার ইতিহাস নিরীক্ষায় সহায়তা করবে । একইভাবে, পিআইডি-নম্বর অন্যান্য সকল সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতেও কার্যকর হবে। রোগী/ক্লায়েন্টের তথ্য নিয়মিত স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বর্তমান প্ল্যাটফর্মে প্রেরিত হবে। সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোর মধ্যে এবং ফার্মেসিগুলোতে ইলেকট্রনিক ড্রাগ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমের মাধ্যমে রোগীর রেফারেল প্রক্রিয়াতেও ডিজিটালাইজেশন অন্তর্ভুক্ত হবে।

ভর্তিকৃত রোগী/ক্লায়েন্টের তথ্য বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানকারী মধ্যে ইলেকট্রনিকভাবে প্রেরণের জন্য লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (ল্যান) ব্যবহার করা হবে। ল্যান সংযোগের মাধ্যমে ভর্তিকৃত রোগী/ক্লায়েন্টের তথ্য ইলেকট্রনিক ভাবে বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানকারী যেমন চিকিৎসক, ফার্মাসিস্ট, ল্যাবরেটরি টেকনোলজিস্ট, মিডওয়াইফদের মধ্যে আদান-প্রদান হবে।
ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত সরঞ্জামাদি এবং ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন:

১. ল্যাপটপ/ কম্পিউটার
২. প্রিন্টার
৩. ইন্টারনেট সংযোগ-মডেম, সিম কার্ড
৪. লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (ল্যান)
৫. রোগী নিবন্ধন এবং ইলেকট্রনিক মেডিক্যাল রেকর্ডের জন্য ওয়েব-ভিত্তিক অ্যাপ।

[26] ১৮ বছরের নিচে
[27] ১৮ বছর ও তার উর্ধে

সেবাখাত ১১: ভৌত অবকাঠামো

জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা স্ট্যান্ডার্ডে প্রস্তাবিত অতিরিক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসি এ অতিরিক্ত জায়গার প্রয়োজন হবে। সেজন্য, এই স্ট্যান্ডার্ডস নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয়তা অন্তর্ভুক্ত করতে ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসি-এর পুনঃডিজাইন করার পরামর্শ দেয়।

টেবিল ২৭: ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসি-এর অবকাঠামোগত স্ট্যান্ডার্ডস		
১. প্রদর্শন এবং নির্দেশক	ক.	স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রবেশদ্বারে(গুলোতে) বাংলায় সেবা প্রদানের সময়সূচী এবং সাইনবোর্ড প্রদর্শিত হবে।
	খ.	স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রধান এবং সংযোগকারী সড়কগুলোতে পর্যাপ্ত এবং স্পষ্ট নির্দেশক প্রদর্শন করা থাকবে।
	গ.	সিটিজেন চার্টার ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসি এর প্রবেশদ্বারে বাংলায় প্রদর্শিত থাকবে।
	ঘ.	এভেইলেবল ঔষধের তালিকা প্রদর্শিত থাকবে এবং প্রতিদিন হালনাগাদ করা হবে।
	ঙ.	নিরাপত্তা, ঝুঁকি এবং সতর্কতার নির্দেশকগুলো প্রাসঙ্গিক স্থানে স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করা থাকবে।
	চ.	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যেমন যোগাযোগের নম্বর (যেমন, ফায়ার সার্ভিস, পুলিশ, এম্বুলেন্স এবং রেফারেল সেন্টার) স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত থাকবে।
	ছ.	প্রদত্ত পরিষেবা, পরিচ্ছন্নতার সময়সূচী, মাসিক কর্মকৃতি চার্ট এবং প্রাসঙ্গিক আচরণ পরিবর্তন যো বার্তাসমূহ কক্ষগুলোতে স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করতে হবে।
২. রক্ষণাবেক্ষণ	ক.	স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রাঙ্গণ উত্তমভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে এবং ● আবর্জনা ● বাণিজ্যিক ব্যানার, পোস্টার, এবং পেইন্টিং ● অকার্যকর সরঞ্জাম এবং ● অননুমোদিত স্থাপনা ইত্যাদি মুক্ত থাকবে
	খ.	স্বাস্থ্যকেন্দ্র ভবন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে। কর্মচারীরা নিম্নবর্ণিত কাজের ক্ষেত্রে লিখিত নীতিমালা, পদ্ধতি এবং সময়সূচী অনুসরণ করবে: ● সকল সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, মেঝে, দেয়াল, সংরক্ষণাগার এবং অন্যান্য সা্রফেস এবং এলাকা জীবাণুমুক্ত এবং পরিষ্কারকরণ।
৩. উপযোগীতা	ক. খ.	ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসি ভবন প্রতিবন্ধি সহ সকলের জন্য ব্যবহারবান্ধব হতে হবে। বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধিদের জন্য চলাচলবান্ধব (যেমনঃ হুইলচেয়ারের ব্যবহার) করতে প্রয়োজনীয় স্থানে র‍্যাম্পের ব্যবস্থা।
	গ.	ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসি ভবন পর্যাপ্ত আলো-বাতাসপূর্ণ হবে।
	ঘ.	প্রবেশপথ থেকে বহির্গমন সর্বদা প্রতিবন্ধকতাহীন থাকবে।
	ঙ.	মেঝের পৃষ্ঠ অপিচ্ছিল ও সমতল হতে হবে।
৪. কক্ষসমূহ	ক.	বন্যা এবং জলাবদ্ধতা থেকে রক্ষার জন্য ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসি উঁচু জমিতে নির্মাণ করা হবে।
	খ.	ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসি-তে সহজেই পৌঁছানো যায় এমন ভালোমানের রাস্তার সাথে অবস্থিত হবে
	গ. ঘ.	ক্লায়েন্ট/রোগী এবং এটেন্ডেন্টদের জন্য ওয়েটিং এলাকা পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়েটিং এলাকা।
	ঙ.	৩টি পরামর্শ কক্ষ: ● সংযুক্ত টয়লেট সহকারে চিকিৎসকের জন্য পরামর্শ কক্ষ ● একটি পরামর্শ কক্ষ (স্যাকমো) ● মিডওয়াইফ/ এএনসি রুম (লেবার রুমের পাশে)
	চ.	ল্যাবরেটরি
	ছ.	ফার্মেসি বা মেডিকেল স্টোর রুম
	জ.	সাধারণ স্টোর রুম
	ঝ.	অ্যাটাচড টয়লেট সুবিধাসহ লেবার রুম

টেবিল ২৭: ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসি-এর অবকাঠামোগত স্ট্যান্ডার্ডস		
	ঞ.	পুরুষ ও মহিলাদের জন্য কমপক্ষে দুটি পৃথক ওয়েটিং এরিয়া থাকবে যেখানে পর্যাপ্ত বসার ব্যবস্থা এবং ব্যাকরেস্ট সম্পন্ন বেঞ্চের সুবিধা থাকবে।
	ট.	পাইপলাইনের পানির সরবরাহ ব্যবস্থাসহ পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য দুটি পৃথক টয়লেট
	ঠ.	পাইপলাইনের পানি, তরল সাবান এবং/অথবা স্যানিটাইজার সুবিধাসহ দুটি হাত ধোয়ার সুবিধা। একটি পরিষেবা প্রদানকারীদের জন্য পরামর্শ কক্ষের ভিতরে এবং অন্যটি পরিষেবা গ্রহণকারীদের জন্য ওয়েটিং এরিয়াতে থাকবে।
	ড.	বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধিদের জন্য চলাচলবান্ধব (যেমনঃ হুইলচেয়ারের ব্যবহার) করতে প্রয়োজনীয় স্থানে র‍্যাম্পের ব্যবস্থা।
	ঢ.	মিডওয়াইফদের জন্য আবাসন সুবিধা যাতে তাদেরকে দিন রাতের যেকোনো সময় সেবা প্রদানের জন্য পাওয়া যায়
৫. ইউটিলিটি সুবিধাসমূহ	ক.	বিদ্যুৎ: জেনারেটর/সোলারের মাধ্যমে ব্যাক-আপ পাওয়ার সহ বিদ্যুৎ সরবরাহ সংযোগ।
	খ.	পানি: নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা।
	গ.	স্যানিটেশন: নিষ্কাশন ব্যবস্থা পরিষ্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা উচিত।
	ঘ.	অগ্নি নিরাপত্তা: অগ্নিনিরোধক ব্যবস্থা: গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় দৃশ্যমান এবং অ্যাক্সেসযোগ্য অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র এবং ফায়ার হোস পাইপ থাকবে।
	ঙ.	স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র পরিষ্কার, নিরাপদ এবং পরিবেশ বান্ধব রাখতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দিষ্ট জায়গা থাকবে।

সেবাখাত ১২: সংক্রমণ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

রোগী এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী উভয়কে রোগবালাই থেকে সুরক্ষিত রাখতে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংক্রমণের বিস্তার নিয়ন্ত্রণ না করা হলে হাসপাতালে চলাচল, পরিদর্শন এবং পরিচালনা অনিরাপদ হয়ে উঠবে।

টেবিল ২৮: ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসিতে সংক্রমণ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা			
সংক্রমণ প্রতিরোধ			
১.	**পরিচ্ছন্নতা**	ক.	ক্লায়েন্ট/রোগী, পরিদর্শক/ এটেন্ডেন্টস এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সরঞ্জামাদি এবং সাপ্লাই পরিষ্কার ও নিরাপদ রাখতে হবে।
		খ.	স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রাঙ্গণ ময়লা-আবর্জনা মুক্ত থাকবে
		গ.	সরঞ্জামাদি, মেঝে এবং দেয়াল, বডি ফ্লুইডস, থুতু এবং ধুলো-বালি মুক্ত থাকবে। ● মেঝে এবং দেয়াল পরিষ্কার করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক এবং ডিটারজেন্ট ব্যবহার করতে হবে। ● জীবাণুনাশক দিয়ে ধুয়ে-মুছে সর্বদা পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে। ● শৌচাগারগুলো জীবাণুনাশক এবং ডিটারজেন্ট ব্যবহার করে পরিষ্কার করতে হবে।
২.	**স্বাস্থ্যবিধি**	ক.	পাইপলাইনের পানি, সাবান, অ্যালকোহল-যুক্ত জীবাণুনাশকের সরবরাহ।
		খ.	সাবান এবং/অথবা স্যানিটাইজার দিয়ে নিয়মিত হাত ধোয়া।
৩.	**নির্দেশনাবলী**	ক.	যথাযথ হাত ধোয়া এবং সংক্রমণ প্রতিরোধ পদ্ধতির নির্দেশনাবলী প্রদর্শিত
৪.	**সুরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি**	ক.	মাস্ক, হাতের গ্লাভসের যথাযথ সরবরাহ।
		খ.	সেবা প্রদানকারীদের ম্বাস্ক এবং হাতের গ্লাভসের নিয়মিত ব্যবহার।
৫.	**অপসারণ**	ক.	চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা ২০০৮ অনুসারে চিকিৎসা বর্জ্যের নিরাপদ চূড়ান্ত অপসারণ।
		খ.	অটো ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ ও সূচের ব্যবহার এবং চিকিৎসা বর্জ্যের সাথে যথাযথ অপসারণ।
মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা			
১.	**নির্দেশনাবলী**	**ক.**	ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসিতে একটি নথিভুক্ত বর্জ্য অপসারণ কৌশল থাকতে হবে, যাতে প্রোটোকল, দায়িত্বাবলী, বর্জ্য সংগ্রহের সময়সূচী এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির তালিকা (যেমন, বিন এবং ব্যাগ) নির্দিষ্ট থাকবে।
		খ.	চিকিৎসা বর্জ্য উৎপন্ন হয় এমন সকল জায়গায় বর্জ্য পৃথকীকরণ ও সংরক্ষণের নির্দেশিকা স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান থাকবে। ● নির্দেশিকায় বর্জ্য পৃথকীকরণের জন্য চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা ২০০৮ অনুসারে কালার কোডেড বিনের ব্যপারে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে। ● চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচারণায় ব্যবহৃত আইইসি উপকরণগুলো সেবা প্রদানকারী এবং গ্রহণকারী উভয়ের জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিভিন্ন জায়গায় প্রদর্শিত থাকবে।
২.	**সক্ষমতা বৃদ্ধি**	ক.	সংক্রামক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মচারীদের বর্জ্যের ঝুঁকি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রয়োজন।
৩.	**রক্ষণাবেক্ষণ ও সরঞ্জামাদি**	ক.	সকল বর্জ্য অবশ্যই চুরি, ভাঙচুর এবং জীবজন্তুর সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখতে হবে।
		খ.	বর্জ্যকে উৎসেই পৃথকীকরণ করতে হবে।
		গ.	পর্যাপ্ত সংখ্যায় বিভিন্ন কালার-কোডেড বিন থাকবে।
		ঘ.	চিকিৎসা বর্জ্য টেবিল ২৯ এ উল্লেখিত প্রোটোকল অনুসারে যথাযথ এবং সঠিকভাবে অপসারণ করতে হবে।

টেব্বিল ২৯: ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসিতে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রোটোকল		
উৎসে বর্জ্য পৃথকীকরণ:	কালার-কোডেড বিন:	অপসারণ পদ্ধতি
১. অ-বিপজ্জনক/অ-সংক্রামক, সাধারণ বর্জ্য	কালো	পোড়ানো এবং/অথবা পুঁতে ফেলা (সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের গর্ত থেকে পৃথক গর্তে[28])
২. পুনঃব্যবহারযোগ্য অ-বিপজ্জনক সামগ্রী	সবুজ	পুনঃব্যবহার করা
৩. বিপজ্জনক, সংক্রামক বর্জ্য	হলুদ	পোড়ানো এবং/অথবা পুঁতে ফেলা (পূর্ব-প্রস্তুতকৃত গর্তে[29])
৪. বিপজ্জনক, সংক্রামক তরল বর্জ্য	নীল	জীবাণুনাশক যোগ করে ৩০ মিনিট রেখে ড্রেনে ফেলা।

[28] বর্জ্যের গর্তের তল কংক্রিট বা অন্য কোন উপায়ে ঢাকা যাবে না

[29] বর্জ্যের গর্তের তল কংক্রিট বা অন্য কোন উপায়ে ঢাকা যাবে না

সেবাখাত ১৩: ব্যবস্থাপনা

টেবিল ৩০: ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসি-এর ব্যবস্থাপনা	
১.	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে জনবল, অর্থ ও ঔষধ সরবরাহ করা হবে
২.	ডিজিএনএম-কর্তৃক মিডওয়াইফ নিয়োগ হবে
৩.	ইউএইচ&এফপিও, ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসিগুলোর কার্যক্রম তত্ত্বাবধায়ন করবেন
৪.	ক্লায়েন্ট/রোগীর রেজিস্টার এবং অন্যান্য রেজিস্টার ব্যবস্থাপনা
৫.	অভিযোগ নিষ্পত্তি[30] ব্যবস্থা
৬.	সেবা প্রদানের কর্মঘন্টা ও দিন সম্বলিত নির্দেশক
৭.	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হালনাগাদকৃত দায়িত্বের বিবরণ

[30] অভিযোগ নিষ্পত্তি হলো ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত একটি প্রতিক্রিয়া লুপ কৌশল। রোগী, ক্লায়েন্ট, সহায়তাকারী, দর্শনার্থী যারা বিভিন্ন প্রয়োজনে হাসপাতালে এসেছেন, তারা সেবাপ্রদানকারী এবং অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে আন্তক্রিয়ার পটভূমিতে অভিযোগ করতে পারেন। প্রতিকারের জন্য তারা কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানাতে পারেন। একটি জনপ্রিয় অভিযোগ নিষ্পত্তি পদ্ধতি হলো হাসপাতালের উল্লেখযোগ্য স্থানে অভিযোগ বাক্স রাখা, যেখানে অভিযোগ করার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি থাকবে। নিয়মিতভাবে (সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক) কর্তৃপক্ষ বাক্সটি খুলবে, অভিযোগগুলো পর্যাচলনা করবে, সম্ভব হলে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং কর্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়া ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা সম্বলিত একটি তালিকা বোর্ডে প্রদর্শন করবে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কল সেন্টার ১৬২৬৩ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধিনস্থ সকল স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালের জন্য অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে।

সেবাখাত ১৪: স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা

এই কম্পোনেন্টটি ক্লায়েন্ট/রোগী, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং দর্শনার্থীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সুরক্ষায় এবং স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকে নিরাপদ, সহজলভ্য এবং ক্লায়েন্ট/রোগীদের গোপনীয়তার চাহিদা পূরণে নির্দেশনা প্রদান করেছে।

টেবিল ৩১: ইউএসসি/আরডি/ইউএইচ&এফডব্লিওসি এ স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা			
১.	**নীতিমালা**	ক.	স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতি, পদ্ধতি এবং আদর্শ প্রোটোকলগুলো প্রদর্শিত থাকবে এবং কর্মকর্তা কর্মচারীরা তা অনুসরণ করবে যা: • চিকিৎসা বর্জ্য সম্পর্কিত দূষণ প্রতিরোধ করবে। • নিডল-স্টিক অ্যান্ড শার্প ইনজুরিস রিপোর্টিং সিস্টেম অনুসরণের পাশাপাশি ধারালো বস্তু সঠিকভাবে পৃথকীকরণ এবং অপসারণ করবে। • বেসিক লাইফ সাপোর্ট প্রদান করবে।
২.	**অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা**	ক.	অগ্নিনির্বাপণ সরঞ্জামাদির (অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র এবং অগ্নি নিরোধক কম্বল) প্রতুলতা
		খ.	প্রশিক্ষিত কর্মী যারা নিয়মিত মক ড্রিল পরিচালনা করবে।
৩.	**স্টোরেজ**	ক.	রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধ এবং সরঞ্জামাদি প্রোটোকল অনুসারে নিরাপদে সংরক্ষণ করা হয়।
৪.	**সুরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি**	ক.	বিপজ্জনক দ্রব্যের নিরাপদ ব্যবস্থাপনার জন্য কর্মকর্তা কর্মচারীদের গ্লাভস, এপ্রোন, মাস্ক ইত্যাদি সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম সরবরাহ এবং ব্যবহার নিশ্চিত করা।
৫.	**সার্ভেইলেন্স ক্যামেরা (সিসিটিভি) সিস্টেম**	ক.	স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভিতরে এবং বাহিরে সার্ভেলেন্স ক্যামেরা(সিসিটিভি) সিস্টেম স্থাপন করা যা: • পরিষেবা প্রদানকারী এবং রোগীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করবে • ঔষধ এবং সরঞ্জামাদি চুরি প্রতিরোধ করবে।
		খ.	কমপক্ষে এক বছরের জন্য রেকর্ডিং এর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

বাংলাদেশ জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা স্ট্যান্ডার্ড

ভলিউম ১সিঃ

আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টার (বর্তমান গভর্নমেন্ট আউটডোর ডিসপেনসারির প্রস্তাবিত নাম)

এসেনশিয়াল হেলথ সার্ভিস প্যাকেজ (ইএসপি)-এর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণঃ বাংলাদেশে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা (পিএইচসি) উদ্যোগের মাধ্যমে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা (ইউএইচসি) অর্জনের লক্ষ্যে

ভলিউম ১সি: আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টার (বর্তমান গভর্নমেন্ট আউটডোর ডিসপেনসারির প্রস্তাবিত নাম)

গভর্নমেন্ট আউটডোর ডিসপেনসারি (জিওডি) হলো স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অন্তর্ভুক্ত নগর স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র। বর্তমানে ৩৫টি গভর্নমেন্ট আউটডোর ডিসপেনসারি (জিওডি) রয়েছে– যার মধ্যে ১৭টি ঢাকা (উত্তর ও দক্ষিণ) সিটি কর্পোরেশনে, ৯টি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে, ৩টি রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনে, ৩টি খুলনা সিটি কর্পোরেশনে, এবং সিলেট সিটি কর্পোরেশন, দিনাজপুর ও নীলফামারি পৌরসভায় প্রতিটিতে ১টি করে। ৫ম স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি ২০২৪-২০২৯- তে সরকার সকল সিটি কর্পোরেশন এবং জেলা পৌরসভায় বিভিন্ন পদ্ধতিতে এ ধরনের সুবিধা আরও চালু করার পরিকল্পনা করেছে। সরকার এই সেবাকেন্দ্রগুলো দুই শিফটে পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গভর্নমেন্ট আউটডোর ডিসপেনসারি (জিওডি) নামটি প্রস্তাবিত হয়েছে আরবান হেলথকেয়ার সেন্টার (ইউএইচসিসি) এর পরিবর্তে।

গভর্মেন্ট আউটডোর ডিসপেনসারির সংখ্যা সীমিত হওয়ায় সরকারের অনুরূপ আরো স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে যার নাম পরিবর্তন করে আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টার করার প্রস্তাব করা হয়েছে। একারণে, জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা স্ট্যান্ডার্ডে গভর্মেন্ট আউটডোর ডিসপেনসারি কে আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টার নামে অভিহিত করা হয়েছে।

সেবাখাত ১: সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রতিরোধমূলক সেবা

সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য সেবার মধ্যে রোগ প্রতিরোধ এবং রোগের বিকাশ নিয়ন্ত্রণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে নিয়মিত তথ্য প্রদান, নিয়মিত স্ক্রিনিং এবং সুস্থ জীবনযাপনের উপর পরামর্শ প্রদান, পাশাপাশি টিকাদান এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ সেবা প্রদান।

টেবিল ৩২: আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টারে সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রতিরোধমূলক সেবা		
১. গর্ভকালীন সেবা (এএনসি)	ক.	চিকিৎসা, গর্ভকালীন ও অন্যান্য ইতিহাস (ক্লিনিকাল হিস্ট্রি)
	খ.	গর্ভাবস্থা শনাক্তকরণ/নির্ণয়
	গ.	গর্ভাবস্থা ও ভ্রূণ পর্যবেক্ষণ[31]
	ঘ.	পুষ্টি, গর্ভাবস্থার জটিলতা, প্রসবপরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক তথ্য ও পরামর্শ।
	ঙ.	পরীক্ষাঃ ● ইউরিন টেস্ট ● হিমোগ্লোবিন এস্টিমেশন ● ব্লাড গ্রুপিং এবং রেসাস টাইপিং ● ব্লাড সুগার ● আলট্রাসনোগ্রাম ● এইচআইভি (কাউন্সেলিং সহ) ও সিফিলিস পরীক্ষণ
	চ.	আয়রন, ফলিক অ্যাসিড, জিঙ্ক ও অন্যান্য মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সরবরাহ।
	ছ.	জন্মদান প্রস্তুতি পরিকল্পনা[32]: ● রেফারেল হাসপাতাল নির্ধারণ ● পরিবহন ব্যবস্থা নির্ধারণ ● অর্থ সঞ্চয় (সাপ্তাহিক) ● রক্তদাতা নির্ধারণ
	জ.	গর্ভকালীন জটিলতা শনাক্তকরণ ও ব্যবস্থাপনা ● রক্তস্বল্পতা ● মূত্রনালীর সংক্রমণ (ইউটিআই) ● উচ্চরক্তচাপ ● ডায়াবেটিস ● যৌনবাহিত সংক্রমণ ● এইচআইভি/এইডস (কাউন্সেলিং ও পরীক্ষণ)
২. নবজাতকের প্রসব পরবর্তী যত্ন	ক.	ব্রেস্টফিডিং, পুষ্টি, টিকাদান ইত্যাদি সম্পর্কিত পরামর্শ
	খ.	ওজন ও তাপমাত্রা নেওয়া ও ব্যবস্থাপনা এবং নাড়ীর যত্ন
	গ.	নবজাতকের চোখ ওঠা প্রতিরোধ।
	ঘ.	নবজাতকের শরীরে সেপসিস শনাক্তকরণ ও ব্যবস্থাপনা
	ঙ.	ওমফ্যালাইটিস শনাক্তকরণ ও ব্যবস্থাপনা
	চ.	নবজাতকের জন্ডিস শনাক্তকরণ ও ব্যবস্থাপনা
	ছ.	ব্রেস্টফিডিং জনিত সমস্যার শনাক্তকরণ ও ব্যবস্থাপনা
৩. প্রসব পরবর্তী সেবা (পিএনসি)	ক.	চিকিৎসা/গর্ভকালীন ও অন্যান্য ইতিহাস (ব্যথা, জ্বর, রক্তক্ষরণ, খিঁচুনি ইত্যাদি)।
	খ.	প্রসব পরবর্তী যত্ন, ব্রেস্টফিডিং, পুষ্টি, টিকাদান ইত্যাদি সম্পর্কিত কাউন্সেলিং
	গ.	প্রসব পরবর্তী জটিলতা সম্পর্কিত ব্যবস্থাপনা: ● রক্তস্বল্পতা। ● প্রসবপরবর্তী মানসিক সমস্যা।
	ঘ.	প্রসবকালীন জটিলতা ব্যবস্থাপনা ● প্রসবজনিত সংক্রমণ/ সেপসিস ● রক্তক্ষরণ

[31] গর্ভকালীন মায়ের ওজন; রক্তচাপ পরিমাপন; ফুলে যাওয়া; ফানডাল হাইট; গর্ভস্থ শিশুর হৃদস্পন্দন

[32] সুস্থ ও নিরাপদ প্রসবের জন্যই জন্মদান প্রস্তুতি পরিকল্পনা করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব/সিজারিয়ান সেকশনের (যদি প্রয়োজন হয়) জন্য হাসপাতাল বাছাই করা; প্রয়োজনে রাতের বেলায় যাতায়াতের জন্য পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করে রাখা; প্রাতিষ্ঠানিক (স্বাস্থ্যকেন্দ্র/হাসপাতালে) প্রসবের জন্য আর্থিক খরচের প্রয়োজন হয় বিধায় গর্ভাবস্থায় সাপ্তাহিকভাবে কিছু টাকা মজুদ রাখলে খরচ মেটানো সহজ হয়; এবং সিজারিয়ান সেকশনে রক্তের প্রয়োজন হতে পারে, তাই একই রক্তের গ্রুপের সম্ভাব্য রক্তদাতা (দের) খুজে বের করা এবং তাদের প্রসবকেন্দ্রে গর্ভবতীর সাথে যেতে উৎসাহিত করা যা প্রয়োজন হলে সহজেই রক্ত পাওয়া নিশ্চিত করবে।

টেবিল ৩২: আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টারে সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রতিরোধমূলক সেবা	
	ঙ. আয়রন, ফলিক অ্যাসিড, জিঙ্ক ও অন্যান্য মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সরবরাহ।
	চ. প্রসব পরবর্তী ভিটামিন এ সরবরাহ
	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কে কাউন্সেলিং ও সরবরাহ।
৪. সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)	ক. নবজাতককে টিকাদানের প্রয়োজনীয়তা এবং টিকা পরবর্তী পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পিতা-মাতাকে পরামর্শ প্রদান
	খ. টিকা পরবর্তী পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত রিপোর্টিং ও ব্যবস্থাপনা
	গ. অনুপস্থিত টিকা গ্রহণকারীদের সাথে যোগাযোগ
	ঘ. টিকাদান পরবর্তী বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত ফলো-আপ
	ঙ. শিশু টিকাদান
	চ. কিশোরী ও গর্ভবতী মহিলাদের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) জন্য টিটেনাস টক্সয়েড এবং হিউম্যান প্যাপিলোমাভাইরাস টিকা।
	ছ. টিকা দ্বারা প্রতিরোধযোগ্য রোগের পর্যবেক্ষণ
৫. পরিবার পরিকল্পনা (এফপি)	ক. পরিবার পরিকল্পনা কাউন্সেলিং ● নবদম্পতি ● জন্মবিরতি, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া
	খ. নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রচার এবং সচেতনতা বৃদ্ধি: ● প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা ● মাসিক নিয়ন্ত্রিতকরণ পরিবার পরিকল্পনা ● গর্ভপাত পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা
	গ. গর্ভনিরোধক ব্যবহারের জন্য সঠিক গর্ভনিরোধক পদ্ধতি নির্ধারণের নিয়ামকগুলো পরীক্ষা করা (মেডিকেল এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া) অনুযায়ী পরীক্ষা করা ● গর্ভধারণ-পুর্ববর্তী পরিকল্পনা ● পুরুষ কনডম ● জন্মনিরোধক খাবার বড়ি ● ইনজেক্টেবল ব্যবহার শুরু করা ● ইনজেক্টেবল ব্যবহার চালিয়ে যাওয়া ● আইইউডি ● প্রসব পরবর্তী আইইউডি প্রবেশ ● ইমপ্লান্ট ● প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা ● মাসিক নিয়মিতকরণ পরিবার পরিকল্পনা ● গর্ভপাত পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা
	ঘ. গর্ভনিরোধক ব্যবহারের জটিলতা ব্যবস্থাপনা
৬. পুষ্টিহীনতার ব্যবস্থাপনা	ক. বৃদ্ধি পরিবীক্ষণ ও উন্নয়ন
	খ. অপুষ্টি (পুষ্টিহীনতা ও অতিপুষ্টি) স্ক্রিনিং
	গ. ব্রেস্টফিডিং এবং এর কার্যকর পদ্ধতি সম্পর্কে পিতা মাতাকে কাউন্সেলিং
	ঘ. আয়রন, ফলিক অ্যাসিড, জিঙ্ক ও অন্যান্য মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সরবরাহ।
	ঙ. নবজাতক ও শিশুর খাদ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ● জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো ● ৬ মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ানো ● ২৩ মাস বয়স পর্যন্ত নিয়মিত বুকের দুধ খাওয়ানো ● উপযুক্ত পরিপূরক খাবার
৭. অসুস্থ শিশুর সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থা (আইএমসিআই)	পিতা-মাতাকে শিশুর অসুস্থতার বিপজ্জনক লক্ষণ, পুষ্টি ইত্যাদি সম্পর্কিত পরামর্শ প্রদান
	বিপজ্জনক লক্ষণ শনাক্তকরণ এবং রেফারেল[33]
৮. কিশোর কিশোরীদের স্বাস্থ্য	ক. কাউন্সেলিংঃ ● পিউবার্টি ● নিরাপদ যৌন আচরণ ● বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ

[33] দুধ বা কোনো কিছু খেতে না পারা, সবকিছু বমি করে দেওয়া, খিঁচুনি, অতি দুর্বলতা বা অজ্ঞান হয়ে পড়া

টেবিল ৩২: আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টারে সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রতিরোধমূলক সেবা	
	• এইচআইভি/এইডস • মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার • পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান • মানসিক স্বাস্থ্য ইত্যাদি
	খ. পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান
	গ. কিশোর কিশোরীদের পুষ্টি • মূল্যায়ন • আয়রন, ফলিক অ্যাসিড এবং জিঙ্ক সরবরাহ
	ঘ. যৌনবাহিত সংক্রমন শনাক্তকরণ
	ঙ. কিশোর কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য
	চ. ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান
৯. অসংক্রামক রোগ (এনসিডি)	ক. ঝুঁকিপূর্ণ লক্ষণসমূহের ক্লিনিকাল স্ক্রিনিং ও কাউন্সেলিংঃ • হৃদরোগ / ডায়াবেটিস/ কিডনি রোগের পারিবারিক ইতিহাস • উচ্চ রক্তচাপ • উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরল • রক্তে উচ্চমাত্রার সুগার • তামাকদ্রব্য সেবন • অতিরিক্ত ওজন
	খ. ক্যান্সার: • জরায়ুমুখ, স্তন ও প্রোস্টেট ক্যান্সারের স্ক্রিনিং সম্পর্কিত কাউন্সেলিং • নিজে স্তন পরীক্ষার প্রশিক্ষণ • স্তনের ক্লিনিকাল পরীক্ষণ
	গ. মানসিক স্বাস্থ্য: • মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা শনাক্তকরণ ও সহায়তা সম্পর্কিত কাউন্সেলিং, কুসংস্কার দুরীকরণ বিষয়ক পরামর্শএবং অন্যান্য
১০. সংক্রামক রোগ (সিডি)	ক. সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি
	খ. এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ বিষয়ক কাউন্সেলিং
	গ. যৌনবাহিত সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং সনাক্তকরণে কাউন্সেলিং
১১. পানিবাহিত রোগ	ক. নিরাপদ পানি (জীবাণুমুক্ত এবং আর্সেনিকের মতো অন্যান্য পদার্থমুক্ত) পান বিষয়ক পরামর্শ প্রদান
	খ. আর্সেনিকযুক্ত পানি পান ঘটিত আর্সেনিকোসিস রোগ শনাক্তকরণ এবং লক্ষণমূলক চিকিৎসা
১২. খাদ্যবাহিত রোগ	ক. তাজা খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কিত পরামর্শ প্রদান - ভেজাল, বাসি, মাছি ও ধুলোর সংস্পর্শে আসা খাবার এড়িয়ে চলা।
	খ. জাঙ্ক ফুড এবং কোমল পানীয় গ্রহণ এড়িয়ে চলার পরামর্শ প্রদান
১৩. সামাজিক ও আচরণগত পরিবর্তন যোগাযোগ	ক. স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা এবং পুষ্টি, শিশুর সুস্থতা (চাইল্ড সারভাইভাল) ও নিরাপদ মাতৃত্বের সচেতনতা বৃদ্ধি
	খ. নবজাতকের অত্যাবশ্যকীয় পরিচর্যা এবং দ্রুত সেবা গ্রহণের জন্য বিপজ্জনক লক্ষণসমূহ শনাক্তকরণের সচেতনতা বৃদ্ধি
	গ. যক্ষ্মা (টিবি) এবং অন্যান্য সংক্রামক রোগের কারণ, প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি
	ঘ. উচ্চ রক্তচাপ এবং অন্যান্য অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের সচেতনতা বৃদ্ধি
	ঙ. আর্সেনিক দূষণ ও নিরাপদ পানি পান সম্পর্কিত পরামর্শ প্রদান
	চ. মুখের স্বাস্থ্যবিধির সচেতনতা বৃদ্ধি
	ছ. শিশুর জখম এবং ডুবে যাওয়া প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি
	জ. লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার (জিবিভি) কারণ এবং পরিণতি শনাক্ত করা, জানা এবং সমাধান করা
	ঝ. লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা সম্পর্কিত স্বাস্থ্য সেবা এবং জিবিভি সারভাইভার ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রেফারেল বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি

সেবাখাত ২: নিরাময়মূলক সেবা

নিরাময়মূলক সেবা অসুস্থতা ও/বা আঘাতের চিকিৎসা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করার পাশাপাশি জরুরী ও জটিল ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে উচ্চ পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্রে রেফার করে।

টেবিল ৩৩: আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টারে প্রাপ্ত নিরাময়মূলক সেবাসমূহ

অ. অসুস্থ শিশুর সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা (আইএমসিআই)	ক. মধ্যম মাত্রায় ডায়রিয়া[34] নিয়ন্ত্রণ
	খ. মধ্যম মাত্রায় হঠাৎ শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ (এআরআই)[35] নিয়ন্ত্রণ
	গ. বিপজ্জনক লক্ষণসমূহ[36] সনাক্তকরণ এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উচ্চতর চিকিৎসার জন্য রেফার
ই. সীমিত নিরাময়মূলক সেবা	ক. চক্ষু সেবা • হঠাৎ চোখ ওঠার চিকিৎসা • কর্নিয়ার ঘা এর চিকিৎসা • চোখের ছানি এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতার সনাক্তকরণ
	খ. ত্বকের যত্ন • ত্বকের সাধারণ রোগের[37] চিকিৎসা
ঈ. নাক, কান, গলা (ইএনটি) সম্পর্কিত সমস্যা ব্যবস্থাপনা	ক. কানের যত্ন • ওয়াক্স এবং ফরেন বডির অপসারণ • কানের সংক্রমণ (হঠাৎ ও দীর্ঘমেয়াদি) • মাস্টয়েডিটিস • শ্রবণ হ্রাস/ বধিরতা প্রতিরোধে সচেতনতা • হঠাৎ সাপুরেটিভ ওটাইটিস মিডিয়া ব্যবস্থাপনা • দীর্ঘমেয়াদি ওটাইটিস মিডিয়া ব্যবস্থাপনা
	খ. গলার যত্ন • টনসিলের প্রদাহ (টনসিলাইটিস) • ফ্যারিঞ্জাসের প্রদাহ (ফ্যারিঞ্জাইটিস)
উ. জ্বর এবং জ্বরজনিত রোগের ব্যবস্থাপনা	
ঊ. সংক্রামক রোগ ব্যবস্থাপনা	ক. যক্ষা (টিবি) • ডটস ব্যবস্থার প্রটোকল অনুসারে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শর্ট কোর্স চিকিৎসা প্রদান
	খ. ম্যালেরিয়া (শুধুমাত্র এন্ডেমিক এলাকায়) • দ্রুত সনাক্তকরণ ও চিকিৎসা • জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল ও এডিসবাহিত রোগ কর্মসূচী অনুযায়ী অজটিল ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা (প্রথম লাইন)
	গ. ডেঙ্গু • বহির্বিভাগ ব্যবস্থাপনা
ঋ. অসংক্রামক রোগ ব্যবস্থাপনা	ক. টাইপ-২ ডায়াবেটিস
	খ. উচ্চরক্তচাপ- পরীক্ষা নিরীক্ষা, ব্যবস্থাপনা এবং ফলো-আপ পরীক্ষা নিরীক্ষা।
	গ. মানসিক স্বাস্থ্য- কাউন্সেলিং, শনাক্তকরণ এবং রেফারেল
	ঘ. শ্বাসতন্ত্রের রোগ

[34] নিম্নবর্ণিত লক্ষণসমূহ থেকে কমপক্ষে তিনটি থাকলেঃ (১) অস্থিরতা, অস্বস্তি; (২) চোখ বসে যাওয়া; (৩) অতিরিক্ত পিপাসা; এবং (৪) ত্বকে চিমটি কাটলে তা ধীরে ধীরে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে

[35] ঠান্ডা, কাশি, মৃদু নিউমোনিয়া

[36] দুধ বা কোনো কিছু খেতে না পারা, সবকিছু বমি করে দেওয়া, খিঁচুনি, অতি দূর্বলতা বা অজ্ঞান হয়ে পড়া

[37] স্ক্যাবিস; দাদ; ইম্পেটিগো; ত্বকের প্রদাহ; একজিমা

	• অ্যাজমা (হঠাৎ এবং দীর্ঘমেয়াদি)
এ. প্রসূতিসেবা ব্যবস্থাপনা	ক. ব্যক্তিগত গর্ভকালীন ইতিহাস
	খ. পরীক্ষা • গর্ভস্থ শিশুর অবস্থান • গর্ভস্থ শিশুর হৃদস্পন্দন
	গ. মৃদু ও মাঝারি রক্তস্বল্পতা
ঐ. নবজাতকের সেবা ব্যবস্থাপনা	ক. নবজাতকের প্রসবপরবর্তী যত্ন • ওজন ও তাপমাত্রা নির্ণয় ও যথাযথ ব্যবস্থাপনা এবং নাড়ির যত্ন • সেপসিস চিহ্নিতকরণ ও ব্যবস্থাপনা • ওম্ফালাইটিস চিহ্নিতকরণ ও ব্যবস্থাপনা • জন্মগত ত্রুটি শনাক্তকরণ
ও. কিশোর কিশোরীদের স্বাস্থ্য	**ক.** যৌনবাহিত সংক্রমনের উপসর্গ অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা
	খ. আয়রন, ফলিক অ্যাসিড এবং অন্যান্য মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সরবরাহ
ঔ. পুষ্টিহীনতার ব্যবস্থাপনা	**ক.** মধ্যম মাত্রার হঠাৎ অপুষ্টির ব্যবস্থাপনা
	খ. অজটিল মারাত্মক হঠাৎ অপুষ্টির ব্যবস্থাপনা
	গ. রক্তস্বল্পতা এবং এর অন্তর্নিহিত কারণসমূহ
ঘ. যৌন ও লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা	**ক.** রোগী সনাক্তকরণ
	খ. প্রাথমিক কাউন্সেলিং
	গ. জরুরী গর্ভনিরোধ
	ঘ. ছোট জখমের চিকিৎসা
	ঙ. যৌনবাহিত সংক্রমণ প্রতিরোধ
	চ. মানসিক সহায়তা
	ছ. মেডিকো-আইনি পরীক্ষা
ঙ. জরুরী সেবা ব্যবস্থাপনা	**ক.** প্রাথমিক চিকিৎসা
	খ. ছোট জখম
	গ. এলার্জিক প্রতিক্রিয়া[38]
	ঘ. কার্ডিওপালমোনারী রিসাসিটেশন (সিপিআর)
	ঙ. জীবজন্তুর কামড় (কুকুর, শিয়াল) সনাক্তকরণ

[38] মৌমাছির হূল, খাবারে অ্যালার্জি, ধুলোর অ্যালার্জি ইত্যাদি

সেবাখাত ৩: পরীক্ষা-নিরীক্ষা সেবা

পরীক্ষা নিরীক্ষা সেবাগুলো স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের উপযুক্ত চিকিৎসা প্রদানে সহায়তা করে। নিম্নলিখিত পরীক্ষা নিরীক্ষা সেবাসমূহ আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টারে বিদ্যমান থাকবে।

টেবিল ৩৪: পরীক্ষা নিরীক্ষা সেবাসমূহের তালিকা[39]

ল্যাবরেটরী	রেডিওলজি ও ইমেজিং
হেমাটোলজি ● হিমোগ্লোবিন ● হেমাটোক্রিট ● প্লাটিলেট কাউন্ট ● লোহিত রক্ত কণিকা (আরবিসি) ● শ্বেত রক্ত কণিকা (ডব্লিওবিসি) ● ব্লিডিং ও ক্লটিং টাইম ● ব্লাড গ্রুপিং ও রেসাস টাইপিং বায়োকেমিস্ট্রি ● ব্লাড সুগার ● সিরাম ক্রিয়েটিনিন ● ব্লাড ইউরিয়া ● ব্লাড লিপিড প্রোফাইল ● বিলিরুবিন ● সিরাম গ্লুটামিক পাইরুভিক ট্রান্সমিনেজ (এসজিপিটি) ● সিরাম গ্লুটামিক অক্সালোএসিটিক ট্রান্সমিনেজ (এসজিওটি) ● অ্যালকালাইন ফসফেটেজ ● হেপাটাইটিস বি ভাইরাস (এইচবিএসএজি) ● স্ক্রিনিং টেস্ট ফর সিফিলিস- ● ভেনেরিয়াল ডিজিস রিসার্চ ল্যাবরেটরি (ভিডিআরএল) ● র‍্যাপিড প্লাজমা রিয়েজিন (আরপিআর) টেস্ট ইউরিন প্রেগনেন্সি টেস্ট ইউরিন টেস্ট স্ট্রিপ – প্রোটিন, ও গ্লুকোজ ইত্যাদি স্ট্রিপ দ্বারা ব্লাড গ্লুকোজ ডেঙ্গু - এনএস ১ (নন স্ট্রাকচারাল প্রোটিন) সারভাইকাল ক্যান্সার স্ক্রিনিং উইথ ভিস্যুয়াল ইন্সপেকশন উইথ এসেটিক এসিড (ভিআইএ) টেস্ট	আল্ট্রাসাউন্ড ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম (ইসিজি) এক্স-রে

[39] প্রস্তাবিত ল্যাবরেটরি, রেডিওলজি এবং ইমেজিং সেবাসমূহ (স্টাফ এবং সরঞ্জাম) আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টার থেকে গ্রহণ করা যেতে পারে অথবা বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র থেকে গ্রহণ করা যেতে পারে।

সেবাখাত ৪: ফার্মেসি সেবা

ফার্মেসি সেবা লক্ষ্য হলো ঔষধের অপব্যবহার রোধ করা এবং ওষুধগুলোকে আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টারে নিরাপদে সংরক্ষণ করা।

টেবিল ৩৫: আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টারে ফার্মেসি সেবাসমূহ			
১.	**চাহিদা দাখিল (রিকুইজিশন)**	ক.	চাহিদা দাখিলের ক্ষেত্রে ঔষধের দৈনিক চাহিদা এবং চাহিদা দাখিল ও ঔষধ প্রাপ্তির মধ্যবর্তী প্রয়োজনীয় সময় বিবেচনা করা।
২.	**অবকাঠামো**	ক.	ঔষধসমূহ নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসহ তাকে সংরক্ষন করা হবে ● আলোর, স্যাঁতস্যাঁতে স্থান ও অত্যধিক তাপমাত্রার বিরূপ প্রভাব থেকে সুরক্ষিত থাকবে ● ইঁদুর ও পোকামাকড় থেকে দূরে রাখা ● বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা
		খ.	স্টোর রুমে শুধুমাত্র অনুমোদিত ব্যক্তিদের প্রবেশাধিকার থাকবে
		গ.	ঔষধসমূহ মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ বিবেচনা করে বর্ণানুক্রমিক বা ফার্মাকোলজিক্যাল ক্রমানুসারে তাকে সাজানো থাকবে।
৩.	**মজুদ নিয়ন্ত্রণ এবং রেকর্ড রাখা**	ক.	রোগীদের চাহিদা মিটাতে ঔষধের ক্রমাগত প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা
		খ.	ঔষধের মজুদ রেজিস্টার নিয়মিত হালনাগাদ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা, অর্থাৎ, ঔষধের সরবরাহ গ্রহণের সময় নাম, পরিমাণ, প্রাপ্তির তারিখ মজুদ রেজিস্টারে নথিভুক্ত করা। ● আইটেমের বিবরণ ● আইটেমের একক (মিলিগ্রাম, মিলিলিটার ইত্যাদি) ● সরবরাহ প্রদানের তারিখ এবং মজুদ লিপিবদ্ধ করা
		গ.	ফার্মেসির বাইরে বিদ্যমান ঔষধের তালিকা প্রদর্শন
৪.	**মজুদের কার্যকরী প্রাপ্তি ও বিতরণ ব্যবস্থা এবং মেয়াদ পর্যবেক্ষণ**	ক.	ঔষধ প্রাপ্তির সময় মেয়াদ লক্ষ্য করা এবং মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ মজুদ রেকর্ড রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা
		খ.	যদি মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ব্যবহার করা না যায় সেক্ষেত্রে মেয়াদোত্তীর্ণের কাছাকাছি স্টক গ্রহণ না করা
		গ.	ঔষধের মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা উচিত এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ অবিলম্বে আলাদা করে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রোটোকল অনযায়ী অপসারণ করা উচিত।
		ঘ.	প্রতি মাসে মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়া ঔষধের রেকর্ড (তারিখ, ঔষধের নাম, পরিমাণ ইত্যাদি) রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা
		ঙ.	কম চাহিদার এবং পরবর্তী ৩ মাসের মধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ হবে এমন ঔষধগুলো চিহ্নিত করা- তালিকা তৈরি এবং আইটেম ও সরবরাহের উৎস অনুসারে পৃথক করা।
		চ.	মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার কাছাকাছি এমন ঔষধগুলোর ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা।
৫.	**যথাযথ ফার্মেসি সেবার অনুশীলন (জিপিপি) নিশ্চিত করা।**	ক.	চাহিদা দাখিলপত্র, রেজিস্টার ও মজুত বজায় রাখা এবং বিতরণের সাথে কাউন্সেলিং নিশ্চিত করা
		খ.	ঔষধ হস্তান্তরের পূর্বে রোগী/ক্লায়েন্টের যাচাইকরণ
		গ.	ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রের সাথে ঔষধ, ব্যবহারের সময় ও ডোজের পরিমাণ পুনঃনিশ্চিত করা

সেবাখাত ৫: রেফারেল

একটি কাঠামোগত রেফারালের উদ্দেশ্য হলো একটি কার্যকরী উর্ধ্বমুখী ও নিম্নগামী রেফারেল প্রক্রিয়া চালু করা, যাতে আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টারের সেবা ও সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং উচ্চ পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের উপর রোগীর চাপ কমানো যায়। চিত্র-৫ এ রোগীদের প্রয়োজন অনুসারে উচ্চমানের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন স্তরের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোকে যুক্ত করে একটি স্বাস্থ্যসেবা রেফারেল প্রক্রিয়া সুপারিশ করা হয়েছে।

সবুজ রঙের তীরচিহ্নিত রোগীদের উর্ধ্বগামী রেফারেল আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টার থেকে জেলা/জেনারেল হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের দিকে নির্দেশ করে। অন্যদিকে, কমলা রঙের তীর চিহ্নিত পথে আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টার জেলা/জেনারেল হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কেন্দ্র থেকে রোগী গ্রহণ করলে তা নিম্নগামী রেফারেল হিসেবে বিবেচিত হবে।

চিত্র ৫: আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টার থেকে রেফারালের পাথওয়ে

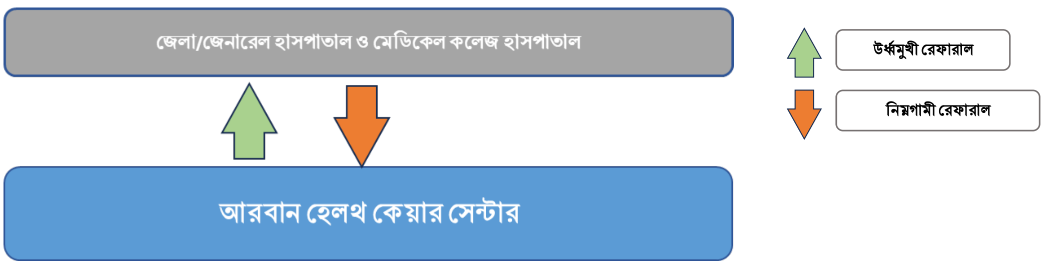

কার্যকর রেফারালের জন্য রোগীর সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করতে রেফারেল স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সাথে স্পষ্ট যোগাযোগ প্রয়োজন। স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর দায়িত্ব হচ্ছে রেফারেল রেজিস্টার হালনাগাদ করা এবং সকল প্রয়োজনীয় তথ্যসহ রোগীর রেফারেল ফর্মটি পূরণ করা। সকল রেফারেল রোগী রেফারেল স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অগ্রাধিকার পাবেন। নিম্নগামী রেফারেলগুলোকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোর রেফারেল রিসিভিং এবং ট্র্যাকিং প্রক্রিয়া রেফার্ড রোগী/ক্লায়েন্টদের জন্য অগ্রাধিকারমূলক চিকিৎসা এবং প্রয়োজনীয় সুবিধা নিশ্চিত করবে। রোগী এবং সেবা প্রদানকারীদের জন্য রেফারেল প্রক্রিয়া সহজ ও কার্যকরী করতে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে। আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টার থেকে রেফারালের কারণসমূহ টেবিল ৫ এ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

টেবিল ৩৬: আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টার থেকে রোগীদের রেফারালের কারণসমূহ	
গর্ভকালীন সেবা	গর্ভকালীন জটিলতা ✓ উচ্চরক্তচাপ ✓ ডায়াবেটিস টাইপ ২ গর্ভকালীন জটিলতা এবং সম্পর্কিত সংক্রমণ শনাক্তকরণ ও ব্যবস্থাপনা রক্তস্বল্পতা ম্যালেরিয়া (এন্ডেমিক এলাকায়) তীব্র মূত্রনালীর সংক্রমণ সংক্রমণ যৌনবাহিত সংক্রমণ প্রসব পূর্ববর্তী খিঁচুনী রোগ/খিঁচুনী রোগের শনাক্তকরণ, স্থিতিশীলকরণ, এবং রেফারেল গর্ভকালীন রক্তক্ষরণ গর্ভকালীন পেটে ব্যথা অকালে পানি ভাঙ্গা প্রসব বাধা নাড়ীর/হাতের স্থানচ্যুতি হাত দ্বারা গর্ভফুল অপসারণ
প্রসব পরবর্তী সেবা	প্রসব পরবর্তী জটিলতা ● অতিরিক্ত ব্লিডিং ● রক্তস্বল্পতা

	● প্রসব পরবর্তী সেপসিস ● প্রসব পরবর্তী মানসিক সমস্যা প্রসূতি জটিলতাসমূহ শনাক্তকরণ ও ব্যবপস্থাপনা ● রক্তক্ষরণ ● প্রসব পরবর্তী সংক্রমণ/সেপসিস ● প্রসূতি ফিস্টুলা জেনিটাল প্রোল্যাপস
শিশু স্বাস্থ্য	ওমফ্যালাইটিস জন্মগত ত্রুটি সময়ের আগে জন্মানো বা কম ওজনের নবজাতকের বিশেষ যত্ন কম ওজনের শিশুর ব্যবস্থাপনা নবজাতকের জন্ডিসের ব্যবস্থাপনা ব্রেস্টফিডিং সম্পর্কিত সমস্যার ব্যবস্থাপনা বিপজ্জনক লক্ষণ (আইএমসিআই) ✓ দুধ বা কোন কিছু খেতে না পারা ✓ সবকিছু বমি করে দেওয়া ✓ খিঁচুনী হওয়া/হওয়ার ইতিহাস থাকা ✓ অতি দূর্বল বা অজ্ঞান হয়ে যাওয়া
পুষ্টি	জটিলতাসহ মারাত্মক তীব্র অপুষ্টি
অসংক্রামক রোগ	মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা উচ্চরক্তচাপ ব্যবস্থাপনা
সংক্রামক রোগ	উপসর্গমূলক (সাস্পেক্টেড) এইচআইভি/এইডস রোগী শনাক্তকরণ এইচআইভি/এইডস (কাউন্সেলিং ও পরীক্ষা নিরীক্ষা)
অন্যান্য	গুরুতর আঘাত বিষক্রিয়া সাপের কামড় কুকুরের কামড় শিয়ালের কামড়
নিম্নোক্ত কারণে রোগীদের আরবান হেলথ কেয়ার কমপ্লেক্স থেকে জেলা/জেনারেল হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজে রেফার করা হবে: ● উপরে উল্লেখিত যেকোনো অবস্থা ● যদি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রদত্ত চিকিৎসায় রোগীর অবস্থার উন্নতি না হয়। অন্যান্য যেকোনো অবস্থা যাতে রোগ নির্ণয়ের জন্য আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং উন্নত ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন।	

সেবাখাত ৬: স্বাস্থ্যসেবার মানব সম্পদ

জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা স্ট্যান্ডার্ড-এ আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টারের স্বাস্থ্যসেবা দুই শিফটে পরিচালনার জন্য বর্তমানে বিদ্যমান কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পাশাপাশি আরও বিভিন্ন পদের প্রস্তাব করা হয়েছে।

টেবিল ৩৭: আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টারের জন্য মানব সম্পদের তালিকা (২ শিফটে)

স্টাফ	বিদ্যমান	প্রস্তাবিত নতুন	মোট
মেডিকেল অফিসার	৩	২	৫
স্যাকমো		২	২
নার্স		২	২
ফার্মাসিস্ট	১	১	২
কম্পিউটার অপারেটর কাম টিকেট ক্লার্ক		২	২
মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ল্যাব		২	২
পিওন		২	২
ক্লিনার		২	২
গার্ড		৩	৩
মোট	**৪**	**১৬**	**২২**

সেবাখাত ৭: মেডিসিন

নিম্নে আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টারের জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধসমূহের একটি তালিকা প্রদান করা হল।

টেবিল ৩৮: আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টারের ঔষধের তালিকা	
ব্যথানাশক (অ্যানালজেকিক্স), জ্বরনাশক (অ্যান্টিপাইরেটিক্স), নন-স্টেরয়েডাল, প্রদাহ নিরোধক (অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি)	**হৃদরোগের ঔষধ**
প্যারাসিটামল	এটেনোলল
আইবুপ্রোফেন	অ্যামলোডিপিন
ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম	অ্যাটোরভাস্টাটিন
ইন্ডোমেথাসিন	**চর্মরোগের ঔষধ (সাময়িক)**
হায়োসিন বিউটাইল ব্রোমাইড	মাইকোনাজল নাইট্রেট
এলার্জিরোধক ও এনাফাইল্যাক্সিসের ঔষধ	সিলভার সালফাডায়াজিন
ক্লোরফেনিরামিন ম্যালেট	স্যালিসাইলিক এসিড+বেনজোয়িক এসিড
ডেসলোরাটাডিন	বেনজাইল বেনজোয়েট
সেটিরিজিন	একোনাজল
মন্টেলুকাস্ট	ক্লোট্রিমাজল
সংক্রমণরোধক ঔষধ	পারমেথ্রিন
মেবেনডাজল	**জীবাণুনাশক**
অ্যামোক্সিসিলিন	ক্লোরহেক্সিডিন, সেট্রিমাইড সহ/ছাড়া
পেনিসিলিন	পোভিডন আয়োডিন ১০%
ডক্সিসাইক্লিন	**মূত্রবর্ধক**
কো-ট্রাইমোক্সাজল	ফুরোসেমাইড
এজিথ্রোমাইসিন	**পরিপাকতন্ত্রের ঔষধ**
ফ্লুকোনাজল	চুষে খাওয়ার এন্টাসিড
লেভোফ্লক্সাসিন	সিরাপ এন্টাসিড প্লাস
সিপ্রোফ্লক্সাসিন	ওমেপ্রাজল
সেফিক্সিম	এসোমেপ্রাজল
সেফ্রাডাইন	ডমপেরিডন
ফ্লুক্লক্সাসিলিন	প্যান্টোপ্রাজল
টেট্রাসাইক্লিন	**হরমোন, অন্যান্য অন্তঃক্ষরা সম্পর্কিত ঔষধ এবং গর্ভনিরোধক**
ক্লোরামফেনিকল আই ড্রপ	গ্লিক্লাজাইড
শ্বাসনালীর ঔষধ	এথিনিলেস্ট্রাডিওল + লিনেস্ট্রেনল
সালবুটামল	ডেসোজেস্টেরল+এথিনিলেস্ট্রাডিওল
শরীরে পানি, ইলেকট্রোলাইট, অম্ল-ক্ষার ইত্যাদির ভারসাম্যহীনতার চিকিৎসায় ব্যবহৃত সলিউশনস	লেভোনোরজেস্ট্রেল
ওরাল রিহাইড্রেশন সল্ট (ওআরএস)	ডিপো মেড্রক্সিপ্রোজেস্টেরন
কলেরা ফ্লুইড	কপার কন্টেইনিং আইইউডি ডিভাইস
পানিতে মেশানো ডেক্সট্রোজ ৫%, ২৫% ও ৫০%	পুরুষ কনডম
গ্লুকোজ	লেভোনোরজেস্ট্রেল রিলিজিং ইমপ্লান্ট
গ্লুকোজের সাথে সোডিয়াম ক্লোরাইড	দ্রুত-ক্রিয়াশীল ইনসুলিন
সোডিয়াম ক্লোরাইড	মেটফরমিন
মানসিক ও আচরণ সংক্রান্ত সমস্যার ঔষধ	**ভিটামিন এবং মিনারেল**
ডায়াজেপাম	এসকরবিক এসিড/ভিটামিন সি
	ভিটামিন এ
	ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স
	ভিটামিন কে
	ক্যালসিয়াম
	ফেরাস সালফেট/ফিউমারেট, ফলিক এসিড সহ/ছাড়া
	ফলিক এসিড
	জিংক

সেবাখাত ৮: যন্ত্রপাতি

আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টারের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির তালিকা টেবিল ৩৯ এ প্রদান করা হল।

টেবিল ৩৯: আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টারের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির তালিকা	
স্টেথোস্কোপ	টাং ডিপ্রেসর
ব্লাড প্রেশার মেশিন	হাত/পায়ের কাঠের স্প্লিন্ট
থার্মোমিটার	কিডনী ট্রে
ভিশন টেস্টিং চার্ট (স্লেইল চার্ট)	অটো ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ ও সুঁচ
টাইমার	তুলা
টর্চ	গজ
কাঁচি	হিমোগ্লোবিন এস্টিমেটর
মাঝারি সাইজের আর্টারি ফরসেপ	ব্লাড গ্রুপিং কিট
ড্রেসিং সেট	ডিসপোজেবল ল্যানসেট
ওজন পরিমাপক স্কেল	টেস্ট টিউব ও টেস্ট টিউব ধারক
ঝুলন্ত ওজন মাপার স্কেল	হেড লাইট
এমইউএসি টেপ	অটোস্কোপ
আম্বো ব্যাগ	কানের স্পেকুলা
স্ট্রিপসহ গ্লুকোমিটার	কানের সিরিঞ্জ
লিউকোপ্লাস্ট টেপ/ মাইক্রোপোর ব্যান্ডেজ	ফিটাল স্টেথোস্কোপ (পিনার্ড হর্ন)
টিস্যু ফরসেপ	ড্রিপ স্ট্যান্ড
সুঁচ ধারক	নেবুলাইজার
বাঁকানো সুঁচ	আলট্রাসাউন্ড যন্ত্র
সিল্ক সুতা	ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম (ইসিজি) যন্ত্র
সাধারণ কাঁচি	

সেবাখাত ৯: অন্যান্য সরঞ্জামাদি

আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টারের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির তালিকা টেবিল ৪০ এ প্রদান করা হল।

টেবিল ৪০: আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টারের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির তালিকা

আসবাবপত্র ও ফিক্সচার	সংক্রমণ প্রতিরোধ
রোগী পরীক্ষার টেবিল	স্টেরিলাইজার
রোগীর বিছানা	সুঁচ আলাদা এবং নষ্ট করার যন্ত্র
আলমারি	গুঁড়া সাবান
৪-৫ জনের হেলান দেওয়ার সুবিধা সম্পন্ন বেঞ্চ	সাবান/স্যানিটাইজার
সেবা গ্রহণকারীর জন্য ম্যাট/ক্যুশন বেড	বালতি, গামলা, মগ, ব্রাশ ইত্যাদি
ড্রয়ারসহ টেবিল	জীবাণুনাশক (ব্লিচিং পাউডার)
তাকসহ ল্যাবরেটরী টেবিল	টয়লেট পরিষ্কারক
ঔষধের তাক	ছোট অটোক্লেভ
বিতরণ টেবিল	সার্জিক্যাল মাস্ক ও ক্যাপ
চেয়ার	হ্যান্ড গ্লাভস
রেজিস্টার	সুরক্ষা চশমা
গ্রোথ মনিটরিং চার্ট	এপ্রোন
হাইট মেজারিং বোর্ড	ফিনাইল
চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	**নিরাপত্তা ব্যবস্থা**
কালার-কোডেড বর্জ্য বিন	অগ্নি নির্বাপন সরঞ্জামাদি (নির্বাপক যন্ত্র, নিরোধক কম্বল ইত্যাদি)
বায়োহ্যাজার্ড ব্যাগ	ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা
বর্জ্যের ব্যাগ	
বর্জ্য পরিবহনের ট্রলি	
নিরাপত্তা গ্লাভস	

সেবাখাত ১০: ডিজিটালাইজেশন/তথ্য প্রযুক্তি

আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টার পরিচালনা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ এবং প্রতিবেদন প্রেরণ সম্পূর্ণরূপে ডিজিটাল হতে হবে। ডিজিটালকরণ প্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে, স্বাস্থ্য পরিষেবা নিতে আসা প্রত্যেক রোগী/ক্লায়েন্টকে একটি স্থায়ী পেশেন্ট আইডি নম্বর (পিআইডি) দেয়া হবে। এই পিআইডি নম্বর রোগী বা ক্লায়েন্টের বয়সের ভিত্তিতে জন্ম নিবন্ধন নম্বর[40] অথবা জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (এনআইডি)[41] থেকে গৃহীত হবে। পিআইডি নম্বর রোগী/ক্লায়েন্টের ইউনিয়ন সাব সেন্টারে আসার পূর্বের রেকর্ড পর্যবেক্ষণে ব্যবহার করা হবে, যা সেবা প্রদানকারীদের রোগীর চিকিৎসার ইতিহাস নিরীক্ষায় সহায়তা করবে । একইভাবে, পিআইডি নম্বর অন্যান্য সকল সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতেও কার্যকর হবে। রোগী/ক্লায়েন্টের তথ্য নিয়মিত স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বর্তমান প্ল্যাটফর্মে প্রেরিত হবে। সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোর মধ্যে এবং ফার্মেসিগুলোতে ইলেকট্রনিক ড্রাগ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমের মাধ্যমে রোগীর রেফারেল প্রক্রিয়াতেও ডিজিটালাইজেশন অন্তর্ভুক্ত হবে।

ভর্তিকৃত রোগী/ক্লায়েন্টের তথ্য বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানকারী মধ্যে ইলেকট্রনিকভাবে প্রেরণের জন্য লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (ল্যান) ব্যবহার করা হবে। ল্যান সংযোগের মাধ্যমে ভর্তিকৃত রোগী/ক্লায়েন্টের তথ্য ইলেকট্রনিক ভাবে বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানকারী যেমন চিকিৎসক, ফার্মাসিস্ট, ল্যাবরেটরি টেকনোলজিস্ট, মিডওয়াইফদের মধ্যে আদান-প্রদান হবে।

ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত সরঞ্জামাদি এবং ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন:

১. ল্যাপটপ/ কম্পিউটার
২. প্রিন্টার
৩. ইন্টারনেট সংযোগ-মডেম, সিম কার্ড
৪. লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (ল্যান)
৫. রোগী নিবন্ধন এবং ইলেকট্রনিক মেডিক্যাল রেকর্ডের জন্য ওয়েব-ভিত্তিক অ্যাপ।

[40] ১৮ বছরের নিচে
[41] ১৮ বছর ও তার উর্ধে

সেবাখাত ১১: ভৌত/অবকাঠামো সুবিধা

জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা স্ট্যান্ডার্ডে প্রস্তাবিত অতিরিক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টারে অতিরিক্ত জায়গার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রকে টেবিল ৪১ অনুসারে পুনঃডিজাইন করা প্রয়োজন।

টেবিল ৪১: আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টারের জন্য ভৌত অবকাঠামো স্ট্যান্ডার্ড		
১. প্রদর্শন এবং নির্দেশক	ক.	স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রবেশদ্বারে(গুলোতে) বাংলায় সেবা প্রদানের সময়সূচী এবং সাইনবোর্ড প্রদর্শিত হবে।
	খ.	স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রধান এবং সংযোগকারী সড়কগুলোতে পর্যাপ্ত এবং স্পষ্ট নির্দেশক প্রদর্শন করা থাকবে।
	গ.	সিটিজেন চার্ট আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টারের প্রবেশদ্বারে বাংলায় প্রদর্শিত থাকবে।
	ঘ.	এভেইলেবল ঔষধের তালিকা প্রদর্শিত থাকবে এবং প্রতিদিন হালনাগাদ করা হবে।
	ঙ.	নিরাপত্তা, ঝুঁকি এবং সতর্কতার নির্দেশকগুলো প্রাসঙ্গিক স্থানে স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করা থাকবে।
	চ.	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যেমন যোগাযোগের নম্বর (যেমন, ফায়ার সার্ভিস, পুলিশ, এম্বুলেন্স এবং রেফারেল সেন্টার) স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত থাকবে।
	ছ.	প্রদত্ত পরিষেবা, পরিচ্ছন্নতার সময়সূচী, মাসিক কর্মকৃতি চার্ট এবং প্রাসঙ্গিক আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ বার্তাসমূহ কক্ষগুলোতে স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করতে হবে।
২. রক্ষণাবেক্ষণ	ক.	স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রাঙ্গণ উত্তমভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে এবং ● আবর্জনা ● বাণিজ্যিক ব্যানার, পোস্টার, এবং পেইন্টিং ● অকার্যকর সরঞ্জাম এবং ● অননুমোদিত স্থাপনা ইত্যাদি মুক্ত থাকবে
	খ.	স্বাস্থ্যকেন্দ্র ভবন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে। কর্মচারীরা নিম্নবর্ণিত কাজের ক্ষেত্রে লিখিত নীতিমালা, পদ্ধতি এবং সময়সূচী অনুসরণ করবে: ● সকল সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, মেঝে, দেয়াল, সংরক্ষণাগার এবং অন্যান্য সা্রফেস এবং এলাকা জীবাণুমুক্ত এবং পরিষ্কারকরণ।
৩. উপযোগীতা	ক.	আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টার প্রতিবন্ধি সহ সকলের জন্য ব্যবহারবান্ধব হতে হবে। ● বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধিদের জন্য চলাচলবান্ধব (যেমনঃ হুইলচেয়ারের ব্যবহার) করতে প্রয়োজনীয় স্থানে র‍্যাম্পের ব্যবস্থা।
	খ.	আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টার পর্যাপ্ত আলো-বাতাসপূর্ণ হবে।
	গ.	প্রবেশপথ থেকে বহির্গমন সর্বদা প্রতিবন্ধকতাহীন থাকবে।
	ঘ.	মেঝের পৃষ্ঠ অ্যান্টি-স্কিড এবং অ-পিচ্ছিল হবে।
৪. কক্ষসমূহ	ক.	বন্যা এবং জলাবদ্ধতা থেকে রক্ষার জন্য আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টার উঁচু জমিতে নির্মাণ করা হবে।
	খ.	আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টারে সহজেই পৌঁছানো যায় এমন ভালোমানের রাস্তার সাথে অবস্থিত হবে
	গ. ঘ.	ক্লায়েন্ট/রোগী এবং এটেন্ডেন্টদের জন্য ওয়েটিং এলাকা পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়েটিং এলাকা।
	ঙ.	পরামর্শ কক্ষ: ● সংযুক্ত টয়লেট সহকারে দুটি পরামর্শ কক্ষ (২ জন মেডিকেল অফিসার) ● দুটি রোগী পরামর্শ/পরীক্ষা নিরীক্ষা কক্ষ (স্যাকমো, নার্স)
	চ.	একটি ল্যাবরেটরী কক্ষ
	ছ.	একটি ফার্মেসি কক্ষ
	জ.	সাধারণ স্টোর রুম
	ঝ.	পুরুষ ও মহিলাদের জন্য কমপক্ষে দুটি পৃথক ওয়েটিং এরিয়া থাকবে যেখানে পর্যাপ্ত বসার ব্যবস্থা এবং ব্যাকরেস্ট সম্পন্ন বেঞ্চের সুবিধা থাকবে।
	ঞ.	পাইপলাইনের পানির সরবরাহ ব্যবস্থাসহ পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য দুটি পৃথক টয়লেট
	ট.	পাইপলাইনের পানি, তরল সাবান এবং/অথবা স্যানিটাইজার সুবিধাসহ দুটি হাত ধোয়ার সুবিধা। একটি পরিষেবা প্রদানকারীদের জন্য পরামর্শ কক্ষের ভিতরে এবং অন্যটি পরিষেবা গ্রহণকারীদের জন্য ওয়েটিং এরিয়াতে থাকবে।

টেবিল ৪১: আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টারের জন্য ভৌত অবকাঠামো স্ট্যান্ডার্ড	
	ঠ. বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধিদের জন্য চলাচলবান্ধব (যেমনঃ হুইলচেয়ারের ব্যবহার) করতে প্রয়োজনীয় স্থানে র‍্যাম্পের ব্যবস্থা।
৫. ইউটিলিটি সুবিধাসমূহ	ক. বিদ্যুৎ: জেনারেটর/সোলারের মাধ্যমে ব্যাক-আপ পাওয়ার সহ বিদ্যুৎ সরবরাহ সংযোগ।
	খ. পানি: নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা।
	গ. স্যানিটেশন: নিষ্কাশন ব্যবস্থা পরিষ্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা উচিত।
	ঘ. অগ্নি নিরাপত্তা: অগ্নিনিরোধক ব্যবস্থা: গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় দৃশ্যমান এবং অ্যাক্সেসযোগ্য অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র এবং ফায়ার হোস পাইপ থাকবে।
	ঙ. স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র পরিষ্কার, নিরাপদ এবং পরিবেশ বান্ধব রাখতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দিষ্ট জায়গা থাকবে।

সেবাখাত ১২: সংক্রমণ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

রোগী এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী উভয়কে রোগবালাই থেকে সুরক্ষিত রাখতে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংক্রমণের বিস্তার নিয়ন্ত্রণ না করা হলে হাসপাতালে চলাচল, পরিদর্শন এবং পরিচালনা অনিরাপদ হয়ে উঠবে।

টেবিল ৪২: আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টারে সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা		
সংক্রমণ প্রতিরোধ		
১. **পরিচ্ছন্নতা**	ক.	ক্লায়েন্ট/রোগী, পরিদর্শক/ রোগীর সহায়তাকারী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সরঞ্জামাদি এবং সাপ্লাই পরিষ্কার ও নিরাপদ রাখতে হবে।
	খ.	স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রাঙ্গণ ময়লা-আবর্জনা মুক্ত থাকবে
	গ.	সরঞ্জামাদি, মেঝে এবং দেয়াল, বডি ফ্লুইডস, থুতু এবং ধুলো-বালি মুক্ত থাকবে। ● মেঝে এবং দেয়াল পরিষ্কার করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক এবং ডিটারজেন্ট ব্যবহার করতে হবে। ● জীবাণুনাশক দিয়ে ধুয়ে-মুছে সর্বদা পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে। ● শৌচাগারগুলো জীবাণুনাশক এবং ডিটারজেন্ট ব্যবহার করে পরিষ্কার করতে হবে।
২. **স্বাস্থ্যবিধি**	ক.	পাইপলাইনের পানি, সাবান, অ্যালকোহল-যুক্ত জীবাণুনাশকের সরবরাহ।
	খ.	সাবান এবং/অথবা স্যানিটাইজার দিয়ে নিয়মিত হাত ধোয়া।
৩. **নির্দেশনাবলী**	ক.	যথাযথ হাত ধোয়া এবং সংক্রমণ প্রতিরোধ পদ্ধতির নির্দেশনাবলী প্রদর্শিত
৪. **সুরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি**	ক.	মাস্ক, হাতের গ্লাভসের যথাযথ সরবরাহ।
	খ.	সেবা প্রদানকারীদের মাস্ক এবং হাতের গ্লাভসের নিয়মিত ব্যবহার।
৫. **অপসারণ**	ক.	চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা ২০০৮ অনুসারে চিকিৎসা বর্জ্যের নিরাপদ চূড়ান্ত অপসারণ।
	খ.	অটো ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ ও সূচের ব্যবহার এবং চিকিৎসা বর্জ্যের সাথে যথাযথ অপসারণ।
চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা		
১. **নির্দেশনাবলী**	**ক.**	আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টারে একটি নথিভুক্ত বর্জ্য অপসারণ কৌশল থাকতে হবে, যাতে প্রোটোকল, দায়িত্বাবলী, বর্জ্য সংগ্রহের সময়সূচী এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির তালিকা (যেমন, বিন এবং ব্যাগ) নির্দিষ্ট থাকবে।
	খ.	চিকিৎসা বর্জ্য উৎপন্ন হয় এমন সকল জায়গায় বর্জ্য পৃথকীকরণ ও সংরক্ষণের নির্দেশিকা স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান থাকবে। ● নির্দেশিকায় বর্জ্য পৃথকীকরণের জন্য চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা ২০০৮ অনুসারে কালার কোডেড বিনের ব্যাপারে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে। ● চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচারণায় ব্যবহৃত আইইসি উপকরণগুলো সেবা প্রদানকারী এবং গ্রহণকারী উভয়ের জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিভিন্ন জায়গায় প্রদর্শিত থাকবে।
২. **সক্ষমতা বৃদ্ধি**	ক.	সংক্রামক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মচারীদের বর্জ্যের ঝুঁকি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রয়োজন।
৩. **রক্ষণাবেক্ষণ ও সরঞ্জামাদি**	ক.	সকল বর্জ্য অবশ্যই চুরি, ভাঙচুর এবং জীবজন্তুর সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখতে হবে।
	খ.	বর্জ্যকে উৎসেই পৃথকীকরণ করতে হবে।
	গ.	পর্যাপ্ত সংখ্যায় বিভিন্ন কালার-কোডেড বিন থাকবে।
	ঘ.	চিকিৎসা বর্জ্য টেবিল ৪৩ তে উল্লেখিত প্রোটোকল অনুসারে যথাযথ এবং সঠিকভাবে অপসারণ করতে হবে।

টেবিল ৪৩: আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টারে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রোটোকল		
উৎসে বর্জ্য পৃথকীকরণ:	কালার-কোডেড বিন:	অপসারণ পদ্ধতি
১. অ-বিপজ্জনক/অ-সংক্রামক, সাধারণ বর্জ্য	কালো	পোড়ানো এবং/অথবা পুঁতে ফেলা (সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের গর্ত থেকে পৃথক গর্তে[42])
২. পুনঃব্যবহারযোগ্য অ-বিপজ্জনক সামগ্রী	সবুজ	পুনঃব্যবহার করা
৩. বিপজ্জনক, সংক্রামক বর্জ্য	হলুদ	পোড়ানো এবং/অথবা পুঁতে ফেলা (পূর্ব-প্রস্তুতকৃত গর্তে[43])
৪. বিপজ্জনক, সংক্রামক তরল বর্জ্য	নীল	জীবাণুনাশক যোগ করে ৩০ মিনিট রেখে ড্রেনে ফেলা।

42 বর্জ্যের গর্তের তল কংক্রিট বা অন্য কোন উপায়ে ঢাকা যাবে না
43 বর্জ্যের গর্তের তল কংক্রিট বা অন্য কোন উপায়ে ঢাকা যাবে না

সেবাখাত ১৩: ব্যবস্থাপনা

আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টার (পূর্বে গভর্নমেন্ট আউটডোর ডিসপেনসারি নামে পরিচিত) ব্যতীত শহরাঞ্চলের অন্য কোন প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র বা ব্যবস্থা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের (এমওএইচএফডব্লিও) আওতায় স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত নয়। আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টারগুলো জেলা পর্যায়ে সিভিল সার্জনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

টেবিল ৪৪: আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টার ব্যবস্থাপনা	
১.	শহরের স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রগুলি তাদের নিজ নিজের সিভিল সার্জন অফিসের অধীনে রয়েছে।
২.	সকল সরবরাহ সিভিল সার্জন অফিসের মাধ্যমে করা হবে।
৩.	নগর স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র দুই শিফটে পরিচালনা করা হবে: ক. সকাল ৮:০০ - দুপুর ২:০০ খ. দুপুর ২:০০ - রাত ৮:০০
৪.	অভিযোগ নিষ্পত্তি[44] ব্যবস্থা
৫.	সেবা প্রদানের কর্মঘন্টা ও দিন সম্বলিত নির্দেশক, বিশেষ করে এইচএ এবং এফডব্লিওএ এর কর্মস্থানের প্রাপ্যতা সম্পর্কে তথ্য থাকবে।
৬.	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হালনাগাদকৃত দায়িত্বের বিবরণ

[44] অভিযোগ নিষ্পত্তি হলো ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত একটি প্রতিক্রিয়া লুপ কৌশল। রোগী, ক্লায়েন্ট, সহায়তাকারী, দর্শনার্থী যারা বিভিন্ন প্রয়োজনে হাসপাতালে এসেছেন, তারা সেবাপ্রদানকারী এবং অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে আন্তক্রিয়ার পটভূমিতে অভিযোগ করতে পারেন। প্রতিকারের জন্য তারা কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানাতে পারেন। একটি জনপ্রিয় অভিযোগ নিষ্পত্তি পদ্ধতি হলো হাসপাতালের উল্লেখযোগ্য স্থানে অভিযোগ বাক্স রাখা, যেখানে অভিযোগ করার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি থাকবে। নিয়মিতভাবে (সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক) কর্তৃপক্ষ বাক্সটি খুলবে, অভিযোগগুলো পর্যালোচনা করবে, সম্ভব হলে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং কর্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়া ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা সম্বলিত একটি তালিকা বোর্ডে প্রদর্শন করবে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কল সেন্টার ১৬২৬৩ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধিনস্থ সকল স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালের জন্য অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে।

সেবাখাত ১৪: স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা

এই কম্পোনেন্টটি ক্লায়েন্ট/রোগী, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং দর্শনার্থীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সুরক্ষায় এবং স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকে নিরাপদ, সহজলভ্য এবং ক্লায়েন্ট/রোগীদের গোপনীয়তার চাহিদা পূরণে নির্দেশনা প্রদান করেছে।

টেবিল ৪৫: আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টারে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা			
১.	**নীতিমালা**	ক.	স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতি, পদ্ধতি এবং আদর্শ প্রোটোকলগুলো প্রদর্শিত থাকবে এবং কর্মকর্তা কর্মচারীরা তা অনুসরণ করবে যা: ● চিকিৎসা বর্জ্য সম্পর্কিত দূষণ প্রতিরোধ করবে। ● নিডল-স্টিক অ্যান্ড শার্প ইনজুরিস রিপোর্টিং সিস্টেম অনুসরণের পাশাপাশি ধারালো বস্তু সঠিকভাবে পৃথকীকরণ এবং অপসারণ করবে। ● বেসিক লাইফ সাপোর্ট প্রদান করবে।
২.	**অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা**	ক.	অগ্নিনির্বাপণ সরঞ্জামাদির (অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র এবং অগ্নি নিরোধক কম্বল) প্রতুলতা
		খ.	প্রশিক্ষিত কর্মী যারা নিয়মিত মক ড্রিল পরিচালনা করবে।
৩.	**স্টোরেজ**	ক.	রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধ এবং সরঞ্জামাদি প্রোটোকল অনুসারে নিরাপদে সংরক্ষণ করা হয়।
৪.	**সুরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি**	খ.	বিপজ্জনক দ্রব্যের নিরাপদ ব্যবস্থাপনার জন্য কর্মকর্তা কর্মচারীদের গ্লাভস, এপ্রোন, মাস্ক ইত্যাদি সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম সরবরাহ এবং ব্যবহার নিশ্চিত করা।
৫.	**সার্ভেইলেন্স ক্যামেরা (সিসিটিভি) সিস্টেম**	ক.	স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভিতরে এবং বাহিরে সার্ভেলেন্স ক্যামেরা (সিসিটিভি) সিস্টেম স্থাপন করা যা: ● পরিষেবা প্রদানকারী এবং রোগীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করবে ● ঔষধ এবং সরঞ্জামাদি চুরি প্রতিরোধ করবে।
		খ.	কমপক্ষে এক বছরের জন্য রেকর্ডিং এর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

বাংলাদেশ জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা স্ট্যান্ডার্ড

ভলিউম ২:

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স

এসেনশিয়াল হেলথ সার্ভিস প্যাকেজ (ইএসপি)-এর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণঃ বাংলাদেশে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা (পিএইচসি) উদ্যোগের মাধ্যমে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা (ইউএইচসি) অর্জনের লক্ষ্যে

ভলিউম ২: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হলো স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধিনস্থ একটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র যা উপজেলা স্তরের জনগণকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে। উপজেলা বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর একটি স্তর যা জেলার উপ-একক হিসেবে কাজ করে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলো কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোর রেফারেল কেন্দ্র হিসেবে কাজ করার জন্য স্থাপিত হয়েছে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সুপারভাইজার (সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক এবং স্বাস্থ্য পরিদর্শক)দের তত্ত্বাবধায়নে একদল মাঠকর্মী (স্বাস্থ্য সহকারী)দের মাধ্যমে সচেতনতাবৃদ্ধি ও প্রতিরোধমূলক সেবা প্রদান করে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের হাসপাতালটি অন্তবিভাগ, বহির্বিভাগ এবং জরুরি সেবা প্রদান করে।

বর্তমানে দেশের বিভিন্ন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে শয্যা সংখ্যার ভিন্নতা রয়েছে। ৪২৪টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মধ্যে ১১টি ১০ শয্যাবিশিষ্ট, ৬৫টি ৩১ শয্যাবিশিষ্ট, ৩৪৫টি ৫০ শয্যাবিশিষ্ট এবং ৩টি ১০০ শয্যাবিশিষ্ট (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ২০২২)। যেহেতু বেশিরভাগ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৫০ শয্যাবিশিষ্ট এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনায় এটিই বিবেচিত হয়, সেকারনে জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা স্ট্যান্ডার্ড উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জন্য ৫০ শয্যা বিবেচনায় সুপারিশ প্রদান করেছে।

সেবাখাত ১: সচেতনতাবৃদ্ধি ও প্রতিরোধমূলক সেবা

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সকল সেবাপ্রদানকারী, রোগী ও তাদের সহায়তাকারীদের সাথে কাউন্সেলিং এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানসহ বিভিন্ন যোগাযোগকে সচেতনতাবৃদ্ধি ও প্রতিরোধমূলক সেবা প্রচারে কাজে লাগাবে। হাসপাতালের বহির্বিভাগ এবং অন্যান্য জায়গা যেখানে রোগী বা তাদের সহায়তাকারীরা অপেক্ষমাণ থাকেন সেখানে বিভিন্ন ইস্যু/বিষয়ের উপর সচেতনতাবৃদ্ধি ও প্রতিরোধমূলক বার্তা প্রদর্শনের জন্য অডিও-ভিজ্যুয়াল সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা হবে।

টেবিল ৪৬: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সচেতনতাবৃদ্ধি এবং প্রতিরোধমূলক সেবা		
১. গর্ভকালীন সেবা (এএনসি)	ক.	চিকিৎসা, গর্ভকালীন ও অন্যান্য ইতিহাস (ক্লিনিকাল হিস্ট্রি)
	খ.	গর্ভাবস্থা সনাক্তকরণ/নির্ণয়
	গ.	গর্ভাবস্থা ও ভ্রূণ পর্যবেক্ষণ[45]
	ঘ.	পুষ্টি, গর্ভাবস্থায় জটিলতা, প্রসবপরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা এবং ব্রেস্টফিডিং সম্পর্কিত তথ্য ও কাউন্সেলিং।
	ঙ.	পরীক্ষাসমূহ: • হিমোগ্লোবিন • ব্লাড গ্রুপিং এবং রেসাস টাইপিং। • প্রেগন্যান্সি টেস্ট • ব্লাড সুগার। • আল্ট্রাসোনোগ্রাম।
	চ.	আয়রন, ফোলিক অ্যাসিড, জিঙ্ক ও অন্যান্য মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সরবরাহ।
	ছ.	জন্মদান প্রস্তুতির পরিকল্পনা[46]: • রেফারেল হাসপাতাল। • পরিবহন ব্যবস্থা নির্ধারন। • অর্থ সঞ্চয় (সাপ্তাহিক) • রক্তদাতা নির্ধারণ
	জ.	মাঝারিমাত্রার রক্তস্বল্পতা সনাক্তকরণ ও ব্যবস্থাপনা।
২. প্রসব পরবর্তী সেবা (পিএনসি)	ক.	চিকিৎসা, গর্ভকালীন ও অন্যান্য ইতিহাস (ব্যাথা, জ্বর, রক্তক্ষরণ, খিঁচুনি ইত্যাদি)
	খ.	প্রসবপরবর্তী যত্ন, ব্রেস্টফিডিং, পুষ্টি, টিকাদান ইত্যাদি সম্পর্কিত কাউন্সেলিং
	গ.	প্রসব পরবর্তী খিঁচুনিরোগ সম্পর্কিত কাউন্সেলিং
	ঘ.	প্রসব পরবর্তী জটিলতা সম্পর্কিত কাউন্সেলিং • রক্তস্বল্পতা • প্রসবজনিত সেপসিস • প্রসবপরবর্তী মানসিক সমস্যা
	ঙ.	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কে কাউন্সেলিং এবং সরবরাহ।
	চ.	আয়রন, ফোলিক অ্যাসিড, জিঙ্ক ও অন্যান্য মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সরবরাহ।
	ছ.	প্রসবপরবর্তী ভিটামিন এ সরবরাহ।
৩. নবজাতকের যত্ন	ক.	নবজাতকের প্রয়োজনীয় যত্ন-পদ্ধতি এবং দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বিপজ্জনক লক্ষণ সমূহের ব্যাপারে সচেতনতাবৃদ্ধি।
	খ.	ব্রেস্টফিডিং, পুষ্টি, টিকাদান ইত্যাদি সম্পর্কিত পরামর্শ কাউন্সেলিং
	গ.	জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে মায়ের দুধ পান করানো।
	ঘ.	নবজাতকের চোখ ওঠা প্রতিরোধ
	ঙ.	ক্যাঙ্গারু মায়ের সেবাসহ সময়ের আগে বা কম ওজনের নবজাতকের বিশেষ যত্ন

[45] গর্ভকালীন মায়ের ওজন; রক্তচাপ পরিমাপন; ফুলে যাওয়া; ফানডাল হাইট; গর্ভস্থ শিশুর হৃদস্পন্দন

[46] সুস্থ ও নিরাপদ প্রসবের জন্যই জন্মদান প্রস্তুতি পরিকল্পনা করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব/সিজারিয়ান সেকশনের (যদি প্রয়োজন হয়) জন্য হাসপাতাল বাছাই করা; প্রয়োজনে রাতের বেলায় যাতায়াতের জন্য পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করে রাখা; প্রাতিষ্ঠানিক (স্বাস্থ্যকেন্দ্র/হাসপাতালে) প্রসবের জন্য আর্থিক খরচের প্রয়োজন হয় বিধায় গর্ভাবস্থায় সাপ্তাহিকভাবে কিছু টাকা মজুদ রাখলে খরচ মেটানো সহজ হয়; এবং সিজারিয়ান সেকশনে রক্তের প্রয়োজন হতে পারে, তাই একই রক্তের গ্রুপের সম্ভাব্য রক্তদাতা (দের) খুজে বের করা এবং তাদের প্রসবকেন্দ্রে গর্ভবতীর সাথে যেতে উৎসাহিত করা যা প্রয়োজন হলে সহজেই রক্ত পাওয়া নিশ্চিত করবে।

টেবিল ৪৬: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সচেতনতাবৃদ্ধি এবং প্রতিরোধমূলক সেবা		
	চ.	ওজন ও তাপমাত্রা নির্ণয় ও যথাযথ ব্যবস্থাপনা এবং নাড়ির যত্ন
	ছ.	জন্মগত ত্রুটি সনাক্তকরণ
৪. সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)	ক.	টিকাদানের প্রয়োজনীয়তা এবং টিকা পরবর্তী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পিতা-মাতাকে কাউন্সেলিং।
	খ.	টিকা পরবর্তী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত রিপোর্টিং এবং ব্যবস্থাপনা
	গ.	শিশু টিকাদান।
	ঘ.	কিশোরী এবং গর্ভবতী মহিলাদের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) জন্য টিটেনাস টক্সয়েড এবং হিউম্যান প্যাপিলোমাভাইরাস টিকা প্রদান।
	ঙ.	ইপিআই বাস্তবায়নের জন্য বিষদ পরিকল্পনা (মাইক্রো-প্ল্যানিং)
	চ.	টিকার চাহিদাপত্র দাখিল এবং সিভিল সার্জন অফিসে থেকে টিকা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা
	ছ.	কোল্ড চেইন বা টিকা পরিবহন ও সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা বজায় রাখা
	জ.	অস্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র (আউটরিচ সেন্টার) পরিচালনা
	ঝ.	স্থায়ী (দৈনিক) টিকাদান কেন্দ্র পরিচালনা।
	ঞ.	অস্থায়ী কেন্দ্রে টিকা পরিবহনের সময় সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা(কোল্ড চেইন)নিশ্চিত করা
	ট.	টিকাদ্বারা প্রতিরোধযোগ্য রোগের পর্যবেক্ষণ
৫. পরিবার পরিকল্পনা	ক.	পরিবার পরিকল্পনা কাউন্সেলিং • নবদম্পতি। • জন্মবিরতি, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া।
	খ.	নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রচার এবং সচেতনতা বৃদ্ধি: • প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা • মাসিক নিয়মিতকরণ পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা • গর্ভপাত পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা
	গ.	সঠিক গর্ভনিরোধক পদ্ধতি নির্ধারণের নিয়ামকগুলোর (মেডিকেল এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া) পরীক্ষা করা • গর্ভধারণ পূর্ববর্তী পরিকল্পনা • পুরুষ কনডম • জন্মনিয়ন্ত্রন বড়ি • ইঞ্জেকটেবল ব্যবহার শুরু করা • ইঞ্জেকটেবল ব্যবহার চালিয়ে যাওয়া। • আইইউডি • প্রসব পরবর্তী আইইউডি • ইমপ্লান্ট • পুরুষ বন্ধ্যাকরণ (ভেসেকটমি) ও মহিলা বন্ধ্যাকরণ (টিউবেকটমি) • মাসিক নিয়মিতকরণ • গর্ভপাত পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা • প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা • মাসিক নিয়মিতকরণ পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা
	ঘ.	গর্ভনিরোধক ব্যবহারের জটিলতা ব্যবস্থাপনা
৬. পুষ্টিহীনতার ব্যবস্থাপনা	ক.	বৃদ্ধি পরিবীক্ষন ও উন্নয়ন (জিএমপি)
	খ.	অপুষ্টি (পুষ্টিহীনতা ও অতিপুষ্টি) সনাক্তকরণ
	গ.	ব্রেস্টফিডিং এবং এর কার্যকর পদ্ধতি সম্পর্কে পিতামাতাকে কাউন্সেলিং
	ঘ.	আয়রন, ফোলিক অ্যাসিড, জিঙ্ক ও অন্যান্য মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সরবরাহ।
	ঙ.	নবজাতক ও শিশুর খাদ্য বিষয়ক সচেতনতাবৃদ্ধি • জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো • ৬ মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ানো • ২৩ মাস বয়স পর্যন্ত নিয়মিত বুকের দুধ খাওয়ানো

টেবিল ৪৬: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সচেতনতাবৃদ্ধি এবং প্রতিরোধমূলক সেবা	
	• উপযুক্ত পরিপূরক খাবার
৭. অসুস্থ শিশুর সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা (আইএমসিআই)	ক. পিতা-মাতাকে শিশুর অসুস্থতার বিপজ্জনক লক্ষণ, পুষ্টি ইত্যাদি সম্পর্কিত কাউন্সেলিং।
৮. কিশোর-কিশোরীর স্বাস্থ্য	ক. কাউন্সেলিংঃ • বয়ঃসন্ধি • নিরাপদ যৌন আচরণ • বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ • এইচআইভি/এইডস • মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার • পরিবার পরিকল্পনা • মানসিক স্বাস্থ্য ইত্যাদি
	খ. পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান
	গ. কিশোর-কিশোরীর পুষ্টি: • মূল্যায়ন • আয়রন, ফোলিক অ্যাসিড এবং জিঙ্ক সরবরাহ
	ঘ. কিশোর-কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য
	ঙ. ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ সম্পর্কে কাউন্সেলিং
	চ. যৌনবাহিত সংক্রমন সনাক্তকরণ
৯. অসংক্রামক রোগ	ক. সম্ভাব্য রোগের ঝুঁকিপূর্ণ লক্ষণ সমূহ সনাক্তকরণ: • হৃদরোগ/ ডায়াবেটিস/ কিডনি রোগ সম্পর্কিত পারিবারিক ইতিহাস • উচ্চ রক্তচাপ • উচ্চমাত্রার কোলেস্টোরল • রক্তে উচ্চমাত্রার সুগার • তামাকজাত দ্রব্য সেবন • অতিরিক্ত ওজন
	খ. ক্যান্সার: • জরায়ুমুখ, স্তন ও প্রোস্টেট ক্যান্সারের সনাক্তকরণ সম্পর্কিত কাউন্সেলিং • নিজে স্তন পরীক্ষার প্রশিক্ষণ • স্তনের ক্লিনিকাল পরীক্ষণ • জরায়ুমুখ ক্যান্সার সনাক্তকরণ (ভায়া)
	গ. মানসিক স্বাস্থ্য: • মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা সনাক্তকরণ ও সহায়তা সম্পর্কিত কাউন্সেলিং, কুসংস্কার দূরীকরণ বিষয়ক এবং অন্যান্য পরামর্শ
	ঘ. চিকিৎসা পুনর্বাসন সেবা • পুনর্বাসন সেবার জন্য ক্যাম্পের আয়োজন
১০. সংক্রামক রোগ	ক. সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক সচেতনতাবৃদ্ধি।
	খ. এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ
	গ. ম্যালেরিয়া (নির্দিষ্ট এলাকায়) • কীটনাশকযুক্ত মশারি বিতরণ

টেবিল ৪৬: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সচেতনতাবৃদ্ধি এবং প্রতিরোধমূলক সেবা	
	• ঘরের ভিতরে জীবাণুনাশক ছিটানো
	ঘ. কালাজ্বর (নির্দিষ্ট এলাকায়) • ঘরের ভিতরে কালাজ্বরের জীবাণুনাশক ছিটানো
	ঙ. যৌনবাহিত সংক্রমণ • প্রতিরোধ এবং সনাক্তকরণ • যৌনবাহিত সংক্রমণ সনাক্তকরণ
১১. পানিবাহিত রোগ	ক. নিরাপদ পানি (জীবাণুমুক্ত এবং আর্সেনিকের মতো অন্যান্য পদার্থমুক্ত) পান বিষয়ক পরামর্শ প্রদান।
	খ. আর্সেনিকযুক্ত পানি পান ঘটিত আর্সেনিকোসিস রোগ শনাক্তকরণ এবং লক্ষণমূলক চিকিৎসা।
১২. খাদ্যবাহিত রোগ	ক. তাজা খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কিত পরামর্শ প্রদান - ভেজাল, বাসি, মাছি ও ধুলোর সংস্পর্শে আসা খাবার এড়িয়ে চলা।
	খ. জাঙ্ক ফুড এবং কোমল পানীয় গ্রহণ এড়িয়ে চলার পরামর্শ প্রদান।
১৩. সামাজিক ও আচরণগত পরিবর্তন যোগাযোগ	ক. স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি, শিশুর সুস্থতা ও নিরাপদ মাতৃত্বের সচেতনতাবৃদ্ধি।
	খ. নবজাতকের অত্যাবশ্যকীয় পরিচর্যা এবং জরুরী সেবা গ্রহণের জন্য বিপজ্জনক লক্ষণসমূহের সনাক্তকরণের সচেতনতাবৃদ্ধি
	গ. যক্ষ্মা এবং অন্যান্য সংক্রামক রোগের কারণ, প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি।
	ঘ. উচ্চ রক্তচাপ এবং অন্যান্য অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য সুস্থ জীবনযাপনের সচেতনতাবৃদ্ধি।
	ঙ. আর্সেনিক দূষণ ও নিরাপদ পানি পান সম্পর্কিত পরামর্শ প্রদান
	চ. মুখের স্বাস্থ্যবিধির সচেতনতাবৃদ্ধি।
	ছ. শিশুর আঘাত এবং ডুবে যাওয়ার প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি।
	জ. ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সচেতনতাবৃদ্ধি (নির্দিষ্ট এলাগুলোতে)
	ঝ. শ্রবণ হ্রাস/ বধিরতা প্রতিরোধে সচেতনতা
	ঞ. তামাক ব্যবহার ত্যাগে কাউন্সেলিং
	ট. প্রতিবন্ধিতা এবং পুনর্বাসন সম্পর্কিত স্বাস্থ্য শিক্ষা – প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সনাক্তকরণ এবং তাদের পরিবারিক যত্ন সম্পর্কে সচেতনতাবৃদ্ধি
	ঠ. লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার কারণ এবং পরিণতি, সনাক্তকরণ, বোঝা এবং সমাধান করা।
	ড. লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা সম্পর্কিত স্বাস্থ্য সেবা এবং সহিংসতায় বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রেফারেল বিষয়ক সচেতনা বৃদ্ধি

সেবাখাত ২: নিরাময়মূলক সেবা

নিরাময়মূলক সেবা বলতে বোঝায় রোগ নিরাময়, শারীরিক দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠা বা আঘাত থেকে সেরে ওঠার জন্য রোগীদের দেওয়া নিয়ন্ত্রণমূলক চিকিৎসা বা সেবা। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ১৫ টি পুরুষ শয্যা, ২০ টি মহিলা শয্যা এবং ১৫ টি শিশু শয্যাবিশিষ্ট মোট ৫০ শয্যার অন্তবিভাগ রয়েছে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে বিশেষায়িত সেবা পাওয়া যায়।

টেবিল ৪৭: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিরাময়মূলক সেবা	
১. প্রসূতি সেবা ব্যবস্থাপনা	ক. গর্ভকালীন জটিলতা • রক্তস্বল্পতা • ম্যালেরিয়া • মূত্রনালীর সংক্রমণ • উচ্চ রক্তচাপ • ডায়াবেটিস • যৌনবাহিত সংক্রমণ • ডেঙ্গু • হেপাটাইটিস
	খ. প্রসূতির জরুরি অবস্থা (বিচ্ছিন্নভাবে অথবা মৌলিক/সমন্বিত জরুরি প্রসূতি ও নবজাতক সেবার অংশ হিসেবে) • প্রসব পূর্ববর্তী খিঁচুনিরোগ ও খিঁচুনিরোগ (প্রাথমিক ব্যবস্থাপনা এবং রেফারেল) • প্রসবপূর্ব রক্তক্ষরণ • রক্তক্ষরণ • পেটে ব্যথা • সময়ের আগে পানি ভাঙা • বাধাগ্রস্থ প্রসব • সময়ের আগে প্রসব (এন্টিনাটাল কর্টিকোস্টেরয়েড প্রয়োগ সহ) • বিচ্যুত নাড়ি ব্যবস্থাপনা • কাঁধের ডাইস্টোসিয়া ব্যবস্থাপনা • দুই-হাতের চাপে গর্ভাশয়ের অতি প্রসারণ রোধ • হাত দ্বারা গর্ভফুল অপসারণ • থেকে যাওয়া গর্ভফুল ও অন্যান্য বস্তু অপসারণ • যোনি ও জরায়ুমুখের ক্ষত মেরামত, এপিসিওটমি • শিরায় তরল, অ্যান্টিবায়োটিক, খিঁচুনিরোধক, অক্সিটোসিন • রক্ত পরিসঞ্চালন • সিজারিয়ান সেকশন এবং প্রসূতি সম্পর্কিত অন্যান্য অপারেশন
	গ. স্বাভাবিক প্রসব • ব্যক্তিগত ও গর্ভকালীন ইতিহাস • পরীক্ষা ✓ গর্ভস্থ শিশুর অবস্থান ✓ গর্ভস্থ শিশুর হৃদস্পন্দন • প্রসবের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ: পার্টোগ্রাফ • প্রসব শুরু করা • স্বাভাবিক প্রসবের ব্যবস্থা • নিয়ন্ত্রিতভাবে নাড়ি টানা • যোনিমুখের পাশ কাটা
	ঘ. প্রসূতি ও নবজাতকের জরুরি অবস্থায় সাতটি মৌলিক সেবা • শিরায় অ্যান্টিবায়োটিক • শিরায় খিঁচুনিরোধক • শিরায় গর্ভাশয়কে সংকুচিত করার ঔষধ • হাত দিয়ে গর্ভফুল অপসারণ

টেবিল ৪৭: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিরাময়মূলক সেবা	
	• গর্ভফুল বা অন্যান্য বস্তু অপসারণ (ম্যানুয়াল ভ্যাকুয়াম অ্যাসপিরেশন) • স্বাভাবিক প্রসবে সহায়তা করা • নবজাতকের প্রয়োজনীয় সেবা
	ঙ. প্রসূতি ও নবজাতকের সমন্বিত জরুরি অবস্থায় নয়টি সেবা • প্রসূতি ও নবজাতকের জরুরি অবস্থায় সাতটি মৌলিক সেবা+ • অস্ত্রোপচারের সক্ষমতা (সিজারিয়ান সেকশন এবং অন্যান্য) • রক্ত পরিসঞ্চালন
	চ. প্রসূতি/গাইনোকোলজি সম্পর্কিত অন্যান্য সেবা • মাসিক নিয়মিতকরণ • ডাইলেশন এন্ড কিউরেটেজ • গর্ভাশয় অপসারণ
২. প্রসব পরবর্তী যত্ন (পিএনসি) ব্যবস্থাপনা	ক. প্রসব পরবর্তী জটিলতা • রক্তস্বল্পতা • প্রসব পরবর্তী মানসিক সমস্যা
	খ. প্রসূতি জটিলতা • রক্তক্ষরণ • প্রসব পরবর্তী সংক্রমণ/সেপসিস
৩. নবজাতকের সেবার ব্যবস্থাপনা	ক. সময়ের আগে নবজাতক শিশুর যত্ন
	খ. নবজাতকের অপরিহার্য যত্ন ও দ্রুত চিকিৎসার জন্য বিপজ্জনক লক্ষণসমূহ সম্পর্কে সচেতনতাবৃদ্ধি
	গ. নবজাতকের জন্ম পরবর্তী তাৎক্ষণিক যত্ন • নাড়ি পরিষ্কার করে কাটা ও বাঁধা • ক্লোরহেক্সিডিন ৭.১% প্রয়োগে একবার নাড়ি ধৌতকরণ • তাপমাত্রা কমে যাওয়া প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা ✓ শুষ্ক করে কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে ফেলা ✓ ত্বক থেকে ত্বকের সংস্পর্শে রাখা ✓ গোসল করানো (৭২ ঘন্টা পরে) ✓ ক্যাঙ্গারুদের মতো মায়ের যত্ন • শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও ব্যবস্থাপনা (ডিজিটাল স্টিমুলেশন, ব্যাগ ও মাস্কের ব্যবহার)
	ঘ. নবজাতকের প্রসব পরবর্তী যত্ন • ওজন ও তাপমাত্রা নির্ণয় ও যথাযথ ব্যবস্থাপনা এবং নাড়ির যত্ন • সেপসিস চিহ্নিতকরণ ও ব্যবস্থাপনা • ওম্ফালাইটিস চিহ্নিতকরণ ও ব্যবস্থাপনা • জন্মগত ত্রুটি সনাক্তকরণ
	ঙ. প্রসবের ১ ঘন্টা পরই মায়ের দুধ খাওয়ানো শুরু করা
	চ. সেপসিস ব্যবস্থাপনা
	ছ. ওম্ফালাইটিস ব্যবস্থাপনা
	জ. কম ওজনের নবজাতকের ব্যবস্থাপনা
	ঝ. নবজাতকের জন্ডিস ব্যবস্থাপনা
	ঞ. ব্রেস্টফিডিং সমস্যা ব্যবস্থাপনা

টেবিল ৪৭: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিরাময়মূলক সেবা	
	ট. নবজাতকের চোখ ওঠা প্রতিরোধ
	ঠ. শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও ব্যবস্থাপনা (ডিজিটাল স্টিমুলেশন, ব্যাগ ও মাস্কের ব্যবহার)
৪. কিশোর-কিশোরীর স্বাস্থ্য	ক. যৌনবাহিত সংক্রমন এর উপসর্গ অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা
	খ. আয়রন, ফোলিক অ্যাসিড এবং অন্যান্য মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সরবরাহ
৫. জ্বর ব্যবস্থাপনা	ক. সাধারণ জ্বর
	খ. মারাত্বক জ্বরজনিত রোগ
৬. পুষ্টিহীনতা ব্যবস্থাপনা	ক. সাময়িক মাঝারিমাত্রার অপুষ্টি
	খ. অজটিল মারাত্বক হঠাৎ অপুষ্টি
	গ. জটিল মারাত্বক হঠাৎ অপুষ্টি
	ঘ. রক্তস্বল্পতা এবং এর অন্তর্নিহিত কারণসমূহ
৭. অসুস্থ শিশুর সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা (আইএমসিআই)	ক. ডায়রিয়া ব্যবস্থাপনা[47]
	খ. তীব্র শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ (এআরআই)[48] ব্যবস্থাপনা
৮. অসংক্রাম রোগের ব্যবস্থাপনা	ক. উচ্চ রক্তচাপ: • উচ্চ রক্তচাপের পরীক্ষা-নিরীক্ষা • উচ্চ রক্তচাপ ব্যবস্থাপনা
	খ. ডায়াবেটিস: • সনাক্তকরণ • টাইপ ২ ডায়াবেটিস ব্যবস্থাপনা
	গ. ফুসফুসের দীর্ঘমেয়াদী রোগ (সিওপিডি) • বহির্বিভাগে রোগীর সনাক্তকরণ ও ব্যবস্থাপনা • অন্তবিভাগে রোগীর সনাক্তকরণ ও ব্যবস্থাপনা
৯. সংক্রামক রোগ ব্যবস্থাপনা	ক. যক্ষ্মা (টিবি): • স্মিয়ার (+)রোগী সনাক্তকরণ • ডটসসহ কেমোথেরাপি • স্মিয়ার (-) রোগী সনাক্তকরণ ও ব্যবস্থাপনা • বহির্বিভাগে আগতদের মাঝে রোগী শনাক্তকরণ। • রোগীর সংস্পর্শে থাকা ব্যক্তিদের প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা।
	খ. অন্যান্য সংক্রামক রোগ • হেপাটাইটিস সনাক্তকরণ ও ব্যবস্থাপনা • টাইফয়েড সনাক্তকরণ ও ব্যবস্থাপনা • ডায়রিয়া ও আমাশয় সনাক্তকরণ ও ব্যবস্থাপনা
	গ. ম্যালেরিয়া (নির্দিষ্ট এলাকায়) • অজটিল ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা, প্রথম লাইন • অজটিল ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা, বিকল্প লাইন
	ঘ. কালাজ্বর • মুখে খাওয়ার ডটস চিকিৎসা
	ঙ. গোদ রোগঃ • লিম্ফেডিমা/ গোদ রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা • হাইড্রোসেলের অস্ত্রোপচার সংক্রান্ত চিকিৎসা

[47] কোনো পানিশূণ্যতা নেই; মৃদু পানিশূণ্যতা; মারাত্বক পানিশূণ্যতা; ক্রমাগত ডায়রিয়া; আমাশয়
[48] ঠান্ডা/কাশি, দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস (নিউমোনিয়া); মারাত্বক নিউমোনিয়া; সাঁসাঁ করে নিঃশ্বাস ফেলা

টেবিল ৪৭: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিরাময়মূলক সেবা	
	চ. ডেঙ্গু: ● বহির্বিভাগ ব্যবস্থাপনা ● অন্তবিভাগ ব্যবস্থাপনা
	ছ. কুষ্ঠ: ● ক্লিনিকাল সনাক্তকরণ ● রোগীর সংস্পর্শে থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে নতুন সক্রিয় রোগী সনাক্তকরণ। ● বহু ঔষধ সম্বলিত চিকিৎসা (মাল্টি ড্রাগ থেরাপি)
	জ. যৌনবাহিত সংক্রমণ ● উপসর্গনির্ভর (সিন্ড্রোমিক) ব্যবস্থাপনা
১০. চক্ষু সেবা	ক. হঠাৎ চোখ ওঠার চিকিৎসা
	খ. কর্নিয়ার ঘা এর চিকিৎসা
	গ. চোখের ছানি এবং দৃষ্টিপ্রতিবন্ধকতার সনাক্তকরণ
	ঘ. অস্ত্রপচার: ● চোখের ছানি ● ফরেন বডি সরানো ● ডেক্রিয়োসিস্টোরহিনোস্টোমি(ডিসিআর)
১১. ত্বকের যত্ন	ক. ত্বকের সাধারণ রোগের[49] চিকিৎসা
	খ. ত্বকের আর্সেনিকোসিস সমস্যা সনাক্তকরণ ও চিকিৎসা
১২. নাক, কান, গলা (ইএনটি) সম্পর্কিত সমস্যা ব্যবস্থাপনা	ক. কানের যত্ন: ● ওয়াক্স এবং ফরেন বডির অপসারণ ● কানের হঠাৎ সংক্রমণ ব্যবস্থাপনা ● কানের দীর্ঘমেয়াদী সংক্রমণ ব্যবস্থাপনা ● মাস্টয়েডিটিস ব্যবস্থাপনা ● হঠাৎ সাপুরেটিভ ওটাইটিস মিডিয়া ব্যবস্থাপনা ● দীর্ঘমেয়াদী ওটাইটিস মিডিয়া ব্যবস্থাপনা
	খ. গলার যত্ন ● টনসিলের প্রদাহ ব্যবস্থাপনা ● ফ্যারিঞ্জাসের প্রদাহ (ফ্যারিঞ্জাইটিস) ব্যবস্থাপনা
	গ. অস্ত্রোপচার ● কানের পর্দার অপারেশন (মাইরিঙ্গোপ্লাস্টি) ● টনসিলের অপারেশন (টনসিলেক্টোমি) ● নাকের বাঁকা হাড়ের অপারেশন (সেপ্টোপ্লাস্টি) ইত্যাদি
১৩. দাঁতের সেবা	ক. সাধারণ দাঁতের রোগের (মাড়ির প্রদাহজনিত, দাঁতের ক্ষয়জনিত ইত্যাদি) চিকিৎসা
	খ. দাঁত ওঠানো
	গ. দাঁতের স্কেলিং
	ঘ. দাঁতের ফিলিং
	ঙ. রুট ক্যানেল (আরসিটি)

[49] স্ক্যাবিস; দাদ; ইম্পেটিগো; ত্বকের প্রদাহ; একজিমা

টেবিল ৪৭: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিরাময়মূলক সেবা	
১৪. বিকল্প (অল্টারনেটিভ) চিকিৎসা ব্যবস্থা	ক. হোমিওপ্যাথি/আয়ুর্বেদিক/ইউনানি
১৫. জেনারেল সার্জারি	ক. মাইনর অস্ত্রোপচার • হার্নিয়া • (হাইড্রোসেল) • খৎনা • অ্যাপেন্ডিক্সের অপসারণ ইত্যাদি
	খ. মেজর অস্ত্রোপচার • পেটের অস্ত্রোপচার • পিত্তথলির অপসারণ ইত্যাদি
১৬. কার্ডিওলোজি	ক. বাত জ্বর ব্যবস্থাপনা
	খ. ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ (আইএইচডি) ব্যবস্থাপনা
	গ. মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন (নন-স্টেমি) ব্যবস্থাপনা
	ঘ. হার্ট ফেইলিয়ার (জরুরি ব্যবস্থাপনা উদ্দ্যোগ গ্রহণ এবং রেফারেল)
১৭. অর্থোপেডিক্স	ক. স্থানচ্যুতির সংশোধন
	খ. হাড় ভাঙার ব্যবস্থাপনা • ওপেন রিডাকশন অ্যান্ড ইন্টার্নাল ফিক্সেশন
	গ. ট্রমা সেবা
১৮. চিকিৎসা পুনর্বাসন সেবা	ক. ফিজিওথেরাপি
	খ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সেবা
১৯. যৌন ও লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা	ক. সনাক্তকরণ
	খ. প্রাথমিক কাউন্সেলিং
	গ. জরুরি গর্ভনিরোধ
	ঘ. ছোট আঘাতের চিকিৎসা
	ঙ. যৌনবাহিত সংক্রমণ প্রতিরোধ
	চ. মানসিক সহায়তা
	ছ. চিকিৎসা ও আইনগত পরীক্ষা
ক. জরুরি সেবা ব্যবস্থাপনা	খ. ছোট জখমের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা
	গ. এলার্জিক[50] প্রতিক্রিয়া
	ঘ. ডুবে যাওয়া রোগীর ব্যবস্থাপনা
	ঙ. সড়ক দূর্ঘটনাজনিত জখমের প্রাথমিক চিকিৎসা
	চ. কার্ডিওপালমোনারি রিসাসিটেশন (সিপিআর)
	ছ. বিষক্রিয়া
	জ. সাপের কামড়
	ঝ. জীবজন্তুর কামড়

[50] মৌমাছির হুল, খাবারে অ্যালার্জি, ধুলোর অ্যালার্জি ইত্যাদি

টেবিল ৪৭: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিরাময়মূলক সেবা	
	ঞ. শারীরিক নির্যাতন
	ট. ট্রমা সেবা

সেবাখাত ৩: পরীক্ষা-নিরীক্ষা সেবা

পরীক্ষা-নিরীক্ষা সেবাগুলো স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের উপযুক্ত চিকিৎসা প্রদানে সহায়তা করে। একটি ৫০ শয্যার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ল্যাবরেটরি, রেডিওলজি ও ইমেজিং এবং রক্ত পরিসঞ্চালন ইউনিটে প্রস্তাবিত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা- নিরীক্ষা সেবাগুলোর একটি তালিকা টেবিল ৪৮-এ দেওয়া হলো।

টেবিল ৪৮: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সেবার তালিকা

ল্যাবরেটরি সেবা	রেডিওলজি এবং ইমেজিং	ব্লাড ট্রান্সফিউশন
হেমাটোলজি	ডিজিটাল এক্স-রে	ব্লাড ট্রান্সফিউশন
কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট (সিবিসি)	আল্ট্রাসনোগ্রাম	
ব্লিডিং এন্ড ক্লটিং টাইম	ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম (ইসিজি)	
ব্লাড গ্রুপিং এবং রেসাস টাইপিং।	ইকোকার্ডিওগ্রাফি	
ব্লাড লিপিড প্রোফাইল		
ব্লাড সুগার		
রক্তের ইউরিয়া		
সিরাম ইলেক্ট্রোলাইট টেস্ট		
কিডনি ফাংশন - রক্তের ইউরিয়া, এস ক্রিয়েটিনিন		
ইউরিক অ্যাসিড লিভার ফাংশন		
ইউরিন প্রেগন্যান্সি টেস্ট		
ইউরিন রুটিন মাইক্রোস্কোপিক টেস্ট (আরএমই)		
স্টুল অ্যানালাইসিস (আরএমই)		
লিভার ফাংশন টেস্ট - এস বিলিরুবিন, অ্যালানিন অ্যামিনো ট্রান্সফারেজ (এএলটি), অ্যাসপারটেট অ্যামিনো ট্রান্সফারেজ (এএসটি), অ্যালকালাইন ফসফেটেজ		
সেরোলজিকাল অ্যানালাইসিস		
র‍্যাপিড প্লাজমা রিএজিন (আর পি আর)/ ভেনেরাল ডিজিস রিসার্চ ল্যাবরেটরী (ভিডি আর এল)		
হেপাটাইটিস-সি ভাইরাস (এইচসিভি)		
হেপাটাইটিস-বি সারফেস অ্যান্টিজেন (এইচবিএসএজি)		
কাউন্সেলিংসহ এইচআইভি পরীক্ষা-নিরীক্ষা		
ক্যান্সার সনাক্তকরণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা		
মাইক্রোবায়োলজিকাল অ্যানালাইসিস		
যক্ষা - এসিড-ফাস্ট ব্যাসিলাই (এএফবি) স্মিয়ার টেস্ট		
ম্যালেরিয়া[51] - ব্লাড স্মিয়ার/ রেপিড ডায়াগনস্টিক (আরডি) অ্যান্টিজেন টেস্ট		
কালাজ্বর[52] - রেপিড ডায়াগনস্টিক টেস্ট		
ডেঙ্গু[53] - ডেঙ্গু এনএস ১ (নন-স্ট্রাকচারাল প্রোটিন), অ্যান্টিবডি- ইমিউনোগ্লোবিউলিন (আইজি) এম, আইজি জি		
উচ্চরক্তচাপের রোগীর স্বাস্থ্য নিরীক্ষণের জন্য ল্যাবরেটরি পরীক্ষা-নিরীক্ষা (এইচটিএন)		
হিস্টোপ্যাথোলজি		

51 নির্দিষ্ট এলাকায়
52 নির্দিষ্ট এলাকায়
53 ডেঙ্গুর উপসর্গযুক্ত রোগীর ল্যাব মনিটরিং

সেবাখাত ৪: ফার্মেসি সেবা

ফার্মেসি স্বাস্থ্য সেবার একটি শাখা যার দায়িত্ব হচ্ছে রোগীদের চাহিদা অনুযায়ী নিরাপদ ও ভালোমানের ঔষধ সরবরাহ করা। মেডিক্যাল অফিসার/কন্সাল্টেন্ট এবং অন্যান্য সহায়ক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের সহযোগিতায় এই সেবা প্রদান করা হয়। ফার্মেসিতে ঔষধ নির্বাচন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং বিতরণের পাশাপাশি রোগীদের নিরাপদ, যথাযথ মাত্রায় এবং সঠিকভাবে ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়।

ঔষধের মান, মজুদ নিয়ন্ত্রণ, ঔষধ সংরক্ষণ, চুরি প্রতিরোধ, মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখ পর্যবেক্ষণ এবং ইঁদুর ও পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে ইলেকট্রনিক ড্রাগ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম স্থাপন করা জরুরী। ফার্মেসি সেবার মধ্যে বহির্বিভাগে একটি ফার্মেসি এবং একটি মেডিকেল স্টোররুম অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অন্তবিভাগের বিভিন্ন ওয়ার্ড, জরুরী বিভাগ, অপারেশন থিয়েটার এবং লেবার রুমের নিজস্ব চাহিদা মেটাতে ছোট ফার্মেসি থাকবে। ফার্মেসী সেবা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক স্ট্যান্ডার্ড নিচে তালিকাভুক্ত করা হলো।

টেবিল ৪৯: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ফার্মেসি সেবা	
১. চাহিদা দাখিল	ক. চাহিদা দাখিলের ক্ষেত্রে ঔষধের দৈনিক চাহিদা এবং চাহিদা দাখিল ও ঔষধ প্রাপ্তির মধ্যবর্তী প্রয়োজনীয় সময় বিবেচনা করা
২. অবকাঠামো	ক. বহির্বিভাগে ফার্মেসির জন্য স্পষ্ট নির্দেশক থাকবে।
	খ. মেডিকেল স্টোররুম ও ফার্মেসি কক্ষগুলো পরিচ্ছন্ন এবং ধুলা-ময়লামুক্ত থাকবে।
	গ. নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যথাযথ কার্যকরী লকসহ ফার্মাসিতে ঔষধ বিতরণের জন্য একটি নিরাপদ আউটলেট থাকবে।
	ঘ. বহির্বিভাগের ফার্মেসিতে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক কাউন্টার ও সারি থাকবে
	ঙ. ঔষধ সংরক্ষনের জন্য তাকঃ ● আলো, স্যাঁতস্যাঁতে স্থান এবং উচ্চতাপমাত্রা থেকে সুরক্ষিত হবে। ● পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকবে।
	চ. ফার্মেসিতে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণঃ ● পরীক্ষিত অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ● ঔষধ সংরক্ষনের জন্য কার্যকর রেফ্রিজারেটর
৩. মেডিসিন সরবরাহ	ক. প্রয়োজনীয় মেডিকেল ও সার্জিকাল আইটেম (এমএসআর) গুলোর জন্য তালিকা (রেজিস্টার/ডিজিটাল) রাখা ● হালনাগাদ তথ্য সম্বলিত বিন কার্ড[54]
	খ. বহির্বিভাগের ফার্মেসির বাইরে বিদ্যমান ঔষধের তালিকা প্রদর্শন
	গ. পরবর্তী ৩ মাসের জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুদ রাখা ● মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ মজুদে না রাখা নিশ্চিত করতে ঔষধের তালিকা নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনার জন্য একটি কার্যকর প্রক্রিয়া
	ঘ. যথাযথ কাউন্সেলিংসহ ঔষধ বিতরণ
	ঙ. প্রতিদিন রেজিস্টার (মজুদ, বিতরণ, চাহিদা তালিক ও ঔষধের ট্যালি শীট) হালনাগাদ করা
৪. যথাযথ ফার্মেসি সেবা অনুশীলন (জিপিপি) নিশ্চিতকরণ	ক. চাহিদা দাখিলপত্র, রেজিস্টার ও মজুদ বজায় রাখা এবং বিতরণের কাউন্সেলিং নিশ্চিত করা
	খ. ঔষধ হস্তান্তরের পূর্বে রোগী/ক্লাইন্ট যাচাইকরণ
	গ. ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রের সাথে ঔষধ, ব্যবহারের সময় ও ডোজের পরিমাণ পুনরায় নিশ্চিত করা

[54] সরঞ্জামাদির স্টকের হিসাব রাখার জন্য স্টোরে ব্যবহৃত মুদ্রিত কার্ড

সেবাখাতঃ রেফারেল

একটি কাঠামোগত রেফারেল প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য হল একটি কার্যকরী উর্ধ্বমুখী এবং নিম্নগামী রেফারেল প্রক্রিয়া চালু করা যাতে জেলা/জেনারেল হাসপাতালের সেবা ও সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং উচ্চপর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের উপর রোগীর চাপ কমানো যায়। রোগীদের প্রয়োজন অনুসারে উচ্চমানের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন স্তরের স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোকে যুক্ত করে চিত্র ১-এ একটি স্বাস্থ্যসেবা রেফারেল প্রক্রিয়া সুপারিশ করা হয়েছে।

সবুজ রঙের তীর চিহ্নিত পথ দুটি রোগীদের উর্ধ্বমুখী রেফারালের দিক নির্দেশ করেঃ (১) ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র/ রুরাল ডিসপেনসারি/ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং (২) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে জেলা/জেনারেল হাসপাতালে। অন্যদিকে রোগীদের জন্য নিম্নগামী রেফারেল কমলা রঙের তীর চিহ্নিত দুটি পথের দিকে নির্দেশিত: (১) জেলা/জেনারেল হাসপাতাল থেকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে এবং (২) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র/ রুরাল ডিসপেনসারি/ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং কমিউনিটি ক্লিনিক।

চিত্র ৬: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জন্য রেফারালের নির্দেশনাসমূহ

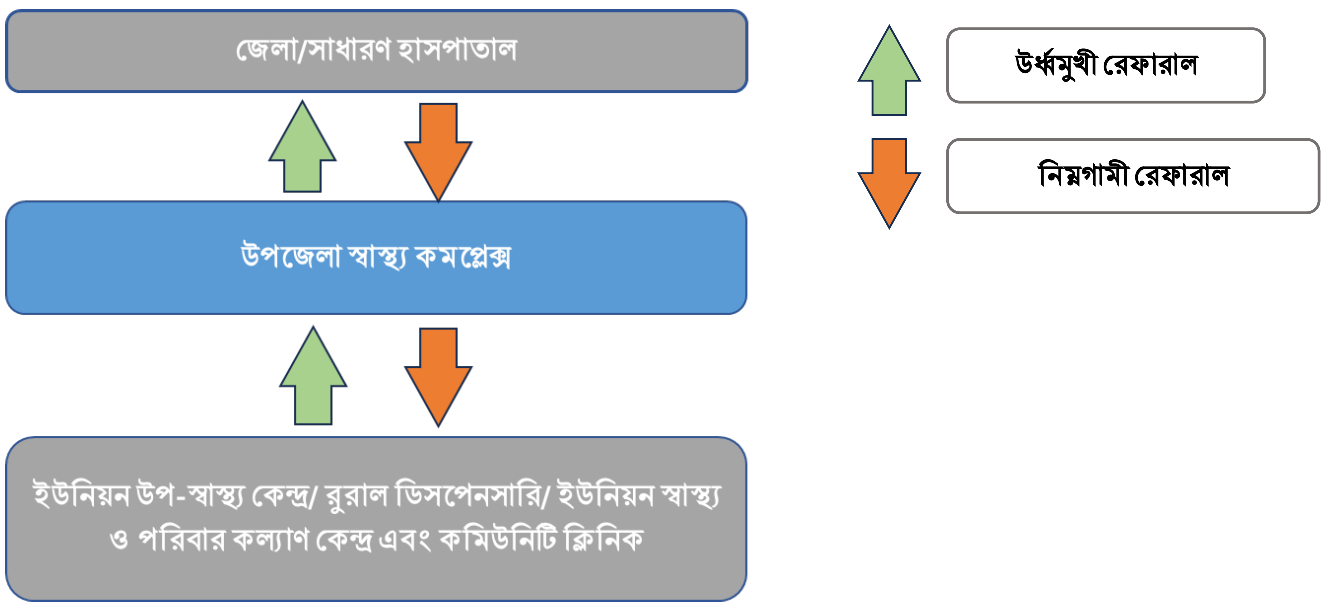

কার্যকর রেফারালের জন্য রোগীর সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করতে রেফারেল স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সাথে স্পষ্ট যোগাযোগ প্রয়োজন। স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীর দায়িত্ব হচ্ছে রেফারেল রেজিস্টার হালনাগাদ করা এবং সকল প্রয়োজনীয় তথ্যসহ রোগীর রেফারেল ফর্মটি পূরণ করা। সকল রেফারেল রোগী রেফারেল স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অগ্রাধিকার পাবে। নিম্নগামী রেফারেলগুলোকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে।

জরুরি ক্ষেত্রে, রেফার্ড রোগীকে রেফারড স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিবহনের জন্য রেফারকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র অ্যাম্বুলেন্স সুবিধা দিয়ে সহায়তা করবে। অ্যাম্বুলেন্সে রোগীর সাথে জীবনরক্ষার জন্য মৌলিক দক্ষতার উপর প্রশিক্ষিত নিবেদিত একজন চালক এবং একজন উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার থাকবে। হাসপাতালে পৌঁছানোর আগে রোগীদের স্থিতিশীল রাখার জন্য অ্যাম্বুলেন্সে অক্সিজেনসহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা থাকবে। টেবিল ৫ এ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে রেফারালের কারণগুলোর একটি নির্দেশিত তালিকা দেওয়া হলো।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ব্যবস্থাপনার জন্য একটি রেফারেল রিসিভিং এবং ট্র্যাকিং থাকবে যা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছানোর পর রেফার্ড রোগী/ক্লায়েন্টদের অগ্রাধিকারমূলক চিকিৎসা এবং প্রয়োজনীয় সুবিধা নিশ্চিত করবে। রোগী এবং সেবা প্রদানকারীদের জন্য রেফারেল প্রক্রিয়া সহজ ও কার্যকরী করতে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে।

টেবিল ৫০: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে রোগী রেফারের কারণসমূহ	
গর্ভকালীন সেবা	• এইচআইভি/এইডস (কাউন্সেলিং এবং পরীক্ষা) • ৩৬ সপ্তাহ পরে বাইরে থেকে গর্ভস্থ শিশুর অবস্থানের পরিবর্তন
প্রসব পরবর্তী সেবা	• প্রসব পরবর্তী জটিলতাসমূহ • অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ • রক্তস্বল্পতা • প্রসব পরবর্তী মানসিক অবস্থা • প্রসব পরবর্তী সংক্রমণ • প্রসূতি জটিলতা - • রক্তক্ষরণ • প্রসব পরবর্তী সংক্রমণ/সেপসিস • প্রসবজনিত ফিস্টুলা • জেনিটাল প্রোল্যাপ্স
অসংক্রামক রোগ	• ডায়াবেটিসের জটিলতা • হৃদরোগ সম্পর্কিত সমস্যা • মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা
চোখ এবং নাক, কান, গলা (ইএনটি)	• চোখের ছানি এবং দৃষ্টিপ্রতিবন্ধকতা • শ্রবণ হ্রাস/ বধিরতা
কার্ডিওলজি	• হার্ট অ্যাটাক (স্টেমি) • জন্মগত এবং হৃদপিন্ডের ভালভের রোগ • হৃদপিন্ড অকার্যকর হওয়া
অন্যান্য	• সড়ক দূর্ঘটনাজনিত আঘাত এবং ট্রমা সেবা • পুড়ে যাওয়া (এসিড, বৈদ্যুতিক, গরম তরল) রোগী • বন্ধ্যাত্ব • লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতার ঘটনাগুলোকে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার/সেল (ওসিসি)-এ রেফারেল
নিম্নোক্ত কারণে রোগীদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে জেলা/জেনারেল হাসপাতালে রেফার করা হবে: • উপরে উল্লেখিত যেকোনো অবস্থা • যদি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রদত্ত চিকিৎসায় রোগীর অবস্থার উন্নতি না হয়। • অন্যান্য যেকোনো অবস্থা যাতে রোগ নির্ণয়ের জন্য আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং উন্নত ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন।	

সেবাখাত ৬: স্বাস্থ্যসেবার মানব সম্পদ

প্রস্তাবিত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মী নিয়োগ প্যাটার্নটি জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা স্ট্যান্ডার্ড (এনএইচএসএস) এর পূর্ববর্তী উপাদানগুলিতে বর্ণিত সেবা সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা মিশ্রণকে প্রতিফলিত করে। চিত্র ৭-এ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সাংগঠনিক কাঠামোর সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হলো, যা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার (ইউএইচএফপিও) এর অধিনস্ত। টেবিল ৫১ বিভাগপ্রতি প্রস্তাবিত কর্মীদের একটি তালিকা নির্দেশ করে।

চিত্র ৭: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সাংগঠনিক কাঠামোর সারসংক্ষেপ

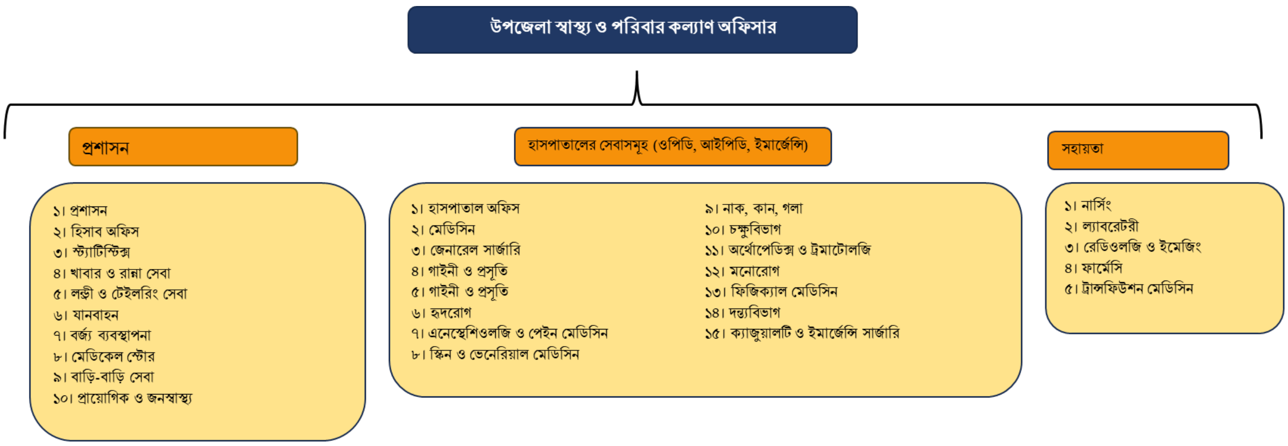

টেবিল ৫১: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্যসেবার মানব সম্পদ			
	বিদ্যমান সংখ্যা	প্রস্তাবিত সংখ্যা	মোট
প্রশাসন			৯
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (ইউএইচএফপিও)	১		
স্ট্যাটিসটিকাল অফিসার[55]		১	
স্ট্যাটিস্টিশিয়ান	১		
প্রধান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক	১		
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	১		
স্টোর কিপার	১		
ক্যাশিয়ার	১		
ড্রাইভার		১[56]	
অফিস সহায়ক	১		
প্রায়োগিক জনস্বাস্থ্য			৫
মেডিকেল অফিসার জনস্বাস্থ্য		২	
মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (স্যানিটারি ইন্সপেক্টর)	১		
মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ইপিআই		১	
অফিস সহকারী	১		
বাড়ি বাড়ি রোগীর সেবা			৩২
স্বাস্থ্য পরিদর্শক	২		
সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক	৫		
স্বাস্থ্য সহকারী	২৪		

55 স্ট্যাটিসটিকাল অফিসার ১০ম গ্রেডের হবে
56 এই ড্রাইভার পদটি ইউএইচএফপিও-র গাড়ির জন্য প্রস্তাবিত

টেবিল ৫১: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্যসেবার মানব সম্পদ			
	বিদ্যমান সংখ্যা	**প্রস্তাবিত সংখ্যা**	**মোট**
টিবি/লেপ্রোসি কন্ট্রোল অ্যাসিসটেন্ট	১		
হাসপাতাল			২১৭
অফিস			১১
আবাসিক মেডিকেল অফিসার[57]	১		
স্বাস্থ্য সহকারী	১		
মেডিকেল টেকনোলজিস্ট	১[58]	-১	
কম্পিউটার অপারেটর	১		
হেলথ এডুকেটর	১[59]	-১	
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	১		
ক্যাশিয়ার	১		
স্টোর কিপার	১		
ইলেক্ট্রো-মেডিকেল টেকনিশিয়ান		১	
মেকানিক কাম ইলেক্ট্রিসিয়ান		১	
প্লাম্বার		১	
অফিস সহায়ক		১	
ড্রাইভার	১		
আউট সোর্সিং[60]			৪৪
ওয়ার্ড বয়	৬		
আয়া	৩	৬[61]	
বাবুর্চী	৩		
সহকারী বাবুর্চী		১	
অফিস সহকারী	৪		
টিকেট ক্লার্ক		৩	
মালী	১	১	
নিরাপত্তা প্রহরী	৩	৫	
ক্লিনার	৬	২[62]	
বহির্বিভাগ			২০
মেডিকেল অফিসার	২	৪[63]	
উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার	১	৩	
হেলথ এডুকেটর		১[64]	
সহায়ক কর্মী		৪	
ডেন্টাল সার্জন	১		
মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ডেন্টাল)	১	১	
মেডিকেল অফিসার এএমসি (হোমিওপ্যাথি/ইউনানী/আয়ুর্বেদিক)	১		
কম্পাউন্ডার	১		
জরুরী বিভাগ			২০

[57] পদটি ৬ষ্ঠ গ্রেডে উন্নীত করা হবে এবং হাসপাতালের দায়িত্ব দেওয়া হবে
[58] সহায়ক সেবার অধীনে প্যাথোলজি ইউনিটে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট পদটি স্থানান্তর করা হবে
[59] হেলথ এডুকেটর পদটি বহির্বিভাগে স্থানান্তর করা হবে
[60] অধিক কার্যকর এবং দক্ষ সেবা প্রদানের জন্য আউট সোর্সিং করা কর্মীদের নিয়মিত রাজস্ব বাজেটে অন্তর্ভূক্ত করা হবে
[61] অতিরিক্ত ৬ জন আয়ার প্রয়োজন (লেবার রুমের জন্য ৩ শিফটে ৩ জন এবং প্রতি শিফটে আরও ৩জন জরুরী বিভাগ, অপারেশন থিয়েটার ইত্যাদি ইউনিটে সেবা প্রদানের জন্য) । বিদ্যমান ৩টি পদের আয়ারা অন্তবিভাগে ৩ শিফটে কাজ করবেন।
[62] বহির্বিভাগ, অন্তবিভাগ এবং জরুরী বিভাগের ৩ শিফটের দায়িত্ব সামলানোর জন্য
[63] বহির্বিভাগের চাপ সামলাতে এবং রোগীদের মানসম্পন্ন চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য ৪টি মেডিকেল অফিসার পদ বাড়ানো হবে।
[64] হেলথ এডুকেটর পদটি অফিস থেকে বহির্বিভাগে স্থানান্তর করা হয়েছে।

টেবিল ৫১: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্যসেবার মানব সম্পদ			
	বিদ্যমান সংখ্যা	**প্রস্তাবিত সংখ্যা**	**মোট**
সহকারি সার্জন	১	৭[65]	
উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার		৪	
স্ট্রেচার বহনকারী	১	৩[66]	
ইমার্জেন্সি অ্যাটেনডেন্ট	১	৩[67]	
অন্তর্বিভাগ			১০৪
কনসালটেন্ট[68] মেডিসিন	১		
কনসালটেন্ট জেনারেল সার্জারি	১		
কনসালটেন্ট গাইনি এবং প্রসূতি	১		
কনসালটেন্ট শিশু	১		
কনসালটেন্ট কার্ডিওলজি	১		
কনসালটেন্ট অ্যানেসথেসিয়া	১		
কনসালটেন্ট ত্বক ও যৌন রোগ	১		
কনসালটেন্ট অপথ্যালমোলজি	১		
কনসালটেন্ট অটোল্যারিঙ্গোলোজি	১		
কনসালটেন্ট অর্থোপেডিক্স এন্ড ট্রমাটোলজি	১		
কনসালটেন্ট ট্রান্সফিউশন মেডিসিন		১	
কনসালটেন্ট ক্লিনিকাল প্যাথলজি		১	
কনসালটেন্ট রেডিওলোজি এন্ড ইমেজিং		১	
কনসালটেন্ট সাইকিয়াট্রি		১	
কনসালটেন্ট ফিজিক্যাল মেডিসিন		১	
কনসালটেন্ট ডেন্টাল		১	
কনসালটেন্ট ক্যাজুয়ালটি এবং ইমার্জেন্সি সার্জারি		১	
অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট	১		
সহকারি সার্জন	২	১৪[69]	
ডায়েটিশিয়ান		১	
কার্ডিওগ্রাফার	১		
অটোক্লেভ অপারেটর		১	
ওটি বয়	১	১	
নার্সিং সুপারভাইজর	১	২	
সিনিয়র স্টাফ নার্স	১৫	৩৫[70]	
মিডওয়াইফ	৪	৮	
সহায়ক সেবা			১৮
রেডিওলজিস্ট		১	
মেডিকেল অফিসার ল্যাবরেটরি মেডিসিন[71]	১		
মেডিকেল অফিসার ট্রান্সফিউশন মেডিসিন		১	

65 জরুরী বিভাগের জন্য সহকারি সার্জন পদের সংখ্যা ৮টি তে উন্নীত করতে হবে, যাতে ৩ শিফটেই তাদের সেবা পাওয়া যায়- প্রতি শিফটে ২জন ডাক্তার থাকবেন এবং রাতের শিফট করা ডাক্তার বিশ্রাম (অফ-ডিউটি) পাবেন।

66 জরুরী বিভাগে স্ট্রেচার বহনকারী পদের সংখ্যা সংখ্যা ৩টি বাড়াতে হবে যাতে ৩ শিফটেই ১জন দায়িত্বে থাকেন এবং রাতের শিফট করা স্ট্রেচার বহনকারী বিশ্রাম (অফ-ডিউটি) পান।

67 জরুরী বিভাগে অ্যাটেনডেন্ট পদের সংখ্যা ৩টি বাড়াতে হবে যাতে ৩ শিফটেই ১জন দায়িত্বে থাকেন এবং রাতের শিফট করা অ্যাটেনডেন্ট বিশ্রাম (অফ-ডিউটি) পান।

68 বর্তমানে বিদ্যমান সকল জুনিয়র কনসালট্যান্ট পদগুলোকে কনসালট্যান্ট পদে পুনর্বিন্যাস করা হবে এবং তারা অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগ উভয় ইউনিটেই সেবা প্রদান করবে। হাসপাতালের যেকোনো জরুরী পরিস্থিতে কনসালট্যান্টরা অন-কল সেবা প্রদান করবে।

69 অন্তর্বিভাগের বিভিন্ন ওয়ার্ডের ৩ শিফটের দায়িত্ব সামলানোর জন্য এবং রাতের শিফটে কাজ করাদের পরের দিন বিশ্রাম (ডে-অফ) নিশ্চিত করতে।

70 ৩টি ওয়ার্ড (পুরুষ, মহিলা ও শিশু) এবং কেবিনগুলোতে ৩টি শিফটেই সেবা নিশ্চিত করার জন্য সিনিয়র স্টাফ নার্স পদের সংখ্যা বাড়াতে হবে।

71 বিদ্যমান সহকারি সার্জন (প্যাথোলজিস্ট) পদটির পুনঃনামকরণ করা হবে।

টেবিল ৫১: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্যসেবার মানব সম্পদ			
	বিদ্যমান সংখ্যা	**প্রস্তাবিত সংখ্যা**	**মোট**
মেডিকেল টেকনোলজিস্ট রেডিওলোজি	১		
মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ল্যাবরেটরি	২[72]		
মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ফিজিওথেরাপি)	১		
মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ব্লাড ট্রান্সফিউশন		১	
ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট	১	২	
সিনিয়র ফার্মাসিস্ট (ডিপ্লোমা)		১	
ফার্মাসিস্ট	১	১	
মেডিকেল ওয়েস্ট ওয়ার্কার		৪[73]	

72 হাসপাতালের অফিস থেকে স্থানান্তরিত হওয়া ১জন সহ
73 সকল ওয়ার্ড এবং কেবিনের জন্য

সেবাখাত ৭: মেডিসিন

টেবিল ৭ এ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের প্রয়োজনীয় ঔষধ, গর্ভনিরোধক এবং ভ্যাক্সিনের একটি নমুনা তালিকা প্রস্তাব করা হয়েছে যা সম্পূর্ণ নয় এবং প্রয়োজনে আরও সংযোজিত হতে পারে।

টেবিল ৫২: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ঔষধের তালিকা[74]	
চেতনানাশক (এনেস্থেটিক্স) এবং অপারেশন পূর্ববর্তী ঔষধ প্রয়োগ	জীবাণুনাশক
হালোথেন	সেট্রিমাইড সহ বা শুধুমাত্র ক্লোরহেক্সিডিন
নাইট্রাস অক্সাইড – চেতনানাশকের জন্য অক্সিজেন	ক্লোরহেক্সিডিন ৭.১% প্রয়োগে একবার নাড়ি ধৌতকরণ
অক্সিজেন	পোভিডোন-আয়োডিন ১০%
কেটামাইন	মূত্ররোধক
লিগনোকেন, অ্যাড্রেনালিন সহ বা ছাড়া	ফ্রুসেমাইড
ব্যাথানাশক (অ্যানালজেসিক্স), জ্বরনাশক (অ্যান্টিপাইরেটিক্স), নন-স্টেরয়েডাল, প্রদাহ নিরোধক (অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি)	থিয়াজাইড
অ্যাসপিরিন	পরিপাকতন্ত্রের ঔষধ
প্যারাসিটামল	ম্যাগনেসিয়াম ট্রাইসিলিকেট সহ বা শুধুমাত্র অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড
পেথিডিন হাইড্রোক্লোরাইড	ফ্যামোটিডিন
আইবুপ্রোফেন	ওমেপ্রাজল
এলার্জিরোধক এবং এনাফাইলেক্সিসের ঔষধ	এসমেপ্রাজল
ক্লোরফেনিরামাইন ম্যালেট	রাবেপ্রাজল
হাইড্রোকোর্টিসোন	মেটোক্লোপ্রামাইড হাইড্রোক্লোরাইড
বিষক্রিয়ায় ব্যবহৃত প্রতিষেধক এবং অন্যান্য উপাদান	ডেক্সট্রোজ সহ বা শুধুমাত্র সোডিয়াম ক্লোরাইড ০.৯%
এক্টিভেটেড চারকোল	হরমোন, অন্যান্য অন্তঃক্ষরা (এন্ডোক্রাইন) সম্পর্কিত ঔষধ এবং গর্ভনিরোধক
অ্যাট্রোপিন ইনজেকশন	এথিনাইল এস্ট্রাদিওল + লেভোনরজেস্ট্রেল
অ্যান্টিকনভালস্যান্ট/অ্যান্টিপিলেপটিক	এথিনাইল এস্ট্রাদিওল + লিনেস্ট্রেনল
ফেনোবারবিটোন	ডেসোজেস্টেরল + এথিনাইল এস্ট্রাডিওল
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ৫০%	লেভোনরজেস্ট্রেল
সংক্রমণরোধক ঔষধ	ডিপো মেড্রোক্সিপ্রোজেস্টেরন
মেবেনডাজল	কপার-টি কন্টেইনিং ডিভাইস
অ্যালবেনডাজল	পুরুষ কনডম
অ্যামক্সিসিলিন	লেভোনরজেস্ট্রেল-রিলিজিং ইমপ্লান্ট
অ্যাম্পিসিলিন	ইনসুলিন, শর্ট অ্যাক্টিং
ফেনোক্সিমিথাইল পেনিসিলিন	মেটফরমিন হাইড্রোক্লোরাইড
বেনজাথাইন পেনিসিলিন	ইমিউনোলজিকাল
প্রোকেন পেনিসিলিন	টিউবারকুলিন, পিউরিফাইড প্রোটিন ডেরিভেটিভ
সেফালেক্সিন	পলিভ্যালেন্ট অ্যান্টিভেনমস
ক্লোক্সাসিলিন	টিটেনাস টক্সয়েড
অ্যামোক্সিক্লাভ	বিসিজি ভ্যাকসিন
এরিথ্রোমাইসিন	ডিপিটি ভ্যাকসিন পেন্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন (ডিপিটি, হেপাটাইটিস বি, এইচআইভি)
ক্লোরামফেনিকোল	নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন (পিসিভি)
ডক্সিসাইক্লিন	পোলিওমাইলাইটিস ভ্যাকসিন (ওপিভি এবং আইপিভি)
কো-ট্রাইমোক্সাজল	এম আর ভ্যাকসিন (হাম ও রুবেলা)

[74] বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দ্বারা নির্ধারিত ঔষধ কেবলমাত্র সেই বিভাগে দায়িত্বরত কনসালট্যান্ট থাকলেই সংগ্রহ করা হবে।

টেবিল ৫২: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ঔষধের তালিকা[74]	
মেট্রোনিডাজল	হাম রোগের ভ্যাকসিন
রিফ্যামপিসিন, আইসোনিয়াজিড সহ বা ছাড়া	হেপাটাইটিস-বি ভ্যাকসিন
ইথাম্বুটল সহ বা শুধুমাত্র রিফ্যামপিসিন + আইসোনিয়াজিড + পাইরাজিনামাইড	অপথ্যালমোলজিকাল প্রিপারেশন
রিফ্যামপিসিন + আইসোনিয়াজিড + ইথাম্বুটল	জেন্টামাইসিন
ক্লোট্রিমাজল	টেট্র্যাসেন/অ্যামেথোকেন
নাইস্ট্যাটিন	অক্সিটোসিক এবং প্রসূতিসংক্রান্ত ঔষধ
লুমেফ্যান্ট্রিন সহ বা শুধুমাত্র আর্টেমেথার	অক্সিটোসিন
আর্টিসুনেট	মিসোপ্রোস্টল
কুইনাইন	মিফেপ্রিস্টোন
প্রাইমাকুইন	**মানসিক এবং আচরণ সংক্রান্ত সমস্যার ঔষধ**
ক্লোরোকুইন	ডায়াজেপাম
মাইগ্রেনরোধক ঔষধ	রিসপেরিডোন
এসিটাইল স্যালিসাইলিক অ্যাসিড	হ্যালোপেরিডল
ব্লাড প্রোডাক্ট এবং প্লাজমা সাবস্টিটিউট	অ্যামিট্রিপটিলিন
এসিডি ব্লাড প্যাক/ডবল ব্যাগ/ট্রিপল ব্যাগ	ফ্লুক্সেটিন
হৃদরোগের ঔষধ	কার্বামাজেপিন
অ্যাসপিরিন, ক্লপিডগ্রেল	প্রোসাইক্লিডিন
আইসোসরবাইড ডাইনাইট্রেট	**শ্বাসনালির ঔষধ**
ডিগোক্সিন	সালবিউটামল
গ্লিসারিল টাইনাইট্রেট	সালবিউটামল ইনহেলার
মেটোপ্রলোল	স্টেরয়েড ইনহেলার
এনালাপ্রিল	নেবুলাইজেশন সলিউশন (সালবিউটামল + স্টেরয়েড)
হাইড্রোক্লোরোথিয়াজাইড	অ্যাড্রেনালিন/এপিনেফ্রিন
অ্যামলোডিপাইন	থিওফাইলিন
লোসারটান পটাসিয়াম	**শরীরে পানি, ইলেকট্রোলাইট, অম্ল-ক্ষার ইত্যাদির ভারসাম্যহীনতার চিকিৎসায় ব্যবহৃত সলিউশনস**
এ্যাটোরভাস্টাটিন	ওরাল রিহাইড্রেশন সল্ট (ওআরএস)
ইনজেকশন: এনোক্সাপেরিন	কলেরা ফ্লুইড
চর্মরোগের ঔষধ (সাময়িক)	পানিতে ডেক্সট্রোজ ৫%, ২৫% এবং ৫০%
মাইকোনাজল	গ্লুকোজ
পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট	সোডিয়াম ক্লোরাইডসহ গ্লুকোজ
সিলভার সালফাডায়াজিন	সোডিয়াম ক্লোরাইড
জেন্টিয়ান ভায়োলেট	স্টেরাইল/পাইরোজেন মুক্ত ইনজেকশনের জন্য ওয়াটার
সালফেট ব্যাসিট্রাসিন সহ বা শুধুমাত্র নিওমাইসিন	**ভিটামিন এবং মিনারেলস**
স্যালিসিলিক অ্যাসিড + বেনজোয়িক অ্যাসিড	অ্যাসকরবিক অ্যাসিড/ভিটামিন সি
বেনজিল বেনজোয়েট	ভিটামিন এ
ডায়াগনস্টিক এজেন্ট	ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স
ফ্লুরোসেইন	ভিটামিন কে
শিশুদের নাক, কান, গলার চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধ	ক্যালসিয়াম
সিপ্রোফ্লক্সাসিন	ফলিক অ্যাসিড সহ বা শুধুমাত্র ফেরাস সালফেট/ফিউমারেট
জেন্টামাইসিন + হাইড্রোকোর্টিসোন	ফলিক এসিড
	জিঙ্ক

সেবাখাত ৮: যন্ত্রপাতি

যন্ত্রপাতির সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে-

১. যন্ত্রপাতির প্রোকিউরমেন্ট, ত্রুটি, রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত, এবং অপসারনসহ সকল রেকর্ড রাখা।
২. সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি পরিচালনার জন্য অনুমোদিত কর্মীরা যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত ও পুন: প্রশিক্ষিত হবে এবং কোনো অপ্রশিক্ষিত ব্যক্তি যন্ত্রপাতি পরিচালনা করবে না।
৩. ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির জন্য সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা, যেমন- ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার, জরুরী অবস্থার জন্য স্বয়ংক্রিয় সুইচ ওভার (জেনারেটর), থাকবে।

উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির একটি প্রস্তাবিত তালিকা নিচে দেওয়া হলো। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির পরিমান প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানকারীদের উপস্থিতি, রোগীর চাপ ইত্যাদি বিবেচনা করে স্থানীয়ভাবে নির্ধারন করা হবে। উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে বিদ্যমান যন্ত্রপাতির তালিকা টেবিল ৫৩ এ দেওয়া হলো।

টেবিল ৫৩: উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সের যন্ত্রপাতির তালিকা

বেসিক মেডিকেল যন্ত্রপাতি	**চোখ এবং ইএনটি সার্জারি**
স্টেথোস্কোপ	মাইক্রোস্কোপ
রক্তচাপ পরিমাপক যন্ত্র	ডায়াগনস্টিক সেট অথবা ওটোস্কোপ
এডাল্ট স্কেল	শ্রবণশক্তি পরিমাপক যন্ত্রপাতি
টর্চ	দৃষ্টি পরীক্ষার চার্ট (স্নেইল চার্ট)
ঘড়ি	**প্রসুতি এবং গাইনি (লেবার রুম এবং ওটি)**
শ্বাস-প্রশ্বাস গণনার (এআরআই) টাইমার	পার্টোগ্রাফ
উচ্চতা মাপার বোর্ড	অবস্ট্রেটিক চিমটা (ফোর্পস)
এমইউএসি টেপ	ফিটাল ডপলার
থার্মোমিটার	স্পেকুলা
গ্লুকোমিটার	ম্যানুয়াল ভ্যাকুয়াম এস্পিরেশন সেট
সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ	অবস্ট্রেটিক ভ্যাকুয়াম মেশিন (ভেন্টোজ)
অটোক্লেভ	অবস্ট্রেটিক স্কোয়াটিং চেয়ার
স্টেরিলাইজার যন্ত্র	বার্থিং বল
জেনারেল সার্জারির যন্ত্রপাতি	লেবার টেবিল
ওটি লাইট	রেডিয়েন্ট ওয়ার্মার
হাইড্রোলিক ওটি টেবিল	ট্রলিসহ নরমাল ডেলিভারি সেট[75]
ইলেকট্রিক সাকশন মেশিন	নবজাতকের ট্রলিসহ রিসাসিটেশন সেট[76]
চেতনানাশক যন্ত্র	প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরনের (পিপিএইচ) সেট ট্রে
কার্ডিয়াক মনিটর	এক্লাম্পশিয়া ট্রে
পালস অক্সিমিটার	নবজাতকের পরিমাপক স্কেল
গ্যাস সিলিন্ডার (অক্সিজেন) (ব্যাকআপ)	**পেডিয়াট্রিক**
গ্যাস সিলিন্ডার (নাইট্রাস অক্সাইড)	ফোটোথেরাপি ইউনিট
সুচার ড্রেসিং সেট (চিমটা, কাঁচি ইত্যাদি)	পেডিয়াট্রিক (সালটার) স্কেল
ইউনিভার্সাল আই স্পেকুলাম	গ্রোথ মনিটরিং চার্ট
সাধারন কাঁচি	ইশিহারা চার্ট
স্প্রিংযুক্ত কাঁচি	**মেডিকেল পুনর্বাসন**
এসি ক্যানুলা	শোল্ডার হুইল
১৫ ডিগ্রি সাইড পোর্ট	এক্সারসাইজ বাইসাইকেল

[75] শিট, এপ্রোন, ব্লেড, সুতা ইত্যাদি
[76] বেবি মাস্কসহ আম্বু ব্যাগ, ল্যারিঙ্গোস্কোপ, ইটিটি, পেঙ্গুইন সাকার ইত্যাদি

টেবিল ৫৩: উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সের যন্ত্রপাতির তালিকা	
২.৪ মিলিমিটার ছুরি	গেইট ট্রেনিং এপারেটাস
ভিসকোইলাস্টিক জেল	ইনফ্রারেড ল্যাম্প
চপার	**ল্যাবরেটরি**
ডায়ালার	মাইক্রোস্কোপ
সিনিস্কি	স্পুটাম, রক্তের নমুনার বোতল এবং অন্যান্য নমুনা সংগ্রহ এবং পরীক্ষা
সেন্ট মার্টিন ফরসেপস	ইলেকট্রিক/হ্যান্ড ক্র্যাংক সেন্ট্রিফিউজ
ম্যাক ফরসেপস	অ্যানালাইজার
পাঞ্চটাম ডাইলেটর	**রেডিওলোজি ও ইমেজিং এবং অন্যান্য**
প্রোব	ইসিজি যন্ত্র
৬/০ ভাইক্রিল সুচার	আল্ট্রাসনোগ্রাম
১০/০ মনোফিলামেন্টস	স্বয়ংক্রিয় প্রসেসরসহ ডিজিটাল এক্স-রে মেশিন
ডিসিআর টিউব	দন্ত্যবিভাগ[77]
বোন পাঞ্চ	**ব্লাড ট্রান্সফিউশন ইউনিট**[78]
ট্রেফাইন ব্লু	ব্লাড ট্রান্সফিউশন বেড
পেরিওস্টিয়াম	সেট
অস্টিওটোম	রেফ্রিজারেটর
হাতুড়ি	**মেডিকেল স্টোর**
চিসেল	রেফ্রিজারেটর
জিমি রিট্র্যাক্টর	আলমারি এবং র‍্যাক
বোন হোল্ডার	চেয়ার এবং টেবিল
এও ক্ল্যাম্প/বোন হোল্ডার	দেয়াল ঘড়ি
ইলেক্ট্রিক ড্রিল, ড্রিল বিট	
প্লেট এবং স্ক্রু (বিভিন্ন সাইজ)	
কে ওয়্যার, সার্জিকাল ওয়্যার	
স্ক্রু ড্রাইভার	
বোন কাটার	
সিজারিয়ান সেকশন সেট	
ল্যারিঙ্গোস্কোপস	
প্রোকটোস্কোপ	
ল্যাপারোটোমি সার্জিকাল ইন্সট্রুমেন্টাল সেট	
হিস্টেরেক্টমি সেট	
ডায়াথার্মি সেট	

[77] ডেন্টাল চেয়ার, টুল, লাইটিং, হাইড্রিক বক্স, অ্যাসপিরেশন, কাসপিডর, এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি
[78] চেয়ার, রেফ্রিজারেটর, ব্লাড টিউব সিলার, ব্লাড ট্রান্সফিউশন সেট ইত্যাদি

সেবাখাত ৯: অন্যান্য সরঞ্জামাদি

নিচে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির একটি তালিকা প্রদান করা হল

টেবিল ৫৪: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির তালিকা	
আসবাবপত্র	**যানবাহন ব্যবস্থা**
রোগী পরীক্ষার টেবিল	অ্যাম্বুলেন্স
বেডসাইড লকারসহ রোগীর বিছানা (ফাউলার বেড)	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাদের জন্য যাণোবাহোণ ব্যবস্থা
টেবিল	**মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা**
বিতরণ টেবিল	কালো বিন
চেয়ার	হলুদ বিন
হুইলচেয়ার	লাল বিন
টুল	সবুজ বিন
বেকরেস্ট সুবিধা সম্পন্ন বেঞ্চ	নীল বিন
	গামলা (নীল)
বৈদ্যুতিক পাথা	পরিষ্কার করার ব্রাশ (ড্রেইন ব্রাশ), গামলা, মগ, বালতি ইত্যাদি
তাক বা র‍্যাক	কোদাল, বেলচা
আলমারি	সূঁচ আলাদা এবং নষ্ট করার যন্ত্র
স্ট্রেচার	বর্জ্য পরিবহনের ট্রলি
ড্রিপ স্ট্যান্ড	ময়লার ব্যাগ
রোগী পরিবহনের ট্রলি	
খাবার পরিবহনের ট্রলি	
ঔষধ পরিবহনের ট্রলি	
প্রিন্টার	নিরাপত্তা ব্যবস্থা
ফটোকপি মেশিন	অগ্নি নির্বাপন সরঞ্জামাদি (নির্বাপক যন্ত্র, নিরোধক কম্বল ইত্যাদি)
স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অবকাঠামো	ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা
জেনারেটর/সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা	
ইলেকট্রিক মোটর ব্যবস্থাসহ গভীর নলকূপ	
পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা	
কেন্দ্রীয়ভাবে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা	
শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা	
বৈদ্যুতিক পাখা এবং বাতি	

সেবাখাত ১০: ডিজিটালাইজেশন/ তথ্য প্রযুক্তি

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোর পরিচালনা, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ এবং প্রতিবেদন প্রেরণ সম্পূর্ণরূপে ডিজিটাল হতে হবে। ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিতে আসা প্রত্যেক রোগী/ক্লায়েন্টকে একটি স্থায়ী পেশেন্ট আইডি নম্বর (পিআইডি) দেয়া হবে। পিআইডি নম্বর রোগী/ক্লায়েন্টের বয়সের ভিত্তিতে জন্ম নিবন্ধন নম্বর.[79] অথবা জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (এনআইডি).[80] থেকে গৃহীত হবে। পিআইডি নম্বর রোগী/ক্লায়েন্টের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসার পূর্বের রেকর্ড পর্যবেক্ষণে ব্যবহার করা হবে, যা সেবা প্রদানকারীদের রোগীর চিকিৎসার ইতিহাস নিরীক্ষায় সহায়তা করবে। একইভাবে, পিআইডি নম্বর অন্যান্য সকল সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতেও কার্যকর হবে। রোগী/ক্লায়েন্টের তথ্য নিয়মিত স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বর্তমান প্ল্যাটফর্মে প্রেরিত হবে। সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোর মধ্যে এবং ফার্মেসিগুলোতে ইলেকট্রনিক ড্রাগ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমের মাধ্যমে রোগীর রেফারেল প্রক্রিয়াতেও ডিজিটালাইজেশন অন্তর্ভুক্ত হবে।

লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (ল্যান) সংযোগের মাধ্যমে ভর্তিকৃত রোগী/ক্লায়েন্টের তথ্য ইলেকট্রনিকভাবে বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানকারী যেমন চিকিৎসক, ফার্মাসিস্ট, ল্যাবরেটরি টেকনোলজিস্ট, মিডওয়াইফদের মধ্যে আদান-প্রদান হবে।

ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত সরঞ্জামাদি এবং ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন:

১. ল্যাপটপ/ডেস্কটপ কম্পিউটার
২. প্রিন্টার
৩. ইন্টারনেট – মডেম এবং সিম কার্ড
৪. লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (ল্যান)
৫. ভিডিও কনফারেন্সিং টুলস
৬. রোগী নিবন্ধন এবং ইলেকট্রনিক মেডিক্যাল রেকর্ডের জন্য ওয়েব-ভিত্তিক অ্যাপ

[79] ১৮ বছরের নিচে
[80] ১৮ বছর ও তার উর্ধ্বে

সেবাখাত ১১: ভৌত অবকাঠামো

জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা স্ট্যান্ডার্ড-এ প্রস্তাবিত অতিরিক্ত কর্মকতা-কর্মচারীদের জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অতিরিক্ত জায়গার প্রয়োজন হবে। সেজন্য, এই স্ট্যান্ডার্ডস নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয়তাগুলো অন্তর্ভুক্ত করতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পুনঃডিজাইনের পরামর্শ দেয়:

টেবিল ৫৫: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জন্য ভৌত অবকাঠামো স্টান্ডার্ড		
১. প্রদর্শন ও নির্দেশক	ক.	স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রবেশদ্বার(গুলো)তে বাংলায় সেবা প্রদানের সময়সূচি এবং সাইনবোর্ড প্রদর্শিত হবে।
	খ.	স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রধান এবং সংযোগকারী সড়কগুলোতে পর্যাপ্ত এবং স্পষ্ট নির্দেশক প্রদর্শন করা থাকবে।
	গ.	সিটিজেন চার্টার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের প্রবেশদ্বারে বাংলায় সিটিজেন চার্টার প্রদর্শিত থাকবে।
	ঘ.	এভেইলেবল ঔষধের তালিকা প্রদর্শিত থাকবে এবং প্রতিদিন হালনাগাদ করা হবে।
	ঙ.	নিরাপত্তা, ঝুঁকি এবং সতর্কতার নির্দেশকগুলো প্রাসঙ্গিক স্থানে স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করা থাকবে।
	চ.	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যেমন যোগাযোগের নম্বর (যেমন, ফায়ার সার্ভিস, পুলিশ, এ্যাম্বুলেন্স এবং রেফারেল সেন্টার) স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত থাকবে।
	ছ.	প্রদত্ত পরিষেবা, পরিচ্ছন্নতার সময়সূচী, মাসিক কর্মকৃতি চার্ট এবং প্রাসঙ্গিক আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ (বিসিসি) বার্তাসমূহ কক্ষগুলোতে স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করতে হবে।
২. রক্ষণাবেক্ষণ	ক.	স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রাঙ্গণ উত্তমভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে এবং ● আবর্জনা ● বাণিজ্যিক ব্যানার, পোস্টার, এবং পেইন্টিং ● অ-কার্যকর সরঞ্জাম এবং ● অননুমোদিত স্থাপনা ইত্যাদি মুক্ত থাকবে
	খ.	স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভবন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে। কর্মচারীরা নিম্নবর্ণিত কাজের ক্ষেত্রে লিখিত নীতিমালা, পদ্ধতি এবং সময়সূচী অনুসরণ করবে: ● সকল সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, মেঝে, দেয়াল, সংরক্ষণাগার এবং অন্যান্য সারফেস ও এলাকা জীবাণুমুক্ত ও পরিষ্কারকরণ। ● বিশেষায়িত এলাকা যেমন অপারেশন থিয়েটার (ওটি), লেবার রুম, জরুরি ওয়ার্ড ইত্যাদি পরিষ্কারকরণ।
৩. উপযোগিতা	ক.	স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভবন প্রতিবন্ধীসহ সকলের জন্য ব্যবহারবান্ধব হতে হবে ● চলাচলে অক্ষম রোগীদের জন্য প্রবেশদ্বার/রিসেপশনে কার্যকরী হুইলচেয়ার, রোগী ট্রলি এবং স্ট্রেচার প্রস্তুত থাকবে। ● হাসপাতালের সমস্ত পেশেন্ট এরিয়া হুইলচেয়ার দ্বারা সহজেই প্রবেশযোগ্য হবে। ● বহুতল ভবনগুলোতে র‍্যাম্প অথবা অপারেটরসহ কার্যকরী লিফট থাকবে।
	খ.	করিডোর, স্টোরেজ এলাকা, প্যাসেজওয়ে এবং সিঁড়িগুলো পর্যাপ্ত আলোকিত হবে।
	গ.	প্রবেশপথ এবং বহির্গমন সর্বদা প্রতিবন্ধকতাহীন থাকবে।
	ঘ.	পেশেন্ট পাথওয়ে অনুযায়ী রুমের বিন্যাস।
	ঙ.	মেঝের পৃষ্ঠ অপিচ্ছিল এবং সমতল হবে।
৪. কক্ষসমূহ	ক.	একাধিক টিকেট কাউন্টার[81]
	খ.	বহির্বিভাগে কনসাল্টেশন রুম
	গ.	ক্লায়েন্ট/রোগী এবং এটেন্ডান্টদের জন্য ওয়েটিং এলাকা ● পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়েটিং এলাকা।
	ঘ.	ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার
	ঙ.	জরুরী বিভাগের জন্য প্রতিবন্ধকতাহীন প্রবেশদ্বার ● শয্যাবিশিষ্ট পর্যবেক্ষণ রুম
	চ.	লেবার রুমের সাথে পাইপলাইনের মাধ্যমে পানির সরবরাহ সহ এটাচড বাথরুম
	ছ.	অপারেশন থিয়েটার
	জ.	ল্যাবরেটরি ● পর্যাপ্ত আলো-বাতাসপূর্ণ ল্যাবরেটরি ● নমুনা ও রিএজেন্টের জন্য পর্যাপ্ত স্টোরেজ সুবিধা যা কর্মীরা সহজেই ব্যবহার করতে পারে ● সকল ল্যাবরেটরি সরঞ্জামের জন্য নিরীক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ শিডিউল ব্যবহার এবং সম্পন্ন করা।
	ঝ.	রেডিয়েশন থেকে সুরক্ষা ব্যবস্থাসম্পন্ন রেডিওলজি এবং ইমেজিং রুম ● সরঞ্জামাদির চুক্তির শর্ত পূরণ এবং যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক এবং রেডিওশন নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ইনস্টলেশনের সময় সকল সরঞ্জাম পরীক্ষা করা।

[81] পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য পৃথক টিকেট কাউন্টার

টেবিল ৫৫: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জন্য ভৌত অবকাঠামো স্ট্যান্ডার্ড	
	● পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ১৯৯৭ অনুসারে রেডিওলজি সরঞ্জামাদি কেবলমাত্র রেডিওশন থেকে সুরিক্ষিত কক্ষে স্থিতিশীল, কার্যকর এবং ইনস্টল থাকবে।
	ঞ. জেনারেল স্টোর
	ট. মেডিসিন স্টোর জেনারেল স্টোর থেকে আলাদা হবে
	ঠ. শৌচাগার: বহির্বিভাগ এবং অন্তবিভাগে পুরুষ, মহিলা এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহসহ পৃথক শৌচাগার।
	ড. পাইপালাইনের পানি, তরল সাবান এবং/অথবা স্যানিটাইজার সুবিধাসহ একাধিক হাত ধোয়ার স্থান যার কয়েকটি পরিষেবা প্রদানকারীদের জন্য পরামর্শ কক্ষের ভিতরে এবং কয়েকটি পরিষেবা গ্রহণকারিদের জন্য ওয়েটিং এরিয়াতে থাকবে।
৫. **ইউটিলিটি সুবিধাসমূহ**	ক. বিদ্যুৎ: সমগ্র স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য জেনারেটর বা সোলারের মাধ্যমে ব্যাক-আপ পাওয়ারসহ বিদ্যুৎ সরবরাহ সংযোগ।
	খ. পানি: নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থাসহ পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ গ. পরিষ্কার এবং দূষণমুক্ত পানির জন্য সরবরাহ লাইন ও স্টোরেজ ব্যবস্থা।
	ঘ. স্যানিটেশন: নিষ্কাশন ব্যবস্থা পরিষ্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে।
	ঙ. সেন্ট্রাল অক্সিজেন সাপ্লাই
	চ. অগ্নিনিরোধক ব্যবস্থা: গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় দৃশ্যমান এবং অ্যাক্সেসযোগ্য অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র এবং ফায়ার হোজ থাকবে।

সেবাখাত ১২: সংক্রমণ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

রোগী এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী উভয়কে রোগবালাই থেকে সুরক্ষিত রাখতে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে সংক্রমণ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংক্রমণের বিস্তার নিয়ন্ত্রণ না করা হলে হাসপাতালে চলাচল, পরিদর্শন এবং পরিচালনা অনিরাপদ হয়ে উঠবে।

টেবিল ৫৬: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা		
সংক্রমণ প্রতিরোধ		
১. **পরিচ্ছন্নতা**	ক.	রোগী/ক্লায়েন্ট, পরিদর্শক/এটেনডেন্টস এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সরঞ্জামাদি এবং সাপ্লাইস পরিষ্কার ও নিরাপদ রাখতে হবে।
	খ.	স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রাঙ্গণ ময়লা-আবর্জনা মুক্ত থাকবে।
	গ.	সরঞ্জামাদি, মেঝে এবং দেয়াল বডি ফ্লুইডস, থুতু এবং ধুলোবালি মুক্ত থাকবে। ● মেঝে এবং দেয়াল পরিষ্কার করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক এবং ডিটারজেন্ট ব্যবহার করতে হবে। ● জীবাণুনাশক দিয়ে ধুয়ে-মুছে সর্বদা পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে । ● শৌচাগারগুলো জীবাণুনাশক এবং ডিটারজেন্ট ব্যবহার করে পরিষ্কার করতে হবে।
	ঘ.	অপারেশন থিয়েটার (ওটি) প্রয়োজনীয়তা অনুসারে নিয়মিতভাবে ফিউমিগেশন করা
২. **হাইজিন**	ক.	পাইপলাইনের পানি, সাবান, অ্যালকোহলযুক্ত জীবাণুনাশকের সরবরাহ
	খ.	সাবান এবং/অথবা স্যানিটাইজার দিয়ে নিয়মিত হাত ধোয়া
৩. **নির্দেশনাবলি**	ক.	যথাযথ হাত ধোয়া এবং সংক্রমণ প্রতিরোধ পদ্ধতির নির্দেশনাবলী প্রদর্শিত থাকবে।
৪. **সুরক্ষামূলক যন্ত্রপাতি**	ক.	মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভসের এর যথাযথ সরবরাহ
	খ.	সেবা প্রদানকারীদের মাস্ক এবং হ্যান্ড গ্লাভসের নিয়মিত ব্যবহার।
৫. **অপসারণ**	ক.	চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ অনুসারে চিকিৎসা বর্জ্যের নিরাপদ চূড়ান্ত অপসারণ
	খ.	অটো ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ ও সূচের ব্যবহার এবং চিকিৎসা বর্জ্যের সাথে যথাযথ অপসারণ।
চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা		
১. **নির্দেশনাবলী**	**ক.**	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একটি নথিভুক্ত বর্জ্য অপসারণ কৌশল থাকতে হবে, যাতে প্রোটোকল, দায়িত্বাবলী, বর্জ্য সংগ্রহের সময়সূচী এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির তালিকা (যেমন, বিন এবং ব্যাগ) নির্দিষ্ট থাকবে।
	খ.	চিকিৎসা বর্জ্য উৎপন্ন হয় এমন সকল জায়গায় বর্জ্য পৃথকীকরণ এবং সংরক্ষণের নির্দেশিকা স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান থাকবে। ● নির্দেশিকায় বর্জ্য পৃথকীকরণের জন্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ অনুসারে কালার কোডেড বিনের ব্যাপারে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে। ● চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচারণায় আইইসি উপকরণগুলো সেবা প্রদানকারী এবং গ্রহণকারী উভয়ের জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিভিন্ন জায়গায় প্রদর্শিত থাকবে।
২. **সক্ষমতা বৃদ্ধি**	ক.	সংক্রামক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মচারীদের বর্জ্যের ঝুঁকি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রয়োজন।
৩. **রক্ষণাবেক্ষণ ও লজিস্টিক**	ক.	সকল বর্জ্য অবশ্যই চুরি, ভাঙচুর এবং জীবজন্তুর সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখতে হবে।
	খ.	বর্জ্যকে উৎসেই পৃথকীকরণ করতে হবে।
	গ.	পর্যাপ্ত সংখ্যায় বিভিন্ন কালার কোডেড বিন থাকবে।
	ঘ.	চিকিৎসা বর্জ্য টেবিল ৫৬-তে উল্লেখিত প্রোটোকল অনুসারে যথাযথ এবং সঠিকভাবে অপসারণ করতে হবে।

টেবিল ৫৭: চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রোটোকল		
উৎসে বর্জ্য পৃথকীকরণ	কালার কোডেড বিন	অপসারণ পদ্ধতি
১. অ-বিপজ্জনক, অসংক্রামক, সাধারণ বর্জ্য	কালো	পোড়ানো এবং/অথবা পুঁতে ফেলা (সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের গর্ত থেকে পৃথক গর্তে[82]), অথবা পৌরসভা আবর্জনা সংগ্রহকারীদের কাছে হস্তান্তর
২. পুনঃব্যবহারযোগ্য অ-বিপজ্জনক বর্জ্য	সবুজ	পুনঃব্যবহার অথবা পৌরসভা আবর্জনা সংগ্রহকারীদের কাছে হস্তান্তর
৩. বিপজ্জনক, সংক্রামক বর্জ্য	হলুদ	পোড়ানো এবং/অথবা পুঁতে ফেলা (পূর্ব-প্রস্তুতকৃত গর্তে[83])
৪. বিপজ্জনক, ধারাল বর্জ্য	লাল	আলাদা গর্তে[84] পুতে ফেলা
৫. বিপজ্জনক, সংক্রামক তরল বর্জ্য	নীল	জীবাণুনাশক যোগ করে ৩০ মিনিট রেখে ড্রেনে ফেলা

82 বর্জ্যের গর্তের তল কংক্রিট বা অন্য কোন উপায়ে ঢাকা যাবে না
83 বর্জ্যের গর্তের তল কংক্রিট বা অন্য কোন উপায়ে ঢাকা যাবে না
84 বর্জ্যের গর্তের তল কংক্রিট বা অন্য কোন উপায়ে ঢাকা যাবে না

সেবাখাত ১৩: ব্যবস্থাপনা

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের প্রধান হবেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা যিনি জেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার তদারক, সিভিল সার্জন, এর তত্ত্বাবধানে থাকবেন। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা প্রশাসনিক ও জনবল ব্যবস্থাপনা, সেবা সরবরাহ ব্যবস্থাপনা এবং কমিউনিটির অংশগ্রহণ সহ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা এবং তদারকির দায়িত্বে থাকবেন।

উপজেলা হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটি, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ভিত্তিক একটি উপদেষ্টামূলক কমিটি যা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রনালয় এর হাসপাতাল-২ বিভাগের ০৫-০৪-২০০৯ তারিখে ইস্যুকৃত সার্কুলার অনুসারে (যা মেমো- হাসপ-২ / পরিদর্শন কমিটি-১ / ২০০৭ / ১৯৩-কে প্রতিস্থাপন করে) গঠন করা হয় (আরটিএম, ২০১২)। এটি স্থানীয় সংসদ সদস্য এর সভাপতিত্বে ২১ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন- উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও), উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, রেসিডেন্ট মেডিকেল অফিসার (আরএমও), স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ (পুরুষ এবং মহিলা), সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি)।

টেবিল ৫৮: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ব্যবস্থাপনা	
১.	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা কর্তৃক পরিচালিত হয়।
২.	স্থানীয় সংসদ সদস্য উপজেলা হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি হবেন।
৩.	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলো স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে জনবল, মেডিকেল সার্জিক্যাল রিকুইজিট (এমএসআর), সরঞ্জামাদি এবং অন্যান্য লজিস্টিক এর ব্যয়ের জন্য বরাদ্ধ পাবে।
৪.	ক্লায়েন্ট/পেশেন্ট রেজিস্টারের রক্ষণাবেক্ষণ
৫.	অভিযোগ নিষ্পত্তি[85] ব্যবস্থা
৬.	সেবাপ্রদানের কর্মঘন্টা এবং দিন সম্বলিত নির্দেশক
৭.	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হালনাগাদকৃত দায়িত্বের বিবরণ

[85] অভিযোগ নিষ্পত্তি হলো ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত একটি প্রতিক্রিয়া লুপ কৌশল। রোগী, ক্লায়েন্ট, সহায়তাকারী, দর্শনার্থী যারা বিভিন্ন প্রয়োজনে হাসপাতালে এসেছেন, তারা সেবাপ্রদানকারী এবং অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে আন্তক্রিয়ার পটভূমিতে অভিযোগ করতে পারেন। প্রতিকারের জন্য তারা কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানাতে পারেন। একটি জনপ্রিয় অভিযোগ নিষ্পত্তি পদ্ধতি হলো হাসপাতালের উল্লেখযোগ্য স্থানে অভিযোগ বাক্স রাখা, যেখানে অভিযোগ করার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি থাকবে। নিয়মিতভাবে (সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক) কর্তৃপক্ষ বাক্সটি খুলবে, অভিযোগগুলো পর্যালোচনা করবে, সম্ভব হলে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং কর্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়া ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা সম্বলিত একটি তালিকা বোর্ডে প্রদর্শন করবে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কল সেন্টার ১৬২৬৩ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধিনস্থ সকল স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালের জন্য অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে।

সেবাখাত ১৪: স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা

এই কম্পোনেন্টটি ক্লায়েন্ট/রোগী, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং দর্শনার্থীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সুরক্ষায় এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকে নিরাপদ, সহজলভ্য এবং ক্লায়েন্ট/রোগীদের গোপনীয়তার চাহিদা পূরণে নির্দেশনা প্রদান করেছে।

টেবিল ৫৯: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রয়োজনীয়তা			
১.	**নীতিমালা**	ক.	স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতি, পদ্ধতি এবং আদর্শ প্রোটোকলগুলো প্রদর্শিত থাকবে এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তা অনুসরণ করবে যা: ● চিকিৎসা বর্জ্য সম্পর্কিত দূষণ প্রতিরোধ করবে। ● নিডল-স্টিক এন্ড শার্প ইঞ্জুরিস (এনএসআই) রিপোর্টিং সিস্টেম অনুসরণের পাশাপাশি ধারালো বস্তু সঠিকভাবে পৃথকীকরণ এবং অপসারণ করবে । ● ব্যাসিক লাইফ সাপোর্ট প্রদান করবে
২.	**অগ্নিনির্বাপণ**	ক.	অগ্নিনির্বাপণ সরঞ্জামাদির (অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র এবং অগ্নি নিরোধক কম্বল) প্রতুলতা
		খ.	প্রশিক্ষিত কর্মী যারা নিয়মিত মক ড্রিল পরিচালনা করবে।
৩.	**স্টোরেজ**	ক.	রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধ এবং সরঞ্জামাদি প্রোটোকল অনুসারে নিরাপদে সংরক্ষণ করতে হবে।
৪.	**সুরক্ষামূলক যন্ত্রপাতি**	ক.	বিপজ্জনক দ্রব্যের নিরাপদ ব্যবস্থাপনার জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গ্লাভস, এপ্রোন, মাস্ক ইত্যাদি সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম সরবরাহ এবং ব্যবহার নিশ্চিত করা
৫.	**সার্ভেইলেন্স ক্যামেরা (সিসিটিভি) সিস্টেম**	ক.	স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভিতরে এবং বাহিরে সার্ভিলেন্স ক্যামেরা (সিসিটিভি) সিস্টেমস স্থাপন করা যা: ● পরিষেবা প্রদানকারী এবং রোগীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করবে ● ঔষধ ও সরঞ্জামাদি চুরি প্রতিরোধ করবে
		খ.	কমপক্ষে এক বছরের জন্য রেকর্ডিংয়ের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

বাংলাদেশ জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা স্ট্যান্ডার্ড

ভলিউম সিঃ

জেলা/জেনারেল হাসপাতাল

এসেনশিয়াল হেলথ সার্ভিস প্যাকেজ (ইএসপি)-এর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণঃ বাংলাদেশে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা (পিএইচসি) উদ্যোগের মাধ্যমে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা (ইউএইচসি) অর্জনের লক্ষ্যে

ভলিউম ৩: জেলা/ জেনারেল হাসপাতাল

বাংলাদেশে বিভিন্ন শয্যা সংখ্যার ৬২টি জেলা/জেনারেল হাসপাতাল রয়েছে: ১০০ শয্যা ৯টি, ২৫০ শয্যা ৫২টি এবং ৩০০ শয্যা ১টি (স্বাস্থ্য বুলেটিন, ২০২১)। সাধারণত, কোনো জেলা হাসপাতাল ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হলে তাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রূপান্তর করা হয়। যেহেতু মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবার স্ট্যান্ডার্ড এনএইচএসএস-এ পৃথকভাবে প্রণিত হয়েছে এবং বেশিরভাগ জেলা/জেনারেল হাসপাতাল ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট, তাই জেলা/জেনারেল হাসপাতালের জন্য ২৫০ শয্যাকে স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছে। জেলা হাসপাতালগুলো (১) বহির্বিভাগ (২) অন্তবিভাগ (৩) জরুরি বিভাগ এবং (৪) সহায়ক সেবা বিভাগের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে। প্রতিটি বিভাগের অধীনে প্রস্তাবিত সেবার একটি তালিকা টেবিল ১-এ উপস্থাপন করা হয়েছে। টেবিল ২ অন্তবিভাগে ২৫০ শয্যা বন্টনের একটি প্রস্তাবিত তালিকা প্রদান করে।

টেবিল ৬০: জেলা হাসপাতালে প্রাপ্য বিষদ স্বাস্থ্যসেবার তালিকা

বহির্বিভাগ[86]	অন্তবিভাগ[87]	জরুরী বিভাগ	সহায়ক সেবা
১. মেডিসিন ২. সাধারণ সার্জারি ৩. গাইনী ও প্রসূতি ৪. শিশু ৫. কার্ডিওলোজি ৬. অর্থপেডিক্স ৭. নাক, কান, গলা ৮. চক্ষু ৯. নেফ্রোলজী ১০. ইউরোলজী ১১. নিউরোলজি ১২. চর্মরোগ ১৩. অনকোলজি ১৪. ফরেনসিক মেডিসিন ১৫. সাইকাইট্রি ১৬. দন্তচিকিৎসা ১৭. হোমিও, ইউনানি ও আয়ুর্বেদিক	১. মেডিসিন ২. সাধারণ সার্জারি ৩. গাইনী ও প্রসূতি ৪. শিশু ৫. কার্ডিওলজি ও সিসিইউ ৬. অর্থপেডিক্স এবং ট্রমাটোলজি ৭. নাক, কান, গলা ৮. চক্ষু ৯. নেফ্রোলজী ১০. নিউরোলজি ১১. ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন ১২. মেডিকেল অনকোলজি ১৩. ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন	ইমার্জেন্সি ও ক্যাজুয়ালিটি সার্জারি	১. ল্যাবরেটরি ২. রেডিওলজি ও ইমেজিং ৩. ট্রান্সফিউশন মেডিসিন ৪. ফিজিক্যাল মেডিসিন ৫. অ্যানেস্থেসিয়া ও পেইন মেডিসিন ৬. অপারেশন থিয়েটার ৭. নার্সিং

টেবিল ৬১: ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা/ জেনারেল হাসপাতালে শয্যা বণ্টন	
বিভাগ	শয্যা সংখ্যা
মেডিসিন	৩৫
সাধারণ সার্জারি	৩৫
গাইনী ও প্রসূতি	৩৫
শিশু	২৫
কার্ডিওলজি ও সিসিইউ	২৫
অর্থপেডিক্স এবং ট্রমাটোলজি	২৫
নাক, কান, গলা	১০
চক্ষু	১০
নেফ্রোলজী	১০
নিউরোলজি	১০
ইমার্জেন্সি ও ক্যাজুয়ালিটি	১০

[86] সংশ্লিষ্ট কনসালট্যান্টদের পদপূর্ণ থাকা সাপেক্ষে
[87] একই শর্ত প্রযোজ্য

ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন	১০
মেডিকেল অনকোলজি	৫
ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন	৫
মোট	**২৫০**

সেবাখাত ১: সচেতনতাবৃদ্ধি ও প্রতিরোধমূলক সেবা

জেলা/জেনারেল হাসপাতালের সকল সেবাপ্রদানকারী, রোগী ও তাদের সহায়তাকারীদের সাথে সকল ধরনের যোগাযোগকে সচেতনতাবৃদ্ধি ও প্রতিরোধমূলক সেবা প্রচারে কাজে লাগাবে। হাসপাতালের বহির্বিভাগ এবং অন্যান্য জায়গা (যেমন, ল্যাবরেটরি, রেডিওলজি বিভাগ এবং ডিসপেনসারির সামনে) যেখানে রোগী বা তাদের সহায়তাকারীরা অপেক্ষমান থাকেন, সেখানে বিভিন্ন ইস্যু/বিষয়ের উপর সচেতনতাবৃদ্ধি ও প্রতিরোধমূলক বার্তা প্রদর্শনের জন্য অডিও-ভিজ্যুয়াল সরঞ্জামের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

টেবিল ৬২: জেলা/জেনারেল হাসপাতালে সচেতনতাবৃদ্ধি ও প্রতিরোধমূলক সেবা

১.	**গর্ভকালীন সেবা (এএনসি)**	ক.	চিকিৎসা, গর্ভকালীন ও অন্যান্য ইতিহাস (ক্লিনিকাল হিস্ট্রি)
		খ.	গর্ভাবস্থা সনাক্তকরণ
		গ.	গর্ভাবস্থা ও ভ্রূণ পর্যবেক্ষণ[88]
		ঘ.	পুষ্টি, গর্ভাবস্থায় জটিলতা, প্রসবপরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা, ব্রেস্টফিডিং সম্পর্কিত তথ্য ও কাউন্সেলিং।
		ঙ.	পরীক্ষাসমূহ: ● হিমোগ্লোবিন ● ব্লাড গ্রুপিং এবং রেসাস টাইপিং। ● প্রেগন্যান্সি টেস্ট ● ব্লাড সুগার। ● আল্ট্রাসোনোগ্রাম।
		চ.	আয়রন ফোলিক অ্যাসিড, জিঙ্ক ও অন্যান্য মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সরবরাহ।
		ছ.	জন্মদান প্রস্তুতি পরিকল্পনা[89]: ● রেফারেল হাসপাতাল নির্ধারন। ● পরিবহন ব্যবস্থা নির্ধারন। ● অর্থ সঞ্চয় (সাপ্তাহিক)। ● রক্তদাতা নির্ধারন।
		জ.	মাঝারিমাত্রার রক্তস্বল্পতা শনাক্তকরণ ও ব্যবস্থাপনা।
২.	**প্রসব পরবর্তী সেবা (পিএনসি)**	ক.	চিকিৎসা, গর্ভকালীন ও অন্যান্য ইতিহাস (ব্যাথা, জ্বর, রক্তক্ষরণ, খিঁচুনি ইত্যাদি)
		খ.	প্রসব পরবর্তী যত্ন, ব্রেস্টফিডিং, পুষ্টি, টিকাদান ইত্যাদি সম্পর্কিত কাউন্সেলিং
		গ.	প্রসব পরবর্তী খিঁচুনিরোগ সম্পর্কিত কাউন্সেলিং
		ঘ.	প্রসব পরবর্তী জটিলতা সম্পর্কিত কাউন্সেলিং ● রক্তস্বল্পতা ● প্রসবজনিত সেপসিস ● প্রসবপরবর্তী মানসিক সমস্যা
		ঙ.	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কে কাউন্সেলিং এবং সরবরাহ।
		চ.	আয়রন, ফোলিক অ্যাসিড, জিঙ্ক ও অন্যান্য মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সরবরাহ।
		ছ.	প্রসবপরবর্তী ভিটামিন এ সরবরাহ।
৩.	**নবজাতকের যত্ন**	ক.	নবজাতকের প্রয়োজনীয় যত্ন-পদ্ধতি এবং দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বিপজ্জনক লক্ষণ সমূহের ব্যপারে সচেতনতাবৃদ্ধি।
		খ.	ব্রেস্টফিডিং, পুষ্টি, টিকাদান ইত্যাদি সম্পর্কিত পরামর্শ কাউন্সেলিং
		গ.	জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে মায়ের দুধ পান করানো।
		ঘ.	নবজাতকের চোখ ওঠা প্রতিরোধ
		ঙ.	ক্যাঙ্গারু মায়ের সেবাসহ সময়ের আগে বা কম ওজনের নবজাতকের বিশেষ যত্ন
		চ.	ওজন ও তাপমাত্রা নির্ণয় ও যথাযথ ব্যবস্থাপনা এবং নাড়ির যত্ন
		ছ.	জন্মগত ত্রুটি সনাক্তকরণ
৪.	**সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)**	ক.	টিকাদানের প্রয়োজনীয়তা এবং টিকা পরবর্তী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পিতা-মাতাকে কাউন্সেলিং।
		খ.	টিকা পরবর্তী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত রিপোর্টিং এবং ব্যবস্থাপনা

[88] গর্ভকালীন মায়ের ওজন; রক্তচাপ পরিমাপন; ফুলে যাওয়া; ফানডাল হাইট; গর্ভস্থ শিশুর হৃদস্পন্দন

[89] সুস্থ ও নিরাপদ প্রসবের জন্যই জন্মদান প্রস্তুতি পরিকল্পনা করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব/সিজারিয়ান সেকশনের (যদি প্রয়োজন হয়) জন্য হাসপাতাল বাছাই করা; প্রয়োজনে রাতের বেলায় যাতায়াতের জন্য পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করে রাখা; প্রাতিষ্ঠানিক (স্বাস্থ্যকেন্দ্র/হাসপাতালে) প্রসবের জন্য আর্থিক খরচের প্রয়োজন হয় বিধায় গর্ভাবস্থায় সাপ্তাহিকভাবে কিছু টাকা মজুদ রাখলে খরচ মেটানো সহজ হয়; এবং সিজারিয়ান সেকশনে রক্তের প্রয়োজন হতে পারে, তাই একই রক্তের গুপের সম্ভাব্য রক্তদাতা (দের) খুজে বের করা এবং তাদের প্রসবকেন্দ্রে গর্ভবতীর সাথে যেতে উৎসাহিত করা যা প্রয়োজন হলে সহজেই রক্ত পাওয়া নিশ্চিত করবে।

	গ. শিশু টিকাদান।
	ঘ. কিশোরী এবং গর্ভবতী মহিলাদের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) জন্য টিটেনাস টক্সয়েড এবং হিউম্যান প্যাপিলোমাভাইরাস টিকা প্রদান।
	ঙ. টিকাদান কেন্দ্র
	চ. টিকা দ্বারা প্রতিরোধযোগ্য রোগ পর্যবেক্ষণ
৫. পরিবার পরিকল্পনা	ক. পরিবার পরিকল্পনা কাউন্সেলিং ● নবদম্পতি। ● জন্মবিরতি, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া।
	খ. নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রচার এবং সচেতনতা বৃদ্ধি: ● প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা ● মাসিক নিয়মিতকরণ পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা ● গর্ভপাত পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা
	গ. সঠিক গর্ভনিরোধক পদ্ধতি নির্ধারণের নিয়ামকগুলোর (মেডিকেল এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া) পরীক্ষা করা ● গর্ভধারণ পূর্ববর্তী পরিকল্পনা ● পুরুষ কনডম ● জন্মনিয়ন্ত্রন বড়ি ● ইঞ্জেকটেবল ব্যবহার শুরু করা ● ইঞ্জেকটেবল ব্যবহার চালিয়ে যাওয়া। ● আইইউডি ● প্রসব পরবর্তী আইইউডি ● ইমপ্লান্ট ● পুরুষ বন্ধ্যাকরণ (ভেসেকটমি) ও মহিলা বন্ধ্যাকরণ (টিউবেকটমি) ● মাসিক নিয়মিতকরণ ● গর্ভপাত পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা ● প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা ● মাসিক নিয়মিতকরণ পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা
	ঘ. গর্ভনিরোধক ব্যবহারের জটিলতা ব্যবস্থাপনা
৬. পুষ্টিহীনতার ব্যবস্থাপনা	ক. বৃদ্ধি পরিবীক্ষণ ও উন্নয়ন (জিএমপি)
	খ. অপুষ্টি (পুষ্টিহীনতা ও অতিপুষ্টি) সনাক্তকরণ
	গ. ব্রেস্টফিডিং এবং এর কার্যকর পদ্ধতি সম্পর্কে পিতা-মাতাকে কাউন্সেলিং
	ঘ. আয়রন, ফোলিক অ্যাসিড, জিঙ্ক ও অন্যান্য মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সরবরাহ।
	ঙ. নবজাতক ও শিশুর খাদ্য বিষয়ক সচেতনতাবৃদ্ধি ● জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো ● ৬ মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ানো ● ২৩ মাস বয়স পর্যন্ত নিয়মিত বুকের দুধ খাওয়ানো ● উপযুক্ত পরিপূরক খাবার
৭. অসুস্থ শিশুর সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা (আইএমসিআই)	ক. পিতা-মাতাকে শিশুর অসুস্থতার বিপজ্জনক লক্ষণ, পুষ্টি ইত্যাদি সম্পর্কিত কাউন্সেলিং।
৮. কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য	ক. কাউন্সেলিং: ● বয়ঃসন্ধি ● নিরাপদ যৌন আচরণ ● বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ● এইচআইভি/এইডস ● মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ● পরিবার পরিকল্পনা ● মানসিক স্বাস্থ্য ইত্যাদি
	খ. পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান
	গ. কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টি:

	• মূল্যায়ন • আয়রন, ফোলিক অ্যাসিড সরবরাহ
	ঘ. কিশোর-কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য
	ঙ. ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ সম্পর্কে কাউন্সেলিং।
	চ. যৌনবাহিত সংক্রমন সনাক্তকরণ
৯. অসংক্রামক রোগ	ক. ঝুঁকিপূর্ণ লক্ষণ সমূহ সনাক্তকরণ: • হৃদরোগ/ ডায়াবেটিস/ উচ্চ রক্তচাপ/ কিডনি রোগ/ লিভার রোগ সম্পর্কিত পারিবারিক ইতিহাস • উচ্চ রক্তচাপ • উচ্চ মাত্রার কোলেস্টেরল • রক্তে উচ্চ মাত্রার সুগার • তামাকজাত দ্রব্য সেবন • অতিরিক্ত ওজন
	খ. ক্যান্সার: • জরায়ুমুখ ও স্তন ক্যান্সারের সনাক্তকরণ সম্পর্কিত কাউন্সেলিং • নিজে স্তন পরীক্ষার প্রশিক্ষণ • স্তনের ক্লিনিকাল পরীক্ষণ • জরায়ুমুখ ক্যান্সার সনাক্তকরণ (ভায়া) • মুখ গহ্বরের ক্যান্সার সনাক্তকরণ • খাদ্যনালি ক্যান্সার সনাক্তকরণ • প্রোস্টেট ক্যান্সার সনাক্তকরণ
	গ. মানসিক স্বাস্থ্য: • মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা সনাক্তকরণ ও সহায়তা সম্পর্কিত কাউন্সেলিং, কুসংস্কার দূরীকরণ এবং অন্যান্য বিষয়ক পরামর্শ
১০. সংক্রামক রোগ	১১. সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক সচেতনতাবৃদ্ধি।
	১২. এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ
	১৩. ম্যালেরিয়া (নির্দিষ্ট এলাকায়) • কীটনাশকযুক্ত মশারি বিতরণ • ঘরের ভিতরে জীবাণুনাশক ছিটানো
	১৪. কালাজ্বর (নির্দিষ্ট এলাকায়) • ঘরের ভিতরে কালাজ্বরের জীবাণুনাশক ছিটানো
	১৫. যৌনবাহিত সংক্রমণ • প্রতিরোধ এবং সনাক্তকরণ • যৌনবাহিত সংক্রমণ সনাক্তকরণের সচেতনতাবৃদ্ধি।
১৬. পানিবাহিত রোগ	ক. নিরাপদ পানি (জীবাণুমুক্ত এবং আর্সেনিকের মতো অন্যান্য পদার্থমুক্ত) পান বিষয়ক পরামর্শ প্রদান।
	খ. আর্সেনিকযুক্ত পানি পান ঘটিত আর্সেনিকোসিস রোগ শনাক্তকরণ এবং লক্ষণমূলক চিকিৎসা।
১৭. খাদ্যবাহিত রোগ	ক. তাজা খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কিত পরামর্শ প্রদান - ভেজাল, বাসি, মাছি ও ধুলোর সংস্পর্শে আসা খাবার এড়িয়ে চলা।
	খ. জাঙ্ক ফুড এবং কোমল পানীয় গ্রহণ এড়িয়ে চলার পরামর্শ প্রদান।
১৮. সামাজিক ও আচরণগত পরিবর্তন যোগাযোগ	ক. স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি, শিশুর সুস্থতা ও নিরাপদ মাতৃত্বের সচেতনতাবৃদ্ধি।
	খ. নবজাতকের অত্যাবশ্যকীয় পরিচর্যা এবং দ্রুত সেবা গ্রহণের জন্য বিপজ্জনক লক্ষণসমূহ সনাক্তকরণের সচেতনতাবৃদ্ধি।
	গ. যক্ষা এবং অন্যান্য সংক্রামক রোগের কারণ, প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি।
	ঘ. উচ্চ রক্তচাপ এবং অন্যান্য অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের সচেতনতাবৃদ্ধি।
	ঙ. আর্সেনিক দূষণ এবং নিরাপদ পানি পান সম্পর্কিত পরামর্শ প্রদান
	চ. মুখের স্বাস্থ্যবিধির সচেতনতাবৃদ্ধি।
	ছ. শিশুর জখম এবং ডুবে যাওয়ার প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি।
	জ. ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সচেতনতাবৃদ্ধি (নির্দিষ্ট এলাগুলোতে)
	ঝ. শ্রবণ হ্রাস/ বধিরতা প্রতিরোধে সচেতনতা
	ঞ. তামাক ব্যবহার ত্যাগে কাউন্সেলিং

সেবাখাত ২: নিরাময়মূলক সেবা [90]

নিরাময়মূলক সেবা বলতে বোঝায় রোগ নিরাময়, শারীরিক দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠা বা আঘাত থেকে সেরে ওঠার জন্য রোগীদের দেওয়া নিয়ন্ত্রণমূলক চিকিৎসা বা সেবা।

টেবিল ৬৩: জেলা/জেনারেল হাসপাতালে নিরাময়মূলক সেবা	
১. প্রসূতিসেবা ব্যবস্থাপনা	ক. গর্ভকালীন জটিলতা • রক্তস্বল্পতা • ম্যালেরিয়া • মূত্রনালীর সংক্রমণ • উচ্চ রক্তচাপ • ডায়াবেটিস • যৌনবাহিত সংক্রমণ • ডেঙ্গু • হেপাটাইটিস
	খ. প্রসূতির জরুরি অবস্থা (বিচ্ছিন্নভাবে অথবা মৌলিক/সমন্বিত জরুরি প্রসূতি ও নবজাতক সেবার অংশ হিসেবে) • প্রসব পূর্ববর্তী খিঁচুনিরোগ ও খিঁচুনিরোগ • প্রসবপূর্ব রক্তক্ষরণ • রক্তক্ষরণ • পেটে ব্যথা • সময়ের আগে পানি ভাঙা • বাধাগ্রস্থ প্রসব • সময়ের আগে প্রসব (এন্টিনাটাল কর্টিকোস্টেরয়েড প্রয়োগ সহ) • বিচ্যুত নাড়ি ব্যবস্থাপনা • কাঁধের ডাইস্টোসিয়া ব্যবস্থাপনা • দুই-হাতের চাপে গর্ভাশয়ের অতি প্রসারণ রোধ • হাত দ্বারা গর্ভফুল অপসারণ • থেকে যাওয়া গর্ভফুল ও অন্যান্য বস্তু অপসারণ • যোনি ও জরায়ুমুখের ক্ষত মেরামত, এপিসিওটমি • শিরায় তরল, অ্যান্টিবায়োটিক, খিঁচুনিরোধক, অক্সিটোসিন • রক্ত সঞ্চারন • সিজারিয়ান সেকশন এবং প্রসূতি সম্পর্কিত অন্যান্য অপারেশন
	গ. ৩৬ সপ্তাহ পরে বাইরে থেকে গর্ভস্থ শিশুর অবস্থানের পরিবর্তন
	ঘ. স্বাভাবিক প্রসব • ব্যক্তিগত ও গর্ভকালীন ইতিহাস • পরীক্ষা ✓ গর্ভস্থ শিশুর অবস্থান ✓ গর্ভস্থ শিশুর হৃদস্পন্দন • প্রসবের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ: পার্টোগ্রাফ • প্রসব শুরু করা • স্বাভাবিক প্রসবের ব্যবস্থা • নিয়ন্ত্রিতভাবে নাড়ি টানা • যোনিমুখের পাশ কাটা
	ঙ. প্রসূতি ও নবজাতকের জরুরি অবস্থায় সাতটি মৌলিক সেবা i. শিরায় অ্যান্টিবায়োটিক ii. শিরায় খিঁচুনিরোধক iii. শিরায় গর্ভাশয়কে সংকুচিত করার ঔষধ iv. হাত দিয়ে গর্ভফুল অপসারণ

[90] উল্লেখিত সেবাসমূহের কিছু সেবা শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট কনসালট্যান্ট পদ পূর্ন থাকলেই প্রদান করা হবে

	v. গর্ভফুল বা অন্যান্য বস্তু অপসারণ (ম্যানুয়াল ভ্যাকুয়াম অ্যাসপিরেশন) vi. স্বাভাবিক প্রসবে সহায়তা করা vii. নবজাতকের প্রয়োজনীয় সেবা
	চ. প্রসূতি ও নবজাতকের সমন্বিত জরুরি অবস্থায় নয়টি সেবা ix. প্রসূতি ও নবজাতকের জরুরি অবস্থায় সাতটি মৌলিক সেবা+ x. অস্ত্রোপচারের সক্ষমতা (সিজারিয়ান সেকশন এবং অন্যান্য) xi. রক্ত পরিসঞ্চালণ
	ছ. প্রসূতি/গাইনোকোলজি সম্পর্কিত অন্যান্য সেবা ● মাসিক নিয়মিতকরণ ● ডাইলেশন এন্ড কিউরেটেজ ● গর্ভাশয় অপসারণ ● পেরিনিয়াল টিয়ার মেরামত ● ভেসিকোভ্যাজাইনাল ফিস্টুলা (ভিভিএফ) মেরামত ইত্যাদি
২. প্রসব পরবর্তী যত্ন (পিএনসি) ব্যবস্থাপনা	ক. প্রসব পরবর্তী জটিলতা ● রক্তস্বল্পতা ● প্রসব পরবর্তী মানসিক সমস্যা
	খ. প্রসূতি জটিলতা ● রক্তক্ষরণ ● প্রসব পরবর্তী সংক্রমণ/সেপসিস
	গ. প্রসবজনিত ফিস্টুলার দ্রুত ব্যবস্থাপনা
	ঘ. জেনিটাল প্রোল্যাপ্স
৩. নবজাতকের সেবার ব্যবস্থাপনা	ক. সময়ের আগে নবজাতক শিশুর যত্ন
	খ. নবজাতকের অপরিহার্য যত্ন ও দ্রুত চিকিৎসার জন্য বিপজ্জনক লক্ষণসমূহ সম্পর্কে সচেতনতাবৃদ্ধি
	গ. নবজাতকের জন্ম পরবর্তী তাৎক্ষণিক যত্ন ● নাড়ি পরিষ্কার করে কাটা ও বাঁধা ● ক্লোরহেক্সিডিন ৭.১% প্রয়োগে একবার নাড়ি ধৌতকরণ ● তাপমাত্রা কমে যাওয়া প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা ✓ শুষ্ক করে কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে ফেলা ✓ ত্বক থেকে ত্বকের সংস্পর্শে রাখা ✓ গোসল করানো (৭২ ঘন্টা পরে) ✓ ক্যাঙ্গারুদের মতো মায়ের যত্ন ● শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও ব্যবস্থাপনা (ডিজিটাল স্টিমুলেশন, ব্যাগ ও মাস্কের ব্যবহার)
	ঘ. নবজাতকের প্রসব পরবর্তী যত্ন ● ওজন ও তাপমাত্রা নির্ণয় ও যথাযথ ব্যবস্থাপনা এবং নাড়ির যত্ন ● সেপসিস চিহ্নিতকরণ ও ব্যবস্থাপনা ● ওম্ফালাইটিস চিহ্নিতকরণ ও ব্যবস্থাপনা ● জন্মগত ত্রুটি সনাক্তকরণ
	ঙ. প্রসবের ১ ঘন্টা পরই মায়ের দুধ খাওয়ানো শুরু করা
	চ. সেপসিস
	ছ. ওম্ফালাইটিস
	জ. কম ওজনের নবজাতকের ব্যবস্থাপনা
	ঝ. নবজাতকের জন্ডিস
	ঞ. ব্রেস্টফিডিং সমস্যা
	ট. নবজাতকের চোখ ওঠা প্রতিরোধ
	ঠ. শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও ব্যবস্থাপনা (ডিজিটাল স্টিমুলেশন, ব্যাগ ও মাস্কের ব্যবহার)
৪. কিশোর-কিশোরীর স্বাস্থ্য	ক. যৌনবাহিত সংক্রমন এর উপসর্গ অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা
	খ. যৌনবাহিত সংক্রমন এর কারণ ব্যবস্থাপনা
	গ. আয়রন, ফোলিক অ্যাসিড এবং অন্যান্য মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সরবরাহ
৫. জ্বর ব্যবস্থাপনা	ক. সাধারণ জ্বর
	খ. মারাত্মক জ্বরজনিত রোগ
৬. পুষ্টিহীনতা ব্যবস্থাপনা	ক. সাময়িক মাঝারিমাত্রার অপুষ্টি

	খ. অজটিল মারাত্বক হঠাৎ অপুষ্টি
	গ. অজটিল মারাত্বক হঠাৎ অপুষ্টি
	ঘ. রক্তস্বল্পতা এবং এর অন্তর্নিহিত কারণসমূহ
৭. অসুস্থ শিশুর সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা (আইএমসিআই)	ক. ডায়রিয়া ব্যবস্থাপনা
	খ. হঠাৎ শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ (এআরআই) ব্যবস্থাপনা
	গ. অসুস্থ শিশুর সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা (আইএমসিআই)
৮. অসংক্রাম রোগের ব্যবস্থাপনা	ক. উচ্চ রক্তচাপ: ● উচ্চ রক্তচাপের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ● উচ্চ রক্তচাপ ব্যবস্থাপনা ● উচ্চ রক্তচাপ শনাক্ত হওয়া রোগীদের ফলো-আপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা
	খ. ডায়াবেটিস: ● ডায়াবেটিসের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ● টাইপ ২ ডায়াবেটিস ব্যবস্থাপনা ● টাইপ ১ ডায়াবেটিস ব্যবস্থাপনা
	গ. ফুসফুসের দীর্ঘমেয়াদি রোগ (সিওপিডি) ● বহির্বিভাগের রোগীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ব্যবস্থাপনা ● অন্তবিভাগের রোগীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ব্যবস্থাপনা
	ঘ. স্ট্রোক ব্যবস্থাপনা
৯. সংক্রামক রোগ ব্যবস্থাপনা	ক. এইচআইভি/এইডস (নির্দিষ্ট এলাকা এবং/বা জনগোষ্ঠী) ● এইচআইভি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও কাউন্সেলিং (এইচটিসি) ● মা হতে শিশুতে এইচআইভি সংক্রমণ রোধ (পিএমটিসিটি) ● এন্টি-রেট্রোভাইরাল ট্রিটমেন্ট (এআরটি) ● অপরচুনিস্টিক সংক্রমণ রোধ ও চিকিৎসা ● এআরটি এর ল্যাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং ফলো আপ
	খ. যৌনবাহিত সংক্রমণ ● উপসর্গনির্ভর (সিন্ড্রোমিক) ব্যবস্থাপনা ● কারণ বা উৎস নির্ভর (এটিওলজিক) ব্যবস্থাপনা
	গ. যক্ষ্মা (টিবি): ● স্মিয়ার (+)রোগী শনাক্তকরণ ● ডটসসহ কেমোথেরাপি ● স্মিয়ার (-) রোগীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ব্যবস্থাপনা ● বহির্বিভাগে আক্রান্ত রোগী শনাক্তকরণ। ● রোগীর সংস্পর্শে থাকা ব্যক্তিদের প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা।
	ঘ. অন্যান্য সংক্রামক রোগ: ● হেপাটাইটিসঃ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ব্যবস্থাপনা ● টাইফয়েডঃ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ব্যবস্থাপনা ● ডায়রিয়া ও আমাশয়ঃ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ব্যবস্থাপনা ● কৃমি রোগ: পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ব্যবস্থাপনা ● উর্ধ ও নিম্ন শ্বাসনালীর সংক্রমণ: পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ব্যবস্থাপনা
	ঙ. ম্যালেরিয়া (নির্দিষ্ট এলাকায়) ● ম্যালেরিয়ার পরীক্ষা-নিরীক্ষাঃ র‍্যাপিড ডায়াগনস্টিক টেস্ট (আরডিটি) এবং ল্যাবরেটরি ● অজটিল ম্যালেরিয়ার প্রথম লাইন চিকিৎসা ● অজটিল ম্যালেরিয়ার বিকল্প লাইন চিকিৎসা ● মারাত্বক/জটিল ম্যালেরিয়ার ব্যবস্থাপনা
	চ. কালাজ্বর ● মুখে খাওয়ার ডটস চিকিৎসা
	ছ. গোদ রোগঃ ● ক্লিনিকাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা ● তীব্র আক্রমণের ব্যবস্থাপনা

	• লিম্ফেডিমা/ গোদ রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা • হাইড্রোসেলের অস্ত্রোপচার সংক্রান্ত চিকিৎসা
	জ. ডেঙ্গু: • বহির্বিভাগ ব্যবস্থাপনা • অন্তবিভাগ ব্যবস্থাপনা
	ঝ. কুষ্ঠ: • ক্লিনিকাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা • বহু ঔষধ (মাল্টি ড্রাগ থেরাপি)
১০. চক্ষু সেবা	ক. হঠাৎ চোখ ওঠার চিকিৎসা
	খ. কর্নিয়ার ঘা এর চিকিৎসা
	গ. চোখের ছানি এবং দৃষ্টিপ্রতিবন্ধকতার সনাক্তকরণ
	ঘ. চোখের ছানি এবং দৃষ্টিপ্রতিবন্ধকতার ব্যবস্থাপনা
	ঙ. অস্ত্রপচার: • চোখের ছানি • ফরেন বডি সরানো • ডেক্রিয়োসিস্টোরহিনোস্টোমি(ডিসিআর)
১১. ত্বকের যত্ন	ক. ত্বকের সাধারণ রোগের চিকিৎসা
	খ. ত্বকের আর্সেনিকোসিস সমস্যা সনাক্তকরণ ও চিকিৎসা
১২. নাক, কান, গলা (ইএনটি) সম্পর্কিত সমস্যা ব্যবস্থাপনা	ক. কানের যত্ন: • ওয়াক্স এবং ফরেন বডির অপসারণ • কানের সংক্রমণ (হঠাৎ ও দীর্ঘমেয়াদি) • মাস্টয়েডিটিস • হঠাৎ সাপুরেটিভ ওটাইটিস মিডিয়া ব্যবস্থাপনা • দীর্ঘমেয়াদি ওটাইটিস মিডিয়া ব্যবস্থাপনা • শ্রবণ হ্রাস/ বধিরতা সনাক্তকরণ ও ব্যবস্থাপনা
	খ. নাকের যত্ন • অ্যালার্জিক রাইনাইটিস • হঠাৎ ও দীর্ঘমেয়াদি সাইনোসাইটিস • নাকের বাঁকা হাড়ের অপারেশন (ডিএনএস অপারেশন)
	গ. গলার যত্ন • টনসিলের প্রদাহ • ফ্যারিঞ্জসের প্রদাহ (ফ্যারিঞ্জাইটিস)
	ঘ. অস্ত্রোপচার • কানের পর্দার অপারেশন (মাইরিঞ্জোপ্লাস্টি) • টনসিলের অপারেশন (টনসিলেক্টোমি) • অ্যাডিনয়েড গ্রন্থির অপসারণ • নাকের বাঁকা হাড়ের অপারেশন (সেপ্টোপ্লাস্টি) • প্যারোটিড গ্রন্থির অপারেশন (বিনাইন) • থাইরয়েড গ্রন্থির অপসারণ (বিনাইন) ইত্যাদি
১৩. দাঁতের সেবা	ক. সাধারণ দাঁতের রোগের (মাড়ির প্রদাহজনিত, দাঁতের ক্ষয়জনিত ইত্যাদি) চিকিৎসা
	খ. দাঁত ওঠানো
	গ. দাঁতের স্কেলিং
	ঘ. দাঁতের ফিলিং
	ঙ. রুট ক্যানেল (আরসিটি)
১৪. বিকল্প (অল্টারনেটিভ) চিকিৎসা ব্যবস্থা	ক. হোমিওপ্যাথি/আয়ুর্বেদিক/ইউনানি
১৫. সাধারণ অস্ত্রোপচার	ক. ছোট (মাইনর) অস্ত্রোপচার • হার্নিয়া • একশিরা (হাইড্রোসেল) • খৎনা

	• অ্যাপেন্ডিক্সের অপসারণ ইত্যাদি
	খ. বড় (মেজর) অস্ত্রোপচার • পেট কেটে অস্ত্রোপচার • বিনাইন স্তন অস্ত্রোপচার • পিত্তথলির অপসারণ ইত্যাদি
১৬. কার্ডিওলজি	ক. বাত জ্বর ব্যবস্থাপনা
	খ. হৃদপিন্ডের ইসকেমিক রোগের (আইএইচডি) ব্যবস্থাপনা
	গ. হার্ট অ্যাটাক (স্টেমি, নন-স্টেমি)
	ঘ. হৃদপিন্ড অকার্যকর হওয়া (জরুরি অবস্থা হলে প্রাথমিক চিকিৎসা ও পরবর্তীতে রেফারেল)
	ঙ. সংবহনতন্ত্রের সমস্যা- ডিভিটি
১৭. অর্থোপেডিক্স	ক. স্থানচ্যুতির সংশোধন
	খ. হাড় ভাঙার ব্যবস্থাপনা • ক্লোজ রিডাকশন • ওপেন রিডাকশন অ্যান্ড ইন্টার্নাল ফিক্সেশন
	গ. ট্রমা সেবা
১৮. যৌন ও লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা	ক. গোপনীয়তা বজায় রেখে রোগী সনাক্তকরণ
	খ. কাউন্সেলিং
	গ. জরুরি গর্ভনিরোধ
	ঘ. ছোট জখমের চিকিৎসা
	ঙ. যৌনবাহিত সংক্রমণ প্রতিরোধ
	চ. মানসিক সহায়তা
	ছ. চিকিৎসা-আইনি সেবা
১৯. জরুরি সেবা ব্যবস্থাপনা	ক. সকল ধরণের জরুরী চিকিৎসা এবং অস্ত্রোপচার
	খ. সড়ক দূর্ঘটনাজনিত আঘাত স্থিতিশীলকরণ
	গ. ডুবে যাওয়া ব্যক্তির ব্যবস্থাপনা
	ঘ. প্রাথমিক চিকিৎসা
	ঙ. ছোট জখম
	চ. বিষক্রিয়া
	ছ. সাপের কামড়
	জ. জীবজন্তুর কামড়
	ঝ. কুকুরের কামড়
	ঞ. এলার্জিক প্রতিক্রিয়া
	ট. কার্ডিওপালমোনারি রিসাসিটেশন (সিপিআর)
	ঠ. শারীরিক নির্যাতন
	ড. ট্রমা সেবা/ ব্যবস্থাপনা

সেবাখাত ৩: পরীক্ষা-নিরীক্ষা সেবা[91]

২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা হাসপাতালের ল্যাবরেটরি, রেডিওলজি ও ইমেজিং এবং ব্লাড ব্যাংকে প্রস্তাবিত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা- নিরীক্ষা সেবাগুলোর একটি তালিকা টেবিল ৩-এ দেওয়া হলো।

টেবিল ৬৪: জেলা/জেনারেল হাসপাতালে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সেবা

ল্যাবরেটরি	রেডিওলজি ও ইমেজিং	ব্লাড ব্যাংক
রক্তের পরীক্ষা (হেমাটোলজি অটো এনালাইজারের মাধ্যমে পরীক্ষণ) কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট (সিবিসি); টোটাল কাউন্ট (টিসি); ডিফারেনশিয়াল কাউন্ট (ডিসি); এইচবি/ হিমোগ্লোবিন; এরিথ্রোসাইট সেডিমেন্টেশন রেট (ইএসআর), ম্যালেরিয়াল প্যারাসাইট ব্লাড স্মিয়ার টেস্ট (এমপি), রক্তের ইউরিয়া; সি-রিয়েক্টিভ প্রোটিন (সিআরপি); পেরিফেরাল ব্লাড ফিল্ম (পিবিএফ); হিমোগ্লোবিন ইলেক্ট্রোপোরেসিস; কালচার ও সেন্সিটিভিটি	ডিজিটাল এক্স-রে, ডেন্টাল এক্স-রে (ওপিজি), আল্ট্রাসনোগ্রাম, ম্যামোগ্রাম	গ্রুপিং ও ক্রসিং ম্যাচিং
সেরোলজিকাল টেস্ট ভেনেরাল ডিজিস রিসার্চ ল্যাবরেটরী (ভিডিআরএল); ট্রেপোনেমা প্যালিডাম হেমাগ্লুটিনেশন অ্যাসে (টিপিএইচএ); উইডাল/ভীডাল টেস্ট ; অ্যান্টিস্ট্রেপ্টোলাইসিন-ও টাইটার (এএসও); টাইটার; রিউমাটয়েড ফ্যাক্টর টেস্ট (আরএ টেস্ট); অ্যান্টি-সাইক্লিক সাইট্রুলিনেটেড পেপ্টাইড (অ্যান্টি সিসিপি), হেপাটাইটিস-বি সারফেস অ্যান্টিজেন (এইচবিএসএজি); হিউম্যান ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস (এইচআইভি) টেস্ট , অ্যান্টি হেপাটাইটিস-সি (অ্যান্টি-এইচসিভি), আরকে -৩৯ র‍্যাপিড ইমিউনোক্রোমাটোগ্রাফিক টেস্ট; কোভিড -১৯ র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট; কোভিড -১৯ রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ পলিমারেজ চেইন রিয়েকশন (আরটি পিসিআর) টেস্ট , ডেঙ্গু এনএস ১ (নন-স্ট্রাকচারাল প্রোটিন); ডেঙ্গু ইমিউনোগ্লোবিউলিন টেস্ট	কম্পিউটেড টমোগ্রাফি (সিটি) স্ক্যান, ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম (ইসিজি), ইকোকার্ডিওগ্রাফি, ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স ইমেজিং (এমআরআই), এন্ডোস্কোপি, এক্সারসাইজ টলারেন্স টেস্ট (ইটিটি)	স্ক্রিনিং (এইচবিভি, এইচসিভি, এইচআইভি, ভিডিআরএল, ম্যালেরিয়া)
বায়োকেমিক্যাল টেস্ট র‍্যান্ডম ব্লাড সুগার; হিমোগ্লোবিন এ১সি/গ্লাইকেটেড হিমোগ্লোবিন টেস্ট (এইচবিএ১ সি); সিরাম ক্রিয়েটিনিন; সিরাম ইলেক্ট্রোলাইট; সিরাম বিলিরুবিন; সিরাম গ্লুটামিক পাইরুভিক ট্রান্সঅ্যামিনেজ টেস্ট (এসজিপিটি); ট্রপোনিন-আই **থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট** সিরাম থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন (টিএসএইচ); ফ্রী ট্রাইআয়োডোথাইরোনিন (এফটি৩); ফ্রী থাইরক্সিন (এফটি৪); অ্যান্টি-থাইরয়েড অ্যান্টিবডি **রেনাল ফাংশন টেস্ট** **ইউরিন** ইউরিন (রুটিন); প্রেগন্যান্সি টেস্ট, ইউরিন টোটাল প্রোটিন, ইউরিন অ্যালবুমিন, ইউরিন অ্যালবুমিন টু ক্রিয়েটিনিন রেশিও (এসিআর) টেস্ট **স্টুল** স্টুল রুটিন এক্সামিনেশন (আর/ই); স্টুল অকাল্ট ব্লাড টেস্ট (ওবিটি) **লিপিড প্রোফাইল** সিরাম কোলেস্ট্রল, হাই ডেনসিটি লিপোপ্রোটিন (এইচডিএল), লো ডেনসিটি লিপোপ্রোটিন (এলডিএল), টোটাল কোলেস্টরল **লিভার ফাংশন টেস্ট** সিরাম বিলিরুবিন; সিরাম গ্লুটামিক-পাইরুভিক ট্রান্সঅ্যামিনেজ টেস্ট (এসজিপিটি), সিরাম গ্লুটামিক-অক্সালোএসিটিক ট্রান্সঅ্যামিনেজ (এসজিওটি) টেস্ট, অ্যালকালাইন ফসফেটেজ, প্রোথ্রম্বিন টাইম উইথ ইন্টারন্যাশনাল নরমালাইজড রেশিও (পিটি উইথ আইএনআর) টেস্ট **ব্লাড গ্রুপিং** ব্লাড গ্রুপিং ও রেসাস (আরএইচ) টাইপিং, ব্লিডিং টাইম (বিটি), ক্লটিং টাইম (সিটি) **যক্ষা টেস্ট** ম্যানটক্স টিউবারকিউলিন স্কিন টেস্ট (এমটি), স্পুটাম ফর এসিড-ফাস্ট ব্যাসিলাই (এএফবি); জিন এক্সপার্ট ফর টিউবারকিউলোসিস।	কোলনস্কপি প্রোক্টস্কোপি	

[91] উল্লেখিত সেবাসমূহের কিছু সেবা শুধুমাত্র দক্ষ জনবল এবং প্রয়োজনীয় কার্যকর যন্ত্রপাতি প্রাপ্য থাকলে প্রদান করা হবে

স্পেশাল টেস্ট ল্যাব ডায়াগনোসিস অফ লিম্ফ্যাটিক ফাইলারিয়াসিস; স্কিন স্মিয়ার এক্সামিনেশন ফর লেপরেসি হিস্টোপ্যাথোলজি- ফাইনাল নীডল অ্যাস্পিরেশন সাইটোলজি (এফএনএসি), ফাইনাল নীডল অ্যাস্পিরেশন বায়োপসি (এফএনএবি) **র‍্যাপিড ডিটেকটেশন টেস্ট** কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গুর র‍্যাপিড ডিটেকটেশন টেস্ট (আরডিটি) ব্লাড কালচার, ইউরিন কালচার, স্পুটাম কালচার, পাজ কালচার ডোপ টেস্ট		

সেবাখাত ৪: ফার্মেসি সেবা

ফার্মেসি স্বাস্থ্য সেবার একটি শাখা যার দায়িত্ব হচ্ছে রোগীদের চাহিদা অনুযায়ী নিরাপদ ও ভালোমানের ঔষধ সরবরাহ করা। মেডিক্যাল অফিসার/কন্সাল্টেন্ট এবং অন্যান্য সহায়ক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের সহযোগিতায় এই সেবা প্রদান করা হয়। ফার্মেসিতে ঔষধ নির্বাচন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং বিতরণের পাশাপাশি রোগীদের নিরাপদ, যথাযথ মাত্রায় এবং সঠিকভাবে ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়।

ঔষধের মান, মজুদ নিয়ন্ত্রণ, ঔষধ সংরক্ষণ, চুরি প্রতিরোধ, মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখ পর্যবেক্ষণ এবং ইঁদুর ও পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে ইলেকট্রনিক ড্রাগ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম স্থাপন করা জরুরী ।

ফার্মেসী সেবার মধ্যে একটি ফার্মেসি রুম এবং বহির্বিভাগ, অন্তঃবিভাগ, জরুরী বিভাগ, অপারেশন থিয়েটার, এবং লেবার রুমের জন্য বিভিন্ন ঔষধ বিতরণ কেন্দ্র অন্তর্ভুক্ত। অন্তবিভাগের বিভিন্ন ওয়ার্ড, জরুরী বিভাগ, অপারেশন থিয়েটার এবং লেবার রুমের নিজস্ব চাহিদা মেটাতে ছোট ফার্মেসি থাকবে। ফার্মেসী সেবা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক স্ট্যান্ডার্ড নিচে তালিকাভুক্ত করা হলো।

টেবিল ৬৫: জেলা/জেনারেল হাসপাতালে ফার্মেসি সেবা			
১.	**চাহিদা দাখিল**	ক.	চাহিদা দাখিলের ক্ষেত্রে ঔষধের দৈনিক চাহিদা এবং চাহিদা দাখিল ও ঔষধ প্রাপ্তির মধ্যবর্তী প্রয়োজনীয় সময় বিবেচনা করা
২.	**অবকাঠামো**	ক.	মেডিসিন স্টোররুম এবং বহির্বিভাগের ফার্মেসির জন্য স্পষ্ট নির্দেশক
		খ.	মেডিকেল স্টোররুম ও ফার্মেসি কক্ষগুলো পরিচ্ছন্ন এবং ধুলা-ময়লামুক্ত থাকবে।
		গ.	নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যথাযথ কার্যকরী লকসহ ফার্মাসিতে ঔষধ বিতরণের জন্য একটি নিরাপদ আউটলেট থাকবে।
		ঘ.	বহির্বিভাগের ফার্মেসিতে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক কাউন্টার ও সারি থাকবে
		ঙ.	ঔষধ সংরক্ষনের জন্য তাকঃ • আলো, স্যাঁতস্যাঁতে স্থান এবং উচ্চতাপমাত্রা থেকে সুরক্ষিত হবে। • পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকবে।
		চ.	ফার্মেসিতে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণঃ • আর্দ্রতা, তাপমাত্রা, এবং আলোর নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া • পরীক্ষিত অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র • ঔষধ সংরক্ষনের জন্য কার্যকর রেফ্রিজারেটর
৩.	**মেডিসিন সরবরাহ**	ক.	প্রয়োজনীয় মেডিকেল ও সার্জিকাল আইটেম (এমএসআর) গুলোর জন্য তালিকা (রেজিস্টার/ডিজিটাল) রাখা • হালনাগাদ তথ্য সম্বলিত বিন কার্ড[92]
		খ.	বহির্বিভাগের ফার্মেসির বাইরে বিদ্যমান ঔষধের তালিকা প্রদর্শন
		গ.	পরবর্তী ৩ মাসের জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুদ রাখা • মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ মজুদে না রাখা নিশ্চিত করতে ঔষধের তালিকা নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনার জন্য একটি কার্যকর প্রক্রিয়া
		ঘ.	যথাযথ কাউন্সেলিংসহ ঔষধ বিতরণ
		ঙ.	প্রতিদিন রেজিস্টার (মজুদ, বিতরণ, চাহিদা তালিক ও ঔষধের ট্যালি শীট) হালনাগাদ করা
		চ.	হাসপাতালজুড়ে সরবরাহ চেইন বজায় রাখতে অন্যান্য বিভাগে যথাযথভাবে ঔষধ বিতরণ • অন্তবিভাগ • বহির্বিভাগ

[92] সরঞ্জামাদির স্টকের হিসাব রাখার জন্য স্টোরে ব্যবহৃত মুদ্রিত কার্ড।

	• জরুরী বিভাগ • লেবার রুম • অপারেশন থিয়েটার
৪. **মজুদের কার্যকরী প্রাপ্তি ও বিতরণ ব্যবস্থা এবং মেয়াদ পর্যবেক্ষণ**	ক. ঔষধ প্রাপ্তির সময় মেয়াদ লক্ষ্য করা এবং মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ মজুদ রেকর্ড রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা
	খ. যদি মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ব্যবহার করা না যায় সেক্ষেত্রে মেয়াদোত্তীর্ণের কাছাকাছি স্টক গ্রহণ না করা
	গ. ঔষধের মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা উচিত এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ অবিলম্বে আলাদা করে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রোটোকল অনুযায়ী অপসারণ করা উচিত।
	ঘ. প্রতি মাসে মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়া ঔষধের রেকর্ড (তারিখ, ঔষধের নাম, পরিমাণ ইত্যাদি) রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা
	ঙ. কম চাহিদার এবং পরবর্তী ৩ মাসের মধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ হবে এমন ঔষধগুলো চিহ্নিত করা- তালিকা তৈরি এবং আইটেম ও সরবরাহের উৎস অনুসারে পৃথক করা।
	চ. মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার কাছাকাছি এমন ঔষধগুলোর ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা।
৫. **যথাযথ ফার্মেসি সেবা অনুশীলন (জিপিপি) নিশ্চিতকরণ**	ক. চাহিদা দাখিলপত্র, রেজিস্টার ও মজুদ বজায় রাখা এবং বিতরণের কাউন্সেলিং নিশ্চিত করা
	খ. ঔষধ হস্তান্তরের পূর্বে রোগী/ক্লায়েন্ট যাচাইকরণ
	গ. ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রের সাথে ঔষধ, ব্যবহারের সময় ও ডোজের পরিমাণ পুনরায় নিশ্চিত করা

সেবাখাত ৫: রেফারেল

একটি কাঠামোগত রেফারেল প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য হল একটি কার্যকরী উর্ধ্বমুখী এবং নিম্নগামী রেফারেল প্রক্রিয়া চালু করা যাতে জেলা/জেনারেল হাসপাতালের সেবা ও সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং উচ্চপর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের উপর রোগীর চাপ কমানো যায়। রোগীদের প্রয়োজন অনুসারে উচ্চমানের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন স্তরের স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোকে যুক্ত করে চিত্র ৮-এ একটি স্বাস্থ্যসেবা রেফারেল প্রক্রিয়া সুপারিশ করা হয়েছে।

সবুজ রঙের তীর চিহ্নিত পথ দুটি রোগীদের উর্ধ্বমুখী রেফারালের দিক নির্দেশ করেঃ (১) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে জেলা/জেনারেল হাসপাতালে এবং (২) জেলা/জেনারেল হাসপাতাল থেকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। অন্যদিকে রোগীদের জন্য নিম্নগামী রেফারেল কমলা রঙের তীর চিহ্নিত দুটি পথের দিকে নির্দেশিত: (১) মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে জেলা/জেনারেল হাসপাতালে এবং (২) জেলা/জেনারেল হাসপাতাল থেকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে।

চিত্র ৮: জেলা/জেনারেল হাসপাতালের জন্য রেফারালের নির্দেশনাসমূহ

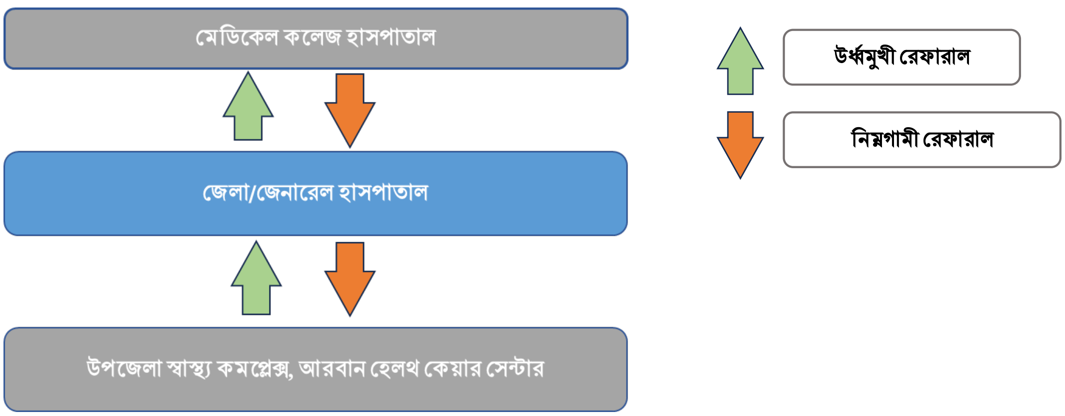

কার্যকর রেফারালের জন্য রোগীর সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করতে রেফারেল স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সাথে স্পষ্ট যোগাযোগ প্রয়োজন। স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীর দায়িত্ব হচ্ছে রেফারেল রেজিস্টার হালনাগাদ করা এবং সকল প্রয়োজনীয় তথ্যসহ রোগীর রেফারেল ফর্মটি পূরণ করা। প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রেফারেল রোগী/ক্লায়েন্টদের জন্য একটি রেফারেল কর্নার থাকতে হবে যাতে সেবাকেন্দ্রে পৌছানোর পর তাদের অগ্রাধিকার এবং প্রয়োজনীয় সেবা দেওয়া যায়। নিম্নগামী রেফারেলগুলোকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। রেফারেল প্রক্রিয়াকে রোগী এবং সেবা প্রদানকারীদের জন্য সহজ ও কার্যকরী করতে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে।

জরুরি ক্ষেত্রে, রেফারড রোগীকে রেফারড স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিবহনের জন্য রেফারকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র অ্যাম্বুলেন্স সুবিধা দিয়ে সহায়তা করবে। অ্যাম্বুলেন্সে রোগীর সাথে জীবনরক্ষার জন্য মৌলিক দক্ষতার উপর প্রশিক্ষিত নিবেদিত একজন চালক এবং একজন উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার থাকবে। হাসপাতালে পৌঁছানোর আগে রোগীদের স্থিতিশীল রাখার জন্য অ্যাম্বুলেন্সে অক্সিজেনসহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা থাকবে।

নিম্নোক্ত কারণে রোগীদের জেলা/জেনারেল হাসপাতাল থেকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হবে:

- যদি জেলা/জেনারেল হাসপাতালে প্রদত্ত চিকিৎসায় রোগীর অবস্থার উন্নতি না হয়।
- অন্যান্য যেকোনো অবস্থা যাতে রোগ নির্ণয়ের জন্য আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং উন্নত ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন।

সেবাখাত ৬: স্বাস্থ্যসেবার মানব সম্পদ

একটি জেলা হাসপাতালে প্রস্তাবিত স্টাফিং প্যাটার্ন পর্যাপ্ত দক্ষতা প্রতিফলিত করে যা পরিষেবাগুলো সরবরাহ করার জন্য প্রয়োজন ,যা এনএইচএসএস এর পূর্ববর্তী সেবাখাতগুলোতে বর্ণিত। বাংলাদেশের জেলা হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা ডেপুটি পরিচালক / সুপারিনটেনডেন্ট এর অধিনস্ত।

চিত্র ৯: জেলা/জেনারেল হাসপাতালের সাংগঠনিক কাঠামোর একটি সারসংক্ষেপ

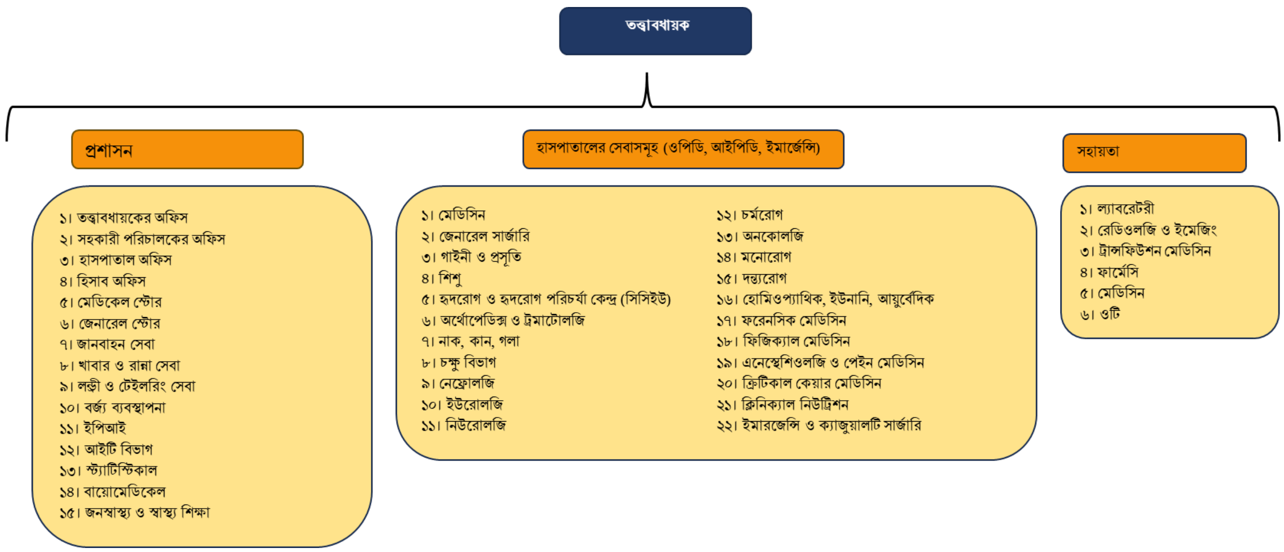

টেবিল ৬৬: জেলা/জেনারেল হাসপাতালে স্বাস্থ্যসেবার জন্য মানব সম্পদের তালিকা	
পদবী	সংখ্যা
হাসপাতাল প্রশাসন	
উপ-পরিচালক / সুপারিনটেনডেন্টের কার্যালয়	
উপ-পরিচালক / সুপারিনটেনডেন্ট	১
ব্যক্তিগত সহকারী	১
স্টেনোগ্রাফার কাম কম্পিউটার অপারেটর	১
অফিস সহায়ক	৪
সহকারী পরিচালকের কার্যালয়	
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন+এইচআর+অর্থ; বাজেট: অডিট+স্টোর; প্রকিউরমেন্ট এবং রসদ/ লজিস্টিক)	৪
অফিস সহকারী ও কম্পিউটার টাইপিস্ট	৪
অফিস সহায়ক	৪
হাসপাতাল অফিস	
অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার	১
ইমাম	১
প্রধান সহকারী	১
আপার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট	২
অফিস সহকারী কাম ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	৩
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট	৩
জুনিয়র মেকানিক এবং পাম্প অপারেটর	২
ওয়ার্ড মাস্টার	৪

টেবিল ৬৬: জেলা/জেনারেল হাসপাতালে স্বাস্থ্যসেবার জন্য মানব সম্পদের তালিকা

পদবী	সংখ্যা
রিসেপশনিস্ট	২
মেডিকেল রেকর্ড কিপার	২
ইলেকট্রিশিয়ান	১
সরদার	১
প্লাম্বার	২
অফিস সহায়ক	৩
নিরাপত্তা প্রহরী	১২
ক্লিনার	৩
মালি	৩
হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম একাউন্টেন্ট	১
একাউন্টস বিভাগ	
একাউন্টেন্ট অফিসার	১
একাউন্টেন্ট	১
অ্যাসিস্ট্যান্ট একাউন্টেন্ট	২
ক্যাশিয়ার	১
টিকিট ক্লার্ক	৫
মেডিকেল স্টোর	
মেডিকেল অফিসার- স্টোর	১
সিনিয়র স্টোর কিপার	১
স্টোর কিপার	১
স্টোর অ্যাটেনডেন্ট	৩
ক্লিনার	১
জেনারেল স্টোর	
স্টোর অফিসার	১
সিনিয়র স্টোর কিপার	১
স্টোর কিপার	২
স্টোর অ্যাটেনডেন্ট	৩
ক্লিনার	১
পরিবহন সেবা	
ড্রাইভার/অ্যাম্বুলেন্স চালক	৫
হেলপার	২
খাদ্য এবং রান্নাঘর পরিষেবা	
পুষ্টিবিদ	১
স্টুয়ার্ড	১
সহকারী স্টুয়ার্ড	১
কুক	৬
সহকারী কুক	৬
লন্ড্রি এবং টেইলরিং পরিষেবা	
লিনেন কিপার	২

টেবিল ৬৬: জেলা/জেনারেল হাসপাতালে স্বাস্থ্যসেবার জন্য মানব সম্পদের তালিকা	
পদবী	সংখ্যা
দর্জি	২
ধুপি	৮
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা	১
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সহকারী	২
ইপিআই	
সিনিয়র মেডিকেল টেকনোলজিস্ট- ইপিআই	১
মেডিকেল টেকনোলজিস্ট- ইপিআই	১
ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার	১
অফিস সহায়ক	১
আইটি বিভাগ	
সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী	১
ডাটা এন্ট্রি কাম কম্পিউটার অপারেটর	৬
পরিসংখ্যান বিভাগ	
পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	১
পরিসংখ্যান সহকারী	২
বায়োমেডিকেল	
সহকারী বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ার	১
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বায়োমেডিকেল)	১
ইলেক্ট্রো-মেডিকেল টেকনিশিয়ান	১
ইলেকট্রিশিয়ান	২
জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য শিক্ষা	
জুনিয়র কনসালটেন্ট (পাবলিক হেলথ কনসালটেন্ট)	১
সহকারী সার্জন (জনস্বাস্থ্য)	১
স্বাস্থ্য শিক্ষাবিদ/ হেলথ এডুকেটর	১
ডাটা এন্ট্রি কাম কম্পিউটার অপারেটর	১
অফিস সহায়ক	২
বহির্বিভাগ/ আউটডোর	
আবাসিক মেডিকেল অফিসার	১
অফিস সহায়ক	১
মেডিসিন	
আবাসিক চিকিৎসক (আরপি)	১
সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার	২
অফিস সহায়ক	৩
জেনারেল সার্জারি	
আবাসিক সার্জন (আরএস)	১
সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার	২
অফিস সহায়ক	৩

টেবিল ৬৬: জেলা/জেনারেল হাসপাতালে স্বাস্থ্যসেবার জন্য মানব সম্পদের তালিকা	
পদবী	সংখ্যা
গাইনি এন্ড অবস্টেট্রিক	
আবাসিক সার্জন (আরএস)	১
সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার	২
সিনিয়র স্টাফ নার্স	৭
মিডওয়াইফ	৭
আয়া	৪
পেডিয়াট্রিক্স	
আবাসিক চিকিৎসক (আরপি)	১
সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার	২
অফিস সহায়ক	২
কার্ডিওলজি	
আবাসিক চিকিৎসক (আরপি)	১
সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার	২
কার্ডিওগ্রাফার	২
অফিস সহায়ক	২
অর্থোপেডিকস ও ট্রমাটোলজি	
আবাসিক সার্জন (আরএস)	১
সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার	২
অফিস সহায়ক	২
অটোলারিঙ্গোলজি	
আবাসিক সার্জন (আরএস)	১
সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার	২
অফিস সহায়ক	২
চক্ষু	
আবাসিক সার্জন (আরএস)	১
সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার	২
অফিস সহায়ক	২
নেফ্রোলজি ও ডায়ালাইসিস	
সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার	১
অফিস সহায়ক	১
ইউরোলজি	
সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার	১
অফিস সহায়ক	১
নিউরোলজি	
আবাসিক চিকিৎসক (আরপি)	১
সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার	২
অফিস সহায়ক	১
চর্মরোগ	

টেবিল ৬৬: জেলা/জেনারেল হাসপাতালে স্বাস্থ্যসেবার জন্য মানব সম্পদের তালিকা

পদবী	সংখ্যা
সিনিয়র কনসালটেন্ট	১
জুনিয়র কনসালটেন্ট	১
সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার	২
অফিস সহায়ক	২
অনকোলজি	
জুনিয়র কনসালটেন্ট	১
সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার	২
অফিস সহায়ক	২
মনোরোগবিদ্যা/ সাইকিয়াট্রি	
সিনিয়র কনসালটেন্ট	১
জুনিয়র কনসালটেন্ট	১
সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার	২
ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট	১
নার্স	২
অফিস সহায়ক	২
দন্ত	
সিনিয়র কনসালটেন্ট	১
জুনিয়র কনসালটেন্ট	২
সহকারী ডেন্টাল সার্জন	৪
নার্স	৩
সিনিয়র মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ডেন্টাল)	১
মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ডেন্টাল)	৩
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার স্টেনো টাইপিস্ট	২
অফিস সহায়ক	৩
আয়া	২
ক্লিনার	২
হোমিও, ইউনানি ও আয়ুর্বেদিক	
মেডিকেল অফিসার	১
হারবাল সহকারী	১
অফিস সহায়ক	১
ফরেনসিক মেডিসিন	
সিনিয়র কনসালটেন্ট	১
জুনিয়র কনসালটেন্ট	১
সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার (পুরুষ - ১ এবং মহিলা - ১)	২
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	২
মর্চুয়ারি কেয়ার টেকার	২
ডোম	২

টেবিল ৬৬: জেলা/জেনারেল হাসপাতালে স্বাস্থ্যসেবার জন্য মানব সম্পদের তালিকা

পদবী	সংখ্যা
ইমারজেন্সি ও ক্যাজুয়ালিটি সার্জারি	
সিনিয়র কনসালটেন্ট	১
জুনিয়র কনসালটেন্ট (অর্থোপেডিকস অ্যান্ড ট্রমাটোলজি)	২
জুনিয়র কনসালটেন্ট (শিশুরোগ)	২
জুনিয়র কনসালটেন্ট (কার্ডিওলজি)	২
জুনিয়র কনসালটেন্ট (সার্জারি)	৩
ইমার্জেন্সি মেডিকেল অফিসার	১২
সিনিয়র স্টাফ নার্স	২৪
সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (সেকমো)	৮
ইমারজেন্সি এটেনডেন্ট	৮
স্ট্রেচার বহনকারী/ট্রলি বয়	৮
আয়া	৪
ক্লিনার	৪
হাসপাতাল সাপোর্ট সার্ভিস	
হাসপাতাল ফার্মেসি	
সিনিয়র ফার্মাসিস্ট (ডিপ্লোমা)	১
ফার্মাসিস্ট (ডিপ্লোমা)	৬
ফার্মেসি অ্যাটেনডেন্ট	২
ক্লিনার	১
ল্যাবরেটরি সার্ভিস (প্যাথলজি এবং অ্যালাইড সাবজেক্ট)	
সিনিয়র কনসালটেন্ট (প্যাথলজি)	১
জুনিয়র কনসালটেন্ট (প্যাথলজি)	২
জুনিয়র কনসালটেন্ট (বায়োকেমিস্ট্রি)	১
জুনিয়র কনসালটেন্ট (মাইক্রোবায়োলজি)	১
সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার (প্যাথলজি)	৪
সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার (বায়োকেমিস্ট্রি)	১
সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার (মাইক্রোবায়োলজি)	২
সিনিয়র মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ল্যাবরেটরি)	১
সিনিয়র মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড হেমাটোলজি)	১
মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ল্যাবরেটরি)	৮
মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড হেমাটোলজি)	২
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার স্টেনো টাইপিস্ট	২
মেডিকেল টেকনিশিয়ান (ল্যাবরেটরি)	১২
অফিস সহায়ক	৪
ক্লিনার	৮
রেডিওলজি ও ইমেজিং	
সিনিয়র কনসালটেন্ট	১
জুনিয়র কনসালট্যান্ট	২

টেবিল ৬৬: জেলা/জেনারেল হাসপাতালে স্বাস্থ্যসেবার জন্য মানব সম্পদের তালিকা	
পদবী	সংখ্যা
সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার (রেডিওলজি ও ইমেজিং)	২
সিনিয়র মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (রেডিওগ্রাফি)	১
মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (রেডিওগ্রাফি)	৪
টেকনিশিয়ান (রেডিওগ্রাফি)	৬
অফিস সহায়ক	৪
ক্লিনার	১
ট্রান্সফিউশন মেডিসিন	
সিনিয়র কনসালটেন্ট	১
জুনিয়র কনসালটেন্ট	১
সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার	৩
সিনিয়র মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ব্লাড ব্যাংক)	১
মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ব্লাড ব্যাঙ্ক)	৪
ল্যাবরেটরি অ্যাটেনডেন্ট	৩
ক্লিনার	২
ফিজিক্যাল মেডিসিন	
জুনিয়র কনসালটেন্ট	১
সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার	১
সিনিয়র মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ফিজিওথেরাপি)	১
মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ফিজিওথেরাপি)	৪
অকুপেশনাল থেরাপিস্ট	১
ক্লিনার	১
অ্যানেস্থেসিওলজি এবং পেইন মেডিসিন	
সিনিয়র কনসালটেন্ট	২
জুনিয়র কনসালটেন্ট	৮
সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার (অ্যানাস্থেসিওলজিস্ট)	১২
অপারেশন থিয়েটার	
ওটি নার্স (সিনিয়র স্টাফ নার্স)	৪০
স্টেরিলাইজার কাম মেকানিক	২
ওটি অ্যাটেনডেন্ট	১৬
অটোক্লেভ অপারেটর	২
আয়া	৮
ক্লিনার	১২
নার্সিং সার্ভিস	
নার্সিং সুপারিনটেনডেন্ট	২
ডেপুটি নার্সিং সুপারিনটেনডেন্ট	৪
নার্সিং সুপারভাইজার	৮
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট	১

টেবিল ৬৬: জেলা/জেনারেল হাসপাতালে স্বাস্থ্যসেবার জন্য মানব সম্পদের তালিকা	
পদবী	সংখ্যা
আয়া	১
ইন-পেশেন্ট বিভাগ/ অন্ত বিভাগ	
মেডিসিন	
সিনিয়র কনসালটেন্ট	১
জুনিয়র কনসালট্যান্ট	২
সহকারী রেজিস্ট্রার	২
ইন-ডোর মেডিকেল অফিসার	৮
সিনিয়র স্টাফ নার্স	৩৬
ওয়ার্ড এটেনডেন্ট	৮
আয়া	৮
ক্লিনার	৮
জেনারেল সার্জারি	
সিনিয়র কনসালট্যান্ট	২
জুনিয়র কনসালটেন্ট (সাধারণ সার্জারি, ইউরোলজি এবং পেডিয়াট্রিক সার্জারি)	৩
সহকারী রেজিস্ট্রার	৬
সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার	৮
সিনিয়র স্টাফ নার্স	৪০
ওয়ার্ড এটেনডেন্ট	৮
আয়া	৬
ক্লিনার	৫
গাইনি এবং প্রসূতি	
সিনিয়র কনসালটেন্ট	১
সিনিয়র কনসালটেন্ট (গাইনি অনকোলজি)	১
জুনিয়র কনসালট্যান্ট	৩
জুনিয়র কনসালটেন্ট (গাইনি অনকোলজি)	১
সহকারী রেজিস্ট্রার	২
সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার	৮
সিনিয়র স্টাফ নার্স	৪০
মিডওয়াইফ	২৫
ওয়ার্ড এটেনডেন্ট	৪
আয়া	১২
ক্লিনার	৮
শিশু	
সিনিয়র কনসালটেন্ট	১
জুনিয়র কনসালট্যান্ট	২
সহকারী রেজিস্ট্রার	২
সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার	৮
সিনিয়র স্টাফ নার্স	৩২

টেবিল ৬৬: জেলা/জেনারেল হাসপাতালে স্বাস্থ্যসেবার জন্য মানব সম্পদের তালিকা	
পদবী	সংখ্যা
ওয়ার্ড এটেনডেন্ট	৪
আয়া	৬
ক্লিনার	৪
কার্ডিওলজি এবং সিসিইউ	
সিনিয়র কনসালটেন্ট	১
জুনিয়র কনসালট্যান্ট	২
রেজিস্ট্রার	১
সহকারী রেজিস্ট্রার	১
সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার	৮
সিনিয়র স্টাফ নার্স	২৮
কার্ডিওগ্রাফার	৮
ওয়ার্ড এটেনডেন্ট	৪
আয়া	৬
ক্লিনার	৬
অর্থোপেডিকস এবং ট্রমাটোলজি	
সিনিয়র কনসালটেন্ট	১
জুনিয়র কনসালট্যান্ট	২
সহকারী রেজিস্ট্রার	১
সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার	৮
সিনিয়র স্টাফ নার্স	২৪
ড্রেসার	২
ওয়ার্ড এটেনডেন্ট	৮
আয়া	৪
ক্লিনার	৪
নাক,কান,গলা	
সিনিয়র কনসালটেন্ট	১
জুনিয়র কনসালট্যান্ট	২
সহকারী রেজিস্ট্রার	১
সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার	৪
সিনিয়র স্টাফ নার্স	১২
ওয়ার্ড এটেনডেন্ট	২
আয়া	২
ক্লিনার	৩
চক্ষুবিদ্যা	
সিনিয়র কনসালটেন্ট	১
জুনিয়র কনসালট্যান্ট	১
সহকারী রেজিস্ট্রার	১
সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার	৪

টেবিল ৬৬: জেলা/জেনারেল হাসপাতালে স্বাস্থ্যসেবার জন্য মানব সম্পদের তালিকা	
পদবী	সংখ্যা
সিনিয়র স্টাফ নার্স	১০
ওয়ার্ড এটেনডেন্ট	২
আয়া	১
ক্লিনার	৩
নেফ্রোলজি	
সিনিয়র কনসালটেন্ট	১
জুনিয়র কনসালট্যান্ট	১
রেজিস্ট্রার	১
সহকারী রেজিস্ট্রার	১
সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার	৪
সিনিয়র স্টাফ নার্স	১২
ওয়ার্ড এটেনডেন্ট	৪
আয়া	৪
ক্লিনার	৪
ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন	
সিনিয়র কনসালটেন্ট	২
জুনিয়র কনসালট্যান্ট	৪
আবাসিক চিকিৎসক	১
সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার	৮
সিনিয়র স্টাফ নার্স	৪০
ওয়ার্ড এটেনডেন্ট	৮
আয়া	৪
ক্লিনার	৪
মেডিকেল অনকোলজি	
সিনিয়র কনসালটেন্ট	১
জুনিয়র কনসালট্যান্ট	৩
আবাসিক চিকিৎসক	১
সহকারী রেজিস্ট্রার	২
সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার	৮
সিনিয়র স্টাফ নার্স	২০
ওয়ার্ড এটেনডেন্ট	১৪
আয়া	৮
ক্লিনার	৮
ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন	
জুনিয়র কনসালট্যান্ট	১
সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার	১
সিনিয়র স্টাফ নার্স	৪
ওয়ার্ড এটেনডেন্ট	২

টেবিল ৬৬: জেলা/জেনারেল হাসপাতালে স্বাস্থ্যসেবার জন্য মানব সম্পদের তালিকা	
পদবী	সংখ্যা
আয়া	২
ক্লিনার	১

সেবাখাত ৭: মেডিসিন[93]

টেবিল ৮ এ জেলা/জেনারেল হাসপাতালের প্রয়োজনীয় ঔষধ, গর্ভনিরোধক এবং ভ্যাক্সিনের একটি নমুনা তালিকা প্রস্তাব করা হয়েছে যা সম্পূর্ণ নয় এবং প্রয়োজনে আরও সংযোজিত হতে পারে।

টেবিল ৬৭: জেলা/জেনারেল হাসপাতালের ঔষধের তালিকা	
চেতনানাশক (এনেস্থেটিক্স) এবং অপারেশন পূর্ববর্তী ঔষধ প্রয়োগ	রক্ত প্রভাবিতকারী ঔষধসমূহ
হালোথেন	ফলিক অ্যাসিড সহ বা শুধুমাত্র ফেরাস সালফেট/ফিউমারেট
আইসোফ্লুরেন	ফলিক এসিড
নাইট্রাস অক্সাইড – চেতনানাশকের জন্য অক্সিজেন	হেপারিন
অক্সিজেন	ওয়ারফারিন
থিওপেন্টাল সোডিয়াম	হৃদরোগের ঔষধ
কেটামাইন	অ্যাসপিরিন
অ্যাড্রেনালিন সহ বা শুধুমাত্র লিগনোকেন	আইসোসরবাইড ডাইনাইট্রেট
ন্যাপ্রোক্সেন	ডিগোক্সিন
নাবুমেটোন	গ্লিসারিল টাইনাইট্রেট
সুলিনডাক	এটেনলল
প্রেগাবালিন	এনালাপ্রিল
ট্রামাডল হাইড্রোক্লোরাইড	হাইড্রোক্লোরোথিয়াজাইড
টোলপেরিসোন হাইড্রোক্লোরাইড	অ্যামলোডিপাইন
বুপিভাকেইন	লোসারটান পটাসিয়াম
নালবুফাইন হাইড্রোক্লোরাইড	সিমভাস্ট্যাটিন
ফেন্টানেল	এ্যাটোরভাস্টাটিন
ভেকুরোনিয়াম ব্রোমাইড	বিসোপ্রোলল
ব্যাথানাশক (অ্যানালজেসিক্স), জ্বরনাশক (অ্যান্টিপাইরেটিক্স), নন-স্টেরয়েডাল, প্রদাহ নিরোধক (অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি)	কারভেডিলল
অ্যাসপিরিন	নিফেডিপাইন
প্যারাসিটামল	ভালসারটন
পেথিডিন হাইড্রোক্লোরাইড	মেথিল্ডোপা
আইবুপ্রোফেন	স্টেরয়েড
ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম	প্রিডনিসোলোন
কেটোরোলাক	হাইড্রোকোর্টিসোন
ইটোরিকক্সিব	বেটামেথেসোন
ইনডোমেথাসিন	ফ্লুটিকাসোন
এলার্জিরোধক এবং এনাফাইলেক্সিসের ঔষধ	ক্লোজেনসোল প্রোপ্রেট
ক্লোরফেনিরামাইন ম্যালেট	ডেফলাজকোর্ট
হাইড্রোকোর্টিসোন	চর্মরোগের ঔষধ (সাময়িক)
ডেক্সামেথাসোন	মাইকোনাজল
রুপাটাডিন	পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট
ডেসলোরাটাডিন	সিলভার সালফাডায়াজিন
কিটোটিফেন	জেন্টিয়ান ভায়োলেট
সিটিরিজাইন	সালফেট ব্যাসিট্রাসিন সহ বা শুধুমাত্র নিওমাইসিন
ইবাস্টিন	স্যালিসিলিক অ্যাসিড + বেনজোয়িক অ্যাসিড
বিষক্রিয়ায় ব্যবহৃত প্রতিষেধক এবং অন্যান্য উপাদান	বেনজিল বেনজোয়েট

[93] বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দ্বারা নির্ধারিত ঔষধ কেবলমাত্র সেই বিভাগে দায়িত্বরত কনসালট্যান্ট থাকলেই সংগ্রহ করা হবে।

টেবিল ৬৭: জেলা/জেনারেল হাসপাতালের ঔষধের তালিকা	
এক্টিভেটেড চারকোল	হুইটফিল্ড অয়েন্টমেন্ট
অ্যাট্রোপিন ইনজেকশন	ডায়াগনস্টিক এজেন্ট
প্রালিডক্সাইম	ফ্লুরোসেইন
অ্যান্টিকনভালস্যান্ট/অ্যান্টিপিলেপটিক	ট্রপিকামাইড
ফেনোবারবিটোন	জীবাণুনাশক
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ৫০%	সেট্রিমাইড সহ বা শুধুমাত্র ক্লোরহেক্সিডিন
ফিনাইটোয়িন	ক্লোরহেক্সিডিন ৭.১% প্রয়োগে একবার নাড়ি ধৌতকরণ
হ্যালোপেরিডল	পোভিডোন-আয়োডিন ১০%
সংক্রমণরোধক ঔষধ	মূত্ররোধক
মেবেনডাজল	ফ্রুসেমাইড
অ্যালবেনডাজল	ফ্রুসেমাইড +স্পাইরোনোল্যাকটোন
অ্যামক্সিসিলিন	ম্যানিটল ইনফিউশন সলিউশন ১০% এবং ২০%
অ্যাম্পিসিলিন	পরিপাকতন্ত্রের ঔষধ
ফেনোক্সিমিথাইল পেনিসিলিন	ম্যাগনেসিয়াম ট্রাইসিলিকেট সহ বা শুধুমাত্র অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড
বেনজাথাইন পেনিসিলিন	ফ্যামোটিডিন
প্রোকেন পেনিসিলিন	ওমেপ্রাজল
সেফালেক্সিন	এসমেপ্রাজল
সেফট্রিয়াক্সোন	রাবেপ্রাজল
ক্লোক্সাসিলিন	মেটোক্লোপ্রামাইড হাইড্রোক্লোরাইড
অ্যামোক্সিক্লাভ	ডেক্সট্রোজ সহ বা শুধুমাত্র সোডিয়াম ক্লোরাইড ০.৯%
এরিথ্রোমাইসিন	সোডিয়াম বাইকার্বনেট
ক্লোরামফেনিকোল	জিঙ্ক সালফেট
ডক্সিসাইক্লিন	হরমোন, অন্যান্য অন্তঃক্ষরা (এন্ডোক্রাইন) সম্পর্কিত ঔষধ এবং গর্ভনিরোধক
কো-ট্রাইমোক্সাজল	এথিনাইল এস্ট্রাদিওল + লেভোনরজেস্ট্রেল
মেট্রোনিডাজল	এথিনাইল এস্ট্রাদিওল + লিনেস্ট্রেনল
নালিডিক্সিক অ্যাসিড	ডেসোজেস্টেরল + এথিনাইল এস্ট্রাডিওল
ইথাম্বুটল	লেভোনরজেস্ট্রেল
ইথাম্বুটল সহ বা শুধুমাত্র আইসোনিয়াজিড	ডিপো মেড্রোক্সিপ্রোজেস্টেরন
পাইরাজিনামাইড	কপার-টি কন্টেইনিং ডিভাইস
আইসোনিয়াজিড সহ বা শুধুমাত্র রিফ্যামপিসিন	কনডম
ইথাম্বুটল সহ বা শুধুমাত্র রিফ্যামপিসিন + আইসোনিয়াজিড + পাইরাজিনামাইড	লেভোনরজেস্ট্রেল-রিলিজিং ইমপ্লান্ট
রিফ্যামপিসিন + আইসোনিয়াজিড + ইথাম্বুটল	ধীরে ক্রিয়াশীল ইনসুলিন
ক্লোট্রিমাজল	মেটফরমিন হাইড্রোক্লোরাইড
নাইস্ট্যাটিন	ইমিউনোলজিকাল
লুমেফ্যান্ট্রিন সহ বা শুধুমাত্র আর্টেমেথার	টিউবারকুলিন, পিউরিফাইড প্রোটিন ডেরিভেটিভ
আর্টিসুনেট	পলিভ্যালেন্ট অ্যান্টিভেনমস
কুইনাইন	টিটেনাস টক্সয়েড
প্রাইমাকুইন	বিসিজি ভ্যাকসিন
ক্লোরোকুইন	ডিপিটি ভ্যাকসিন পেন্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন (ডিপিটি, হেপাটাইটিস বি, এইচআইভি)
হেপারিন	নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন (পিসিভি)
ফ্লুক্লক্সাসিলিন	পোলিওমাইলাইটিস ভ্যাকসিন (ওপিভি এবং আইপিভি)
অ্যাজিথ্রোমাইসিন	এম আর ভ্যাকসিন (হাম ও রুবেলা)
ফ্লুকোনাজল	হামের ভ্যাকসিন

টেবিল ৬৭: জেলা/জেনারেল হাসপাতালের ঔষধের তালিকা	
লেভোফ্লক্সাসিন	হেপাটাইটিস-বি ভ্যাকসিন
সিপ্রোফ্লক্সাসিন	এইচপিভি
মাইগ্রেনরোধক ঔষধ	অপথ্যালমোলজিকাল প্রিপারেশন
এসিটাইল স্যালিসাইলিক অ্যাসিড	জেন্টামাইসিন
টলফেনামিক অ্যাসিড	টেট্র্যাকেইন/অ্যামেথোকেন
সিপ্রোফ্লক্সাসিন	অক্সিটোসিক এবং প্রসূতিসংক্রান্ত ঔষধ
শ্বাসনালির ঔষধ	অক্সিটোসিন
সালবিউটামল	মিসোপ্রোস্টল
সালবিউটামল ইনহেলার	মিফেপ্রিস্টোন
ইপ্রাট্রোপিয়াম ব্রোমাইড	ট্রানেক্সামিক অ্যাসিড
স্টেরয়েড ইনহেলার	ভিটামিন এবং মিনারেলস
নেবুলাইজেশন সলিউশন (সালবিউটামল + স্টেরয়েড)	অ্যাসকরবিক অ্যাসিড/ভিটামিন সি
অ্যাড্রেনালিন/এপিনেফ্রিন	ভিটামিন এ
থিওফাইলিন	ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স
শরীরে পানি, ইলেকট্রোলাইট, অম্ল-ক্ষার ইত্যাদির ভারসাম্যহীনতার চিকিৎসায় ব্যবহৃত সলিউশনস	ভিটামিন কে
ওরাল রিহাইড্রেশন সল্ট (ওআরএস)	ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট
কলেরা ফ্লুইড	শিশুদের নাক, কান, গলার চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধ
পানিতে ডেক্সট্রোজ ৫%, ২৫% এবং ৫০%	সিপ্রোফ্লক্সাসিন
গ্লুকোজ	জেন্টামাইসিন + হাইড্রোকোর্টিসোন
সোডিয়াম ক্লোরাইডসহ গ্লুকোজ	জাইলোমেটাজলিন হাইড্রোক্লোরাইড (ড্রপ/অনুনাসিক স্প্রে)
সোডিয়াম ক্লোরাইড	মানসিক এবং আচরণ সংক্রান্ত সমস্যার ঔষধ
হার্টম্যান সলিউশন	ডায়াজেপাম
স্টেরাইল/পাইরোজেন মুক্ত ইনজেকশনের জন্য ওয়াটার	রিসপেরিডোন

সেবাখাত ৮: যন্ত্রপাতি[94]

যন্ত্রপাতির সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে-

১. যন্ত্রপাতির প্রোকিউরমেন্ট, ত্রুটি, রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত, এবং অপসারনসহ সকল রেকর্ড রাখা।
২. সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি পরিচালনার জন্য অনুমোদিত কর্মীরা যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত ও পুন: প্রশিক্ষিত হবে এবং কোনো অপ্রশিক্ষিত ব্যক্তি যন্ত্রপাতি পরিচালনা করবে না।
৩. ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির জন্য সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা, যেমন- ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার, জরুরী অবস্থার জন্য স্বয়ংক্রিয় সুইচ ওভার (জেনারেটর), থাকবে।

জেলা/জেনারেল হাসপাতালের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির একটি প্রস্তাবিত তালিকা নিচে দেওয়া হলো। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির পরিমান প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানকারীদের উপস্থিতি, রোগীর চাপ ইত্যাদি বিবেচনা করে স্থানীয়ভাবে নির্ধারন করা হবে।

টেবিল ৬৮: জেলা/জেনারেল হাসপাতালের যন্ত্রপাতির তালিকা

জরুরী বিভাগ	ডায়ালাইসিস ইউনিট
রক্তচাপ পরিমাপক যন্ত্র	হেমোডায়ালাইসিস যন্ত্র
থার্মোমিটার	রক্তচাপ পরিমাপক যন্ত্র
স্ট্রিপসহ গ্লুকোমিটার	স্টেথোস্কোপ
ল্যানসেট	থার্মোমিটার
হুইলচেয়ার	স্ট্রিপসহ গ্লুকোমিটার
পালস অক্সিমিটার	বিশেষ ধরণের বেড (স্বয়ংক্রিয়)
রোগী পরিবহনের ট্রলি	ডিফিব্রিলেটর
স্যালাইন/ড্রিপ স্ট্যান্ড	কেন্দ্রীয়ভাবে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা
নির্দেশনাযুক্ত ফ্লো-মিটার এবং মাস্কসহ অক্সিজেন সিলিন্ডার (খালি/পূর্ণ)	নির্দেশনাযুক্ত ফ্লো-মিটার এবং মাস্কসহ অক্সিজেন সিলিন্ডার (খালি/পূর্ণ)
অক্সিজেন ম্যানিফোল্ড	ভেন্টিলেটর
কেন্দ্রীয়ভাবে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা	রেসাসিটেসন ব্যাগ (আম্বু ব্যাগ)
অক্সিজেন কন্সেনট্রেটর	পালস অক্সিমিটার
ইসিজি মেশিন	আলাদা ওয়াটার প্ল্যান্ট
সাকশন মেশিন	ডায়ালাইজার
নেবুলাইজার্স	ডায়ালাইসিস সলুশন (ডায়ালাইসেট)
জীবাণুনাশক (স্টেরিলাইজার)	রক্ত এবং ডায়ালাইসিস সলুশন পরিবহনের টিউবিং
জরুরী আলোর ব্যবস্থা	রেডিওলজির যত্রপাতি
আম্বু ব্যাগ	স্বয়ংক্রিয় প্রসেসরসহ ডিজিটাল এক্স-রে মেশিন
ডপলার মেশিন	দাঁতের এক্স-রে ইউনিট
পর্যবেক্ষণ বিভাগ	সিটি স্ক্যান
এডাল্ট স্কেল	সি-আর্ম
টর্চ	আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রক যন্ত্র
ঘড়ি	ম্যাগনেটিক রিজোনেন্স ইমেজিং (এমআরআই) যন্ত্র
শ্বাস-প্রশ্বাস গণনার (এআরআই) টাইমার	আল্ট্রাসাউন্ড যন্ত্র
উচ্চতা মাপার বোর্ড	অ্যানেস্থেসিওলজি/অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি
এমইউএসি টেপ	ভেন্টিলেটরসহ চেতনানাশক যন্ত্র
রক্তচাপ পরিমাপক যন্ত্র	ভেন্টিলেটরবিহীন চেতনানাশক যন্ত্র
থার্মোমিটার	অটোক্লেভ
স্ট্রিপসহ গ্লুকোমিটার	ইলেক্ট্রিক কোটারি যন্ত্র
ল্যানসেট	ডায়াথার্মি যন্ত্র

[94] বিশেষায়িত যন্ত্রপাতি কেবলমাত্র সেই বিভাগে দায়িত্বরত কনসালট্যান্ট থাকলেই সংগ্রহ করা হবে

টেবিল ৬৮: জেলা/জেনারেল হাসপাতালের যন্ত্রপাতির তালিকা	
হুইলচেয়ার	অপারেটিং মাইক্রোস্কোপ
রোগী পরিবহনের ট্রলি	সিলিং মাউনটিং ওটি লাইট
স্যালাইন/ড্রিপ স্ট্যান্ড	পোর্টেবল ওটি লাইট
নির্দেশনাযুক্ত ফ্লো-মিটার এবং মাস্কসহ অক্সিজেন সিলিন্ডার (খালি/পূর্ণ)	ফ্র্যাকচার টেবিল
অক্সিজেন ম্যানিফোল্ড	হাইড্রোলিক ওটি টেবিল
কেন্দ্রীয়ভাবে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা	স্টেরেলাইজার
হাই ফ্লো ন্যাসাল ক্যানুলা	সাকার মেশিন (ইলেক্ট্রিক)
অক্সিজেন কন্সেনট্রেটর	ভেন্টিলেটর
ইসিজি মেশিন	কার্ডিওলজি যন্ত্রপাতি
সাকশন মেশিন	করোনারি এনজিওগ্রাম যন্ত্র
নেবুলাইজার্স	ডিফিব্রিলিটর
জীবাণুনাশক (স্টেরিলাইজার)	ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম (ইসিজি) যন্ত্র
জরুরী আলোর ব্যবস্থা	ইকোকার্ডিওগ্রাফি যন্ত্র
আম্বু ব্যাগ	এন্ডোট্রাকিয়াল টিউব (ইটিটি) যন্ত্র
নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র (আইসিইউ) এবং করোনারি পরিচর্যা কেন্দ্র (সিসিইউ)	কার্ডিয়াক মনিটর
ল্যানসেট এবং স্ট্রিপসহ গ্লুকোমিটার	হলটার মনিটর
নির্দেশনাযুক্ত ফ্লো-মিটার এবং মাস্কসহ অক্সিজেন সিলিন্ডার (খালি/পূর্ণ)	নেবুলাইজার যন্ত্র
অক্সিজেন ম্যানিফোল্ড	পালস অক্সিমিটার
কেন্দ্রীয়ভাবে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা	গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজি যন্ত্রপাতি
হাই ফ্লো ন্যাসাল ক্যানুলা	এন্ডোস্কোপি যন্ত্র
ডিফিব্রিলেটর	ল্যাপারোস্কোপিক যন্ত্র
বিশেষ ধরণের বেড (স্বয়ংক্রিয়)	ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি
আইসিইউ বেডের সাথে মনিটর	বায়োকেমিক্যাল অটো-অ্যানালাইজার
ভেন্টিলেটর	সেন্ট্রিফিউজ মেশিন (ইলেক্ট্রিক)
এন্ডোট্রাকিয়াল টিউব (ইটিটি অথবা শ্বাস-প্রশ্বাস টিউব)	কলোরিমিটার
ইন্ট্রেভেনাস ইনফিউশন পাম্প	ইলেক্ট্রোলাইট অ্যানালাইজার
সিরিঞ্জ ড্রাইভার / সিরিঞ্জ পাম্প	এলিসা মেশিন
ন্যাসোগাস্ট্রিক নল (এনজি নল)	গ্যাস অ্যানালাইজার
ইনডিউইল্ডিং ইউরিনারি ক্যাথেটার (আইডিসি)	হরমোন অ্যানালাইজার
রেসাসিটেসন ব্যাগ (আম্বু ব্যাগ)	ব্লাড সেল কাউন্টার
বেড-সাইড ল্যাবরেটারি পরীক্ষা-নিরীক্ষা (বায়োমার্কার্স, সিবিসি, বিইউএন, ক্রিয়েটিনিন, ইলেক্ট্রোলাইট)	মাইক্রোস্কোপ (বাইনোকুলার)
পোর্টেবল ইমেজিং (এক্স-রে এবং ইকোকার্ডিওগ্রাফ)	সিরিঞ্জ পাম্প
সিকোয়েন্সিয়াল কম্প্রেশন যন্ত্র	রেফ্রিজারেটর
পালস অক্সিমিটার	দাঁতের যন্ত্রপাতি
সাকশন মেশিন	দন্তবিভাগ[95]
নেবুলাইজার্স	প্রসূতি সেবার যন্ত্রপাতি
স্টেরেলাইজার	ফিটাল মনিটর
বাইলেভেল পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার(বিআইপিএপি)	অবস্ট্রেটিক চিমটা (ফোর্পস)
কন্টিনিউআস পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেসার (সিপিএপি)	প্রসূতি সেবার যন্ত্রপাতি
কেন্দ্রীয় কম্পিউটার স্টেশন	ফিটাল ডপলার
ব্লাড ব্যাংকের যন্ত্রপাতি	ফিটাল মনিটর

95 ডেন্টাল চেয়ার, টুল, লাইটিং, হাইড্রিক বক্স, অ্যাসপিরেশন, কাসপিডর, এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি

টেবিল ৬৮: জেলা/জেনারেল হাসপাতালের যন্ত্রপাতির তালিকা	
ব্লাড ট্রান্সফিউশন ইউনিট[96]	ম্যানুয়াল ভ্যাকুয়াম এস্পিরেশন সেট
ব্লাড ব্যাগ সেন্ট্রিফিউজ	অবস্ট্রেটিক ভ্যাকুয়াম মেশিন (ভেন্টোজ)
ল্যামিনার ফ্লো হুড	সিজারিয়ান সেকশন সেট
পি এইচ মিটার	অবস্ট্রেটিক স্কোয়াটিং চেয়ার
হিমোগ্লোবিন ফটোমিটার	বার্থিং বল
ব্লাড ব্যাংক রেফ্রিজারেটর	লেবার টেবিল
রক্তের প্লাজমা আলাদা করার যন্ত্র	রেডিয়েন্ট ওয়ার্মার
প্লাটিলেট আলাদা করার যন্ত্র	ট্রলিসহ নরমাল ডেলিভারি সেট[97]
ডিপ ফ্রিজ (প্লাজমা)	নবজাতকের ট্রলিসহ রিসাসিটেশন সেট[98]
ডিপ ফ্রিজ (আরবিসি)	প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরনের (পিপিএইচ) সেট ট্রে
রেফ্রিজারেটর	এক্ল্যাম্পশিয়া ট্রে
ওয়াটার বাথ	পেডিয়াট্রিক যন্ত্রপাতি
অস্ত্রোপচার এবং অন্যান্য	শিশুর ইনকিউবেটর
ল্যারিঙ্গোস্কোপস	ফোটোথেরাপি ইউনিট
প্রোকটস্কোপ	নবজাতকের পরিমাপক স্কেল
ল্যাপারোটোমি সেট	পেডিয়াট্রিক (সালটার) স্কেল
হিস্টেরেক্টমি সেট	গ্রোথ মনিটরিং চার্ট
স্পেকুলা	অফথালমিক যন্ত্রপাতি
ওটি লাইট	অফথালমোস্কোপ
হাইড্রোলিক ওটি টেবিল	অফথালমিক ট্রায়াল লেন্স বাক্স
ইলেকট্রিক সাকশন মেশিন	দৃষ্টি পরীক্ষার চার্ট (স্নেইল চার্ট)
সুচার ড্রেসিং সেট[99]	ইশিহারা চার্ট
মেডিকেল স্টোর	ইএনটি বিভাগ
রেফ্রিজারেটর	ওটোস্কোপ
আলমারি এবং র‍্যাক	হেয়ারিং স্ক্রিনিং ইকুইপমেন্ট
চেয়ার এবং টেবিল	টর্চ
দেয়াল ঘড়ি	

96 চেয়ার, রেফ্রিজারেটর, ব্লাড টিউব সিলার, ব্লাড ট্রান্সফিউশন সেট ইত্যাদি
97 শিট, এপ্রোন, ব্লেড, সুতা ইত্যাদি
98 বেবি মাস্কসহ আম্বু ব্যাগ, ল্যারিঙ্গোস্কোপ, ইটিটি, পেঙ্গুইন সাকার ইত্যাদি
99 অস্ত্রপচারের সাধারণ যন্ত্রপাতি (নিডেল হোল্ডার, আরটারি, ফরসেপ, কিডনি ট্রে ইত্যাদি)

সেবাখাত ৯: অন্যান্য সরঞ্জামাদি

টেবিল ৬৯ এ একটি জেলা/জেনারেল হাসপাতালে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সরঞ্জামাদির একটি প্রস্তাবিত তালিকা দেওয়া হলো

টেবিল ৬৯: জেলা/জেনারেল হাসপাতালে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির তালিকা	
আসবাবপত্র	**যানবাহন ব্যবস্থা**
রোগী পরীক্ষার টেবিল	অ্যাম্বুলেন্স
বেডসাইড লকারসহ রোগীর বিছানা (ফাউলার বেড)	জেলা/জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়কের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা
টেবিল	**মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা**
বিতরণ টেবিল	কালো বিন
চেয়ার	হলুদ বিন
হুইলচেয়ার	লাল বিন
টুল	সবুজ বিন
বেকরেস্ট সুবিধা সম্পন্ন বেঞ্চ	নীল বিন
বৈদ্যুতিক পাখা	পরিষ্কার করার ব্রাশ (ড্রেইন ব্রাশ), গামলা, মগ, বালতি ইত্যাদি
তাক বা র‍্যাক	কোদাল, বেলচা
আলমারি	সূঁচ আলাদা এবং নষ্ট করার যন্ত্র
স্ট্রেচার	বর্জ্য পরিবহনের ট্রলি
ড্রিপ স্ট্যান্ড	বায়োহ্যাজার্ডস ময়লার ব্যাগ
রোগী পরিবহনের ট্রলি	কোদালসহ অন্যান্য খননকারী যন্ত্রপাতি[100]
খাবার পরিবহনের ট্রলি	গাম বুট
ঔষধ পরিবহনের ট্রলি	পিপিই সরঞ্জামাদি
প্রিন্টার	নিরাপত্তা ব্যবস্থা
ফটোকপি মেশিন	অগ্নি নির্বাপন সরঞ্জামাদি (নির্বাপক যন্ত্র, নিরোধক কম্বল ইত্যাদি)
স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অবকাঠামো	ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা
জেনারেটর/সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা	
ইলেকট্রিক মোটর ব্যবস্থাসহ গভীর নলকূপ	
পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা	
কেন্দ্রীয়ভাবে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা	
শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা	
বৈদ্যুতিক পাখা এবং বাতি	

100 বর্জ্যের গর্তের জন্য

সেবাখাত ১০: ডিজিটালাইজেশন / তথ্য প্রযুক্তি

জেলা/জেনারেল হাসপাতাল পরিচালনা, উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ এবং প্রতিবেদন প্রেরণ সম্পূর্ণরূপে ডিজিটাল হতে হবে। ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে, স্বাস্থ্য পরিষেবা নিতে আসা প্রত্যেক রোগী/ক্লায়েন্টকে একটি স্থায়ী পেশেন্ট আইডি নম্বর (পিআইডি) দেয়া হবে। পিআইডি নম্বর রোগী/ক্লায়েন্টের বয়সের ভিত্তিতে জন্ম নিবন্ধন নম্বর[101] অথবা জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (এনআইডি)[102] থেকে গৃহীত হবে। পেশেন্ট আইডি নম্বর রোগী/ক্লায়েন্টের পরবর্তী সকল চিকিৎসা কার্যক্রমের রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হবে। পিআইডি নম্বর রোগী/ক্লায়েন্টের জেলা/জেনারেল হাসপাতালে আসার পূর্বের রেকর্ড পর্যবেক্ষণে ব্যবহার করা হবে, যা সেবা প্রদানকারীদের রোগীর চিকিৎসার ইতিহাস নিরীক্ষায় সহায়তা করবে। একইভাবে পিআইডি নম্বর অন্যান্য সকল সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতেও কার্যকর হবে। রোগী/ক্লায়েন্টের তথ্য নিয়মিত স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বর্তমান প্ল্যাটফর্মে প্রেরিত হবে। সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোর মধ্যে এবং ফার্মেসিগুলোতে ইলেকট্রনিক ড্রাগ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমের মাধ্যমে রোগীর রেফারেল প্রক্রিয়াতেও ডিজিটালাইজেশন অন্তর্ভুক্ত হবে।

লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (ল্যান) সংযোগের মাধ্যমে ভর্তিকৃত রোগী/ক্লায়েন্টের তথ্য ইলেকট্রনিকভাবে বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানকারী যেমন চিকিৎসক, ফার্মাসিস্ট, ল্যাবরেটরি টেকনোলজিস্ট, মিডওয়াইফদের মধ্যে আদান-প্রদান হবে।

ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত সরঞ্জামাদি এবং ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন:

১. ডেস্কটপ কম্পিউটার
২. ল্যাপটপ
৩. প্রিন্টার
৪. ফটোকপি মেশিন
৫. ইন্টারনেট সংযোগ-মডেম, সিম
৬. লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক
৭. ভিডিও কনফারেন্সিং টুলস
৮. ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন কিয়স্ক[103]
৯. রোগী নিবন্ধন এবং ইলেকট্রনিক মেডিক্যাল রেকর্ডের জন্য ওয়েব-ভিত্তিক অ্যাপ।

[101] ১৮ বছরের নিচে
[102] ১৮ বছর ও তার উর্ধে
[103] সরকারের ডিজিটালাইজেশনের অংশ হিসেবে

সেবাখাত ১১: ভৌত/ অবকাঠামো সুবিধা

এনএইচএসএস এ প্রস্তাবিত অতিরিক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য জেলা/জেনারেল হাসপাতালে অতিরিক্ত জায়গার প্রয়োজন হবে। সেজন্য, এই স্ট্যান্ডার্ডস নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয়তাগুলো অন্তর্ভুক্ত করতে জেলা/জেনারেল হাসপাতাল পুনঃডিজাইনের পরামর্শ দ্যাবই

টেবিল ৭০: জেলা/জেনারেল হাসপাতালের জন্য ভৌত অবকাঠামো স্ট্যান্ডার্ড		
১. **প্রদর্শন এবং নির্দেশক**	ক.	স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রবেশদ্বার(গুলো)তে বাংলায় সেবা প্রদানের সময়সূচি এবং সাইনবোর্ড প্রদর্শিত হবে।
	খ.	স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রধান এবং সংযোগকারী সড়কগুলোতে পর্যাপ্ত এবং স্পষ্ট নির্দেশক প্রদর্শন করা থাকবে।
	গ.	সিটিজেন চার্টার জেলা/জেনারেল হাসপাতাল প্রবেশদ্বারে বাংলায় প্রদর্শিত থাকবে।
	ঘ.	এভেইলেবল ঔষধের তালিকা প্রদর্শিত থাকবে এবং প্রতিদিন হালনাগাদ করা হবে
	ঙ.	নিরাপত্তা, ঝুঁকি এবং সতর্কতার নির্দেশকগুলো প্রাসঙ্গিক স্থানে স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করা থাকবে।
	চ.	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যেমন যোগাযোগের নম্বর (যেমন, ফায়ার সার্ভিস, পুলিশ, এম্বুলেন্স এবং রেফারেল সেন্টার) স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত থাকবে।
	ছ.	প্রদত্ত পরিষেবা, পরিচ্ছন্নতার সময়সূচী, মাসিক কর্মকৃতি চার্ট এবং প্রাসঙ্গিক আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ (বিসিসি) বার্তাসমূহ কক্ষগুলোতে স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করতে হবে।
২. **রক্ষণাবেক্ষণ**	ক.	স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রাঙ্গণ উত্তমভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে এবং • আবর্জনা • বাণিজ্যিক ব্যানার, পোস্টার, এবং পেইন্টিং • অকার্যকর সরঞ্জাম • অকার্যকর যানবাহন এবং • অননুমোদিত স্থাপনা ইত্যাদি মুক্ত থাকবে।
	খ.	স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভবন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে। কর্মচারীরা নিম্নবর্ণিত কাজের ক্ষেত্রে লিখিত নীতিমালা, পদ্ধতি এবং সময়সূচী অনুসরণ করবে: • সকল সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, মেঝে, দেয়াল, সংরক্ষণাগার এবং অন্যান্য সারফেস ও এলাকা জীবাণুমুক্ত ও পরিষ্কারকরণ। • বিশেষায়িত এলাকা যেমন, অপারেশন থিয়েটার (ওটি), লেবার রুম, জরুরি ওয়ার্ড ইত্যাদি পরিষ্কারকরণ।
৩. **উপযোগিতা**	ক.	স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভবন প্রতিবন্ধীসহ সকলের জন্য ব্যবহারবান্ধব হতে হবে • চলাচলে অক্ষম রোগীদের জন্য প্রবেশদ্বার/রিসেপশনে কার্যকরী হুইলচেয়ার, রোগী ট্রলি এবং স্ট্রেচার প্রস্তুত থাকবে। • হাসপাতালের সমস্ত পেশেন্ট এরিয়া হুইলচেয়ার দ্বারা সহজেই প্রবেশযোগ্য হবে। • বহুতল ভবনগুলোতে র‍্যাম্প অথবা অপারেটরসহ কার্যকরী লিফট থাকবে।
	খ.	করিডোর, স্টোরেজ এলাকা, প্যাসেজওয়ে এবং সিঁড়িগুলো পর্যাপ্ত আলোকিত হবে।
	গ.	প্রবেশপথ এবং বহির্গমন সর্বদা প্রতিবন্ধকতাহীন থাকবে।
	ঘ.	পেশেন্ট পাথওয়ে অনুযায়ী রুমের বিন্যাস।
	ঙ.	মেঝের পৃষ্ঠ অপিচ্ছিল এবং সমতল হবে।
৪. **কক্ষসমূহ**	ক.	একাধিক টিকেট কাউন্টার [104]
	খ.	বহির্বিভাগে কনসাল্টেশন রুম
	গ.	ক্লায়েন্ট/রোগী এবং এটেন্ডেন্টদের জন্য ওয়েটিং এলাকা • পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়েটিং এলাকা।
	ঘ.	ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার
	ঙ.	জরুরী বিভাগের জন্য প্রতিবন্ধকতাহীন প্রবেশদ্বার • শয্যাবিশিষ্ট পর্যবেক্ষণ রুম
	চ.	দুটো লেবার রুমের সাথে পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহসহ এটাচড বাথরুম
	ছ.	৪টি অপারেশন থিয়েটার, যার একটি সিজারিয়ান অপারশন এর জন্য নির্ধারিত
	জ.	ল্যাবরেটরি • পর্যাপ্ত আলো-বাতাসপূর্ণ ল্যাবরেটরি • নমুনা ও রিএজেন্টের জন্য পর্যাপ্ত স্টোরেজ সুবিধা, যা কর্মীরা সহজেই ব্যবহার করতে পারে • সকল ল্যাবরেটরি সরঞ্জামের জন্য নিরীক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ শিডিউল ব্যবহার ও সম্পন্ন করা
	ঝ.	রেডিয়েশন থেকে সুরক্ষা ব্যবস্থাসম্পন্ন রেডিওলজি এবং ইমেজিং রুম

[104] পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য পৃথক টিকেট কাউন্টার

		• সরঞ্জামাদির চুক্তির শর্ত পূরণ এবং যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক এবং রেডিওশন নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ইনস্টলেশনের সময় সকল সরঞ্জাম পরীক্ষা করা • পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ১৯৯৭ অনুসারে রেডিওলজি সরঞ্জামাদি কেবলমাত্র রেডিয়েশন থেকে সুরক্ষিত কক্ষে স্থিতিশীল, কার্যকর এবং ইনস্টল থাকবে।
	ঞ.	জেনারেল স্টোর
	ট.	মেডিসিন স্টোর জেনারেল স্টোর থেকে আলাদা হবে
	ঠ.	শৌচাগার: বহির্বিভাগ এবং অন্তর্বিভাগে পুরুষ, মহিলা এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ সহ পৃথক শৌচাগার।
	ড.	পাইপলাইনের পানি, তরল সাবান এবং/অথবা স্যানিটাইজার সুবিধাসহ একাধিক হাত ধোয়ার স্থান। যার কয়েকটি পরিষেবা প্রদানকারীদের জন্য পরামর্শ কক্ষের ভিতরে এবং কয়েকটি পরিষেবা গ্রহণকারীদের জন্য ওয়েটিং এরিয়াতে থাকবে।
	ঢ.	টিকাদানের স্থান
	ণ.	মর্গ
৫. ইউটিলিটি সুবিধাসমূহ	ক.	বিদ্যুৎ: সমগ্র স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য জেনারেটর বা সোলারের মাধ্যমে ব্যাক-আপ পাওয়ার সহ বিদ্যুৎ সরবরাহ সংযোগ।
	খ.	পানি: নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থাসহ পাইপলাইনের পানির সরবরাহ
	গ.	পরিষ্কার এবং দূষণমুক্ত পানির জন্য সরবরাহ লাইন ও স্টোরেজ ব্যবস্থা
	ঘ.	স্যানিটেশন: নিষ্কাশন ব্যবস্থা পরিষ্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে।
	ঙ.	সেন্ট্রাল অক্সিজেন সাপ্লাই
	চ.	অগ্নিনিরোধক ব্যবস্থা: গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় দৃশ্যমান এবং অ্যাক্সেসযোগ্য অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র এবং ফায়ার হোজ থাকবে।
৬. রেডিওলজি এবং ইমেজিং	ক.	এই ইউনিট রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার জন্য ইমেজিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে। রেডিওলজি দুই ধরণের হতে পারে, ডায়াগনস্টিক রেডিওলজি এবং ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজি।
	খ.	রেডিওলজি এবং ইমেজিং সেবাগুলোর অবস্থান বহির্বিভাগ, ওয়ার্ড, জরুরি বিভাগ এবং অপারেশন থিয়েটার থেকে সহজেই অ্যাক্সেসযোগ্য হতে হবে
	গ.	রেডিওলজি বিভাগ এবং অন্তর্ভূক্ত কক্ষগুলো স্পষ্ট লেবেলযুক্ত (এক্স-রে, আল্ট্রাসনোগ্রাম, ইকোকার্ডিওগ্রাম, এমআরআই, সিটি স্ক্যান, এন্ডোস্কপি) হবে।
	ঘ.	সামগ্রিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে।
	ঙ.	বাংলাদেশ পারমাণু শক্তি কমিশনের গাইডলাইন অ্যাভেইলেবল থাকা এবং তা অনুসরণ করতে হবে
	চ.	বাংলাদেশ পারমাণু শক্তি কমিশনের গাইডলাইন অনুসারে রেডিয়েশন থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকবে
	ছ.	রেডিওলজি বিভাগে (যথাযথ স্থানে) বিপদ সংকেত প্রদর্শিত থাকবে। • গর্ভাবস্থায় রেডিয়েশনের বিপদ সম্পর্কে গর্ভধারণের বয়সী মহিলাদের জন্য সতর্ককরণ সাইন (চিত্র/পোস্টার/ব্যানার) স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত থাকবে। • সাধারণ রোগী, তাদের অ্যাটেন্ডেন্ট এবং দর্শণার্থীদেরকে রেডিয়েশন এলাকা সম্পর্কে এবং রেডিয়েশন এলাকায় অবস্থান এবং পরীক্ষার সময়ে রেডিয়েশন ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ককরণ সাইন (চিত্র/পোস্টার/ব্যানার) যথাযথভাবে প্রদর্শিত থাকবে।
	জ.	নিম্নলিখিতগুলির সুবিধার মাধ্যমে রেডিওলজিক্যাল পরীক্ষার সময় রোগীর গোপনীয়তা নিশ্চিত করা হবে: • চেঞ্জিং রুম • মহিলা সেবিকা (সহায়ক) • পর্যাপ্ত পরিষ্কার গাউন
	ঝ.	জৈব ঝুঁকি বা রেডিওগ্রাফিক সরঞ্জামের চারপাশে নিরাপত্তা পোশাক সরবরাহ এবং ব্যবহার করতে হবে
৭. লেবার রুম	ক.	লেবার রুম একই জায়গার মধ্যে জন্মদান প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপকে (লেবার থেকে ডেলিভারি এবং মা ও শিশুর রিকোভারি) সমন্বয় করে যথাযথ প্রসূতি সেবা নিশ্চিত করবে।
	খ.	এখানে প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত এবং প্রবেশদ্বারে জুতা পরিবর্তনের ব্যবস্থা থাকবে।
	গ.	ট্রায়াজের জন্য একটি নির্ধারিত স্থান থাকতে হবে।
	ঘ.	ইউনিটটি একটি কার্যকর এবং পরিচ্ছন্ন শৌচাগারসহ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হবে।
	ঙ.	ময়লা লিনেন এবং তা জীবাণুমুক্তকরণের জন্য পৃথক জায়গা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত থাকবে।
	চ.	প্রসবের পর জায়গাটি পরিচ্ছন্ন রাখতে নিয়মিতভাবে জীবাণুনাশক তরল দিয়ে পরিষ্কার ও মপিং করতে হবে।

সেবাখাত ১২: সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা–বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

রোগী এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী উভয়কে রোগবালাই থেকে সুরক্ষিত রাখতে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংক্রমণের বিস্তার নিয়ন্ত্রণ না করা হলে হাসপাতালে চলাচল, পরিদর্শন এবং পরিচালনা অনিরাপদ হয়ে উঠ্যাবই

টেবিল ৭১: সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা		
সংক্রমণ প্রতিরোধ		
১. পরিচ্ছন্নতা	ক.	ক্লায়েন্ট/রোগী, পরিদর্শক/ এটেন্ডেন্টস এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সরঞ্জামাদি এবং সাপ্লাই পরিষ্কার ও নিরাপদ রাখতে হবে।
	খ.	স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রাঙ্গণ ময়লা-আবর্জনা মুক্ত থাকবে।
	গ.	সরঞ্জামাদি, মেঝে এবং দেয়াল বডি ফ্লুইড, থুতু এবং ধুলোবালি মুক্ত থাকবে। ● মেঝে এবং দেয়াল পরিষ্কার করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক এবং ডিটারজেন্ট ব্যবহার করতে হবে। ● জীবাণুনাশক দিয়ে ধুয়ে-মুছে সর্বদা পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে। ● শৌচাগারগুলো জীবাণুনাশক এবং ডিটারজেন্ট ব্যবহার করে পরিষ্কার করতে হবে।
	ঘ.	অপারেশন থিয়েটার (ওটি) প্রয়োজনীয়তা অনুসারে নিয়মিতভাবে ফিউমিগেশন করা
২. হাইজিন	ক.	পাইপলাইনের পানি, সাবান, অ্যালকোহলযুক্ত জীবাণুনাশকের সরবরাহ
	খ.	সাবান এবং/অথবা স্যানিটাইজার দিয়ে নিয়মিত হাত ধোয়া
৩. নির্দেশনাবলী	ক.	যথাযথ হাত ধোয়া এবং সংক্রমণ প্রতিরোধ পদ্ধতির নির্দেশনাবলী প্রদর্শিত থাকবে।
৪. সুরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি	ক.	মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস এর যথাযথ সরবরাহ
	খ.	সেবা প্রদানকারীদের মাস্ক এবং হ্যান্ড গ্লাভসের নিয়মিত ব্যবহার।
৫. অপসারণ	ক.	চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী চিকিৎসা বর্জ্যের নিরাপদ চূড়ান্ত অপসারণ
	খ.	অটো ডিসপজেবল সিরিঞ্জ ও সূচের ব্যবহার এবং চিকিৎসা বর্জ্যের সাথে যথাযথভাবে অপসারণ।
চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা		
১. নির্দেশনাবলী	ক.	জেলা/জেনারেল হাসপাতালের একটি নথিভুক্ত বর্জ্য অপসারণ কৌশল থাকতে হবে, যাতে প্রোটোকল, দায়িত্বাবলি, বর্জ্য সংগ্রহের সময়সূচী এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির তালিকা (যেমন, বিন এবং ব্যাগ) নির্দিষ্ট থাকবে।
	খ.	চিকিৎসা বর্জ্য উৎপন্ন হয় এমন সকল জায়গায় বর্জ্য পৃথকীকরণ এবং সংরক্ষণের নির্দেশিকা স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান থাকবে। ● নির্দেশিকায় বর্জ্য পৃথকীকরণের জন্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ অনুসারে কালার কোডেড বিনের ব্যপারে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে। ● চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচারণায় ব্যবহৃত আইইসি উপকরণগুলো সেবা প্রদানকারী এবং গ্রহণকারী উভয়ের জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিভিন্ন জায়গায় প্রদর্শিত থাকবে।
২. সক্ষমতা বৃদ্ধি	ক.	সংক্রামক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মচারীদের বর্জ্যের ঝুঁকি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রয়োজন।
৩. রক্ষণাবেক্ষণ ও লজিস্টিক্স	ক.	সকল বর্জ্য অবশ্যই চুরি, ভাঙচুর এবং জীবজন্তুর সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখতে হবে।
	খ.	বর্জ্যকে উৎসেই পৃথকীকরণ করতে হবে।
	গ.	পর্যাপ্ত সংখ্যায় বিভিন্ন কালার কোডেড বিন থাকবে।
	ঘ.	চিকিৎসা বর্জ্য টেবিল ৭১ এ উল্লেখিত প্রোটোকল অনুসারে যথাযথ এবং সঠিকভাবে অপসারণ করতে হবে।

টেবিল ৭২: চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রোটোকল		
উৎসে বর্জ্য পৃথকীকরণ	**কালার কোডেড বিন**	**অপসারণ পদ্ধতি**
১. অ-বিপজ্জনক, অসংক্রামক সাধারণ বর্জ্য	কালো	পোড়ানো এবং/অথবা পুঁতে ফেলা (সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের গর্ত থেকে পৃথক গর্তে[105]) অথবা সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা আবর্জনা সংগ্রহকারীদের কাছে হস্তান্তর করা।
২. পুনঃব্যবহারযোগ্য অ-বিপজ্জনক বর্জ্য	সবুজ	পুনঃব্যবহার অথবা সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা আবর্জনা সংগ্রহকারীদের কাছে হস্তান্তর
৩. বিপজ্জনক, সংক্রামক বর্জ্য	হলুদ	পোড়ানো এবং/অথবা পুঁতে ফেলা (পূর্ব-প্রস্তুতকৃত গর্তে[106])
৪. বিপজ্জনক, ধারাল বর্জ্য	লাল	আলাদা গর্তে[107] পুঁতে ফেলা
৫. বিপজ্জনক, সংক্রামক তরল বর্জ্য	নীল	জীবাণুনাশক যোগ করে ৩০ মিনিট রেখে ড্রেনে ফেলা

[105] বর্জ্যের গর্তের তল কংক্রিট বা অন্য কোন উপায়ে ঢাকা যাবে না
[106] বর্জ্যের গর্তের তল কংক্রিট বা অন্য কোন উপায়ে ঢাকা যাবে না
[107] বর্জ্যের গর্তের তল কংক্রিট বা অন্য কোন উপায়ে ঢাকা যাবে না

সেবাখাত ১৩: ব্যবস্থাপনা

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাসপাতাল ও ক্লিনিক ইউনিটের পরিচালক জেলা/জেনারেল হাসপাতালের সামগ্রিক হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

টেবিল ৭৩: জেলা/জেনারেল হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা	
১.	জেলা/জেনারেল হাসপাতালগুলো স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাসপাতাল ও ক্লিনিক ইউনিটের পরিচালক নিয়ন্ত্রিত।
২.	জেলা/জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক, বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) এর অধীনে থাকবেন।
৩.	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় জেলা/জেনারেল হাসপাতালের জনবল নিয়োগ করবে।
৪.	জেলা/জেনারেল হাসপাতালগুলো রাজস্ব বাজেট থেকে এমএসআর, খাদ্য এবং অন্যান্য ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ পাবে।
৫.	জেলা/জেনারেল হাসপাতালগুলো তাদের এমএসআর, খাদ্য এবং অন্যান্য খরচের জন্য ক্রয়কার্য সম্পাদন করবে।
৬.	জেলা/জেনারেল হাসপাতালগুলো উন্নয়ন বাজেট থেকে হাসপিটাল সার্ভিস ম্যানেজমেন্টের অপারেশন প্ল্যান অনুসারে খাদ্য, ঔষধ, সরঞ্জামাদী ও কর্মচারী নিয়োগের অর্থ বরাদ্দ পাবে।
৭.	সিটিজেন চার্টার খোলা জায়গায় প্রদর্শিত থাকবে
৮.	অভিযোগ নিষ্পত্তি[108] ব্যবস্থা কার্যকর।
৯.	গরীব রোগীদের জন্য সমাজকল্যাণ কর্মকর্তার মাধ্যমে পরিচালিত রোগী কল্যাণ তহবিল থাকবে।
১০.	স্থানীয় সংসদ সদস্যকে প্রধান করে হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকবে

[108] অভিযোগ নিষ্পত্তি হলো ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত একটি প্রতিক্রিয়া লুপ কৌশল। রোগী, ক্লায়েন্ট, সহায়তাকারী, দর্শনার্থী যারা বিভিন্ন প্রয়োজনে হাসপাতালে এসেছেন, তারা সেবাপ্রদানকারী এবং অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে আন্তক্রিয়ার পটভূমিতে অভিযোগ করতে পারেন। প্রতিকারের জন্য তারা কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানাতে পারেন। একটি জনপ্রিয় অভিযোগ নিষ্পত্তি পদ্ধতি হলো হাসপাতালের উল্লেখযোগ্য স্থানে অভিযোগ বাক্স রাখা, যেখানে অভিযোগ করার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি থাকবে। নিয়মিতভাবে (সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক) কর্তৃপক্ষ বাক্সটি খুলবে, অভিযোগগুলো পর্যাচলনা করবে, সম্ভব হলে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং কর্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়া ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা সম্বলিত একটি তালিকা বোর্ডে প্রদর্শন করবে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কল সেন্টার ১৬২৬৩ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধিনস্থ সকল স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালের জন্য অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে।

সেবাখাত ১৪: স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা

এই কম্পোনেন্টটি ক্লায়েন্ট/রোগী, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং দর্শনার্থীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সুরক্ষায় এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকে নিরাপদ, সহজলভ্য এবং ক্লায়েন্ট/রোগীদের গোপনীয়তার চাহিদা পূরণে নির্দেশনা প্রদান কর্য়েবাবই

টেবিল ৭৪: জেলা/জেনারেল হাসপাতালের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রয়োজনীয়তা			
১.	**নীতিমালা**	ক.	স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতি, পদ্ধতি এবং আদর্শ প্রোটোকলগুলো প্রদর্শিত থাকবে এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তা অনুসরণ করবে যা: • রোগী, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং দর্শনার্থীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে • নিরাপদ ও সহজলভ্য এবং ক্লায়েন্ট/রোগীর গোপনীয়তার চাহিদা যথাযথভাবে নিশ্চিত করবে • চিকিৎসা বর্জ্য সম্পর্কিত দূষণ প্রতিরোধ করবে। • নিডল-স্টিক এবং শার্প ইঞ্জুরিস (এনএসআই) রিপোর্টিং সিস্টেম অনুসরণের পাশাপাশি ধারালো বস্তু সঠিকভাবে পৃথকীকরণ এবং অপসারণ করবে। • ব্যাসিক লাইফ সাপোর্ট প্রদান করবে
		খ.	সমকালীন এবং প্রাসঙ্গিক স্বাস্থ্যঝুঁকি সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা বুলেটিন রোগী, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং দর্শণার্থীদের অবহিত করার জন্য প্রদর্শিত হবে
২.	**অগ্নিনিরাপত্তা**	ক.	অগ্নিনির্বাপণ সরঞ্জামাদির (অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র এবং অগ্নি নিরোধক কম্বল) প্রতুলতা
		খ.	প্রশিক্ষিত কর্মী যারা নিয়মিত মক ড্রিল পরিচালনা করবে।
		গ.	বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন শিফটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে থেকে ফায়ার ওয়ার্ডেন নির্বাচন • ফায়ার ওয়ার্ডেনদের দ্বারা নিয়মিত বিরতিতে ড্রিল পরিচালনা
		ঘ.	গুরুত্বপূর্ণ ইন্সটল পয়েন্টে (অপারেশন থিয়েটার, মেডিসিন ওয়ার্ড, আইসিইউ, সিসিইউ ইত্যাদি) অক্সিজেন ইনডিকেটর মেশিন স্থাপন করা
৩.	**স্টোরেজ**	ক.	রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধ এবং সরঞ্জামাদী প্রোটোকল অনুসারে নিরাপদে সংরক্ষণ করতে হবে
৪.	**সুরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি**	ক.	বিপজ্জনক দ্রব্যের নিরাপদ ব্যবস্থাপনার জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গ্লাভস, এপ্রোন, মাস্ক ইত্যাদি সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম সরবরাহ এবং ব্যবহার নিশ্চিত করা।
		খ.	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হেপাটাইটিস বি, কোভিড ১৯ ইত্যাদির মতো জরুরী টিকা সরবরাহ করা
৫.	**সার্ভেইলেন্স ক্যামেরা (সিসিটিভি) সিস্টেম**	ক.	স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভিতরে এবং বাহিরে সার্ভেইলেন্স ক্যামেরা (সিসিটিভি) সিস্টেমস স্থাপন করা যা: • পরিষেবা প্রদানকারী এবং রোগীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করবে • ঔষধ ও সরঞ্জামাদি চুরি প্রতিরোধ করবে
		খ.	কমপক্ষে এক বছরের জন্য রেকর্ডিংয়ের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

বাংলাদেশ জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা স্ট্যান্ডার্ড

ভলিউম ৪:
মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

এসেনশিয়াল হেলথ সার্ভিস প্যাকেজ (ইএসপি)-এর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণঃ বাংলাদেশে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা (পিএইচসি) উদ্যোগের মাধ্যমে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা (ইউএইচসি) অর্জনের লক্ষ্যে

ভলিউম ৪: মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

বর্তমানে বাংলাদেশে বিভিন্ন শয্যা সংখ্যা বিশিষ্ট ১৮টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল রয়েছে: ২৬০০ শয্যা -১, ১০০০ শয্যা - ৪, ৯০০ শয্যা-২, ৮৫০ শয্যা-১, এবং ৫০০ শয্যা-১০ (স্বাস্থ্য বুলেটিন ২০২১)। শয্যা সংখ্যা দুটি কারণে বাড়তে থাকে: শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলাদেশ মেডি কেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএম&ডিসি)[109] বিধি মোতাবেক শয্যা সংখ্যা বাড়াতে হয় (যেমন, প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য ৫টি শয্যা); এবং সেবা প্রদানের পরিধি বৃদ্ধি করতেও হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বাড়াতে হয়। এ বিষয়টি বিবেচনা করে জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা স্ট্যান্ডার্ড (এনএইচএসএস)-এ ১০০০ শয্যা বিশিষ্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জন্য স্ট্যান্ডার্ড প্রস্তাব করা হয়েছে।

[109] বাংলাদেশে মেডিকেল শিক্ষার মান নির্ধারন ও বজায় রাখা, চিকিৎসা যোগ্যতার স্বীকৃতি প্রদান এবং চিকিৎসকদের নিবন্ধনের দায়িত্বে থাকা একটি নিয়ন্ত্রক সংস্থা।

সেবাখাত ১: সচেতনতাবৃদ্ধি ও প্রতিরোধমূলক সেবা

মেডিকেল হাসপাতালের সকল সেবাপ্রদানকারী, রোগী ও তাদের অ্যাটেন্ডেন্টদের সাথে সকল যোগাযোগকে সচেতনতাবৃদ্ধি ও প্রতিরোধমূলক সেবার প্রচারে কাজে লাগাবে। পাশাপাশি, হাসপাতালের বহির্বিভাগ এবং অন্যান্য জায়গা (যেমন, ল্যাবরেটরি, রেডিওলজি বিভাগ এবং ডিসপেনসারির সামনে) যেখানে রোগী বা তাদের সহায়তাকারীরা অপেক্ষমান থাকেন, সেখানে বিভিন্ন ইস্যু/বিষয়ের উপর সচেতনতাবৃদ্ধি ও প্রতিরোধমূলক বার্তা প্রদর্শনের জন্য অডিও-ভিজ্যুয়াল সরঞ্জামের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

সেবাখাত ২: নিরাময়মূলক সেবা

নিরাময়মূলক সেবা বলতে বোঝায় রোগীর অসুস্থতা থেকে সেরে ওঠা অথবা শারীরিক দুর্বলতা বা আঘাতজনিত অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য রোগীদের দেওয়া নিয়ন্ত্রণমূলক চিকিৎসা বা সেবা।

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলো বহির্বিভাগ, অন্তবিভাগ ও জরুরি বিভাগের মাধ্যমে নিরাময়মূলক সেবা প্রদান করে। টেবিল ৭৫ এ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অন্তবিভাগের জন্য শয্যা বন্টনের একটি প্রস্তাবিত তালিকা দেওয়া হয়েযাবই

টেবিল ৭৫: অন্তবিভাগে শয্যা বন্টন

#	বিভাগ/বিষয়	ইউনিট #	শয্যা #
১.	মেডিসিন	১	২৫
		২	২৫
		৩	২৫
		৪[110]	২৫
২.	ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন এবং আইসিইউ	১	২০ + ১৫
৩.	গাইনী ও প্রসূতি	১	২৫
		২	২৫
		৩	২৫
৪.	শিশু	১	২৫
		২	২৫
৫.	নিওনেটোলজি এবং এনআইসিইউ	২	২৫ + ১৫ এনআইসিইউ
৬.	কার্ডিওলজি	১	২৫
		২	২৫
৭.	ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট	১	২৫
৮.	অর্থপেডিক্স এবং ট্রমাটোলজি	১	২৫
		২	২৫
	জরুরি ও ক্যাসুয়ালিটি সার্জারি	১	২৫
৯.	অটোল্যারিঙ্গোলজি	১	২৫
১০.	অপথালমোলজি	১	২৫
১১.	ডার্মাটলজি	১	২৫
১২.	সাইকাট্রি	১	১০
১৩.	ডেন্টিস্ট্রি	১	১০
১৪.	লেফ্রোলজি ও ডায়ালাইসিস	১	২৫
১৫.	নিউরোলজি	১	২৫
১৬.	ইউরোলজি	১	২৫
১৭.	রেসপিরেটরি মেডিসিন	১	২৫
১৮.	এন্ডোক্রাইনোলজি এবং মেটাবলিজম	১	২৫
১৯.	হেমাটোলজি	১	২০
২০.	হেপাটোলজি	১	২০
২১.	গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজি	১	২৫

[110] গেরিয়াট্রিক এন্ড পেলিয়াটিভ কেয়ারের জন্য নতুন ইউনিটের প্রস্তাবনা

টেবিল ৭৫: অন্তর্বিভাগে শয্যা বন্টন			
#	বিভাগ/বিষয়	ইউনিট #	শয্যা #
২২.	রেডিওথেরাপি	১	১৫
২৩.	সংক্রামক রোগ/আইসোলেশন	১	২৫
২৪.	সাধারণ সার্জারি	১	২৫
		২	২৫
		৩	২৫
২৫.	পেডিয়াট্রিক সার্জারি	১	২৫
২৬.	নিউরোসার্জারি	১	২৫
২৭.	বার্ন এবং প্লাস্টিক সার্জারি	১	২৫
২৮.	ফিজিকাল মেডিসিন এবং পুনর্বাসন	১	২৫
	মোট	৩৯	৯৫০[111]

111 অবশিষ্ট ৫০টি শয্যা কেবিনের জন্য

সেবাখাত ৩: পরীক্ষা-নিরীক্ষা সেবা

স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিরোধমূলক এবং নিরাময়মূলক সেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক সেবা হচ্ছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সেবা। এটি রোগ নির্ণয় ও সনাক্তকরণ, রোগের পূর্বাভাস পর্যবেক্ষণ এবং সেকেন্ডারি প্রতিরোধে সহায়তা করে।

১০০০ শয্যাবিশিষ্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ল্যাবরেটরি, রেডিওলজি ও ইমেজিং এবং রক্ত পরিসঞ্চালন ইউনিট এর অধীনে প্রস্তাবিত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা- নিরীক্ষা সেবাগুলোর একটি তালিকা টেবিল ৭৬-এ দেওয়া হল্যাবই

টেবিল ৭৬: মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সেবা[112]

ল্যাবরেটরি	রেডিওলজি ও ইমেজিং	ব্লাড ব্যাংক
হেমাটোলজি ● কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট (সিবিসি) ● ব্লিডিং ও ক্লটিং টাইম ● ব্লাড গ্রুপিং ও রেসাস (আরএইচ) টাইপিং ● ব্লাড লিপিড প্রোফাইল ● ব্লাড সুগার ● রক্তে ইউরিয়া ● হরমোনাল এনালাইসিস কিডনি ফাংকশন ইউরিক এসিড লিভার ফাংশন ইউরিন রুটিন মাইক্রোস্কপিক এক্সামিনেশন (আরএমই) স্টুল অ্যানালাইসিস (আরএমই) সেরোলজিকাল অ্যানালাইসিসঃ ● রেপিড প্লাজমা রিএজিন (আরপিআর)/ ভেনেরাল ডিজিস রিসার্চ ল্যাবরেটরী (ভিডিআরএল) ● ক্যান্সার স্ক্রিনিং ● মাইক্রোবায়োলজিকাল অ্যানালাইসিস: ● যক্ষ্মা – এসিড ফাজ ব্যাসিলাস (এএফবি) স্মিয়ার টেস্ট ● ম্যালেরিয়া ব্লাড স্মিয়ার/আরডি এন্টিজেন টেস্ট কালাজ্বর ডেঙ্গুর হিস্টোপ্যাথলজি	ডিজিটাল এক্স-রে ডেন্টাল এক্স-রে আলট্রাসাউন্ড ম্যামোগ্রাফি সিটি স্ক্যান ইসিজি ইকোকার্ডিওগ্রাফি ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স ইমেজিং (এমআরআই) এন্ডোস্কোপি এক্সারসাইজ টলারেন্স টেস্ট (ইটিটি) কোলনস্কোপি প্রোক্টস্কোপি এনজিওগ্রামি	ব্লাড গ্রুপিং ও ক্রসিং ম্যাচিং ৫ টি রোগের স্ক্রিনিং[113] এইচআইভি সিফিলিস ম্যালেরিয়া হেপাটাইটিস বি সার্ফেস এন্টিজেন (এইচবিএসএজি) হেপাটাইটিস সি ভাইরাস (এইচসিভি)

112 সংশ্লিষ্ট কনসালট্যান্টদের পদ পূর্ণ থাকা সাপেক্ষে
113 নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন আইন ২০০২ অনুসারে, ৫টি পরীক্ষার মাধ্যমে রক্তের স্ক্রিনিং বাধ্যতামুলক।

সেবাখাত ৪: ফার্মেসি সেবা

ফার্মেসি স্বাস্থ্য সেবার একটি শাখা যার দায়িত্ব হচ্ছে রোগীদের চাহিদা অনুযায়ী নিরাপদ ও ভালোমানের ঔষধ সরবরাহ করা। মেডিক্যাল অফিসার/কন্সাল্টেন্ট এবং অন্যান্য সহায়ক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের সহযোগিতায় এই সেবা প্রদান করা হয়। ফার্মেসিতে ঔষধ নির্বাচন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং বিতরণের পাশাপাশি রোগীদের নিরাপদ, যথাযথ মাত্রায় এবং সঠিকভাবে ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়।

ঔষধের মান, মজুদ নিয়ন্ত্রণ, ঔষধ সংরক্ষণ, চুরি প্রতিরোধ, মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখ পর্যবেক্ষণ এবং ইঁদুর ও পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে ইলেকট্রনিক ড্রাগ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম স্থাপন করা জরুরী ।

ফার্মেসী সেবার মধ্যে একটি ফার্মেসি রুম এবং বহির্বিভাগ, অন্তঃবিভাগ, জরুরী বিভাগ, অপারেশন থিয়েটার, এবং লেবার রুমের জন্য বিভিন্ন ঔষধ বিতরণ কেন্দ্র অন্তর্ভুক্ত। অন্তবিভাগের বিভিন্ন ওয়ার্ড, জরুরী বিভাগ, অপারেশন থিয়েটার এবং লেবার রুমের নিজস্ব চাহিদা মেটাতে ছোট ফার্মেসি থাকবে। ফার্মেসী সেবা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক স্ট্যান্ডার্ড নিচে তালিকাভুক্ত করা হলো।

টেবিল ৭৭: মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ফার্মেসি সেবা		
১. চাহিদা দাখিল	ক.	চাহিদা দাখিলের ক্ষেত্রে ঔষধের দৈনিক চাহিদা এবং চাহিদা দাখিল ও ঔষধ প্রাপ্তির মধ্যবর্তী প্রয়োজনীয় সময় বিবেচনা করা
২. অবকাঠামো	ক.	মেডিসিন স্টোররুম এবং বহির্বিভাগের ফার্মেসির জন্য স্পষ্ট নির্দেশক
	খ.	মেডিকেল স্টোররুম ও ফার্মেসি কক্ষগুলো পরিচ্ছন্ন এবং ধুলা-ময়লামুক্ত থাকবে।
	গ.	নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যথাযথ কার্যকরী লকসহ ফার্মাসিতে ঔষধ বিতরণের জন্য একটি নিরাপদ আউটলেট থাকবে।
	ঘ.	বহির্বিভাগের ফার্মেসিতে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক কাউন্টার ও সারি থাকবে
	ঙ.	ঔষধ সংরক্ষনের জন্য তাকঃ ● আলো, স্যাঁতস্যাঁতে স্থান এবং উচ্চতাপমাত্রা থেকে সুরক্ষিত হবে। ● পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকবে।
	চ.	ফার্মেসিতে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণঃ ● আর্দ্রতা, তাপমাত্রা, এবং আলোর নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া ● পরীক্ষিত অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ● ঔষধ সংরক্ষনের জন্য কার্যকর রেফ্রিজারেটর
৩. মেডিসিন সরবরাহ	ক.	প্রয়োজনীয় মেডিকেল ও সার্জিকাল আইটেম (এমএসআর) গুলোর জন্য তালিকা (রেজিস্টার/ডিজিটাল) রাখা ● হালনাগাদ তথ্য সম্বলিত বিন কার্ড[114]
	খ.	বহির্বিভাগের ফার্মেসির বাইরে বিদ্যমান ঔষধের তালিকা প্রদর্শন
	গ.	পরবর্তী ৩ মাসের জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুদ রাখা ● মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ মজুদে না রাখা নিশ্চিত করতে ঔষধের তালিকা নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনার জন্য একটি কার্যকর প্রক্রিয়া
	ঘ.	যথাযথ কাউন্সেলিংসহ ঔষধ বিতরণ
	ঙ.	প্রতিদিন রেজিস্টার (মজুদ, বিতরণ, চাহিদা তালিক ও ঔষধের ট্যালি শীট) হালনাগাদ করা
	চ.	হাসপাতালজুড়ে সরবরাহ চেইন বজায় রাখতে অন্যান্য বিভাগে যথাযথভাবে ঔষধ বিতরণ ● অন্তবিভাগ ● বহির্বিভাগ ● জরুরী বিভাগ ● লেবার রুম ● অপারেশন থিয়েটার ● ল্যাবরেটরি ● পরিক্ষা-নিরীক্ষার অন্যান্য বিভাগসমূহ
৪. মজুদের কার্যকরী প্রাপ্তি ও বিতরণ ব্যবস্থা এবং মেয়াদ পর্যবেক্ষণ	ক.	ঔষধ প্রাপ্তির সময় মেয়াদ লক্ষ্য করা এবং মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ মজুদ রেকর্ড রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা
	খ.	যদি মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ব্যবহার করা না যায় সেক্ষেত্রে মেয়াদোত্তীর্ণের কাছাকাছি স্টক গ্রহণ না করা
	গ.	ঔষধের মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা উচিত এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ অবিলম্বে আলাদা করে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রোটোকল অনুযায়ী অপসারণ করা উচিত।

[114] সরঞ্জামাদির স্টকের হিসাব রাখার জন্য স্টোরে ব্যবহৃত মুদ্রিত কার্ড

	ঘ.	প্রতি মাসে মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়া ঔষধের রেকর্ড (তারিখ, ঔষধের নাম, পরিমাণ ইত্যাদি) রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা
	ঙ.	কম চাহিদার এবং পরবর্তী ৩ মাসের মধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ হবে এমন ঔষধগুলো চিহ্নিত করা- তালিকা তৈরি এবং আইটেম ও সরবরাহের উৎস অনুসারে পৃথক করা।
	চ.	মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার কাছাকাছি এমন ঔষধগুলোর ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা।
৫. যথাযথ ফার্মেসি সেবা অনুশীলন (জিপিপি) নিশ্চিতকরণ	ক.	চাহিদা দাখিলপত্র, রেজিস্টার ও মজুদ বজায় রাখা এবং বিতরণের কাউন্সেলিং নিশ্চিত করা
	খ.	ঔষধ হস্তান্তরের পূর্বে রোগী/ক্লায়েন্ট যাচাইকরণ
	গ.	ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রের সাথে ঔষধ, ব্যবহারের সময় ও ডোজের পরিমাণ পুনরায় নিশ্চিত করা

সেবাখাত ৫: রেফারেল

একটি কাঠামোগত রেফারেল প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য হল একটি কার্যকরী উর্ধ্বমুখী এবং নিম্নগামী রেফারেল প্রক্রিয়া চালু করা যাতে জেলা/জেনারেল হাসপাতালের সেবা ও সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং উচ্চপর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের উপর রোগীর চাপ কমানো যায়। রোগীদের প্রয়োজন অনুসারে উচ্চমানের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন স্তরের স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোকে যুক্ত করে চিত্র ৯-এ একটি স্বাস্থ্যসেবা রেফারেল প্রক্রিয়া সুপারিশ করা হয়েছে।

সবুজ রঙের তীর চিহ্নিত পথ দুটি রোগীদের উর্ধ্বমুখী রেফারালের দিক নির্দেশ করেঃ (১) জেলা/জেনারেল হাসপাতাল থেকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং (২) আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টার থেকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। অন্যদিকে রোগীদের জন্য নিম্নগামী রেফারেল কমলা রঙের তীর চিহ্নিত দুটি পথের দিকে নির্দেশিত: (১) মেডিকেল হাসপাতাল থেকে জেলা/জেনারেল হাসপাতালে এবং (২) মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টারে।

চিত্র ১০: মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জন্য রেফারালের নির্দেশনাসমূহ

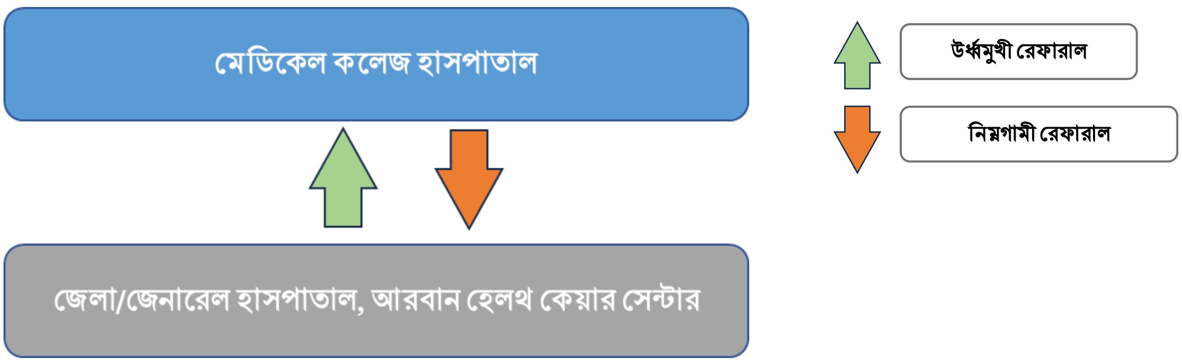

কার্যকর রেফারালের জন্য রোগীর সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করতে রেফারেল স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সাথে স্পষ্ট যোগাযোগ প্রয়োজন। স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীর দায়িত্ব হচ্ছে রেফারেল রেজিস্টার হালনাগাদ করা এবং সকল প্রয়োজনীয় তথ্যসহ রোগীর রেফারেল ফর্মটি পূরণ করা। প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রেফারেল রোগী/ক্লায়েন্টদের জন্য একটি রেফারেল কর্নার থাকতে হবে যাতে সেবাকেন্দ্রে পৌছানোর পর তাদের অগ্রাধিকার এবং প্রয়োজনীয় সেবা দেওয়া যায়। নিম্নগামী রেফারেলগুলোকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। রেফারেল প্রক্রিয়াকে রোগী এবং সেবা প্রদানকারীদের জন্য সহজ ও কার্যকরী করতে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে।

জরুরি ক্ষেত্রে, রেফারড রোগীকে রেফারড স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিবহনের জন্য রেফারকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র অ্যাম্বুলেন্স সুবিধা দিয়ে সহায়তা করবে। অ্যাম্বুলেন্সে রোগীর সাথে জীবনরক্ষার জন্য মৌলিক দক্ষতার উপর প্রশিক্ষিত নিবেদিত একজন চালক এবং একজন উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার থাকবে। হাসপাতালে পৌঁছানোর আগে রোগীদের স্থিতিশীল রাখার জন্য অ্যাম্বুলেন্সে অক্সিজেনসহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা থাকবে।

সেবাখাত ৬: স্বাস্থ্যসেবার মানবসম্পদ

একটি ১০০০ শয্যার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কম্পোনেন্ট বা খাত ২-এর অধীনে বর্ণিত বিভাগগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে যা স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী ব্যক্তিবর্গ এবং সহায়ক কর্মীদের সমন্বয়ে একটি টিম দ্বারা পরিচালিত হবে। চিত্র ১১-এ একটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সাংগঠনিক কাঠামোর সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হল এবং টেবিল ৭৮ বিভাগপ্রতি প্রস্তাবিত কর্মীদের একটি তালিকা নির্দেশ করে।

চিত্র ১১: মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের (১০০ শয্যাবিশিষ্ট) সাংগঠনিক কাঠামোর একটি সারসংক্ষেপ

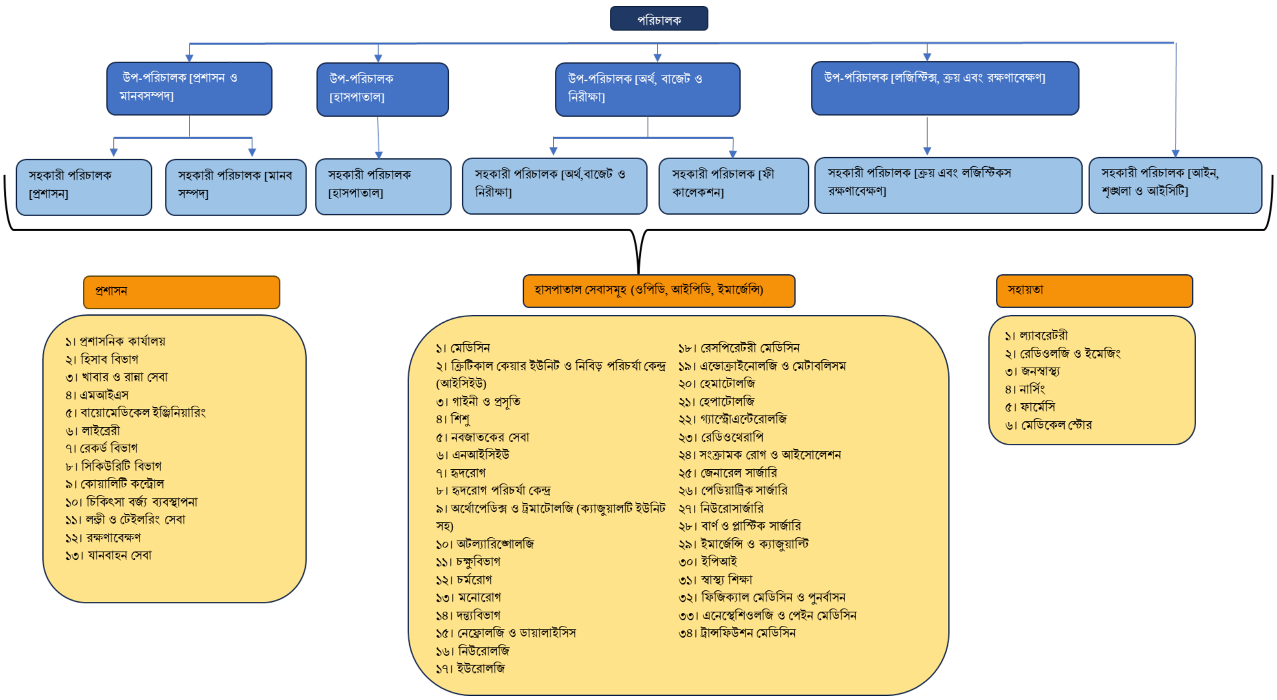

টেবিল ৭৮: একটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিভাগ/ইউনিটের কর্মীদের তালিকা				
#	**পদবী**	**বিদ্যমান সংখ্যা**	**প্রস্তাবিত সংখ্যা**	**মোট**
হাসপাতাল প্রশাসন				
১.১	পরিচালকের কার্যালয়			৬
	পরিচালক	১		১
	পার্সোনাল অফিসার		১	১
	স্টেনোগ্রাফার কাম কম্পিউটার অপারেটর	১		১
	ড্রাইভার	১		১
	অফিস সহায়ক	১		১
	চা/কফি সরবরাহকারী		১	১
১.২	উপ-পরিচালকদের কার্যালয়			১৬
	উপ পরিচালক (প্রশাসন এবং মানব সম্পদ)	১		৪
	স্টেনোগ্রাফার কাম কম্পিউটার অপারেটর		১	
	ড্রাইভার	১		
	অফিস সহায়ক	১		
	উপ পরিচালক (হাসপাতাল)		১	৪
	স্টেনোগ্রাফার কাম কম্পিউটার অপারেটর		১	

টেবিল ৭৮: একটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিভাগ/ইউনিটের কর্মীদের তালিকা				
#	পদবী	বিদ্যমান সংখ্যা	প্রস্তাবিত সংখ্যা	মোট
	ড্রাইভার	১		
	অফিস সহায়ক	১		
	উপ পরিচালক (অর্থ, বাজেট এবং নিরীক্ষা)		১	৪
	স্টেনোগ্রাফার কাম কম্পিউটার অপারেটর		১	
	ড্রাইভার	১		
	অফিস সহায়ক	১		
	উপ পরিচালক (লজিস্টিক, ক্রয় এবং রক্ষণাবেক্ষণ)		১	৪
	স্টেনোগ্রাফার কাম কম্পিউটার অপারেটর		১	
	ড্রাইভার	১		
	অফিস সহায়ক	১		
১.৩	সহকারী পরিচালকদের কার্যালয়			২১
	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	১		৩
	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট		১	
	অফিস সহায়ক	১		
	সহকারী পরিচালক (মানব সম্পদ)		১	৩
	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট		১	
	অফিস সহায়ক	১		
	সহকারী পরিচালক (হাসপাতাল)		১	৩
	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট		১	
	অফিস সহায়ক	১		
	সহকারী পরিচালক (অর্থ, বাজেট এবং নিরীক্ষা)		১	৩
	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট		১	
	অফিস সহায়ক	১		
	সহকারী পরিচালক (ফি কালেকশন)		১	৩
	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট		১	
	অফিস সহায়ক	১		
	সহকারী পরিচালক (আইন, শৃঙ্খলা ও আইসিটি		১	৩
	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট		১	
	অফিস সহায়ক	১		
	সহকারী পরিচালক (লজিস্টিকস এবং রক্ষণাবেক্ষণ)		১	৩
	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট		১	
	অফিস সহায়ক	১		
১.৪	প্রশাসন			৭৩
	সমাজকল্যাণ এবং জনসংযোগ কর্মকর্তা		১	১
	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট		১	১
	অফিস সহায়ক	১		১
	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১		১
	ইমাম	১		১
	মোয়াজ্জিন	১		১
	খাদেম		১	১

টেবিল ৭৮: একটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিভাগ/ইউনিটের কর্মীদের তালিকা				
#	**পদবী**	**বিদ্যমান সংখ্যা**	**প্রস্তাবিত সংখ্যা**	**মোট**
	প্রধান সহকারী	১		১
	উচ্চমান সহকারী	২		২
	অফিস সহকারী কাম ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	৭		৭
	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট		৪	৪
	টেলিফোন অপারেটর		৩	৩
	ফটোগ্রাফার		১	১
	লিফট অপারেটর	৬	৬	১২
	রিসেপশনিস্ট		৪	৪
	ওয়ার্ড মাস্টার	৩	৩	৬
	হাউস কিপার	২		২
	সর্দার	২	২	৪
	জমাদার	২	২	৪
	অফিস সহায়ক	৫		৫
	ক্লিনার	৬		৬
	মালি	২	৩	৫
১.৫	হিসাব বিভাগ			**১৬**
	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১		১
	হিসাবরক্ষক	২		২
	সহকারী হিসাবরক্ষক	২		২
	ক্যাশিয়ার	১	১	২
	টিকেট ক্লার্ক	৩	৩	৬
	রেন্ট কালেক্টর		২	২
	ক্যাশ সরকার	১		১
১.৬	খাবার এবং রান্নার সেবা			**৩৯**
	পুষ্টিবিদ		১	১
	ডায়েটিশিয়ান	১		১
	স্টুয়ার্ড	১		১
	ডায়েট ক্লার্ক		১	১
	ডায়েট তত্ত্বাবধায়ক		২	২
	খাবার বিতরণকারী		১২	১২
	রান্নাঘর তত্ত্বাবধায়ক	১		১
	বাবুর্চি	৬		৬
	সহকারী বাবুর্চি	৬	৪	১০
	ক্লিনার	১	৩	৪
১.৭	এমআইএস			**১৯**
	সিস্টেম অ্যানালিস্ট		১	১
	প্রোগ্রামার		১	১
	মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার		১	১
	সহকারী প্রোগ্রামার		১	১
	অ্যাসিসটেন্ট মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার		১	১

টেবিল ৭৮: একটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিভাগ/ইউনিটের কর্মীদের তালিকা				
#	পদবী	বিদ্যমান সংখ্যা	প্রস্তাবিত সংখ্যা	মোট
	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল তত্ত্বাবধায়ক		১	১
	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর		৭	৭
	ক্লিনার	১		১
	উপ প্রধান চিফ মেডিকেল		১	১
	উপ প্রধান স্ট্যাটিসটিক্স		১	১
	স্ট্যাটিস্টিকাল অফিসার	১		১
	স্ট্যাটিস্টিশিয়ান		২	২
১.৮	জেনারেল স্টোর			**৮**
	স্টোর অফিসার	১		১
	সিনিয়র স্টোর কিপার		১	১
	স্টোর কিপার	২		২
	স্টোর সহকারী		১	১
	স্টোর অ্যাটেন্ডেন্ট		২	২
	ক্লিনার	১		১
১.৯	বায়ো-মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং			**১০**
	বায়ো-মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ার		১	১
	সহকারী বায়ো-মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ার		১	১
	উপ-সহকারী ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)		১	১
	উপ-সহকারী ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রো-মেডিকেল)		১	১
	উপ-সহকারী ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রিকাল)		১	১
	ইলেক্ট্রো-মেডিকেল টেকনিশিয়ান		১	১
	ইলেকট্রিকাল টেকনিশিয়ান		১	১
	ইলেক্ট্রিসিয়ান	২		২
	ক্লিনার	১		১
১.১০	লাইব্রেরি			**৭**
	লাইব্রেরিয়ান		১	১
	সহকারী লাইব্রেরিয়ান		১	১
	ফটোকপি মেশিন অপারেটর		১	১
	পিয়ন (বই বাঁধাইকারী)		১	১
	লাইব্রেরি অ্যাটেনডেন্ট		২	২
	ক্লিনার	১		১
১.১১	রেকর্ড বিভাগ			**৪**
	রেকর্ড অফিসার		১	১
	মেডিকেল রেকর্ড কিপার		২	২
	অফিস সহায়ক	১		১
১.১২	সিকিউরিটি বিভাগ			**৪৪**
	সিকিউরিটি অফিসার		১	১
	হেড গার্ড		৪	৩
	গার্ড	৯	৩০	৩৯
১.১৩	কোয়ালিটি কন্ট্রোল			**৩**

টেবিল ৭৮: একটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিভাগ/ইউনিটের কর্মীদের তালিকা				
#	**পদবী**	**বিদ্যমান সংখ্যা**	**প্রস্তাবিত সংখ্যা**	**মোট**
	মেডিকেল অফিসার কোয়ালিটি কন্ট্রোল		১	১
	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট		১	১
	অফিস সহায়ক	১		১
১.১৪	চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা			**১১**
	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অফিসার		১	১
	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সহকারী		১০	১০
১.১৫	লন্ড্রি এবং টেইলরিং সেবা			**২০**
	লন্ড্রি সুপারভাইজার		১	১
	লিনেন কিপার	৩	১	৪
	টেইলর		২	২
	টেইলর সহকারী		১	১
	ইস্ত্রিকারক		৪	৪
	ধোপী		৮	৮
১.১৬	ব্যবস্থাপনা বিভাগ			**২৪**
	প্লাম্বার		৬	৬
	কাঠমিস্ত্রী		২	২
	ওয়েল্ডিং মিস্ত্রি		২	২
	ইলেক্ট্রিসিয়ান	২	৪	৬
	পাম্প/জেনারেটার অপারেটর		৪	৬
	ফায়ার ফাইটার/মেডিকেল গ্যাস লাইন চেকার		৪	৬
১.১৭	পরিবহন সেবা			**১৯**
	ড্রাইভার (ভারী যানবাহন)		২	২
	ড্রাইভার (হাল্কা যানবাহন)	১	৬	৭
	অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার		৪	৪
	মেকানিক (যানবাহন)		২	২
	রোগী অ্যাটেনডেন্ট (অ্যাম্বুলেন্স)		৪	৪
২	হাসপাতালের সেবা (অন্তবিভাগ, বহির্বিভাগ এবং জরুরী বিভাগ)[115]			
২.১	মেডিসিন			**১২৩**
	চিফ কনসালটেন্ট -মেডিসিন		১	১
	সিনিয়র কনসালটেন্ট -মেডিসিন	২		২
	সিনিয়র কনসালটেন্ট – গেরিয়াট্রিক এন্ড পেলিয়াটিভ কেয়ার		১	১
	আবাসিক চিকিৎসক মেডিসিন	১		১
	কনসালটেন্ট[116]	৩	১	৪
	রেজিস্টার	১	৩	৪
	সহকারী রেজিস্টার	৩	১৩	১৬
	সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার	৩	১	৪
	সিনিয়র স্টাফ নার্স	৩৯	৯	৪৮
	অফিস সহায়ক	৩	১	৪

115 সংশ্লিষ্ট বিভাগের চিফ/সিনিয়র কনসালট্যান্ট বিহির্বিভাগ এবং অন্তবিভাগের সমস্ত ইউনিট পরিচালনার জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়িত্বের রোস্টার তৈরি করবেন।
116 বিদ্যমান জুনিয়র কনসালট্যান্ট পদবীগুলো কনসালট্যান্ট হিসেবে পুনঃডিজাইনের প্রস্তাবনা করা হয়েছে।

টেবিল ৭৮: একটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিভাগ/ইউনিটের কর্মীদের তালিকা				
#	**পদবী**	**বিদ্যমান সংখ্যা**	**প্রস্তাবিত সংখ্যা**	**মোট**
	ওয়ার্ড অ্যাটেনডেন্ট	৯	৩	১২
	আয়া	৪	৮	১২
	ক্লিনার	৯	৪	১৩
	অফিস সহকারী		১	১
২.২	ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন এবং আইসিইউ			**৬৮**
	সিনিয়র কনসালটেন্ট		১	১
	কনসালটেন্ট		১	১
	সহকারী রেজিস্ট্রার		১৪	১৪
	সিনিয়র স্টাফ নার্স		২০	২০
	ওয়ার্ড অ্যাটেনডেন্ট		১২	১২
	আয়া		১২	১২
	ক্লিনার		৮	৮
২.৩	গাইনি ও প্রসূতি			**১৪৮**
	চিফ কনসালটেন্ট গাইনি ও প্রসূতি	১		১
	সিনিয়র কনসালটেন্ট গাইনি ও প্রসূতি	২		২
	আবাসিক সার্জন গাইনি ও প্রসূতি	১		১
	কনসালটেন্ট	৩		৩
	রেজিস্টার	১	২	৩
	সহকারী রেজিস্টার	৩	৯	১২
	সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার	৩	১	৪
	সিনিয়র স্টাফ নার্স	৩০	১১	৪১
	মিডওয়াইফ	০	২০	২০
	ওয়ার্ড অ্যাটেনডেন্ট		৯	৯
	অফিস সহায়ক		৩	৩
	আয়া	৪	২০	২৩
	ক্লিনার	৩	২১	২৪
	অফিস সহকারী		১	১
২.৪	শিশু			**৭৪**
	চিফ কনসালটেন্ট পেডিয়াট্রিক্স	১		১
	সিনিয়র কনসালটেন্ট পেডিয়াট্রিক্স	১		১
	আবাসিক চিকিৎসক পেডিয়াট্রিক্স	১		১
	কনসালটেন্ট	২		২
	রেজিস্টার	১	১	২
	সহকারী রেজিস্টার	২	১৪	১৬
	সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার	২	২	৪
	অফিস সহায়ক		২	২
	সিনিয়র স্টাফ নার্স	২৬		২৬
	ওয়ার্ড অ্যাটেনডেন্ট	০	৬	৬
	আয়া		৬	৬
	ক্লিনার		৬	৬

টেবিল ৭৮: একটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিভাগ/ইউনিটের কর্মীদের তালিকা				
#	**পদবী**	**বিদ্যমান সংখ্যা**	**প্রস্তাবিত সংখ্যা**	**মোট**
	অফিস সহকারী		১	১
২.৫	নবজাতকের চিকিৎসা			**৪৮**
	চিফ কনসালটেন্ট		১	১
	কনসালটেন্ট		২	২
	রেজিস্টার	১		১
	সহকারী রেজিস্টার	১	১১	১২
	সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার		৪	৪
	সিনিয়র স্টাফ নার্স		১২	১২
	ওয়ার্ড অ্যাটেনডেন্ট		৬	৬
	আয়া		৬	৬
	ক্লিনার		৩	৩
	অফিস সহকারী		১	১
২.৬	নবজাতকের নিবিড় পরিচর্যা ইউনিট			**৩১**
	সিনিয়র কনসালটেন্ট		১	১
	রেজিস্টার		১	১
	সহকারী রেজিস্টার		৮	৮
	সিনিয়র স্টাফ নার্স		১২	১২
	ওয়ার্ড অ্যাটেনডেন্ট		৩	৩
	আয়া		৩	৩
	ক্লিনার		৩	৩
২.৭	কার্ডিওলজি			**৮৭**
	চিফ কনসালটেন্ট কার্ডিওলজি	১		১
	সিনিয়র কনসালটেন্ট কার্ডিওলজি	২		২
	আবাসিক চিকিৎসক কার্ডিওলজি		১	১
	কনসালটেন্ট	২		২
	রেজিস্টার	১	১	২
	সহকারী রেজিস্টার	২	১৪	১৬
	সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার	২	২	৪
	কার্ডিওগ্রাফার	৪		৪
	ইসিজি টেকনিশিয়ান	১	১	২
	ইকো টেকনিশিয়ান	১	১	২
	ইটিটি টেকনিশিয়ান		২	২
	হাল্টার টেকনিশিয়ান		২	২
	অফিস সহায়ক		২	২
	সিনিয়র স্টাফ নার্স	০	২৬	২৬
	ওয়ার্ড অ্যাটেনডেন্ট		৬	৬
	আয়া		৬	৬
	ক্লিনার		৬	৬
	অফিস সহকারী		১	১
২.৮	হৃদরোগ পরিষেবা ইউনিট (সিসিইউ)			**৫০**

টেবিল ৭৮: একটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিভাগ/ইউনিটের কর্মীদের তালিকা				
#	পদবী	বিদ্যমান সংখ্যা	প্রস্তাবিত সংখ্যা	মোট
	সিনিয়র কনসালটেন্ট -(সিসিইউ)		১	১
	কনসালটেন্ট		১	১
	রেজিস্টার		১	১
	সহকারী রেজিস্টার		১২	১২
	সিনিয়র স্টাফ নার্স		১৬	১৬
	অফিস সহায়ক		১	১
	ওয়ার্ড অ্যাটেনডেন্ট		৬	৬
	আয়া		৬	৬
	ক্লিনার		৬	৬
২.৯	অর্থোপেডিকস এবং ট্রমাটোলজি			**৪০**
	চিফ কনসালটেন্ট - অর্থোপেডিকস এবং ট্রমাটোলজি	১		১
	সিনিয়র কনসালটেন্ট	১		১
	আবাসিক সার্জন -অর্থোপেডিকস এবং ট্রমাটোলজি	১		১
	কনসালটেন্ট	১		১
	রেজিস্টার	১		১
	সহকারী রেজিস্টার	১	৪	৫
	সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার	২	১	৩
	অফিস সহায়ক		২	২
	সিনিয়র স্টাফ নার্স		১৩	১৩
	সি-আর্ম অপারেটর		২	২
	ওয়ার্ড অ্যাটেনডেন্ট		৩	৩
	আয়া		৩	৩
	ক্লিনার		৩	৩
	অফিস সহকারী		১	১
২.১০	নাক,কান,গলা			**৩৩**
	চিফ কনসালটেন্ট অটোল্যারিঙ্গোলজি	১		১
	সিনিয়র কনসালটেন্ট		১	১
	আবাসিক সার্জন অটোল্যারিঙ্গোলজি		১	১
	কনসালটেন্ট		১	১
	রেজিস্টার	১		১
	সহকারী রেজিস্টার	১	৪	৫
	সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার	২		২
	অফিস সহায়ক		২	২
	সিনিয়র স্টাফ নার্স		৯	৯
	ওয়ার্ড অ্যাটেনডেন্ট		৩	৩
	আয়া		৩	৩
	ক্লিনার		৩	৩
	অফিস সহকারী		১	১

টেবিল ৭৮: একটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিভাগ/ইউনিটের কর্মীদের তালিকা

#	পদবী	বিদ্যমান সংখ্যা	প্রস্তাবিত সংখ্যা	মোট
২.১১	চক্ষু			**৩৩**
	চিফ কনসালটেন্ট অপথ্যালমোলজি	১		১
	সিনিয়র কনসালটেন্ট		১	১
	আবাসিক সার্জন অপথ্যালমোলজি		১	১
	কনসালটেন্ট		১	১
	রেজিস্টার	১		১
	সহকারী রেজিস্টার	১	৫	৫
	সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার	১	১	২
	অফিস সহায়ক		২	২
	সিনিয়র স্টাফ নার্স		৮	৮
	ওয়ার্ড অ্যাটেনডেন্ট		৩	৩
	আয়া		৩	৩
	ক্লিনার		৩	৩
	অফিস সহকারী		১	১
২.১২	চর্মরোগ			**৩২**
	চিফ কনসালটেন্ট ডার্মাটোলজি		১	১
	সিনিয়র কনসালটেন্ট		১	১
	কনসালটেন্ট		২	২
	রেজিস্টার		১	১
	সহকারী রেজিস্টার		২	২
	সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার ডার্মাটোলজি		২	২
	অফিস সহায়ক		২	২
	সিনিয়র স্টাফ নার্স		১১	১১
	ওয়ার্ড এটেনডেন্ট		৩	৩
	আয়া		৩	৩
	ক্লিনার	১	২	৩
	অফিস সহকারী		১	১
২.১৩	মনরোগ			**৩১**
	চিফ কনসালটেন্ট সাইকিয়াট্রি		১	১
	সিনিয়র কনসালটেন্ট		১	১
	কনসালটেন্ট		২	২
	রেজিস্টার		১	১
	সহকারী রেজিস্টার		৩	৩
	সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার সাইকিয়াট্রি		২	২
	অফিস সহায়ক		২	২
	সিনিয়র স্টাফ নার্স		৯	৯
	ওয়ার্ড এটেনডেন্ট		৩	৩
	আয়া		৩	৩
	ক্লিনার		৩	৩
	অফিস সহকারী		১	১

টেবিল ৭৮: একটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিভাগ/ইউনিটের কর্মীদের তালিকা				
#	**পদবী**	**বিদ্যমান সংখ্যা**	**প্রস্তাবিত সংখ্যা**	**মোট**
২.১৪	দন্ত্যবিভাগ			**৪২**
	চিফ কনসালটেন্ট ডেন্টিস্ট্রি		১	১
	সিনিয়র কনসালটেন্ট		১	১
	কনসালটেন্ট		২	২
	সিনিয়র ডেন্টাল সার্জন		১	১
	রেজিস্টার		১	১
	সহকারী রেজিস্টার		৩	৩
	সহকারী ডেন্টাল সার্জন	৪	২	৬
	সিনিয়র মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ডেন্টাল)		১	১
	মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ডেন্টাল)	১	৪	৫
	অফিস সহায়ক		২	২
	সিনিয়র স্টাফ নার্স		৯	৯
	ওয়ার্ড এটেনডেন্ট		৩	৩
	আয়া		৩	৩
	ক্লিনার	১	২	3
	অফিস সহকারী		১	১
২.১৫	নেফ্রোলজি ও ডায়ালাইসিস			**৬৮**
	চিফ কনসালটেন্ট নেফ্রোলজি ও ডায়ালাইসিস		১	১
	সিনিয়র কনসালটেন্ট নেফ্রোলজি		১	১
	সিনিয়র কনসালটেন্ট ডায়ালাইসিস		১	১
	আবাসিক চিকিৎসক নেফ্রোলজি ও ডায়ালিসিস		১	১
	কনসালটেন্ট নেফ্রোলজি		১	১
	কনসালটেন্ট ডায়ালাইসিস		১	১
	রেজিস্টার	১		১
	সহকারী রেজিস্টার	১	৭	৮
	সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার		২	২
	অফিস সহায়ক		২	২
	সিনিয়র স্টাফ নার্স		১২	১২
	সিনিয়র স্টাফ নার্স ডায়ালাইসিস		৯	৯
	ডায়া্লাইসিস টেকনিশিয়ান		১২	১২
	ওয়ার্ড এটেনডেন্ট		৬	৬
	আয়া		৬	৬
	ক্লিনার		৩	৩
	অফিস সহকারী		১	১
২.১৬	নিউরোলজি			**৪০**
	চিফ কনসালটেন্ট নিউরোলজি		১	১
	সিনিয়র কনসালটেন্ট		১	১
	আবাসিক চিকিৎসক নিউরোলজি		১	১
	কনসালটেন্ট		১	১
	রেজিস্টার	১		১

টেবিল ৭৮: একটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিভাগ/ইউনিটের কর্মীদের তালিকা				
#	পদবী	বিদ্যমান সংখ্যা	প্রস্তাবিত সংখ্যা	মোট
	সহকারী রেজিস্টার	১	৭	৮
	ইলেক্ট্রোএন্সেফালোগ্রাম (ইইজি) টেকনিশিয়ান		২	২
	ইলেক্ট্রোমায়োগ্রাফি (ইএমজি) টেকনিশিয়ান		২	২
	সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার		২	২
	অফিস সহায়ক		২	২
	সিনিয়র স্টাফ নার্স		৯	৯
	ওয়ার্ড এটেনডেন্ট		৩	৩
	আয়া		৩	৩
	ক্লিনার		৩	৩
	অফিস সহকারী		১	১
২.১৭	ইউরোলোজি			**৩৩**
	চিফ কনসালটেন্ট ইউরোলোজি		১	১
	সিনিয়র কনসালটেন্ট		১	১
	আবাসিক সার্জন ইউরোলোজি		১	১
	কনসালটেন্ট		১	১
	রেজিস্টার	১		১
	সহকারী রেজিস্টার	১	৪	৫
	সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার ইউরোলোজি		২	২
	অফিস সহায়ক		২	২
	সিনিয়র স্টাফ নার্স		৯	৯
	ওয়ার্ড এটেনডেন্ট		৩	৩
	আয়া		৩	৩
	ক্লিনার		৩	৩
	অফিস সহকারী		১	১
২.১৮	রেসপিরেটরি মেডিসিন			**৩৩**
	চিফ কনসালটেন্ট রেসপিরেটরি মেডিসিন		১	১
	সিনিয়র কনসালটেন্ট		১	১
	কনসালটেন্ট		২	২
	রেজিস্টার	১		১
	সহকারী রেজিস্টার		৫	৫
	সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার রেসপিরেটরি মেডিসিন		২	২
	অফিস সহায়ক		২	২
	সিনিয়র স্টাফ নার্স		৯	৯
	ওয়ার্ড এটেনডেন্ট		৩	৩
	আয়া		৩	৩
	ক্লিনার		৩	৩
	অফিস সহকারী		১	১
২.১৯	এন্ডোক্রাইনোলজি এবং মেটাবলিসম			**৩৪**
	চিফ কনসালটেন্ট এন্ডোক্রাইনোলজি এবং মেটাবলিসম		১	১
	সিনিয়র কনসালটেন্ট		১	১

টেবিল ৭৮: একটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিভাগ/ইউনিটের কর্মীদের তালিকা				
#	**পদবী**	**বিদ্যমান সংখ্যা**	**প্রস্তাবিত সংখ্যা**	**মোট**
	কনসালটেন্ট		২	২
	ক্লিনিকাল পুষ্টিবিদ		১	১
	রেজিস্টার		২	২
	সহকারী রেজিস্টার		৫	৫
	সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার এন্ডোক্রাইনোলজি এবং মেটাবলিসম		২	২
	অফিস সহায়ক		২	২
	সিনিয়র স্টাফ নার্স		৯	৯
	ওয়ার্ড এটেনডেন্ট		৩	৩
	আয়া		৩	৩
	ক্লিনার		৩	৩
	অফিস সহকারী		১	১
২.২০	হেমাটোলজি			**৩৩**
	চিফ কনসালটেন্ট হেমাটোলজি		১	১
	সিনিয়র কনসালটেন্ট		১	১
	কনসালটেন্ট		২	২
	রেজিস্টার		১	১
	সহকারী রেজিস্টার		৫	৫
	সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার হেমাটোলজি		২	২
	অফিস সহায়ক		২	২
	সিনিয়র স্টাফ নার্স		৯	৯
	ওয়ার্ড এটেনডেন্ট		৩	৩
	আয়া		৩	৩
	ক্লিনার		৩	৩
	অফিস সহকারী		১	১
২.২১	হেপাটোলজি			**৩৫**
	চিফ কনসালটেন্ট হেপাটোলজি		১	১
	সিনিয়র কনসালটেন্ট		১	১
	কনসালটেন্ট		২	২
	রেজিস্টার		১	১
	সহকারী রেজিস্টার		৫	৫
	সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার হেপাটোলজি		২	২
	ইআরসিপি টেকনিশিয়ান		২	২
	অফিস সহায়ক		২	২
	সিনিয়র স্টাফ নার্স		৯	৯
	ওয়ার্ড এটেনডেন্ট		৩	৩
	আয়া		৩	৩
	ক্লিনার		৩	৩
	অফিস সহকারী		১	১
২.২২	গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজি			**৩৭**

টেবিল ৭৮: একটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিভাগ/ইউনিটের কর্মীদের তালিকা

#	পদবী	বিদ্যমান সংখ্যা	প্রস্তাবিত সংখ্যা	মোট
	চিফ কনসালটেন্ট গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজি		১	১
	সিনিয়র কনসালটেন্ট		১	১
	কনসালটেন্ট		২	২
	রেজিস্টার		১	১
	সহকারী রেজিস্টার		৫	৫
	সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজি		২	২
	এন্ডোস্কোপি টেকনিশিয়ান		২	২
	এআরসিপি টেকনিশিয়ান		২	২
	অফিস সহায়ক		২	২
	সিনিয়র স্টাফ নার্স		৯	৯
	ওয়ার্ড এটেনডেন্ট		৩	৩
	আয়া		৩	৩
	ক্লিনার		৩	৩
	অফিস সহকারী		১	১
২.২৩	রেডিওথেরাপি			**৪৫**
	চিফ কনসালটেন্ট রেডিওলজিস্ট		১	১
	সিনিয়র কনসালটেন্ট রেডিওলজিস্ট		১	১
	আবাসিক সার্জন		১	১
	কনসালটেন্ট		২	২
	রেজিস্টার		১	১
	সহকারী রেজিস্টার		৫	৫
	সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার		২	২
	মেডিকেল ফিজিসিস্ট		১	১
	সিনিয়র মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (রেডিওথেরাপি)		১	১
	মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (রেডিওথেরাপি)		৪	৪
	সিস্টেম এনালিস্ট		১	১
	প্রোগ্রামার		১	১
	মেইনটেনেন্সন ইঞ্জিনিয়ার		১	১
	সহকারী প্রোগ্রামার		১	১
	সহকারী মেইনটেনেন্সন ইঞ্জিনিয়ার		১	১
	সিনিয়র স্টাফ নার্স		৯	৯
	অফিস সহায়ক		২	২
	ওয়ার্ড এটেনডেন্ট		৩	৩
	আয়া		৩	৩
	ক্লিনার		৩	৩
	অফিস সহকারী		১	১
২.২৪	**সংক্রামক রোগ এবং আইসোলেশন**			**৩২**
	চিফ কনসালটেন্ট		১	১
	সিনিয়র কনসালটেন্ট ইনফেক্সাস ডিজিজ		১	১
	কনসালটেন্ট		২	২

টেবিল ৭৮: একটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিভাগ/ইউনিটের কর্মীদের তালিকা				
#	**পদবী**	**বিদ্যমান সংখ্যা**	**প্রস্তাবিত সংখ্যা**	**মোট**
	রেজিস্টার		১	১
	সহকারী রেজিস্টার		৫	৫
	সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার		২	২
	অফিস সহায়ক		২	২
	সিনিয়র স্টাফ নার্স		৯	৯
	ওয়ার্ড এটেনডেন্ট		৩	৩
	আয়া		৩	৩
	ক্লিনার		৩	৩
	অফিস সহকারী		১	১
২.২৫	**জেনারেল সার্জারি**			**১০২**
	চিফ কনসালটেন্ট জেনারেল সার্জারি	১		১
	সিনিয়র কনসালটেন্ট সার্জারি	১	১	২
	আবাসিক সার্জন	১		১
	কনসালটেন্ট	২	১	৩
	রেজিস্টার	১	২	৩
	সহকারী রেজিস্টার	২	১৬	১৮
	সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার	১	৩	৪
	অফিস সহায়ক	১	২	৩
	সিনিয়র স্টাফ নার্স	২৬	১৩	৩৯
	ওয়ার্ড এটেনডেন্ট	৬	৩	৯
	আয়া		৯	৯
	ক্লিনার	৬	৩	৯
	অফিস সহকারী		১	১
২.২৬	**পেডিয়াট্রিক সার্জারি**			**৩৪**
	চিফ কনসালটেন্ট পেডিয়াট্রিক সার্জারি		১	১
	সিনিয়র কনসালটেন্ট		১	১
	কনসালটেন্ট		২	২
	রেজিস্টার	১		১
	সহকারী রেজিস্টার	১	৪	৫
	সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার পেডিয়াট্রিক সার্জারি		২	২
	অফিস সহায়ক	১	২	৩
	সিনিয়র স্টাফ নার্স		৯	৯
	ওয়ার্ড এটেনডেন্ট		৩	৩
	আয়া		৩	৩
	ক্লিনার		৩	৩
	অফিস সহকারী		১	১
২.২৭	নিউরোসার্জারি			**৩৪**
	চিফ কনসালটেন্ট নিউরোসার্জারি		১	১
	সিনিয়র কনসালটেন্ট		১	১
	আবাসিক সার্জন		১	১

টেবিল ৭৮: একটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিভাগ/ইউনিটের কর্মীদের তালিকা				
#	**পদবী**	**বিদ্যমান সংখ্যা**	**প্রস্তাবিত সংখ্যা**	**মোট**
	কনসালটেন্ট		২	২
	রেজিস্টার		১	১
	সহকারী রেজিস্টার		৫	৫
	সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার		২	২
	অফিস সহায়ক		২	২
	সিনিয়র স্টাফ নার্স		৯	৯
	ওয়ার্ড এটেনডেন্ট		৩	৩
	আয়া		৩	৩
	ক্লিনার		৩	৩
	অফিস সহকারী		১	১
২.২৮	বার্ন এবং প্লাস্টিক সার্জারি			**২৯**
	চিফ কনসালটেন্ট বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি		১	১
	সিনিয়র কনসালটেন্ট		১	১
	কনসালটেন্ট		২	২
	রেজিস্টার		১	১
	সহকারী রেজিস্টার		৫	৫
	সিনিয়র স্টাফ নার্স		৯	৯
	ওয়ার্ড এটেনডেন্ট		৩	৩
	আয়া		৩	৩
	ক্লিনার		৩	৩
	অফিস সহকারী		১	১
২.২৯	ইমার্জেন্সি ও ক্যাজুয়ালটি[117]			**১০১**
	সিনিয়র কনসালটেন্ট, অর্থপেডিক এন্ড ট্রমাটোলজি		২	২
	কনসালটেন্ট, অর্থপেডিক এন্ড ট্রমাটোলজি		১	১
	কনসালটেন্ট সার্জারি		১	১
	আবাসিক সার্জন		১	১
	রেজিস্টার	১	১	২
	সহকারী রেজিস্টার	২	১৪	১৬
	ইমার্জেন্সি মেডিকেল অফিসার		১৬	১৬
	সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার		৪	৪
	সিনিয়র স্টাফ নার্স	৫	১১	১৬
	স্যাকমো		৪	৪
	ড্রেসার		২	২
	ইমার্জেন্সি অ্যাটেনডেন্ট		১০	১০
	স্ট্রেচার বহনকারী	৬	৬	১২
	আয়া	৩	১	৪
	অফিস সহায়ক		২	২
	ক্লিনার	৩	১	৪
	পাবলিক রিলেশন সহকারী		৩	৩

[117] ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার (ওএসইসি) প্রদান করা

টেবিল ৭৮: একটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিভাগ/ইউনিটের কর্মীদের তালিকা				
#	**পদবী**	**বিদ্যমান সংখ্যা**	**প্রস্তাবিত সংখ্যা**	**মোট**
	অফিস সহকারী		১	১
২.৩০	সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচী			**৭**
	সিনিয়র মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ই পি আই)		১	১
	ভ্যাকসিনেটর		৪	৪
	ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার		২	২
২.৩১	স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগ			**৯**
	জুনিয়র হেলথ এডুকেশন অফিসার		১	১
	অডিও-ভিজ্যুয়াল টেকনিকাল অফিসার		১	১
	হেলথ এডুকেটর		১	১
	অডিও-ভিজ্যুয়াল অপারেটর		১	১
	অডিও-ভিজ্যুয়াল টেকনিশিয়ান		১	১
	অডিও-ভিজ্যুয়াল হেল্পার		১	১
	অফিস সহায়ক	১		১
	ক্লিনার	১		১
	অফিস সহকারী		১	১
২.৩২	ফিজিকাল মেডিসিন এবং পুনর্বাসন			**৫১**
	চিফ কনসালটেন্ট ফিজিক্যাল মেডিসিন এবং পুনর্বাসন		১	১
	সিনিয়র কনসালটেন্ট		১	১
	কনসালটেন্ট		২	২
	রেজিস্টার		১	১
	সহকারী রেজিস্টার		৩	৩
	সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার		৩	৩
	প্রধান থেরাপিস্ট (সংশ্লিষ্ট বিভাগ)		১	১
	অকুপেশনাল থেরাপিস্ট		১	১
	সিনিয়র মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ফিজিওথেরাপি)		১	১
	সিনিয়র মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (অকুপেশনাল থেরাপিস্ট)		১	১
	সিনিয়র মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (স্পিচ থেরাপিস্ট)		১	১
	সিনিয়র মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (অর্থোটিস্ট)		১	১
	ফিজিওথেরাপিস্ট	২		২
	মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ফিজিওথেরাপি)	৩	৩	৬
	মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (অকুপেশনাল থেরাপিস্ট)		২	২
	মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (স্পিচ থেরাপিস্ট)		২	২
	মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (অর্থোটিস্ট)		২	২
	সিনিয়র স্টাফ নার্স		৯	৯
	অফিস সহায়ক		১	১
	ওয়ার্ড এটেনডেন্ট		৩	৩
	আয়া		৩	৩
	ক্লিনার	১	২	৩

টেবিল ৭৮: একটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিভাগ/ইউনিটের কর্মীদের তালিকা				
#	**পদবী**	**বিদ্যমান সংখ্যা**	**প্রস্তাবিত সংখ্যা**	**মোট**
	অফিস সহকারী		১	১
২.৩৩	এনেস্থেসিওলজি এবং পেইন মেডিসিন			**১৮**
	চিফ কনসালটেন্ট এনেস্থেসিওলজি এবং পেইন মেডিসিন	১		১
	সিনিয়র কনসালটেন্ট	১	২	৩
	কনসালটেন্ট	১	৪	৯
	এনেস্থেসিওলজিস্ট	৪		৪
	অফিস সহকারী		১	১
২.৩৪	ট্রান্সফিউশন মেডিসিন			**২৩**
	চিফ কনসালটেন্ট ট্রান্সফিউশন মেডিসিন		১	১
	সিনিয়র কনসালটেন্ট		১	১
	কনসালটেন্ট	১		১
	সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার		৪	৪
	সিনিয়র মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ব্লাড ব্যাংক)		১	১
	মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ব্লাড ব্যাংক)		৪	৪
	ল্যাবরেটরি এটেনডেন্ট		৪	৪
	ইউজার ফী কালেক্টর		৩	৩
	ক্লিনার	৩		৩
	অফিস সহকারী		১	১
২.৩৫	অল্টারনেটিভ মেডিকেল কেয়ার			**৩**
	মেডিকেল অফিসার হোমিওপ্যাথি/ইউনানি/আয়ুর্বেদিক	১		১
	কম্পাউন্ডার	১		১
	হারবাল সহকারী	১		১
৩	সাপোর্ট সার্ভিস			**২৬৬**
৩.১	ল্যাবরেটরি			**৫৮**
	চিফ কনসালটেন্ট (প্যাথলজি)		১	১
	চিফ কনসালটেন্ট (হিস্টোপ্যাথোলজি)		১	১
	চিফ কনসালটেন্ট (বায়োকেমিস্ট্রি)		১	১
	চিফ কনসালটেন্ট (মাইক্রোবায়োলজি)		১	১
	সিনিয়র কনসালটেন্ট (প্যাথলজি)	১		১
	সিনিয়র কনসালটেন্ট (হিস্টোপ্যাথোলজি)		১	১
	সিনিয়র কনসালটেন্ট (বায়োকেমিস্ট্রি)		১	১
	সিনিয়র কনসালটেন্ট (মাইক্রোবায়োলজি)		১	১
	কনসালটেন্ট (প্যাথলজি)	১		১
	কনসালটেন্ট (হিস্টোপ্যাথোলজি)		১	১
	কনসালটেন্ট (বায়োকেমিস্ট্রি)		১	১
	কনসালটেন্ট (মাইক্রোবায়োলজি		১	১
	সিনিয়র ক্লিনিকাল প্যাথলজিস্ট	১		১
	মেডিকেল অফিসার (ল্যাবরেটরি)		৪	৪
	ক্লিনিকাল প্যাথলজিস্ট	৩		৩

টেবিল ৭৮: একটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিভাগ/ইউনিটের কর্মীদের তালিকা				
#	পদবী	বিদ্যমান সংখ্যা	প্রস্তাবিত সংখ্যা	মোট
	ক্লিনিকাল বায়োকেমিস্ট		১	১
	ক্লিনিকাল মাইক্রোবায়োলোজিস্ট		১	১
	বায়োকেমিস্ট (নন মেডিক্যাল)	১	১	২
	সিনিয়র মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ল্যাবরেটরি)		১	১
	সিনিয়র মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (বায়োকেমিস্ট্রি/ হেপাটোলজি)		১	১
	মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ল্যাবরেটরি)	৯		৯
	মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (বায়োকেমিস্ট্রি / হেপাটোলজি)		২	২
	ইউজার ফী কালেক্টর		১০	১০
	ল্যাবরেটরি এটেনডেন্ট		৬	৬
	ক্লিনার	২	২	৪
	অফিস সহকারী		১	১
৩.২	রেডিওলজি এবং ইমেজিং			**২৩**
	চিফ কনসালটেন্ট রেডিওলোজি এন্ড ইমেজিং		১	১
	সিনিয়র কনসালটেন্ট	১		১
	কনসালটেন্ট	১		১
	রেডিওলজিস্ট	১	৩	৪
	স্পেশাল রেডিওগ্রাফের		২	২
	সিনিয়র মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (রেডিওলজি এবং ইমেজিং)		১	১
	মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (রেডিওলজি এবং ইমেজিং)	৪	২	৬
	এক্স-রে মেশিন প্রিন্টিং অপারেটর		৩	৩
	ইউজার ফি কালেক্টর		২	২
	ক্লিনার	১		১
	অফিস সহকারী		১	১
৩.৩	জনস্বাস্থ্য			**২**
	এপিডেমিওলোজিস্ট		১	১
	সারভেইলেন্স মেডিকেল অফিসার		১	১
৩.৪	নার্সিং সেবা			**১০৯**
	নার্সিং তত্বাবধায়ক	১		১
	উপ-নার্সিং তত্বাবধায়ক	১	১	২
	নার্সিং সুপারভাইজর	৮	৭	১৫
	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর		১	১
	আয়া	১		১
	ক্লিনার	১		১
	অপারেশন থিয়েটার (ওটি) নার্স (সিনিয়র স্টাফ নার্স): জিওটি-১২ এবং এওটি-১	৩৫	১৭	৫২
	স্টেরিলাইজার কাম মেকানিক	২	২	৪
	ওটি এটেনডেন্ট	৬	৬	১২

টেবিল ৭৮: একটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিভাগ/ইউনিটের কর্মীদের তালিকা				
#	**পদবী**	**বিদ্যমান সংখ্যা**	**প্রস্তাবিত সংখ্যা**	**মোট**
	অটোক্লেভ অপারেটর		৪	৪
	আয়া		৮	৮
	ক্লিনার		৮	৮
৩.৫	ফার্মেসী			**১৫**
	চিফ ফার্মাসিস্ট (গ্রাজুয়েট)		১	১
	সিনিয়র ফার্মাসিস্ট (ডিপ্লোমা)		১	১
	ফার্মাসিস্ট (ডিপ্লোমা)	৬	৪	১০
	ফার্মেসী সহকারী		১	১
	ফার্মেসী এটেনডেন্ট		২	২
৩.৬	মেডিকেল স্টোর			**৮**
	সিনিয়র স্টোর অফিসার (মেডিকেল)		১	১
	মেডিকেল অফিসার (স্টোর)		১	১
	ইনস্ট্রুমেন্ট লেজার ক্লার্ক		১	১
	ইনস্ট্রুমেন্ট কেয়ারটেকার	১	১	২
	স্টোর এটেনডেন্ট		২	২
	ক্লিনার		১	১

সেবাখাত ৭: মেডিসিন

টেবিল ৭৯ এ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রয়োজনীয় ঔষধ, গর্ভনিরোধক এবং ভ্যাক্সিনের একটি নমুনা তালিকা প্রস্তাব করা হয়েছে।

টেবিল ৭৯: মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ঔষধের তালিকা	
চেতনানাশক (এনেস্থেটিক্স) এবং অপারেশন পূর্ববর্তী ঔষধ প্রয়োগ	রক্ত প্রভাবিতকারী ঔষধসমূহ
হালোথেন	ফলিক অ্যাসিড সহ বা শুধুমাত্র ফেরাস সালফেট/ফিউমারেট
আইসোফ্লুরেন	ফলিক এসিড
নাইট্রাস অক্সাইড – চেতনানাশকের জন্য অক্সিজেন	হেপারিন
অক্সিজেন	ওয়ারফারিন
থিওপেন্টাল সোডিয়াম	হৃদরোগের ঔষধ
কেটামাইন	অ্যাসপিরিন
অ্যাড্রেনালিন সহ শুধুমাত্র লিগনোকেন	আইসোসরবাইড ডাইনাইট্রেট
ন্যাপ্রোক্সেন	ডিগোক্সিন
নাবুমেটোন	গ্লিসারিল টাইনাইট্রেট
সুলিনডাক	এটেনলল
প্রেগাবালিন	এনালাপ্রিল
ট্রামাডল হাইড্রোক্লোরাইড	হাইড্রোক্লোরোথিয়াজাইড
টোলপেরিসোন হাইড্রোক্লোরাইড	অ্যামলোডিপাইন
বুপিভাকেইন	লোসারটান পটাসিয়াম
নালবুফাইন হাইড্রোক্লোরাইড	সিমভাস্ট্যাটিন
ফেন্টানেল	এ্যাটোরভাস্টাটিন
ভেকুরোনিয়াম ব্রোমাইড	বিসোপ্রোলল
ব্যাথানাশক (অ্যানালজেসিক্স), জ্বরনাশক (অ্যান্টিপাইরেটিক্স), নন-স্টেরয়েডাল, প্রদাহ নিরোধক (অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি)	কারভেডিলল
অ্যাসপিরিন	নিফেডিপাইন
প্যারাসিটামল	ভালসারটন
পেথিডিন হাইড্রোক্লোরাইড	মেথিল্ডোপা
আইবুপ্রোফেন	স্টেরয়েড
ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম	প্রিডনিসোলোন
কেটোরোলাক	হাইড্রোকোটিসোন
ইটোরিকক্সিব	বেটামেথেসোন
ইনডোমেথাসিন	ফ্লুটিকাসোন
এলার্জিরোধক এবং এনাফাইলেক্সিসের ঔষধ	ক্লোজেনসোল প্রোপ্রেট
ক্লোরফেনিরামাইন ম্যালেট	ডেফলাজকোর্ট
হাইড্রোকোর্টিসোন	চর্মরোগের ঔষধ (সাময়িক)
ডেক্সামেথাসোন	মাইকোনাজল
রুপাটাডিন	পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট
ডেসলোরাটাডিন	সিলভার সালফাডায়াজিন
কিটোটিফেন	জেন্টিয়ান ভায়োলেট
সিটিরিজাইন	সালফেট ব্যাসিট্রাসিন সহ বা শুধুমাত্র নিওমাইসিন
ইবাস্টিন	স্যালিসিলিক অ্যাসিড + বেনজোয়িক অ্যাসিড
বিষক্রিয়ায় ব্যবহৃত প্রতিষেধক এবং অন্যান্য উপাদান	বেনজিল বেনজোয়েট
এক্টিভেটেড চারকোল	হুইটফিল্ড অয়েন্টমেন্ট
অ্যাট্রোপিন ইনজেকশন	ডায়াগনস্টিক এজেন্ট
প্রালিডক্সাইম	ফ্লুরোসেইন
অ্যান্টিকনভালস্যান্ট/অ্যান্টিপিলেপটিক	ট্রপিকামাইড

টেবিল ৭৯: মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ঔষধের তালিকা	
ফেনোবারবিটোন	জীবাণুনাশক
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ৫০%	সেট্রিমাইড সহ বা শুধুমাত্র ক্লোরহেক্সিডিন
ফিনাইটোয়িন	ক্লোরহেক্সিডিন ৭.১% প্রয়োগে একবার নাড়ি ধৌতকরণ
হ্যালোপেরিডল	পোভিডোন-আয়োডিন ১০%
সংক্রমণরোধক ঔষধ	মূত্ররোধক
মেবেনডাজল	ফ্রুসেমাইড
অ্যালবেনডাজল	ফ্রুসেমাইড +স্পাইরোনোল্যাকটোন
অ্যামক্সিসিলিন	ম্যানিটল ইনফিউশন সলিউশন ১০% এবং ২০%
অ্যাম্পিসিলিন	পরিপাকতন্ত্রের ঔষধ
ফেনোক্সিমিথাইল পেনিসিলিন	ম্যাগনেসিয়াম ট্রাইসিলিকেট সহ বা শুধুমাত্র অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড
বেনজাথাইন পেনিসিলিন	ফ্যামোটিডিন
প্রোকেন পেনিসিলিন	ওমেপ্রাজল
সেফালেক্সিন	এসমেপ্রাজল
সেফট্রিয়াক্সোন	রাবেপ্রাজল
ক্লোক্সাসিলিন	মেটোক্লোপ্রামাইড হাইড্রোক্লোরাইড
অ্যামোক্সিক্লাভ	ডেক্সট্রোজ সহ বা শুধুমাত্র সোডিয়াম ক্লোরাইড ০.৯%
এরিথ্রোমাইসিন	সোডিয়াম বাইকার্বনেট
ক্লোরামফেনিকোল	জিঙ্ক সালফেট
ডক্সিসাইক্লিন	হরমোন, অন্যান্য অন্তঃক্ষরা (এন্ডোক্রাইন) সম্পর্কিত ঔষধ এবং গর্ভনিরোধক
কো-ট্রাইমোক্সাজল	এথিনাইল এস্ট্রাদিওল + লেভোনরজেস্ট্রেল
মেট্রোনিডাজল	এথিনাইল এস্ট্রাদিওল + লিনেস্ট্রেনল
নালিডিক্সিক অ্যাসিড	ডেসোজেস্টেরল + এথিনাইল এস্ট্রাডিওল
ইথাম্বুটল	লেভোনরজেস্ট্রেল
ইথাম্বুটল সহ বা শুধুমাত্র আইসোনিয়াজিড	ডিপো মেড্রোক্সিপ্রোজেস্টেরন
পাইরাজিনামাইড	কপার-টি কন্টেইনিং ডিভাইস
আইসোনিয়াজিড সহ বা শুধুমাত্র রিফ্যামপিসিন	পুরুষ কনডম
রিফ্যামপিসিন + আইসোনিয়াজিড + পাইরাজিনামাইড, ইথাম্বুটল সহ বা ছাড়া	লেভোনরজেস্ট্রেল-রিলিজিং ইমপ্লান্ট
রিফ্যামপিসিন + আইসোনিয়াজিড + ইথাম্বুটল	ধীরে ক্রিয়াশীল ইনসুলিন
ক্লোট্রিমাজল	মেটফরমিন হাইড্রোক্লোরাইড
নাইস্ট্যাটিন	ইমিউনোলজিকাল
লুমেফ্যান্ট্রিন সহ বা শুধুমাত্র আর্টেমেথার	টিউবারকুলিন, পিউরিফাইড প্রোটিন ডেরিভেটিভ
আর্টিসুনেট	পলিভ্যালেন্ট অ্যান্টিভেনমস
কুইনাইন	টিটানাস টক্সয়েড
প্রাইমাকুইন	বিসিজি ভ্যাকসিন
ক্লোরোকুইন	ডিপিটি ভ্যাকসিন পেন্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন (ডিপিটি, হেপাটাইটিস বি, এইচআইভি)
হেপারিন	নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন (পিসিভি)
ফ্লুক্লক্সাসিলিন	পোলিওমাইলাইটিস ভ্যাকসিন (ওপিভি এবং আইপিভি)
অ্যাজিথ্রোমাইসিন	এম আর ভ্যাকসিন (হাম ও রুবেলা)
ফ্লুকোনাজল	হাম রোগের ভ্যাকসিন
লেভোফ্লক্সাসিন	হেপাটাইটিস-বি ভ্যাকসিন
সিপ্রোফ্লক্সাসিন	এইচপিভি
মাইগ্রেনরোধক ঔষধ	অপথ্যালমোলজিকাল প্রিপারেশন
এসিটাইল স্যালিসাইলিক অ্যাসিড	জেন্টামাইসিন

টেবিল ৭৯: মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ঔষধের তালিকা	
টলফেনামিক অ্যাসিড	টেট্র্যাকেইন/অ্যামেথোকেন
সিপ্রোফ্লক্সাসিন	অক্সিটোসিক এবং প্রসূতিসংক্রান্ত ঔষধ
শ্বাসনালির ঔষধ	অক্সিটোসিন
সালবিউটামল	মিসোপ্রোস্টল
সালবিউটামল ইনহেলার	মিফেপ্রিস্টোন
ইপ্রাট্রোপিয়াম ব্রোমাইড	ট্রানেক্সামিক অ্যাসিড
স্টেরয়েড ইনহেলার	ভিটামিন এবং মিনারেলস
নেবুলাইজেশন সলিউশন (সালবিউটামল + স্টেরয়েড)	অ্যাসকরবিক অ্যাসিড/ভিটামিন সি
অ্যাড্রেনালিন/এপিনেফ্রিন	ভিটামিন এ
থিওফাইলিন	ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স
শরীরে পানি, ইলেকট্রোলাইট, অম্ল-ক্ষার ইত্যাদির ভারসাম্যহীনতার চিকিৎসায় ব্যবহৃত সলিউশনস	ভিটামিন কে
ওরাল রিহাইড্রেশন সল্ট (ওআরএস)	ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট
কলেরা ফ্লুইড	শিশুদের নাক, কান, গলার চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধ
পানিতে ডেক্সট্রোজ ৫%, ২৫% এবং ৫০%	সিপ্রোফ্লক্সাসিন
গ্লুকোজ	জেন্টামাইসিন + হাইড্রোকোর্টিসোন
সোডিয়াম ক্লোরাইডসহ গ্লুকোজ	জাইলোমেটাজলিন হাইড্রোক্লোরাইড (ড্রপ/অনুনাসিক স্প্রে)
সোডিয়াম ক্লোরাইড	মানসিক এবং আচরণ সংক্রান্ত সমস্যার ঔষধ
হার্টম্যান সলিউশন	ডায়াজেপাম
ইনজেকশনের জন্য স্টেরাইল/পাইরোজেন মুক্ত ওয়াটার	রিসপেরিডোন

সেবাখাত ৮: যন্ত্রপাতি

যন্ত্রপাতির সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে-

যন্ত্রপাতির প্রোকিউরমেন্ট, ত্রুটি, রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত, এবং অপসারনসহ সকল রেকর্ড রাখা।

সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি পরিচালনার জন্য অনুমোদিত কর্মীরা যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত ও পুন: প্রশিক্ষিত হবে এবং কোনো অপ্রশিক্ষিত ব্যক্তি যন্ত্রপাতি পরিচালনা করবে না।

ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির জন্য সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা, যেমন- ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার, জরুরী অবস্থার জন্য স্বয়ংক্রিয় সুইচ ওভার (জেনারেটর), থাকবে।

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির একটি প্রস্তাবিত তালিকা নিচে দেওয়া হলো। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির পরিমান প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানকারীদের উপস্থিতি, রোগীর চাপ ইত্যাদি বিবেচনা করে স্থানীয়ভাবে নির্ধারন করা হবে।

টেবিল ৮০: মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের যন্ত্রপাতির তালিকা	
জরুরী বিভাগ	**ডায়ালাইসিস ইউনিট**
ডিজিটাল ব্লাড প্রেশার মেশিন	হেমোডায়ালাইসিস যন্ত্র
ডিজিটাল থার্মোমিটার	ব্লাড প্রেশার মেশিন
স্ট্রিপসহ গ্লুকোমিটার	স্টেথোস্কোপ
ল্যানসেট	থার্মোমিটার
হুইলচেয়ার	স্ট্রিপসহ গ্লুকোমিটার
পালস অক্সিমিটার	নির্দেশনাযুক্ত ফ্লো-মিটার এবং মাস্কসহ অক্সিজেন সিলিন্ডার (খালি/পূর্ণ)
রোগী পরিবহনের ট্রলি	ডিফিব্রিলেটর
স্যালাইন/ড্রিপ স্ট্যান্ড	কেন্দ্রীয়ভাবে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা
নির্দেশনাযুক্ত ফ্লো-মিটার এবং মাস্কসহ অক্সিজেন সিলিন্ডার (খালি/পূর্ণ)	বিশেষ ধরণের বিছানা (স্বয়ংক্রিয়)
অক্সিজেন ম্যানিফোল্ড	ভেন্টিলেটর
কেন্দ্রীয়ভাবে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা	রেসাসিটেসন ব্যাগ (আম্বু ব্যাগ)
অক্সিজেন কন্সেনট্রেটর	পালস অক্সিমিটার
ইসিজি মেশিন	আলাদা ওয়াটার প্ল্যান্ট
সাকশন মেশিন	ডায়ালাইজার
নেবুলাইজার্স	ডায়ালাইসিস সলুশন (ডায়ালাইসেট)
স্টেরিলাইজার	রক্ত এবং ডায়ালাইসিস সলুশন পরিবহনের জন্য টিউবিং
ইমারজেন্সি লাইট	রেডিওলজি এবং ইমেজিং এর যত্রপাতি
আম্বু ব্যাগ	স্বয়ংক্রিয় প্রসেসরসহ ডিজিটাল এক্স-রে মেশিন
ডপলার মেশিন	দাঁতের এক্স-রে ইউনিট
পর্যবেক্ষণ বিভাগ	সিটি স্ক্যান
এডাল্ট স্কেল	সি-আর্ম
টর্চ	ডিহিউমিডিফায়ার
ঘড়ি	ম্যাগনেটিক রিজোনেন্স ইমেজিং (এমআরআই) যন্ত্র
শ্বাস-প্রশ্বাস গণনার (এআরআই) টাইমার	ম্যামোগ্রাফি যন্ত্র
উচ্চতা মাপার বোর্ড	আল্ট্রাসাউন্ড যন্ত্র
এমইউএসি টেপ	অ্যানেস্থেসিওলজি/অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি
রক্তচাপ পরিমাপক যন্ত্র	ভেন্টিলেটরসহ চেতনানাশক যন্ত্র
থার্মোমিটার	ভেন্টিলেটরবিহীন চেতনানাশক যন্ত্র
স্ট্রিপসহ গ্লুকোমিটার	অটোক্লেভ
ল্যানসেট	ইলেক্ট্রিক কোটারি যন্ত্র
হুইলচেয়ার	অপারেটিং মাইক্রোস্কোপ

টেবিল ৮০: মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের যন্ত্রপাতির তালিকা	
রোগী পরিবহনের ট্রলি	সিলিং মাউনটিং ওটি লাইট
স্যালাইন/ড্রিপ স্ট্যান্ড	পোর্টেবল ওটি লাইট
নির্দেশনাযুক্ত ফ্লো-মিটার এবং মাস্কসহ অক্সিজেন সিলিন্ডার (খালি/পূর্ণ)	ফ্র্যাকচার টেবিল
অক্সিজেন ম্যানিফোল্ড	হাইড্রোলিক ওটি টেবিল
কেন্দ্রীয়ভাবে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা	স্টেরেলাইজার
হাই ফ্লো ন্যাসাল ক্যানুলা	সাকার মেশিন (ইলেক্ট্রিক)
অক্সিজেন কন্সেনট্রেটর	ভেন্টিলেটর
ইসিজি মেশিন	কার্ডিওলজি যন্ত্রপাতি
সাকশন মেশিন	করোনারি এনজিওগ্রাম যন্ত্র
নেবুলাইজার্স	ডিফিব্রিলিটর
স্টেরিলাইজার	ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম (ইসিজি) যন্ত্র
জরুরী আলোর ব্যবস্থা	ইকোকার্ডিওগ্রাফি যন্ত্র
আম্বু ব্যাগ	এন্ডোট্রাকিয়াল টিউব (ইটিটি) যন্ত্র
নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র (আইসিইউ) এবং করোনারি পরিচর্যা কেন্দ্র (সিসিইউ)	কার্ডিয়াক মনিটর
ল্যানসেট এবং স্ট্রিপসহ গ্লুকোমিটার	হলটার মনিটর
নির্দেশনাযুক্ত ফ্লো-মিটার এবং মাস্কসহ অক্সিজেন সিলিন্ডার (খালি/পূর্ণ)	নেবুলাইজার যন্ত্র
অক্সিজেন ম্যানিফোল্ড	পালস অক্সিমিটার
কেন্দ্রীয়ভাবে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা	গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজি যন্ত্রপাতি
হাই ফ্লো ন্যাসাল ক্যানুলা	এন্ডোস্কোপি যন্ত্র
ডিফিব্রিলেটর	ল্যাপারোস্কোপিক যন্ত্র
বিশেষ ধরণের বেড (স্বয়ংক্রিয়)	ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি
আইসিইউ বেডের সাথে মনিটর	বায়োকেমিক্যাল অটো-অ্যানালাইজার
ভেন্টিলেটর	সেন্ট্রিফিউজ মেশিন (ইলেক্ট্রিক)
এন্ডোট্রাকিয়াল নল (ইটিটি অথবা শ্বাস-প্রশ্বাস নল)	কলোরিমিটার
ইন্ট্রেভেনাস ইনফিউশন পাম্প	ইলেক্ট্রোলাইট অ্যানালাইজার
সিরিঞ্জ ড্রাইভার / সিরিঞ্জ পাম্প	এলিসা মেশিন
ন্যাসোগাস্ট্রিক নল (এনজি নল)	গ্যাস অ্যানালাইজার
ইনডিউইন্ডিং ইউরিনারি ক্যাথেটার (আইডিসি)	হরমোন অ্যানালাইজার
রেসাসিটেসন ব্যাগ (আম্বু ব্যাগ)	ব্লাড সেল কাউন্টার
বেড-সাইড ল্যাবরেটারি পরীক্ষা-নিরীক্ষা (বায়োমার্কার্স, সিবিসি, বিইউএন, ক্রিয়েটিনিন, ইলেক্ট্রোলাইট)	মাইক্রোস্কোপ (বাইনোকুলার)
পোর্টেবল ইমেজিং (এক্স-রে এবং ইকোকার্ডিওগ্রাফ)	সিরিঞ্জ পাম্প
সিকোয়েন্সিয়াল কম্প্রেশন যন্ত্র (বেড সোর প্রিভেন্টার)	রেফ্রিজারেটর
পালস অক্সিমিটার	দাঁতের যন্ত্রপাতি
সাকশন মেশিন	দন্তবিভাগ[118]
নেবুলাইজার্স	প্রসূতি সেবার যন্ত্রপাতি
স্টেরেলাইজার	ফিটাল মনিটর
বাইলেভেল পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার (বিআইপিএপি)	অবস্ট্রেটিক চিমটা (ফোর্পস)
কন্টিনিউআস পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেসার (সিপিএপি)	প্রসূতি সেবার যন্ত্রপাতি
কেন্দ্রীয় কম্পিউটার স্টেশন	ফিটাল ডপলার
ব্লাড ব্যাংকের যন্ত্রপাতি	ফিটাল মনিটর
ব্লাড ব্যাগ সেন্ট্রিফিউজ	ম্যানুয়াল ভ্যাকুয়াম এস্পিরেশন সেট

[118] ডেন্টাল চেয়ার, টুল, লাইটিং, হাইড্রিক বক্স, অ্যাসপিরেশন, কাসপিডর, এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি

টেবিল ৮০: মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের যন্ত্রপাতির তালিকা	
ল্যামিনার ফ্লো হুড	অবস্ট্রেটিক ভ্যাকুয়াম মেশিন (ভেন্টোজ)
পি এইচ মিটার	সিজারিয়ান সেকশন সেট
হিমোগ্লোবিন ফটোমিটার	অবস্ট্রেটিক স্কোয়াটিং চেয়ার
ব্লাড ব্যাংক রেফ্রিজারেটর	বার্থিং বল
রক্তের প্লাজমা আলাদা করার যন্ত্র	লেবার টেবিল
প্লাটিলেট আলাদা করার যন্ত্র	রেডিয়েন্ট ওয়ার্মার
ডিপ ফ্রিজ (প্লাজমা)	ট্রলিসহ নরমাল ডেলিভারি সেট [119]
ডিপ ফ্রিজ (আরবিসি)	নবজাতকের ট্রলিসহ রিসাসিটেশন সেট [120]
রেফ্রিজারেটর	প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরনের (পিপিএইচ) সেট ট্রে
ওয়াটার বাথ	এক্লাম্পশিয়া ট্রে
	পেডিয়াট্রিক যন্ত্রপাতি
অস্ত্রোপচার এবং অন্যান্য	শিশুর ইনকিউবেটর
ল্যারিঙ্গোস্কোপস	বাবল কন্টিনিউয়াস এয়ারওয়ে (বিসিপিএপি) মেশিন
প্রোকটস্কোপ	ফোটোথেরাপি ইউনিট
ল্যাপারোটোমি সেট	নবজাতকের পরিমাপক স্কেল
হিস্টেরেক্টমি সেট	পেডিয়াট্রিক (সালটার) স্কেল
কোলনস্কোপ	গ্রোথ মনিটরিং চার্ট
	অফথালমিক যন্ত্রপাতি
এনজিওপ্লাস্টির জন্য বেলুন-টিপড ক্যাথেটার	ফ্যাকো মেশিন
করোনারি আরটারি বাইপাস গ্রাফটের (সিএবিজি) জন্য ফ্যাসিলিটিস	রেটিনোস্কোপ
ক্যাপনোগ্রাফ যন্ত্র	অফথালমোস্কোপ
স্পেকুলা	অফথালমিক ট্রায়াল লেন্স বাক্স
ওটি লাইট	ভিশন টেস্টিং চার্ট (স্নেইল চার্ট)
হাইড্রোলিক ওটি টেবিল	ইশিহারা চার্ট
ইলেকট্রিক সাকশন মেশিন	সাইকাইট্রি যন্ত্রপাতি
সুচার ড্রেসিং সেট [121]	ইলেক্ট্রোকনভালসিভ থেরাপি (ইসিটি) যন্ত্র
মেডিকেল স্টোর	ইলেক্ট্রোএনসেফালোগ্রাম (ইইজি) যন্ত্র
রেফ্রিজারেটর	ইউরোলজি যন্ত্রপাতি
আলমারি এবং র‍্যাক	সিস্টোস্কোপি যন্ত্র
চেয়ার এবং টেবিল	মর্গ
দেয়াল ঘড়ি	ডিপ ফ্রিজ
	ইএনটি বিভাগ
	ওটোস্কোপ
	হিয়ারিং স্ক্রিনিং ইকুইপমেন্ট
	টর্চ

119 শিট, এপ্রোন, ব্লেড, সুতা ইত্যাদি
120 বেবি মাস্কসহ আম্বু ব্যাগ, ল্যারিঙ্গোস্কোপ, ইটিটি, পেঙ্গুইন সাকার ইত্যাদি
121 অস্ত্রপচারের সাধারণ যন্ত্রপাতি (নিডেল হোল্ডার, আরটারি, ফরসেপ, কিডনি ট্রে ইত্যাদি)

সেবাখাত ৯: অন্যান্য সরঞ্জামাদি

একটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সরঞ্জামাদির একটি প্রস্তাবিত তালিকা দেওয়া হলো

টেবিল ৮১: মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অন্যান্য সরঞ্জামাদির তালিকা

আসবাবপত্র এবং ফিক্সচার	**যানবাহন ব্যবস্থা**
রোগী পরীক্ষার টেবিল	গাড়ি
বেডসাইড লকারসহ রোগীর বিছানা	মাইক্রোবাস
টেবিল	অ্যাম্বুলেন্স
চেয়ার	ট্রাক
টুল	**মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা**
হেলান দেওয়া সুবিধা সম্পন্ন বেঞ্চ	কালো বিন
বৈদ্যুতিক পাথা	হলুদ বিন
শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র	লাল বিন
আলমারি	সবুজ বিন
ডিসপেনসিং টেবিল	নীল বিন
র‍্যাক	পরিষ্কার করার ব্রাশ (ড্রেইন ব্রাশ), গামলা, মগ, বালতি ইত্যাদি
মর্গের ফ্রিজ	প্যাডেল বিন
স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অবকাঠামো	বায়োহ্যাজার্ডস বর্জ্য ব্যাগ
জেনারেটর/সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা	কোদালসহ অন্যান্য খননকারী যন্ত্রপাতি[122]
ইলেকট্রিক মোটর ব্যবস্থাসহ গভীর নলকূপ	গাম বুট
পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা	পিপিই সরঞ্জামাদি
কেন্দ্রীয়ভাবে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা	**নিরাপত্তা ব্যবস্থা**
শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা	অগ্নি নির্বাপন সরঞ্জামাদি (নির্বাপক যন্ত্র, নিরোধক কম্বল ইত্যাদি)
বৈদ্যুতিক পাখা এবং বাতি	ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা

122 বর্জ্যের গর্তের জন্য

সেবাখাত ১০: ডিজিটাইলেশন/ ইনফরমেশন টেকনোলজি

মেডিকেল হাসপাতাল পরিচালনা, উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ এবং প্রতিবেদন প্রেরণ সম্পূর্ণরূপে ডিজিটাল হতে হবে। ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে, স্বাস্থ্য পরিষেবা নিতে আসা প্রত্যেক রোগী/ক্লায়েন্টকে একটি স্থায়ী পেশেন্ট আইডি নম্বর (পিআইডি) দেয়া হবে। পিআইডি নম্বর রোগী/ক্লায়েন্টের বয়সের ভিত্তিতে জন্ম নিবন্ধন নম্বর[123] অথবা জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (এনআইডি)[124] থেকে গৃহীত হবে। পেশেন্ট আইডি নম্বর রোগী/ক্লায়েন্টের পরবর্তী সকল চিকিৎসা কার্যক্রমের রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হবে। পিআইডি নম্বর রোগী/ক্লায়েন্টের জেলা/জেনারেল হাসপাতালে আসার পূর্বের রেকর্ড পর্যবেক্ষণে ব্যবহার করা হবে, যা সেবা প্রদানকারীদের রোগীর চিকিৎসার ইতিহাস নিরীক্ষায় সহায়তা করবে। একইভাবে পিআইডি নম্বর অন্যান্য সকল সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতেও কার্যকর হবে। রোগী/ক্লায়েন্টের তথ্য নিয়মিত স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বর্তমান প্ল্যাটফর্মে প্রেরিত হবে। সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোর মধ্যে এবং ফার্মেসিগুলোতে ইলেকট্রনিক ড্রাগ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমের মাধ্যমে রোগীর রেফারেল প্রক্রিয়াতেও ডিজিটালাইজেশন অন্তর্ভুক্ত হবে।

লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (ল্যান) সংযোগের মাধ্যমে ভর্তিকৃত রোগী/ক্লায়েন্টের তথ্য ইলেকট্রনিকভাবে বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানকারী যেমন চিকিৎসক, ফার্মাসিস্ট, ল্যাবরেটরি টেকনোলজিস্ট, মিডওয়াইফদের মধ্যে আদান-প্রদান হবে।

ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত সরঞ্জামাদি এবং ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন:

১. ডেস্কটপ কম্পিউটার
২. ল্যাপটপ
৩. প্রিন্টার
৪. ফটোকপি মেশিন
৫. স্কেনার
৬. নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ (ইউপিএস)
৭. ইন্টারনেট সংযোগ-মডেম, সিম
৮. লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক
৯. মাল্টিমিডিয়া
১০. পাব্লিক অ্যাড্রেস (পিএ) সিস্টেম
১১. ল্যান্ড ফোন
১২. মোবাইল ফোন
১৩. ডিজিটাল ক্যামেরা
১৪. ভিডিও ক্যামেরা
১৫. ভিডিও কনফারেন্সিং টুলস
১৬. ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন কিয়স্ক[125]
১৭. রোগী নিবন্ধন এবং ইলেকট্রনিক মেডিক্যাল রেকর্ডের জন্য ওয়েব-ভিত্তিক অ্যাপ।

[123] ১৮ বছরের নিচে
[124] ১৮ বছর ও তার উর্ধে
[125] সরকারের ডিজিটালাইজেশন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে

সেবাখাত ১১: ভৌত/ অবকাঠামো সুবিধা

একটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জন্য প্রয়োজনীয় কক্ষ/ইউনিটসহ সামগ্রিক ভৌত অবকাঠামোর একটি প্রস্তাবিত চাহিদা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

টেবিল ৮২: মেডিকেল হাসপাতালের জন্য ভৌত অবকাঠামো স্ট্যান্ডার্ড		
১. প্রদর্শন এবং নির্দেশক	ক.	স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রবেশদ্বার(গুলো)তে বাংলায় সেবা প্রদানের সময়সূচি এবং সাইনবোর্ড প্রদর্শিত হবে।
	খ.	স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রধান এবং সংযোগকারী সড়কগুলোতে পর্যাপ্ত এবং স্পষ্ট নির্দেশক প্রদর্শন করা থাকবে।
	গ.	সিটিজেন চার্টার মেডিকেল হাসপাতাল প্রবেশদ্বারে বাংলায় প্রদর্শিত থাকবে।
	ঘ.	এভেইলেবল ঔষধের তালিকা প্রদর্শিত থাকবে এবং প্রতিদিন হালনাগাদ করা হবে
	ঙ.	নিরাপত্তা, ঝুঁকি এবং সতর্কতার নির্দেশকগুলো প্রাসঙ্গিক স্থানে স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করা থাকবে।
	চ.	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যেমন যোগাযোগের নম্বর (যেমন, ফায়ার সার্ভিস, পুলিশ, এম্বুলেন্স এবং রেফারেল সেন্টার) স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত থাকবে।
	ছ.	প্রদত্ত পরিষেবা, পরিচ্ছন্নতার সময়সূচী, মাসিক কর্মকৃতি চার্ট এবং প্রাসঙ্গিক আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ (বিসিসি) বার্তাসমূহ কক্ষগুলোতে স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করতে হবে।
	জ.	কর্মীদের উপস্থিতিসহ একটি তথ্য/হেল্প ডেস্ক থাকবে
	ঝ.	প্রতিটি বিভাগের দর্শনার্থীদের জন্য বিভিন্ন নির্দেশক বা দিক নির্দেশনা বোর্ড থাকবে।
	ঞ.	রিসেপ্সন এলাকা এবং ওয়ার্ডগুলো স্পষ্টভাবে চিহ্নিত থাকবে
	ট.	নিম্নবর্নিত বিষয়গুলোসহ হাসপাতালের বিভিন্ন সেবা সম্পর্কিত তথ্য স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত থাকবে: • ক্লায়েন্ট/রোগীর অধিকার • হাসপাতালে বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবা এবং সুবিধাসমূহ • সেবাসমূহের খরচ • মতামত এবং অভিযোগ প্রদান ব্যবস্থা
	ঠ.	হাসপাতালে সেবাপ্রদানের সময় নির্দিষ্ট থাকবে এবং তা জনসাধারণকে অবহিত করার ব্যবস্থা থাকবে।
২. রক্ষণাবেক্ষণ	ক.	স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রাঙ্গণ উত্তমভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে এবং • আবর্জনা • বাণিজ্যিক ব্যানার, পোস্টার, এবং পেইন্টিং • অকার্যকর সরঞ্জাম • অকার্যকর যানবাহন এবং • অননুমোদিত স্থাপনা ইত্যাদি মুক্ত থাকবে।
	খ.	স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভবন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে। কর্মচারীরা নিম্নবর্ণিত কাজের ক্ষেত্রে লিখিত নীতিমালা, পদ্ধতি এবং সময়সূচী অনুসরণ করবে: • সকল সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, মেঝে, দেয়াল, সংরক্ষণাগার এবং অন্যান্য সারফেস ও এলাকা জীবাণুমুক্ত ও পরিষ্কারকরণ। • বিশেষায়িত এলাকা যেমন, অপারেশন থিয়েটার (ওটি), লেবার রুম, জরুরি ওয়ার্ড ইত্যাদি পরিষ্কারকরণ।
	গ.	যানবাহনগুলো পার্কিং এরিয়ায় রাখতে হবে।
	ঘ.	ড্রেইনগুলো পরিষ্কার এবং পানির চলাচল স্বাভাবিক থাকবে।
	ঙ.	পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার গর্তগুলোতে যথাযথভাবে ঢাকনা থাকবে।
৩. উপযোগিতা	ক.	স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভবন প্রতিবন্ধীসহ সকলের জন্য ব্যবহারবান্ধব হতে হবে • চলাচলে অক্ষম রোগীদের জন্য প্রবেশদ্বার/রিসেপশনে কার্যকরী হুইলচেয়ার, রোগী ট্রলি এবং স্ট্রেচার প্রস্তুত থাকবে। • হাসপাতালের সমস্ত পেশেন্ট এরিয়া হুইলচেয়ার দ্বারা সহজেই প্রবেশযোগ্য হবে। • বহুতল ভবনগুলোতে র‍্যাম্প অথবা অপারেটরসহ কার্যকরী লিফট থাকবে।
	খ.	করিডোর, স্টোরেজ এলাকা, প্যাসেজওয়ে এবং সিঁড়িগুলো পর্যাপ্ত আলোকিত হবে।
	গ.	প্রবেশপথ এবং বহির্গমন সর্বদা প্রতিবন্ধকতাহীন থাকবে।
	ঘ.	পেশেন্ট পাথওয়ে অনুযায়ী রুমের বিন্যাস।
	ঙ.	মেঝের পৃষ্ঠ অপিচ্ছিল ও সমতল হতে হবে।
	চ.	ক্লায়েন্ট/রোগী এবং দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নিম্নবর্নিত সুবিধাদিসহ অন্যান্য সুবিধা এবং সরঞ্জামাদি বিদ্যমান থাকবেঃ • ক্যান্টিন এবং রিফ্রেসমেন্ট সুবিধা

টেবিল ৮২: মেডিকেল হাসপাতালের জন্য ভৌত অবকাঠামো স্ট্যান্ডার্ড		
		• কন্সালটেশনের জন্য নীরব কক্ষ • পাবলিক টেলিফোন • ব্রেস্টফিডিং কর্নার • পর্যাপ্ত চেয়ার • প্রয়োজনীয় জায়গায় পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য পৃথক সাড়ি • নিরাপদ পানীয় জলের সুবিধা • ভৌত অবকাঠামোর বাহিরে বাগান এবং সবুজে আচ্ছাদিত নিরাপদ খোলা জায়গা
৪. কক্ষসমূহ	ক.	একাধিক টিকেট কাউন্টার[126]
	খ.	বহির্বিভাগে কনসাল্টেশন রুম
	গ.	ক্লায়েন্ট/রোগী এবং তাদের সহায়তাকারীদের জন্য ওয়েটিং এলাকা • পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়েটিং এলাকা।
	ঘ.	ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার
	ঙ.	জরুরী বিভাগের জন্য প্রতিবন্ধকতাহীন প্রবেশদ্বার • শয্যাবিশিষ্ট পর্যবেক্ষণ রুম
	চ.	দুটো লেবার রুমের সাথে পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহসহ এটাচড বাথরুম
	ছ.	৪টি অপারেশন থিয়েটার, যার একটি সিজারিয়ান অপারশন এর জন্য নির্ধারিত
	জ.	ল্যাবরেটরি • পর্যাপ্ত আলো-বাতাসপূর্ণ ল্যাবরেটরি • নমুনা ও রিএজেন্টের জন্য পর্যাপ্ত স্টোরেজ সুবিধা, যা কর্মীরা সহজেই ব্যবহার করতে পারে • সকল ল্যাবরেটরি সরঞ্জামের জন্য নিরীক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ শিডিউল ব্যবহার ও সম্পন্ন করা
	ঝ.	রেডিয়েশন থেকে সুরক্ষা ব্যবস্থাসম্পন্ন রেডিওলজি এবং ইমেজিং রুম • সরঞ্জামাদির চুক্তির শর্ত পূরণ এবং যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক এবং রেডিওশন নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ইনস্টলেশনের সময় সকল সরঞ্জাম পরীক্ষা করা • পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ১৯৯৭ অনুসারে রেডিওলজি সরঞ্জামাদি কেবলমাত্র রেডিয়েশন থেকে সুরক্ষিত কক্ষে স্থিতিশীল, কার্যকর এবং ইনস্টল থাকবে।
	ঞ.	জেনারেল স্টোর
	ট.	মেডিসিন স্টোর জেনারেল স্টোর থেকে আলাদা হবে
	ঠ.	শৌচাগার: বহির্বিভাগ এবং অন্তবিভাগে পুরুষ, মহিলা এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ সহ পৃথক শৌচাগার।
	ড.	পাইপলাইনের পানি, তরল সাবান এবং/অথবা স্যানিটাইজার সুবিধাসহ একাধিক হাত ধোয়ার স্থান। যার কয়েকটি পরিষেবা প্রদানকারীদের জন্য পরামর্শ কক্ষের ভিতরে এবং কয়েকটি পরিষেবা গ্রহণকারীদের জন্য ওয়েটিং এরিয়াতে থাকবে।
	ঢ.	টিকাদানের স্থান
	ণ.	মর্গ
৫. ইউটিলিটি সুবিধাসমূহ	ক.	বিদ্যুৎ: সমগ্র স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য জেনারেটর বা সোলারের মাধ্যমে ব্যাক-আপ পাওয়ার সহ বিদ্যুৎ সরবরাহ সংযোগ।
	খ.	পানি: নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থাসহ পাইপলাইনের পানির সরবরাহ • পরিষ্কার এবং দূষণমুক্ত পানির জন্য সরবরাহ লাইন ও স্টোরেজ ব্যবস্থা • নিরবচ্ছিন্ন পানির সরবরাহ (গভীর নলকূপ/অন্যান্য)
	গ.	স্যানিটেশন: নিষ্কাশন ব্যবস্থা পরিষ্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে।
	ঘ.	সেন্ট্রাল অক্সিজেন সাপ্লাই
	ঙ.	অগ্নিনিরোধক ব্যবস্থা: গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় দৃশ্যমান এবং অ্যাক্সেসযোগ্য অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র এবং ফায়ার হোজ থাকবে।
	চ.	বৈদ্যুতিক, পানি সরবরাহ, বায়ু চলাচল, মেডিকেল গ্যাসসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ন সিস্টেমগুলো নিয়মিত পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রয়োজনে উন্নয়ন।
	ছ.	হাসপাতালে যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা একটি ভেষজ ঔষধের বাগান থাকবে।
৬. রেডিওলজি এবং ইমেজিং	ক.	এই ইউনিট রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার জন্য ইমেজিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে। রেডিওলজি দুই ধরণের হতে পারে, ডায়াগনস্টিক রেডিওলজি এবং ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজি।

[126] পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য পৃথক টিকেট কাউন্টার

টেবিল ৮২: মেডিকেল হাসপাতালের জন্য ভৌত অবকাঠামো স্ট্যান্ডার্ড		
	খ.	রেডিওলজি এবং ইমেজিং সেবাগুলোর অবস্থান বহির্বিভাগ, ওয়ার্ড, জরুরি বিভাগ এবং অপারেশন থিয়েটার থেকে সহজেই অ্যাক্সেসযোগ্য হতে হবে
	গ.	রেডিওলজি বিভাগ এবং অন্তর্ভূক্ত কক্ষগুলো স্পষ্ট লেবেলযুক্ত (এক্স-রে, আল্ট্রাসনোগ্রাম, ইকোকার্ডিওগ্রাম, এমআরআই, সিটি স্ক্যান, এন্ডোস্কপি) হবে।
	ঘ.	সামগ্রিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে।
	ঙ.	বাংলাদেশ পারমাণু শক্তি কমিশনের গাইডলাইন অ্যাভেইলেবল থাকা এবং তা অনুসরণ করতে হবে
	চ.	বাংলাদেশ পারমাণু শক্তি কমিশনের গাইডলাইন অনুসারে রেডিয়েশন থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকবে
	ছ.	রেডিওলজি বিভাগে (যথাযথ স্থানে) বিপদ সংকেত প্রদর্শিত থাকবে। ● গর্ভাবস্থায় রেডিয়েশনের বিপদ সম্পর্কে গর্ভধারণের বয়সী মহিলাদের জন্য সতর্ককরণ সাইন (চিত্র/পোস্টার/ব্যানার) স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত থাকবে। ● সাধারণ রোগী, তাদের অ্যাটেন্ডেন্ট এবং দর্শণার্থীদেরকে রেডিয়েশন এলাকা সম্পর্কে এবং রেডিয়েশন এলাকায় অবস্থান এবং পরীক্ষার সময়ে রেডিয়েশন ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ককরণ সাইন (চিত্র/পোস্টার/ব্যানার) যথাযথভাবে প্রদর্শিত থাকবে।
	জ.	নিম্নলিখিতগুলির সুবিধার মাধ্যমে রেডিওলজিক্যাল পরীক্ষার সময় রোগীর গোপনীয়তা নিশ্চিত করা হবে,: ● চেঞ্জিং রুম ● মহিলা সেবিকা (সহায়ক) ● পর্যাপ্ত পরিষ্কার গাউন
	ঝ.	জৈব ঝুঁকি বা রেডিওগ্রাফিক সরঞ্জামের চারপাশে নিরাপত্তা পোশাক সরবরাহ এবং ব্যবহার করতে হবে
৭. লেবার রুম	ক.	লেবার রুম একই জায়গার মধ্যে জন্মদান প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপকে (লেবার থেকে ডেলিভারি এবং মা ও শিশুর রিকোভারি) সমন্বয় করে যথাযথ প্রসূতি সেবা নিশ্চিত করবে।
	খ.	এখানে প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত এবং প্রবেশদ্বারে জুতা পরিবর্তনের ব্যবস্থা থাকবে।
	গ.	ট্রায়াজের জন্য একটি নির্ধারিত স্থান থাকতে হবে।
	ঘ.	ইউনিটটি একটি কার্যকর এবং পরিচ্ছন্ন শৌচাগারসহ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হবে।
	ঙ.	ময়লা লিনেন এবং তা জীবাণুমুক্তকরণের জন্য পৃথক জায়গা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত থাকবে।
	চ.	প্রসবের পর জায়গাটি পরিচ্ছন্ন রাখতে নিয়মিতভাবে জীবাণুনাশক তরল দিয়ে পরিষ্কার ও মপিং করতে হবে।
৮. জরুরী বিভাগ	ক.	হাসপাতালের জরুরী বিভাগের কক্ষগুলো চারপাশীর এলাকার বিভিন্ন অংশ থেকে সহজেই প্রবেশযোগ্য এবং বহির্বিভাগ থেকে আলাদা হবে।
	খ.	হাসপাতালের প্রবেশদ্বার বাইরে থেকে স্পষ্টভাবে নির্দেশিত থাকবে। হাসপাতালের প্রবেশদ্বার এবং অন্যান্য গুরুত্বপুর্ণ পয়েন্টে জরুরী বিভাগ সম্পর্কিত বিভিন্ন চিহ্ন নির্দেশিত থাকবে।
	গ.	আদর্শিকভাবে এটির জন্য বহির্বিভাগের প্রধান প্রবেশদ্বার থেকে পৃথক একটি প্রবেশদ্বার থাকবে যাতে জরুরী যত্ন এবং রিসাসিটেশন সেবা প্রয়োজন এমন রোগীদের সহজেই সনাক্ত করা এবং সেখানে উপস্থিত হওয়া যায়।
	ঘ.	অ্যাম্বুলেন্সের চলাচলের জন্য সহজ রাস্তা, পরিষ্কার পথ এবং পর্যাপ্ত জায়গা থাকতে হবে এবং রোগীদের নামার জন্য একটি আচ্ছাদিত জায়গা থাকবে।
	ঙ.	হুইলচেয়ার এবং ট্রলির জন্য উপযুক্ত দরজা এবং প্রবেশপথ থাকবে । একটি নির্দিষ্ট এলাকায় সবসময় পর্যাপ্ত সংখ্যক কার্যকর ট্রলি এবং হুইল চেয়ার থাকবে।
	চ.	জরুরী বিভাগের জন্য আলাদা ট্রায়েজ, রিসাসিটেশন এবং পর্যবেক্ষণ এলাকা থাকবে।
	ছ.	হলওয়ে, ক্লিনিকাল এবং পাব্লিক এলাকাগুলো সরঞ্জামাদি, বিছানা এবং অন্যান্য বাধামুক্ত থাকবে।
	জ.	পুরুষ, মহিলা এবং প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের জন্য উপযুক্ত এবং পর্যাপ্ত টয়লেট সুবিধা থাকবে।
	ঝ.	রোগী ও দর্শনার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত পৃথক অপেক্ষার জায়গা এবং অন্যান্য পরিষেবার ব্যবস্থা থাকবে যা যথাযথভাবে স্থাপিত হবে যাতে জরুরী বিভাগের কার্যকারিতা কোনোভাবে ব্যহত না হয়।
৯. অপারেশন থিয়েটার (ওটি)	ক.	ওটি এলাকা এবং কক্ষগুলো স্পষ্টভাবে নির্দেশিত থাকবে।
	খ.	অপারেশন থিয়েটার কমপ্লেক্সের অবস্থান একটি নীরব পরিবেশে, গোলমাল ও অন্যান্য ঝামেলা, দুষণ এবং সম্ভাব্য ক্রস-সংক্রমণ মুক্ত হবে।
	গ.	সার্জিকাল ওয়ার্ড, উচ্চ নির্ভরতা/আইসিইউ, রেডিওলজি ও ইমেজিং, ল্যাবরেটরি, ব্লাড ব্যাংক/স্টোরেজ ইউনিট এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ইউনিটের সাথে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত থাকবে।
	ঘ.	এই ইউনিটটির জন্য সর্বদা পাইপড সাকশন ও মেডিকেল গ্যাস সরবরাহ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, হিটিং, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (এয়ার হ্যান্ডলিং ইউনিট), বায়ু চলাচল ব্যবস্থা এবং উপরে অবস্থিত হলে পর্যাপ্ত লিফট সুবিধা এর মতো বিশেষ পরিষেবা থাকতে হবে। ডাক্টলেস এয়ার হ্যান্ডলিং ইউনিট অগ্রাধিকার পাবে।

টেবিল ৮২: মেডিকেল হাসপাতালের জন্য ভৌত অবকাঠামো স্ট্যান্ডার্ড		
	ঙ.	থিয়েটারগুলো জীবাণুমুক্ত রাখতে জোনিং বজায় রাখতে হবে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা/এসেপ্সিসের বিভিন্ন মাত্রানুযায়ি চারটি সুসজ্জায়িত অঞ্চল (জোন) থাকবে, যথাঃ প্রতিরক্ষামূলক অঞ্চল, ক্লিন জোন, জীবাণুমুক্ত অঞ্চল এবং অপসারণ বা বর্জ্য অঞ্চল।
	চ.	একটি অপারেশন থিয়েটার কমপ্লেক্সে একটি রিসেপসন, প্রি-অপারেটিভ কক্ষ এবং পোস্ট-অপাররেটিভ বিশ্রাম কক্ষ থাকবে।
	ছ.	একটি স্ক্র্যাব-আপ কক্ষ থাকবে যেখানে অপারেটিং দল তাদের হাত এবং বাহু পরিষ্কার করবে। পাইপলাইনের পানি, কনুই ট্যাপ, হাতধোয়ার সার্জিকাল স্ক্র্যাপ, হাত ধোয়ার ব্রাশ, তরল সাবান ইত্যাদি সুবিধাসহ যথাযথ হাত ধয়ার ব্যবস্থা থাকবে।
	জ.	অপারেশন থিয়েটার স্টাফদের জন্য বিশ্রাম কক্ষ এবং পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক চেঞ্জিং কক্ষ থাকবে।
	ঝ.	অপারেটিং কক্ষটি ধুলোবালি নিরোধক হবে।
	ঞ.	ওটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি অনুযায়ী ওটি কমপ্লেক্সের কার্যকর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে ওটি এর ভেতরের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার মতো নির্দিষ্ট পরিমাপসমূহ নিয়মিতভাবে মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
	ট.	অপারেটিং থিয়েটারে ল্যামিনার ফ্লো বজায় রাখতে হবে। এটি একটি স-বদ্ধ ডিভাইস এবং পর্যবেক্ষণের জন্য একটি দেখার উইন্ডোসহ একটি সেলফ-লিফ দরজা থাকবে।
	ঠ.	পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে।
	ড.	বিশেষায়িত অপারেশন থিয়েটারে অবশ্যই নির্দিষ্ট প্রটোকল দ্বারা পরিচালিত পৃথক থিয়েতার থাকতে হবে।
	ঢ.	দৈনিক অপারেশনের সময়সূচি এবং রেকর্ড বজায় রাখা।
	ণ.	নিরাপদ সার্জারি চেকলিস্ট ব্যবহার করা।
	ত.	ওটি রেজিস্টার থাকবে এবং তা নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।
	অঅ.	পরবর্তী এক সপ্তাহের জন্য বিভিন্ন বিভাগের ওটি সময়সূচি হাসপাতাল কর্মীদের জন্য প্রদর্শিত থাকবে।
	ইই.	জরুরি ঔষধের ট্রে প্রস্তুত থাকবে এবং সঠিক নির্দেশনাযুক্ত হবে।
	ঈঈ.	ডিউটিরত ওটি নার্সদের কাজের সময়সূচি স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হবে।
	উউ.	সঠিক নির্দেশনাযুক্ত পর্যাপ্ত সংখ্যক বর্জ্য বিন থাকবে যা যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।
১০. নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র (আইসিইউ) এবং করনারি পরিচর্যা কেন্দ্র (সিসিইউ)	ক.	নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র (আইসিইউ) বা করনারি পরিচর্যা কেন্দ্র (সিসিইউ) হলো হাসপাতালের একটি বিশেষায়িত ওয়ার্ড যেখানে হৃদরোগে আক্রান্ত রোগী, যেমনঃ হার্ট অ্যাটাক, অনিয়মিত এনজাইনা এবং কার্ডিয়াক ডিসহৃদমিয়া, যাদের অবিচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণ ও চিকিৎসার প্রয়োজন তাদের সেবা প্রদান করা হয়।
	খ.	কেন্দ্রগুলো স্পষ্টভাবে নির্দেশিত থাকবে
	গ.	নার্সিং স্টেশনে রোগীদের ফাইল যথাযথভাবে সাজানো থাকবে।
	ঘ.	সামগ্রিক পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা।
	ঙ.	রোগীদের স্থানান্তরেরর সুবিধার্তে আইসিইউ এর অবস্থান এমন জায়গায় থাকতে হবে যাতে রোগী সাধারণত যে বিভাগগুলো থেকে ভর্তি হয়, যেমন দূর্ঘটনা ও জরুরী বিভাগ, রিকোভারি রুম, সার্জিকাল ও মেডিকেল ওয়ার্ড, সেগুলো থেকে সহজেই পৌছানো যায়।
	চ.	আইসিইউ সংলগ্ন লিফট এবং করিডোরগুলো সুপ্রশস্ত হবে।
	ছ.	আইসিইউ পরিচালনায় একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর অনুসরন করা হবে।
	জ.	নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর জন্য সম্মত এবং লিখিত নীতিমালা ও পদ্ধতি অনুসরণ করা হবেঃ ● স্টাফ ও দর্শনার্থীদের পোশাক ● ক্লায়েন্ট এবং রোগীদের শ্বাস-প্রশ্বাসের বায়ু ফিল্টার করা ● ক্যাথেটার, হিউমিডিফায়ার এবং ভেন্টিলেটর টিউবিং পরিবর্তন করা ● ঝুঁকিপূর্ণ বা সংক্রামক রোগবাহী রোগী/ক্লায়েন্টদের বিচ্ছিন্ন করা ● কেন্দ্রের পরিচ্ছন্নতাকরণ
	ঝ.	প্রতিটি শয্যা নিম্নবর্ণিত সুবিধাসমূহের কেন্দ্রীয় সরবরাহ লাইনের সাথে যুক্ত থাকবেঃ ● অক্সিজেন ● সাকশন ● কমপ্রেসড এয়ার ● কেন্দ্রীয় ইসিজি পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা
	ঞ.	একটি আইসিইউ এলাকাতে নিম্নবর্ণিত সুবিধাসমূহ অন্তর্ভূক্ত থাকবেঃ পেশেন্ট এরিয়া ও ব্যবস্থাপনা বেইজ, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য সামগ্রীর জন্য স্টোরেজ এলাকা ও কক্ষ, পরিষ্কার ও ময়লা সামগ্রীর জন্য পৃথক ইউটিলিটি কক্ষ, নার্সদের অফিস, চিকিৎসকদের অফিস (সমূহ), স্টাফদের বিশ্রাম কক্ষ, চিকিৎসকদের রিটায়ারিং কক্ষ, ল্যাবরেটরি, রোগীর আত্নীয়দের অপেক্ষা কক্ষ, রিসেপশন এলাকা, প্রসিডিউর কক্ষ।
	ট.	কেন্দ্রে একটি কার্যকর রিসাসিটেশন ট্রলি এবং ডিফিব্রিলেটর থাকবে।
	ঠ.	কক্ষগুলো শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হবে।

টেবিল ৮২: মেডিকেল হাসপাতালের জন্য ভৌত অবকাঠামো স্ট্যান্ডার্ড		
	ড.	প্রতিটি শয্যার সাথে পিটিআর (হৃদস্পন্দন, তাপমাত্রা এবং শ্বাস-প্রশ্বাস) চার্ট থাকবে।
	ঢ.	ক্লিনিকাল রেকর্ডগুলো সংরক্ষণ করা হবে[127]
	ণ.	নার্সিং স্টাফরা চিকিৎসকদের জন্য কল রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।
	ত.	মেডিসিন ট্রে তে পর্যাপ্ত পরিমান ঔষধ মজুদ থাকতে হবে।
১১. ল্যাবরেটরি	ক.	কক্ষগুলো স্পষ্টভাবে নির্দেশনা সম্বলিত থাকবে।
	খ.	সার্বিক পরিচ্ছন্নতা বজায় থাকবে।
	গ.	ল্যাবরেটরিতে পর্যাপ্ত আলো ও বায়ু চলাচল থাকবে এবং এটি ভূগর্ভস্থ তলাতে নয়।
	ঘ.	পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল্যসহ তালিকা একটি বোর্ডে দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করা থাকবে।
	ঙ.	পর্যাপ্তত বসার ব্যবস্থা, ফ্যান এবং লাইট থাকবে।
	চ.	সকল নমুনা ও পরীক্ষা সংগ্রহ, পরিবহন ও নিয়ন্ত্রণ, সংরক্ষন ,রিপর্টিং এবং অপসারনের ক্ষেত্রে স্টাফরা সকল পদক্ষেপ আইনানুযায়ী লিখিত নীতিমালা ও পদ্ধতি অনুসরণ করে পরিচালনা করবে।
	ছ.	স্টাফদের জন্য নিম্নবর্ণিত সুবিধাসমূহ থাকবে ● লকার স্পেস ● শৌচাগার এবং পরিষ্কার/গোসলের সুবিধা ● স্টাফদের বিশ্রামকক্ষ
	জ.	রিএজেন্ট এবং কিটের পর্যাপ্ত সরবরাহ
	ঝ.	মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখসহ রিএজেন্ট এবং কিটের তালিকা থাকবে
	ঞ.	মেয়াদোত্তীর্ণ রিএজেন্ট এবং কিটের রেকর্ড রাখার জন্য পৃথক রেজিস্টার থাকবে
	ট.	রিএজেন্ট এবং কিট তাপমাত্রা চার্টযুক্ত যথাযথ রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণ করা হবে
	ঠ.	রেফ্রিজারেটরে রিএজেন্ট এবং কিটসমূহ মেয়াদোত্তির্ণের তারিখ অনুসারে যথাযথভাবে নির্দেশনাযুক্ত এবং সাজানো থাকবে।
	ড.	ল্যাবরেটরিতে প্রবেশাধিকার শুধুমাত্র অনুমোদিত ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে যথাযথ ব্যবস্থা থাকবে।
	ঢ.	নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোসহ অন্যান্য স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতিমালা, চলমান প্রাসঙ্গিক ঝুঁকি বিষয়ক বিজ্ঞপ্তি এবং নিরাপত্তা বিষয়ক তথ্য বুলেটিনগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী প্রদর্শিত থাকবে অথবা কর্মীদের জন্য রাখা থাকবেঃ ● নিরাপত্তাবিধি ● হাতের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ● অগ্নি দূর্ঘটনা সম্পর্কিত সতর্কতা ● এইচআইভি/এইডস ● হেপাটাইটিস
১২. ব্লাড ব্যাংক	ক.	ব্লাড ট্রান্সফিউশন ইউনিট রোগীর শিরায় রক্ত পরিসঞ্চালন প্রক্রিয়ার পরিচালনা করে।
	খ.	রিএজেন্ট এবং কিটের পর্যাপ্ত সরবরাহ
	গ.	মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখসহ রিএজেন্ট এবং কিটের তালিকা থাকবে
	ঘ.	মেয়াদোত্তীর্ণ রিএজেন্ট এবং কিটের রেকর্ড রাখার জন্য পৃথক রেজিস্টার থাকবে
	ঙ.	রিএজেন্ট এবং কিট তাপমাত্রা চার্টযুক্ত যথাযথ রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণ করা হবে
	চ.	রেফ্রিজারেটরে রিএজেন্ট এবং কিটসমূহ মেয়াদোত্তির্ণের তারিখ অনুসারে যথাযথভাবে নির্দেশনাযুক্ত এবং সাজানো থাকবে।
	ছ.	পর্যাপ্ত ব্লাড ব্যাগের সরবরাহ
	জ.	রক্তের গ্রুপ নির্ণয় এবং ক্রস ম্যাচিং ব্যবস্থা থাকতে হবে
	ঝ.	রক্ত সংগ্রহ করার জন্য শয্যা ব্যবস্থা
	ঞ.	কার্যকর তাপমাত্রা চার্টযুক্ত ব্লাড ব্যাংক রেফ্রিজারেটর থাকবে
	ট.	রক্তের ব্যাগগুলো রেফ্রিজারেটরের ভিতরে সোজা অবস্থায় রাখতে হবে এবং ট্রে/ড্রয়ার/শেলফগুলোতে রক্তের গ্রুপ সম্বলিত নির্দেশক লাগিয়ে যথাযথ ক্রমে সাজিয়ে রাখতে হবে।
	ঠ.	হাত ধোয়ার সুবিধা, পর্যাপ্ত বর্জ্য বিন, পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক শৌচাগার এবং সংক্রমণ নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা থাকতে হবে।

[127] ভর্তির তারিখ ও সময়, রোগীর ইতিহাস, শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার নোট এবং রোগীর ফলো-আপ ক্লিনিকাল রেকর্ডে সংরক্ষণ করা হবে।

সেবাখাত ১২: সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

রোগী এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী উভয়কে রোগবালাই থেকে সুরক্ষিত রাখতে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংক্রমণের বিস্তার নিয়ন্ত্রণ না করা হলে হাসপাতাল অনিরাপদ হয়ে উঠবে।

টেবিল ৮৩: মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা		
সংক্রমণ প্রতিরোধ		
১. পরিচ্ছনতা	ক.	ক্লায়েন্ট/রোগী, পরিদর্শক/ এটেন্ডেন্টস এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সরঞ্জামাদি এবং সাপ্লাই পরিষ্কার ও নিরাপদ রাখতে হবে।
	খ.	স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রাঙ্গণ ময়লা-আবর্জনা মুক্ত থাকবে।
	গ.	সরঞ্জামাদি, মেঝে এবং দেয়াল বডি ফ্লুইড, থুতু এবং ধুলোবালি মুক্ত থাকবে। • মেঝে এবং দেয়াল পরিষ্কার করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক এবং ডিটারজেন্ট ব্যবহার করতে হবে। • জীবাণুনাশক দিয়ে ধুয়ে-মুছে সর্বদা পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে। • শৌচাগারগুলো জীবাণুনাশক এবং ডিটারজেন্ট ব্যবহার করে পরিষ্কার করতে হবে।
	ঘ.	অপারেশন থিয়েটার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে নিয়মিতভাবে ফিউমিগেশন করা
	ঙ.	জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি, গজ,ব্যান্ডেজের ব্যবহার
	চ.	জীবাণুমুক্তকরণের জন্য ক্লোরিন সলিউশন ব্যবহার করা
	ছ.	প্রতিবার রক্তদানের পর রক্ত সংগ্রহের শয্যার চাদর (লিনেন) পরিবর্তন করা
	জ.	রান্নাঘরের কর্মচারীরা সর্বদা এপ্রোন এবং টুপি পরে থাকবে
২. হাইজিন	ক.	সকল বহির্বিভাগ/জরুরী বিভাগ/অন্তবিভাগের কনসাল্টেশন কক্ষে পাইপলাইনের পানি, সাবান, অ্যালকোহলযুক্ত জীবাণুনাশকের সরবরাহ
	খ.	সাবান এবং/অথবা স্যানিটাইজার দিয়ে নিয়মিত হাত ধোয়া
	গ.	অপারেশন থিয়েটারে হাত ধোয়ার জন্য কনুই ট্যাপ, হাতধোয়ার সার্জিকাল স্ক্র্যাপ, হাত ধোয়ার ব্রাশসহ পাইপলাইনের পানি এবং তরল সাবান থাকবে।
৩. নির্দেশনাবলী	ক.	যথাযথ হাত ধোয়া এবং সংক্রমণ প্রতিরোধ পদ্ধতির নির্দেশনাবলী প্রদর্শিত থাকবে।
	খ.	প্রতিষ্ঠানব্যপী কর্মচারীরা একটি লিখিত ও তারিখযুক্ত সংক্রমণ নিয়ন্ত্রন নীতিমালা এবং পদ্ধতি ব্যবহার করবে। নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো সহ অন্যান্য আরও বিষয় এই পদ্ধতির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত থাকবেঃ • হাত ধোয়ার কৌশলসহ আদর্শ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা • যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত ও পরিষ্কার করা • খাদ্য স্বাস্থ্যবিধি • লন্ড্রি এবং লিনেন ব্যবস্থাপনা • সংক্রামক বর্জ্য, বডি ফ্লুইড, টিস্যু, রক্ত এবং রক্তযুক্ত বর্জ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং অপসারণ • ধারালো সামগ্রী এবং সূচ অপসারণ • হাসপাতালের সকল মেঝে, সরঞ্জামাদি এবং যন্ত্রপাতি, যেমনঃ মেঝে, দেয়াল, ছাদ, শয্যা এবং বেসিনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা • দূর্ঘটনা প্রতিরোধে মেঝেতে উপচে পড়া তরলের ব্যবস্থাপনা এবং পরিষ্কার করা • কর্মকর্তা-কর্মচারীদের টিকাদান
	গ.	যথাযথ নির্দেশক • মাস্ক পরিধানের গুরুত্ব এবং কিভাবে মাস্ক পরিধানের নির্দেশনা সম্পর্কিত পোস্টার প্রদর্শন • হাসপাতালের সেবা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন সাড়িতে সামাজিক দুরত্ব (১ মিটার) বজায় রাখার জন্য পোস্টার/নির্দেশনা প্রদর্শন করা • “নো মাস্ক, নো সার্ভিস” শিরোনামে পোস্টার প্রদর্শন করা • হাঁচি-কাশি দেওয়ার সময় যথাযথ শিষ্টাচার বজায় রাখার নির্দেশনা সম্বলিত পোস্টার প্রদর্শন • হাত ধোয়া/হাতের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ব্যাপারে পোস্টার প্রদর্শন

টেবিল ৮৩: মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা		
		• হাতের স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী (৭০% অ্যালকোহলযুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার) এর সরবরাহ
	ঘ.	সংক্রমণ সম্পর্কিত জরুরী অবস্থায় করণীয় সম্পর্কে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবহিত করা এবং লিখিত নির্দেশনা রাখা
	ঙ.	লিখিত নীতিমালা অনুসারে স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তাদের কাজের ধরন অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা প্রদান করা
৪. সুরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি	ক.	মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস এর যথাযথ সরবরাহ
	খ.	সেবা প্রদানকারীদের মাস্ক এবং হ্যান্ড গ্লাভসের নিয়মিত ব্যবহার।
	গ.	আইসিইউ এবং সিসিইউতে দর্শনার্থীদের ডিসপজেবল গাউন, মাস্ক, টুপি, জুতার কভার বা আইসিইউ/সিসিইউ সু পড়তে হবে[128]
	ঘ.	ল্যাবরেটরি এবং ব্লাড ট্রান্সফিউশন ইউনিটের ভিতরে পিপিই, গ্লাভস, মাস্ক ও সুরক্ষা চশমা ব্যবহার করতে হবে। অপারেশন থিয়েটারে প্রবেশকারীদের পরিষ্কার ওটি গাউন পরিধান করতে হবে।
	ঙ.	বিপজ্জনক দ্রব্যাদি নিরাপদে পরিচালনা করার জন্য যথাযথ সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হবে।
৫. অপসারণ	ক.	চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী চিকিৎসা বর্জ্যের নিরাপদ চূড়ান্ত অপসারণ
	খ.	অটো ডিসপজেবল সিরিঞ্জ ও সূচের ব্যবহার এবং চিকিৎসা বর্জ্যের সাথে যথাযথভাবে অপসারণ।
চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা		
১. নির্দেশনাবলী	ক.	মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের একটি নথিভুক্ত বর্জ্য অপসারণ কৌশল থাকতে হবে, যাতে প্রোটোকল, দায়িত্বাবলি, বর্জ্য সংগ্রহের সময়সূচী এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির তালিকা (যেমন, বিন এবং ব্যাগ) নির্দিষ্ট থাকবে।
	খ.	চিকিৎসা বর্জ্য উৎপন্ন হয় এমন সকল জায়গায় বর্জ্য পৃথকীকরণ এবং সংরক্ষণের নির্দেশিকা স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান থাকবে। • নির্দেশিকায় বর্জ্য পৃথকীকরণের জন্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ অনুসারে কালার কোডেড বিনের ব্যাপারে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে। • চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচারণায় ব্যবহৃত আইইসি উপকরণগুলো সেবা প্রদানকারী এবং গ্রহণকারী উভয়ের জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিভিন্ন জায়গায় প্রদর্শিত থাকবে।
২. সক্ষমতা বৃদ্ধি	ক.	সংক্রামক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মচারীদের বর্জ্যের ঝুঁকি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রয়োজন।
৩. রক্ষণাবেক্ষণ ও সরঞ্জামাদি	ক.	সকল বর্জ্য অবশ্যই চুরি, ভাঙচুর এবং জীবজন্তুর সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখতে হবে।
	খ.	বর্জ্যকে উৎসেই পৃথকীকরণ করতে হবে।
	গ.	পর্যাপ্ত সংখ্যায় বিভিন্ন কালার কোডেড বিন থাকবে।
	ঘ.	চিকিৎসা বর্জ্য টেবিল ৮৩ তে উল্লেখিত প্রোটোকল অনুসারে যথাযথ এবং সঠিকভাবে অপসারণ করতে হবে।

[128] হাসপাতাল কর্তৃক আইসিইউ এবং সিসিইউতে ব্যবহারের জন্য রাখা নির্দিষ্ট জুতা

টেবিল ৮৪: মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রোটোকল		
উৎসে বর্জ্য পৃথকীকরণ	**কালার কোডেড বিন**	**অপসারণ পদ্ধতি**
১. অ-বিপজ্জনক, অসংক্রামক সাধারণ বর্জ্য	কালো	পোড়ানো এবং/অথবা পুঁতে ফেলা (সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের গর্ত থেকে পৃথক গর্তে[129]) অথবা সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা আবর্জনা সংগ্রহকারীদের কাছে হস্তান্তর করা।
২. পুনঃব্যবহারযোগ্য অ-বিপজ্জনক বর্জ্য	সবুজ	পুনঃব্যবহার অথবা সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা আবর্জনা সংগ্রহকারীদের কাছে হস্তান্তর
৩. বিপজ্জনক, সংক্রামক বর্জ্য	হলুদ	পোড়ানো এবং/অথবা পুঁতে ফেলা (পূর্ব-প্রস্তুতকৃত গর্তে[130])
৪. বিপজ্জনক, ধারাল বর্জ্য	লাল	আলাদা গর্তে পুঁতে[131] ফেলা
৫. বিপজ্জনক, সংক্রামক তরল বর্জ্য	নীল	জীবাণুনাশক যোগ করে ৩০ মিনিট রেখে ড্রেনে ফেলা

129 বর্জ্যের গর্তের তল কংক্রিট বা অন্য কোন উপায়ে ঢাকা যাবে না
130 বর্জ্যের গর্তের তল কংক্রিট বা অন্য কোন উপায়ে ঢাকা যাবে না
131 বর্জ্যের গর্তের তল কংক্রিট বা অন্য কোন উপায়ে ঢাকা যাবে না

সেবাখাত ১৩: ব্যবস্থাপনা

টেবিল ৮৫: মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা	
১.	মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলো স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাসপাতাল ও ক্লিনিক ইউনিটের পরিচালক নিয়ন্ত্রিত।
২.	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জনবল নিয়োগ করবে।
৩.	মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলো রাজস্ব বাজেট থেকে এমএসআর, খাদ্য ও অন্যান্য ব্যায়ের জন্য বরাদ্দ পাবে, এবং হসপিটাল সার্ভিস ম্যানেজমেন্টের (এইচএসএম) অপারেশনাল প্ল্যান থেকে উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ পাবে
৪.	মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলো তাদের এমএসআর, খাদ্য এবং অন্যান্য খরচের জন্য ক্রয়কার্য সম্পাদন করবে।
৫.	সিটিজেন চার্টার খোলা জায়গায় প্রদর্শিত থাকবে
৬.	অভিযোগ নিষ্পত্তি[132] ব্যবস্থা কার্যকর থাকবে।
৭.	গরীব রোগীদের জন্য সমাজকল্যাণ কর্মকর্তার মাধ্যমে পরিচালিত রোগী কল্যাণ তহবিল থাকবে।
৮.	স্থানীয় সংসদ সদস্যকে প্রধান করে হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকবে
৯.	হাজিরার জন্য যথাযথ স্থানে কার্যকর বায়োমেট্রিক মেশিন থাকবে ● মেশিনের সময় এবং তারিখ সঠিকভাবে হালনাগাদ করা থাকবে ● নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকবে ● সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ নিবন্ধিত থাকবেন ● সরাসরি প্রিন্ট আউট করার ব্যবস্থা থাকবে
১০.	ফার্মেসিতে বিদ্যমান ঔষধের তালিকার তথ্যযুক্ত প্রদর্শন বোর্ড থাকবে
১১.	হাসপাতালের প্রবেশদ্বারে সেবাপ্রদানের কর্মঘন্টা প্রদর্শিত থাকবে
১২.	নিবন্ধনের (টিকেট কাউন্টারে) জন্য পৃথক লাইন থাকবে ● পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য ● বয়স্কদের জন্য

[132] অভিযোগ নিষ্পত্তি হলো ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত একটি প্রতিক্রিয়া লুপ কৌশল। রোগী, ক্লায়েন্ট, সহায়তাকারী, দর্শনার্থী যারা বিভিন্ন প্রয়োজনে হাসপাতালে এসেছেন, তারা সেবাপ্রদানকারী এবং অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে আন্তক্রিয়ার পটভূমিতে অভিযোগ করতে পারেন। প্রতিকারের জন্য তারা কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানাতে পারেন। একটি জনপ্রিয় অভিযোগ নিষ্পত্তি পদ্ধতি হলো হাসপাতালের উল্লেখযোগ্য স্থানে অভিযোগ বাক্স রাখা, যেখানে অভিযোগ করার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি থাকবে। নিয়মিতভাবে (সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক) কর্তৃপক্ষ বাক্সটি খুলবে, অভিযোগগুলো পর্যালোচনা করবে, সম্ভব হলে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং কর্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়া ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা সম্বলিত একটি তালিকা বোর্ডে প্রদর্শন করবে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কল সেন্টার ১৬২৬৩ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধিনস্থ সকল স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালের জন্য অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে।

সেবাখাত ১৪: স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা

এই কম্পোনেন্টটি ক্লায়েন্ট/রোগী, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং দর্শনার্থীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সুরক্ষায় এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকে নিরাপদ, সহজলভ্য এবং ক্লায়েন্ট/রোগীদের গোপনীয়তার চাহিদা পূরণে নির্দেশনা প্রদান করেছে।

টেবিল ৮৬: মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রয়োজনীয়তা		
নীতিমালা	ক.	স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতি, পদ্ধতি এবং আদর্শ প্রোটোকলগুলো প্রদর্শিত থাকবে এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তা অনুসরণ করবে যা: ● রোগী, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং দর্শনার্থীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে ● নিরাপদ ও সহজলভ্য এবং ক্লায়েন্ট/রোগীর গোপনীয়তার চাহিদা যথাযথভাবে নিশ্চিত করবে ● চিকিৎসা বর্জ্য সম্পর্কিত দূষণ প্রতিরোধ করবে। ● নিডল-স্টিক এবং শার্প ইঞ্জুরিস (এনএসআই) রিপোর্টিং সিস্টেম অনুসরণের পাশাপাশি ধারালো বস্তু সঠিকভাবে পৃথকীকরণ এবং অপসারণ করবে। ● ব্যাসিক লাইফ সাপোর্ট প্রদান করবে
	খ.	সমকালীন এবং প্রাসঙ্গিক স্বাস্থ্যঝুঁকি সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা বুলেটিন রোগী, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং দর্শণার্থীদের অবহিত করার জন্য প্রদর্শিত হবে
অগ্নি নিরাপত্তা	ক.	অগ্নিনির্বাপণ সরঞ্জামাদির (অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র এবং অগ্নি নিরোধক কম্বল) প্রতুলতা
	খ.	প্রশিক্ষিত কর্মী যারা নিয়মিত মক ড্রিল পরিচালনা করবে।
	গ.	বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন শিফটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে থেকে ফায়ার ওয়ার্ডেন নির্বাচন ● ফায়ার ওয়ার্ডেনদের দ্বারা নিয়মিত বিরতিতে ড্রিল পরিচালনা
	ঘ.	গুরুত্বপূর্ণ ইন্সটল পয়েন্টে (অপারেশন থিয়েটার, মেডিসিন ওয়ার্ড, আইসিইউ, সিসিইউ ইত্যাদি) অক্সিজেন ইনডিকেটর মেশিন স্থাপন করা
	ঙ.	হাসপাতালের ভবন যেমনঃ দরজা, বহির্গমণ পথ এবং করিডোর অগ্নিকান্ডের ঝুঁকি কমাতে এবং অগ্নি নিরাপত্তাবিধি মেনে তৈরি করা হবে, যার মধ্যে রয়েছেঃ ● চলাচলে অক্ষম রোগী/ক্লায়েন্টদের নিরাপদে সড়িয়ে নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত প্রশস্ত দরজা, করিডোর, র‍্যাম্প এবং সিড়ি ● আগুন ও ধোঁয়া প্রতিরোধী দরজাগুলো হাত দ্বারা বা বৈদ্যুতিক রিলিজ সিস্টেমের মাধ্যমে খোলা এবং বন্ধ করার ব্যবস্থা ● ক্লায়েন্ট/রোগির কক্ষের দরজা এবং বহির্গমন পথের দরজা ভেতর থেকে তালাবদ্ধ থাকবে না ● আগুন নির্বপণ ও জরুরী বহির্গমনের পথ নির্দেশকারী চিহ্নগুলো যথাযথভাবে আলোকিত, স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান, বাধামুক্ত এবং উপযুক্ত স্থানে প্রদর্শিত থাকবে ● ধূমপানের জন্য বিপজ্জনক, নিষিদ্ধ এবং অনুমোদিত এলাকাগুলো স্পষ্টভাবে নির্দেশক দিয়ে চিহ্নিত করা ও পর্যবেক্ষণ ● অগ্নি ঝুঁকি বা অন্যান্য জরুরী পরিস্থিতিতে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়ার জন্য প্রবেশ এবং বহির্গমণের পথগুলো সবসময় বাধামুক্ত রাখতে হবে
	চ.	স্থানীয় ফায়ার সার্ভিস এবং সিভিল ডিফেন্স অফিস বছরে একবার হাসপাতালের অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শন করবে, যার মাধ্যমে অগ্নিকান্ডের ঝুঁকি চিহ্নিত করা এবং ঝুঁকি কমাতে পরিকল্পনা তৈরি করা হবে
	ছ.	সম্ভাব্য বিস্ফোরক, দাহ্য, অথবা উচ্চ জলনশীল পদার্থগুলো স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা, নিরাপদে সংরক্ষণ এবং সংরক্ষনের এলাকাগুলো স্পষ্টভাবে নির্দেশিত থাকবে।
স্টোরেজ	ক.	রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধ এবং সরঞ্জামাদী প্রোটোকল অনুসারে নিরাপদে সংরক্ষণ করতে হবে
সুরক্ষা	ক.	বিপজ্জনক দ্রব্যের নিরাপদ ব্যবস্থাপনার জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গ্লাভস, এপ্রোন, মাস্ক ইত্যাদি সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম সরবরাহ এবং ব্যবহার নিশ্চিত করা।
	খ.	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হেপাটাইটিস বি, কোভিড ১৯ ইত্যাদির মতো জরুরী টিকা সরবরাহ করা
সার্ভেইলেন্স ক্যামেরা (সিসিটিভি) সিস্টেম	ক.	স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভিতরে এবং বাহিরে সার্ভেইলেন্স ক্যামেরা (সিসিটিভি) সিস্টেমস স্থাপন করা যা: ● পরিষেবা প্রদানকারী এবং রোগীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করবে ● ঔষধ ও সরঞ্জামাদি চুরি প্রতিরোধ করবে

টেবিল ৮৬: মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রয়োজনীয়তা	
	খ. কমপক্ষে এক বছরের জন্য রেকর্ডিংয়ের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৪ তথ্যসূত্র

ইউনিয়ন তালিকা, এটুআই, ১৪ নভেম্বর ২০২৩, [অনলাইন]: http://www.bangladesh.gov.bd/site/view/union-list/%20%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B9

জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ (প্রাথমিক প্রতিবেদন), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিবিএস, ২০২২, [অনলাইন]: https://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/b343a8b4_956b_45ca_872f_4cf9b2f1a6e0/2023-09-27-09-50-a3672cdf61961a45347ab8660a3109b6.pdf

স্বাস্থ্য বুলেটিন ২০২০, এমআইএস শাখা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০২২।

স্বাস্থ্য বুলেটিন ২০২০, এমআইএস শাখা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০২২, [অনলাইন]: https://dghs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/dghs.portal.gov.bd/page/8983ee81_3668_4bc3_887e_c99645bbfce4/2022-09-20-12-31-58c5a0b12e3aad087eaa26c3ce0f1a7b.pdf

স্বাস্থ্য বুলেটিন ২০২০, এমআইএস শাখা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ২০২২।

সংশোধিত অপারেশনাল প্ল্যান (জানুয়ারি ২০১৭- জুন ২০২৩), ১ম সংশোধন, হসপিটাল সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ২০২২।

ডিএইচআইএস- দেশব্যাপী স্বাস্থ্য তথ্য সংগ্রহের ইন্টারফেস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ১২ নভেম্বর ২০২৩, [অনলাইন]: https://old.dghs.gov.bd/index.php/en/e-health/our-ehealth-eservices/84-english-root/ehealth-eservice/94-dhis-interface-for-collection-of-nation-wide-health-data

"Primary healthcare system readiness to prevent and manage non-communicable diseases in Bangladesh: a mixed-method Study protocol", কবির এ., করিম এম., & বিল্লাহ বি., বিএমজে ওপেন, ১১, ২০২১।

"The capacity of primary healthcare facilities in Bangladesh to prevent and control non-communicable diseases", কবির এ., করিম এম., & বিল্লাহ বি., বিএমসি প্রাইমারি কেয়ার, ২০২৩, [অনলাইন]: https://bmcprimcare.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12875-023-02016-6

ফ্যাসিলিটি রেজিস্ট্রি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, এমওএইচএফডব্লিউ, ২০২৩, [অনলাইন]: http://facilityregistry.dghs.gov.bd/report_org_list.php?admin_division=0&admin_district=0&admin_upazila=0&org_agency=0&org_type%5B%5D=39&form_submit=1

হসপিটাল সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, এমওএইচএফডব্লিউ, ২০ অক্টোবার ২০২৩, [অনলাইন]: http://hospitaldghs.gov.bd/introduction/

বাংলাদেশ হেলথ ফ্যাসিলিটি সার্ভে ২০১৭ ফাইনাল রিপোর্ট, জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট), ঢাকা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০২০।

"Use of Open Source Applications in Strengthening the Health System and Improving Universal Coverage in Bangladesh", পদ্মানাবান এস., & উদয়াসংকরণ জে., ট্রান্সফর্ম হেলথ, নভেম্বর ২০২১, [অনলাইন]: https://transformhealthcoalition.org/insights/use-of-open-source-applications-in-strengthening-the-health-system-and-improving-universal-coverage-in-bangladesh-2/

বাংলাদেশ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচিতে সহায়তা, রিসার্চ, ট্রেইনিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ইন্টারন্যাশনাল (আরটিএম), ২০১২, [অনলাইন]: http://oldweb.heu.gov.bd/pdf/final%20report_lhmc-24%20june.pdf

"No more medical files to carry, hospitals to have your digital record", সাইফ এস., & তাজমিম টি., দ্যা বিজনেজ স্ট্যান্ডার্ড, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩, [অনলাইন]: https://www.tbsnews.net/bangladesh/health/no-more-medical-files-carry-hospitals-have-your-digital-record-701182

"Community Clinic Based Primary Health Care Services: A Unique Participatory Approach to Universal Health Coverage (UHC)", জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক বিভাগ, টেকসই উন্নয়ন, জাতিসংঘ, ২৯ নভেম্বর ২০২৩, [অনলাইন]: https://sdgs.un.org/partnerships/community-clinic-based-primary-health-care-services-unique-participatory-approach

"Health System Strengthening: Transforming the health information system in Bangladesh through the implementation of DHIS2", কাঠমুন্ডু, ইউনিসেফ, ২০১৫।

বাংলাদেশ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পর্যালচনা (Bangladesh Health System Review), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ২০১৫, [অনলাইন]: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/208214/9789290617051_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

ডেঙ্গু-বাংলাদেশ, ডব্লিউএইচও ডিজিজেস আউটব্রেক নিউজ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ১১ আগস্ট ২০২৩, [অনলাইন]:
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON481

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১: টেকনিক্যাল অ্যাডভাইসরি কমিটির সদস্যদের তালিকা

টেবিল ৮৭: টেকনিক্যাল অ্যাডভাইসরি কমিটির সদস্যগণ

কর্মকর্তা / প্রতিনিধিদের পরিচিত	কমিটিতে পদবী
অধ্যাপক ড. আহমেদুল কবির, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সভাপতি
ড. আফরিনা মাহমুদ, পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সহ-সভাপতি
ডা. এম এ ফয়েজ, সাবেক মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
ড. তাহমিনা সুলতানা, পরিচালক (পিএইচসি), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।	সদস্য
প্রফেসর ড. মো. শাহাদাত হোসেন, পরিচালক (এমআইএস), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিক), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
প্রফেসর ড. মোহাম্মদ রোবেদ আমিন, লাইন ডাইরেক্টর (এনসিডিসি), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
ড. মোহাম্মদ মাজহারুল হক, লাইন ডাইরেক্টর (এইচএসএম), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
ড. মো. রিজওয়ানুর রহমান, লাইন ডাইরেক্টর (ইউএইচসি), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
ড. মো. কুইয়ুম তালুকদার, লাইন ডাইরেক্টর (সিবিএইচসি), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
প্রতিনিধি, (পরিকল্পনা অনুবিভাগ), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ। (একজন)	সদস্য
প্রতিনিধি, (হাসপাতাল অনুবিভাগ), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ। (একজন)	সদস্য
প্রতিনিধি, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর। (একজন)	সদস্য
ড. মীর মোবারক হোসেন, উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
ড. মো. মুজিবুর রহমান, উপ-পরিচালক (প্রশাসন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
সভাপতি/সেক্রেটারি, বাংলাদেশ সোসাইটি অফ মেডিসিন	সদস্য
সভাপতি/সেক্রেটারি, সোসাইটি অফ সার্জনস বাংলাদেশ	সদস্য
সভাপতি/সেক্রেটারি, অবস্ এন্ড গাইনিকোলজিক্যাল সোসাইটি অফ বাংলাদেশ (ওজিএসবি)	সদস্য
সভাপতি/সেক্রেটারি, বাংলাদেশ পেডিয়াট্রিক্স এসোসিয়েশন	সদস্য
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (০২ জন প্রতিনিধি)	সদস্য
ডা. এহেচান উল্লাহ সিকদার, গবেষণা কর্মকর্তা, পরিকল্পনা ও গবেষণা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।	সদস্য
ডঃ আব্দুল আলীম, সহকারি পরিচালক (পরিকল্পনা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য সচিব

পরিশিষ্ট ২: ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের তালিকা

টেবিল ৮৮: ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য	
	কর্মকর্তা / প্রতিনিধিদের পরিচিতি
ওয়ার্কিং সাব-কমিটিঃ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা স্তর (কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, রুরাল ডিসপেনসারি)	
১.	ডা. মোহাম্মদ হারুন উর রশিদ, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, পিএমআর ওপি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
২.	ডা. আবুল ফজল মোঃ শাহাবুদ্দিন খান, সিভিল সার্জন, ঢাকা।
৩.	ডা. আসিফ মাহমুদ, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, সিবিএইচসি ওপি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
৪.	ডা. বি.এম. রিয়াজুল ইসলাম, ডেপুটি চিফ (মেডিকেল), এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
৫.	ডা. মুহাম্মদ আনোয়ার সাদাত, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার (সমন্বয়), পিএমআর ওপি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
৬.	ডা. জেড এম তানভীর সুবাহ, মেডিকেল অফিসার, পরিকল্পনা ও গবেষণা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
ওয়ার্কিং সাব-কমিটিঃ সম্প্রসারিত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা স্তর (উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স)	
৭.	ডা. উম্মে রুমান সিদ্দিকী, সহকারী পরিচালক, পরিকল্পনা ও গবেষণা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
৮.	ডা. ফারজানা দীবা, প্রকাশনা সম্পাদক-ওজিএসবি।
৯.	ডা. আরাফাতুর রহমান, উপজেলা স্বাস্থ্য ও প: প: কর্মকর্তা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা
১০.	ডা. আশিকুর রহমান, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ইউএইচসি ওপি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
১১.	ডা. এ.এস.এম ফরহাদ-উল-হাসান, জুনিয়র কনসালটেন্ট, সার্জারি বিভাগ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।
১২.	ডা. মোঃ সাইফুল ইসলাম, মেডিকেল অফিসার, পরিকল্পনা ও গবেষণা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ওয়ার্কিং সাব-কমিটিঃ সেকেন্ডারি স্বাস্থ্যসেবা স্তর (জেলা/জেনারেল হাসপাতাল)	
১৩.	ডা. মীর মোবারক হোসেন, উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
১৪.	ডা. মগনি মাওলা, সহযোগী অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ।
১৫.	ডা. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, সুপারিনটেনডেন্ট (সহকারী পরিচালক), শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতাল, টঙ্গী।
১৬.	ডা. মোহাম্মদ আশরাফুল আলম, সহকারী অধ্যাপক, কার্ডিওলজি, এনআইসিভিডি, ঢাকা।
১৭.	ডা. তানভীর আহমেদ, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার (এইচআরএম), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
১৮.	ডা. এহেচান উল্লাহ সিকদার, গবেষণা কর্মকর্তা, পরিকল্পনা ও গবেষণা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
ওয়ার্কিং সাব-কমিটিঃ সম্প্রসারিত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা স্তর (মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল)	
১৯.	ডা. আবু হোসেন মোঃ মইনুল আহসান, উপ-পরিচালক (হাসপাতাল), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
২০.	ডা. আবু সাঈদ মোহাম্মদ ইমতিয়াজ হোসাইন, সহকারী পরিচালক (সমন্বয়), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
২১.	ড. আবু সাইদ চৌধুরী, কনসালটেন্ট, মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
২২.	ডা. এ বি এম সারওয়ার জাহান, কনসালটেন্ট অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট, অ্যানেস্থেশিয়া, অ্যানালজেসিয়া এবং আইসিইউ বিভাগ, বিএসএমএমইউ এবং যুগ্ম সচিব, বিএসএ সিসি পিপি
২৩.	অধ্যাপক ডা. ইফফাত আরা, ইসি সদস্য-ওজিএসবি
২৪.	ডা. ইসরাত জাহান উম্মন, ডিপিএম, এইচএসএম ওপি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

পরিশিষ্ট ৩: এনএইচএসএস প্রণয়নে বিভিন্ন অংশীজনদের সাথে কনসালট্যাশনের সময়কার কিছু স্থির চিত্র

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (এমওএইচএফডব্লিউ)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার